তুরকীয় ইতিহাস

অর্থাৎ

ইংরেজী “টর্‌কিশ্‌ টেলস্‌,,

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ঘোষজ মহাশয়ের

আনুকূল্যতায়

শ্রীদ্বারকানাথ কুণ্ড

কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত

“প্রমাদাদল্পবোধাদ্বা যদ্বিরুদ্ধমিহোদিতং।
দোষহীনাঃ দয়াধীনাঃ প্রবীণাঃ শোধয়ন্তু তৎ” ॥

কলিকাতা

“লক্ষ্মী বিলাস যন্ত্রে” মুদ্রিত।

বাং ১২৬৫ ইং ১৮৫৯।

এই পুস্তক পুরাতন চীনাবাজারে
৯৮ নং পুস্তকালয়ে বিক্রেয়।

তুরকীয় ইতিহাস।

উপক্রমণিকা
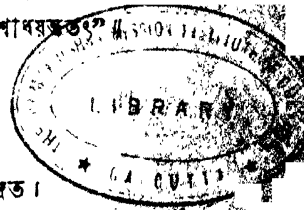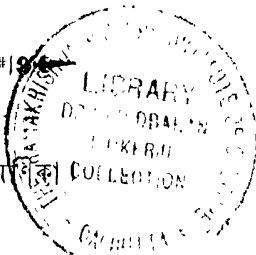
ধরায় বিখ্যাত দেশ পারস্য নগর।
সুরেন্দ্র নগরী হতে শোভায় সুন্দর॥
হামাকিন নামে তথা ছিলেন ভূপতি।
বিদ্যা বুদ্ধি গৌরবে যেমন বৃহস্পতি॥
ধনেশের ধনাগার পূর্ণ ছিল ধনে।
নিরখিলে ধনেশ্বরে তুচ্ছ হয় মনে॥
বলে মহাবলী ভূপ সত্যে যুধিষ্ঠির।
দর্পে দশানন তুল্য দানে কর্ণ বীর॥
ক্ষমা গুণে ক্ষিতি সম ক্ষমতা প্রচুর।
দুর্জ্জন দলনে দক্ষ যুদ্ধে মহাশূর॥
না ছিল নৃপের রাজ্যে দরিদ্র সুদীন।
সকলেতে সদাকাল সুখে কাটে দিন॥
ষড় রিপু পরাভব পার্থিবের মনে।
সুপালনে সদা সুখী ছিল প্রজাগণে॥
ন্যায় পরতায় রাজ্য পালেন ভূপাল।
সুজন সুহৃদ সদা কুজনের কাল॥
সকলেতে সুপণ্ডিত সভাসদ যত।
সচিব জীবের তুল্য গুণ কব কত।
অবনী নাথের অনুচর যত জন।
সকলে সুশান্ত প্রভু ভক্তি-পরায়ণ॥
কোন উপদ্রব নাহি ছিল রাজ্যে তার।
সদাকাল ছিল তথা ধর্ম্মের বিচার॥

বসুধা পতির ছিল এক বংশধর।
নুর্জ্জিহান অভিধান পরম সুন্দর॥
কুমার কি মার কি কুমার হয় ভান।
মানস মোহিত হয় হেরিলে বয়ান॥
বদন শরদ শশী সুহাস কৌমুদী।
হেরি কুল সরে ফুল্ল কামিনী কুমুদী॥
যুবক-যুবতী-জন-বল্লভ কুমার।
ধরায় দুর্ল্লভ সর্ব্ব গুণের আধার॥
শিষ্ট শান্ত মিষ্ট-ভাষী দয়ার-সাগর।
সভ্য ভব্য কাব্য রসে রসিক শেখর॥
ধরাধর বংশধর ধরাধামে ধন্য।
বিবিধ বিদ্যায় ছিল বিশেষ ব্যুৎপন্ন॥
বারেক তাহার সঙ্গে আলাপন যার।
কি কব অধিক ভাবে প্রাণাধিক তার॥
শ্রবণের ক্ষুধা হরে বচন সুধায়।
সে সুধা পাইলে কেবা সুধায় সুধায়॥
সবাসহ সমালাপ করেন কুমার।
গরিমা গরিমাহীন নিকটে তাহার॥

মহীপের মহিলার নাহয় বর্ণনা।
রূপে রমা গুণে বাণী পতি পরায়ণা॥
কায়া অনুগত ছায়া যেমন প্রকার।
মহীপাল-মহিষী প্রমাণ পথ তার॥
একান্ত স্বকান্তগত প্রণয়িণী যার।
সরল স্বভাব যুত বিনীত কুমার॥
প্রজাবর্গ উপসর্গ ত্যজি রহে বশে।
সর্ব্বদা সমাজ পরিপূর্ণ নানারসে॥

সাধুজন পরিবৃত পরিষদ যার।
মর্ত্তে থাকি স্বর্গসুখ ভোগ্য সে রাজার॥
কিন্তু চির সম সুখ নারহে কখন।
সুখ দুঃখময় এই সংসার গহন॥
ক্ষণিক অলিক বিশ্ব প্রপঞ্চ যড়িত।
যেমন নিদাঘে ঘনে প্রকাশে তড়িৎ॥
কালের বিস্তৃত হস্ত ছাড়া কেহ নয়।
হয় ভুক্তগত তার হইলে সময়॥
অকালেতে [illegible] মহিষী রতন।
কালের কবলে পড়ি তেজিল জীবন॥
মহিষীর মরণে মহীপ সকাতর।
নয়ন নীরদে নীর বহে নিরন্তর॥
শোকে সন্তাপিত হয়ে তেজি সিংহাসন।
পতিত অবনী পৃষ্ঠে অবনী-ভূষণ॥
নাহি খায় অন্ন জল সদা নিরাহার।
স্বদার শোকেতে সব হেরে শূন্যাকার॥
শয়নে স্বপনে আর অশনে গমনে।
রাণীর মুরতি তাঁর সদা জাগে মনে॥
রাজ-কার্য্যে নাহি মন সদা অন্য মন।
কাহারো সহিত নাহি করে আলাপন॥
সভাসদ জন বুঝাইল যথোচিত।
তবু তাহে পার্থিব নাহন প্রবোধিত॥

এইরূপে কিছু কাল বিগত হইল।
পরেতে ধরিত্রী-পাল ধৈরজ ধরিল॥
পূর্ব্ব মহিষীর শোক হন বিস্মরণ।
চিত্ত স্থির করি রাজ-কার্য্যে দেন মন॥
সচিব সদস্য বর্গ একত্র হইয়া।
নিবেদয়ে নৃপতির নিকটে আসিয়া॥
"শ্রীযুতের শ্রীচরণে এই নিবেদন।
পুনর্ব্বার দার গ্রহ করুন রাজন॥
তোমারে গৃহীত দার দেখে সুখি হই।
তব কৃপা কল্প শাখী আশ্রয়েতে রই॥
তব অঙ্কে রাজ লক্ষ্মী করুন বিহার।
নিরন্তর এই আশা আমা সবাকার," ॥
ভব্য বর্গ ভারতী-শ্রবণে ভূমিপতি।
করিবেন দার-গ্রহ, দিলেন সম্মতি॥

ঘটাইল ঘটক ঘটনা পরিণয়।
করিলেন দার-গ্রহ নৃপ সদাশয়॥
কান্জাদা তাহার নাম রমণী-রতন।
অতুলনা রূপ তার নাহয় তুলন॥
ষোড়শী রূপসী সতী লাবণ্যের খনী।
কন্দর্প-করাল-কাল-ভুজঙ্গের-মণি॥
সুচতুরা প্রখরা স্ববাবদা নিপুণ।
ছলা কলা জানে বালা ধরে কত গুণ॥
পাইয়া পৃথিবীপতি নব প্রণয়িনী।
কৌতুকে কাটায় কাল লইয়া কামিনী॥
"বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা বড়প্রাণ চেয়ে,,।
কৃতার্থ হলেন ভূপ নবভার্য্যা পেয়ে॥
রতন অধিক তারে যতন সর্ব্বদা।
করিতে চক্ষের আড় না পারেন কদা॥
"কিন্তু তরুণীর বৃদ্ধে হয় বিষ বোধ,,।
কোন মতে নাহি রাখে প্রেম অনুরোধ॥
অগত্যা নৃপের সহ করে সে শয়ন।
"রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন,,॥
যুবতীর যুবাজনে প্রণয়-প্রবণ।
রাজ কুমারের প্রতি মজে তার মন॥
কামিনীর কামাশা প্রবল অতিশয়।
লোক লাজ ধর্ম্মভয় করে পরাজয়॥
সম্বন্ধে যে জন হয় তাহার তনয়॥
বাঞ্ছিল তাহার সহ করিতে প্রণয়॥
দিবা নিশি এই ধ্যান কামিনীর মনে।
কিরূপে আলাপ করে কুমারের সনে॥
কিরূপে মনের কথা করিবে জ্ঞাপন।
কেমনে হইবে তার প্রণয় ভাজন॥

রাজার-কুমার অতিধর্ম্ম-পরায়ণ।
সদা সাধু সহ করে শাস্ত্র আলাপন॥
আবুমাসকার ছিল অধ্যাপক তার।
জ্যোতিষে বিশেষ তার আছে অধিকার॥
ত্রিকালজ্ঞ ধর্ম্ম-নিষ্ঠ পরম-পণ্ডিত।
নানাবিধ গুণ গণে ছিল সে মণ্ডিত॥
তাহার নিকটে থাকি রাজার-নন্দন।
সর্ব্বদা জ্যোতিষ-শাস্ত্র করে অধ্যয়ন॥
এক দিন আবুমাস্কার বিচক্ষণ।
কুমারের জন্ম কোষ্ঠী করিল গণন॥

নক্ষত্র মণ্ডল প্রতি করি নিরীক্ষণ।
জানিল বিদার যোগে সকল কারণ॥
বিরলে কুমারে ডাকি কহিল বচন।
"যুবরাজ! মম বাক্য করহ শ্রবণ॥
দেখিলাম কোষ্ঠী তব করিয়া নির্ণয়।
তব পক্ষে অনুকূল নহে গ্রহচয়॥
জনম নক্ষত্র শুভ না হেরি তোমার।
হয়েছে শনির দৃষ্টি গ্রহ ঋষ্টি আর॥
এই জন্য মম মনে হইতেছে ভয়।
দেখিতেছি বাছা! তব জীবন সংশয়॥
শুনিয়া গুরুর বাক্য কুমার অবাক্।
ভয়ে আর মুখে তার নাহি সরে বাক্॥
বিবর্ণ হইল বর্ণ লাবন্য মলিন।
ব্যাকুল হইল যেন জলছাড়া মীন॥
এইরূপ নিরখিয়া শিষোর আকার।
আশ্বাস করিয়া বলে আবুমাস্‌কার্॥
"ভয় নাহি যুবরাজ! স্থির কর মন?।
আমা হইতে হবে তব বিপদ বারণ॥
প্রতিকূল গ্রহ তব ইহা মিথ্যা নয়॥
কিন্তু তব ইহাতে নাহিক কিছু ভয়॥
ঈশ্বর কৃপায় হেন শকতি আমার।
অচিরে করিতে পারি গ্রহ-প্রতিকার॥
এই মম উপদেশ করহ ধারণ।
আশু তব এ বিপদ হইবে মোচন॥
চল্লিশ দিবস তুমি মৌন হয়ে রবে।
কোনমতে কার সহ কথা নাহি কবে॥
যদ্যপি পালন কর অনুজ্ঞা আমার।
বিপদ সাগরে তবে পাইবে নিস্তার॥
যদ্যপি না কর তুমি মৌনাবলম্বন।
নিশ্চয় জানিবে তব হইবে মরণ,,॥
আচার্য্য-ভারতী শুনি ভূপতি-তনয়।
প্রণতি পূর্ব্বক স্বীয় গুরুপ্রতি কয়॥
"করিলেন যে অনুজ্ঞা অধীন-কিঙ্করে।
পালন করিব আমি কহি সত্য করে,,॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট অতি আবুমাস্‌কার্।
কবজ বান্ধিয়া দিল গলেতে তাহার॥
সে কবজ গলে যেই করয়ে ধারণ।
কৃতান্তের ভয় তার না থাকে কখন॥
সকল বিপদ হতে হয় সে উদ্ধার।
কোন মতে কোন ভয় নাহি থাকে তার॥

কুমারের গলে সেই কবজ বান্ধিয়া।
আবুমাস্‌কার্ গেল বিদায় লইয়া॥
যাইয়া নিভৃত এক গুহার ভিতর।
তথায় গোপন কৈল স্বীয় কলেবর॥
সে বিজন স্থান নাহি জানে কোনজন।
একা মাত্র জানে সেই বিজন ভবন॥
আবুমাস্‌কার্ লুকাইল এই মনে।
পাছে বা কহিতে হয় নৃপতি সদনে॥
তাহার অন্তরে নাহি ছিল অভিলাষ।
ভূপের নিকটে ইহা করিতে প্রকাশ॥

নৃপতি, নন্দনে ভাল বাসিতেন মনে।
হইতেন দুখযুত না দেখিলে ক্ষণে॥
যেমন অন্ধের নড়ী দরিদ্রের ধন।
সেই রূপ নৃপ পক্ষে নৃনাথ-নন্দন॥
অবনীশ অনুজ্ঞা করিল অনুচরে।
দর্শিহানে আনিবারে তাঁহার গোচরে॥
অনুমতি অনুসরি অনুচর গিয়া।
সভায় আইল শীঘ্র নৃপসুতে নিয়া॥
নিকটে পাইয়া পুত্রে পৃথিবী-ভূষণ।
করেন বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা তখন॥
গুরু আজ্ঞা অনুসারে রাজার নন্দন।
কিছু মাত্র না কহিল উত্তর বচন॥
অধমুখে ভূমি পৃষ্ঠে করি নিরীক্ষণ।
করিতে লাগিল পদে অবনী লিখন॥
ইহা দেখি হাসাকিন বিস্ময় হইল।
কুমারের ভাব কিছু বুঝিতে নারিল॥
ব্যাকুল হইয়া চিত্তে কহেন তখন॥
"কেনপুত্র! আজ তোরে দেখিরেএমন?
উত্তর না দাও কেন আমার বচনে।
তোমার এমন ভাব হইল কেমনে?॥
হারালে কি বাক্-শক্তি ওরে বাছাধন।
তেকারণে না পারিলে কহিতে বচন॥
অথবা কি দুঃখোদয় হয়েছে অন্তরে।
কিম্বা কেহ অপমান করিয়াছে তোরে॥
কাতর হয়েছি পুত্র নীরবে তোমার।
কথা কয়ে রাখ বাপ জীবন আমার,,॥
এইরূপে নরপতি খেদে যত ভাষে।
তথাপি কুমার নাহি বচন প্রকাশে॥

নিষ্ফল হইল দেখি সব আকুঞ্চন।
কুমারের রক্ষী প্রতি কহেন তখন॥
"ওহে পুররক্ষি! শুন আমার বচন।
কুমারে লইয়া যাহ রাণীর সদন॥
আছে কোন গুপ্ত দুখ কুমারের মনে।
কহিতে লজ্জিত তাই আমার সদনে॥
এই এক যুক্তি মম এসে অনুমানে।
প্রকাশ করিতে পারে বিমাতার স্থানে"॥
অবনী-নাথের পেয়ে আদেশ তখন।
কুমারে লইয়া রক্ষী করিল গমন॥
রাণীর মন্দিরে গিয়া হয়ে উপনীত।
কহিতে লাগিল কথা বিনয় সহিত॥
"ঠাকুরাণি! শ্রীচরণে করি নিবেদন।
বাক শক্তি হারায়েছে রাজার নন্দন॥
কিম্বা কোন নিদারুণ দুঃখের কারণ।
কাহারো সহিত নাহি করে আলাপন॥
একারণ মহারাজা পড়িয়া সঙ্কটে।
পাঠালেন যুবরাজে তোমার নিকটে॥
এই মনোমধ্যে আছে আশংসা তাঁহার।
প্রকাশ করিতেপারেসাক্ষাতে তোমার"
এ কথা শ্রবণে রাণী উল্লাসে ভাসিল।
আপনার মনে মনে এই বিচারিল॥
"আজি কিবা সুপ্রভাত আমারপক্ষেতে
বুঝি বিধি অনুকূল হলেন ভাগ্যেতে॥
চিরদিন যেইকাল প্রতীক্ষা করিয়া।
ছিলাম চাতকী প্রায় আশা ধেয়াইয়া॥
সেইকাল হৈল বুঝি উদয় এখন।
চাহিতে নীরদে হয় বারি বরিষণ॥
ইহাতে আমার নাহি বিপদ ঘটিবে।
অনায়াসে মনোআশা সুসিদ্ধ হইবে॥
যদি নুর্জ্জিহান বাক্য হারাইয়া থাকে।
কোন মতে না পারিবে কহিতে কাহাকে
যে সকল কথা আমি কহিব উহারে।
না পারিবে কহিবারে আপন পিতারে।
যদিও ধৃষ্টতা হেতু করে প্রকটন।
ছলেতে পারিব তাহা করিতে গোপন॥
কহিব রাজারে, এরে কথা কহাইতে।
ছলে হেন উক্তি আমি করিয়াছি ইথে॥
দুই মতে দুই দিক রহিবে বজায়।
কামনা পূরিবে না ঠেকিব কোন দায়॥"।

এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া তখন।
অনুচরীগণে কহে করিতে গমন।
তাহারা আদেশ পেয়ে বাহিরে যাইল।
একাকী কুমার সহ মহিষী রহিল॥

বিরলে পাইয়া তার গলে হাত দিয়া।
কহিল প্রণয়গর্ভ বচন রচিয়া॥
"কি কারণ ওরেধন! হইলে এমন?।
অন্তর বিরস মুখে না সরে বচন॥
আমার নিকটে কিছু করোনা গোপন।
তোমাতে আমার স্নেহ মায়ের মতন॥
আপন গর্ভজ পুত্র যেমন প্রকার।
তোর প্রতি মোর স্নেহ ততোধিক তার"
বিমাতার সস্নেহ-বচন আকর্ণনে।
কুমার ইঙ্গিতে তারে জানায় সেক্ষণে॥
আছে কোন গূঢ় হেতু ইহার কারণ।
তাই মৌনব্রত আছি করিয়া ধারণ॥
কিন্তু রাণী বিপরীত ইহাতে বুঝিল।
দ্বিগুণ সে কামাগুণ জ্বলিয়া উঠিল॥
এই সে আপন মনে কৈল অনুমান।
"কুমার দহিছে বুঝি আমার সমান॥
যেমন আমার মন উহার কারণ।
আমার কারণ বুঝি ওর বা তেমন॥
পিতার মর্য্যাদা হেতু কুমার এখন।
রেখেছে মনের ভাব করিয়া গোপন॥
এইরূপ ভ্রান্তিদায়ী উপদেশ মতে।
মহীপ-মহিষী চলে অধর্ম্মের পথে॥
পরিহরি লোকলাজ কুলশীল মান।
কামবশে হয়ে গেযে অবশ অজ্ঞান॥
কান ভাবে কুমারে করিল সম্বোধন।
"হে প্রাণ বল্লভ! ওহে হৃদয়-রতন॥
পরিহর মৌনী ভাব করি অনুনয়।
ধরি হে করেতে পরিতাপ নাহি সয়॥
যেই সব দেখিতেছ ভূপের বিভব।
নিশ্চয় জানিবে তুমি আমারি সে সব॥
যদি তুমি কর তাহা আমি যাহা বলি।
কেহবে তোমার তুল্য বলে মহাবলী॥
পূর্ণ হবে অভিলাষ কি বলিব আর।
অনায়াসে এই রাজ্যে পাবে অধিকার॥

তুমি ও যুবক বট আমি ও যুবতী।
আমি তব প্রেমাধীনী তুমি মম পতি ॥
মম পক্ষে উপযুক্ত তুমি হে যেমন।
কদাচ না হয় তব জনক তেমন ॥
তরুণীর বৃদ্ধপতি শোভা নাহি পায়।
সুধা পরিহরি বল গরল কে খায় ॥
পাইলে মধুর স্বাদ নিমে রুচি কার।
কে দেয় অঞ্চলে গেরো তেজে স্বর্ণহার ॥
সময়ে পেয়েছি সাধ পূরাব দুজনে।
অতএব ভিন্ন ভাব না ভাবিহ মনে ॥
তোমার পিতারে সহ বঞ্চনে বঞ্চনা।
কতবা মন্ত্রণা সব হইয়া ললনা ॥
এই মাত্র প্রিয়বর কর অঙ্গীকার।
রমণীত্বে তুমি মোরে করিবে স্বীকার ॥
তাহলে পিতাকে তব করিয়া নিধন।
করিব এ রাজ্য সব তোমারে অর্পণ ॥
শপথ করিনু এই অগ্রেতে তোমার।
ইথে কিছু প্রতারণা নাহিক আমার ॥
ঈশ্বরের শপথ করিনু এই পণ।
করিব যৌবন ধন সব সমর্পণ,, ॥

একথা শ্রবণ করি রাজার-নন্দন।
মৌনেতে রহিল নাহি কহিল বচন ॥
বিমাতার চরিত্র নিরখি স্বনয়নে।
বড়ই বিস্মিত হইল আপনার মনে ॥
পুনর্ব্বার রাণী কহে “ ও রাজ কুমার।
উত্তর না দেহ কেন বচনে আমার ? ॥
বোধহয় অভিসন্ধি শুনিয়া আমার।
হয়েছে সন্দেহ যুক্ত অন্তর তোমার ॥
এই সে সংশয় তুমি করিছ এখন।
নারিব একাজ আমি করিতে সাধন ॥
কিন্তু মনোযোগী হয়ে করহ শ্রবণ।
কেমনে লইব আমি রাজার জীবন ॥
রাজার ভাণ্ডারে আছে বিবিধ গরল।
অনাসে নরের প্রাণ যে করে কবল ॥
আছে এক প্রকার গরল রাজ ঘরে।
খাইলে মানবে মরে একমাস পরে ॥
আরো এক আছে বিষ করিলেভোজন।
দুই মাস পরে যায় শমন সদন ॥
আর এক আছে বিষ এমন প্রকার।
বহু দিন গেলে শক্তি প্রকাশে তাহার ॥
অতেব শেষোক্ত বিষ করায়ে সেবন।
অনাসে সাধিব মোরা ভূপের নিধন ॥
পীড়িত হবেন রাজা গরল ভোজনে।
তাহাতে অধীর অতি হইবেন মনে ॥
এই সব দেখিয়া যাবত প্রজাগণ।
আমাদিগে সন্দেহ না করিবে কখন ॥
কিছু দিন পরে, হৈলে রাজার মরণ।
অনায়াসে পাবে তুমি রাজ সিংহাসন ॥
পিতৃপরলোকে তুমি হলে যুব রাজ।
আনন্দিত হবে সর্ব্ব প্র •.র সমাজ ॥
সেনাগণ সেনারনায়ক যত জন।
তোমারে করিবে মান্য রাজার মতন,, ॥
এরূপ নিষ্ঠুর উক্তি করিয়া শ্রবণ।
বিস্ময় সাগরে মগ্ন কুমারের মন ॥
পুনরায় পাপীয়সী মহিষী রাজার।
সপত্নী তনয়ে নিরখিয়া ভিন্নাকার ॥
পুনঃ-চিত্ত আকর্ষণী বচন যুড়িয়া।
কুমারের প্রতি কহে প্রেম জানাইয়া ॥
“ কুণ্ঠিত হতেছ তুমি এইসে কারণ।
কেমনে পিতার নারী করিবে গ্রহণ ॥
লোকে হবে অপবাদ অযশ ঘোষণ।
নিরন্তর নিন্দা করিবেক প্রজাগণ ॥
কিন্তু এই পরামর্শ ইহাতে আমার।
অযশ ঘোষণা কিছু না হবে তোমার ॥
পিতার মরণ পরে করো এই মত।
যাহে সর্ব্ব দিক রক্ষা হয় বিধিমত ॥
প্রকাশি অপূর্ব্ব ছল রাজার-তনয়!।
মোরে পাঠাইবে তুমি মম পিত্রালয় ॥
তার পর অনেক সৈনিকে সঙ্গোপনে।
পাঠাইবে জনকত সেনা নিয়া সনে ॥
তারা যেন আমাদিগে করি আক্রমণ।
আমারে হরিয়া আনে করিয়া গোপন ॥
রাষ্ট্র হবে রাজ্য ময় এই সে প্রকার।
দস্যুগণ মোরে যেন করেছে সংহার ॥
সকলে জানিবে মৃত্যু হয়েছে আমার।
কাহারো সন্দেহ মনে না রহিবে আর ॥
কিছুদিন পরে ডাকি সেনা-নায়কেরে।
তাহার নিকটে তুমি কিনিবে আমারে.

দাস দাসী আমরা যেমন করি ক্রয়।
সেইমত কিনে৷ মোরে রাজার তনয়॥
এইরূপে অবহেলে মোরা দুই জন।
লোক অপবাদ হতে পাইব মোচন॥
নাথাকিবে কোন ভয় থাকিব দুজনে।
উভয়ে হইব সুখী উভয় মিলনে,,।

এতেক কহিয়া রাণী বাণী নিবারিল।
কুমারে কহিতে কথা কিছু কাল দিল॥
না করিল কুমার উত্তর কিছুতায়।
পূর্ব্বমত মৌনী রঁহে গুরুর আজ্ঞায়॥
এত অনুনয়ে যদি কথা না কহিল।
মহিষী সেমসী সব আশু হারাইল॥
স্ত্রীজাতি-সুলভ-লজ্জা করি পরিহার।
তুলিয়া পরিল গলেঃকলঙ্কের হার॥
আবেশে অবশ তনু অতনুর শরে।
অধৈর্য্য হইয়া কুমারের গলে ধরে॥
কর যুগে গলদেশ করিয়া ধারণ।
পাইয়া পরম প্রীতি করিল চুম্বন॥
বিমাতার এতেক ধৃষ্টতা দরশনে।
কুমার কুপিত অতি হইয়া স্বমনে॥
জোরে তার হস্ত মুক্ত করি সেইক্ষণে।
দারুণ আঘাত কৈল বিমাত বদনে॥
তাহাতে শোণিত ধারা বাহির হইল।
অচেতন হয়ে ধনী ধরায় পড়িল॥

চেতন পাইয়া রাণী উঠিয়া তখন।
আপনার পূর্ব্ব রাগ হৈল বিস্মরণ॥
প্রণয়ের স্থানে কোপ আসি উপজিল।
শীলতা সারল্যভাব সকল নাশিল॥
ক্ষণেক পূর্ব্বেতে যেই নয়ন যুগল।
প্রেমাগ্নি যোগেতে ছিল পরম উজ্জ্বল॥
এখন সে কোপানলে হইয়া প্রসার।
হিংসা রূপ শীখা তার করিছে বিস্তার॥
কোপে দেহ জ্বলে বলে অতিরোষবেশে
"এই কি উচিত ফল দিলি সর্ব্বনেশে?॥
যে চায় বাড়াতে মান দিয়া রাজ্য পদ।
আর দিয়া আপনার যৌবন সম্পদ॥

প্রাণের সহিত ভাল বাসিল যে প্রাণে।
একেবারে দিলি ছাই তাহার সে মানে
রমণী সরল জাতি স্বভাব সরস।
অনঙ্গের বশে সুতরাং পর বশ॥
বরঞ্চ উচিত দয়া করিতে তাহায়।
যে জন করিল ত্যাজ্য শীলতা লজ্জায়॥
তাহা না করিয়া তুই করিলি এ কাজ।
নাহি কি কিঞ্চিৎ লাজ পামর নিলাজ॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নরাধম কুলাঙ্গার!।
ছাই দিলি মানে মোর ওরে রে নচ্ছার॥
আমার সম্মুখ হতে যারে দূর হয়ে।
জলাস আমারে কেন এখানেতে রয়ে॥
ইহারে উচিত ফল পাবিরে ত্বরায়।
মনে না ভাবিহ এড়াইবে এই দায়,,॥
খেদে রাগে বিস্ময়েতে হইয়া মগন।
লজ্জিহান তথা হইতে করিল গমন॥
এখন সে কামজাদা নৃপ সীমন্তিনী
অপমানে হিংসানলে হইয়া তাপিনী॥
দুরাশায় নিরাশায় নিষ্ঠুরা হইল।
মনে মনে কুমারের বিনাশ চিন্তিল॥
মরণ সংকল্প তার করিয়া অন্তরে।
এলাইল কুন্তল নয়নে জল ঝরে॥
অঙ্গহতে অভরণ করি উন্মোচন।
দূরে ফেলি দিল সব হয়ে ক্রোধমন॥
বিবসনে ধরাসনে বসি ক্ষুণ্নমনে।
ধ্বনিত করিল গৃহ দারুণ রোদনে॥
বুকে করে করাঘাত হাহারব মুখে।
মলিন বদন শশী আছে মনদুঃখে॥
এখানেতে নরপতি হয়ে উৎকণ্ঠিত।
মহিষীর অন্তঃপুরে হন উপনীত॥
ভূপতির মনে এই ভাবনা তরঙ্গ।
হইয়াছে কি না কুমারের মৌনী ভঙ্গ॥
রাণীর দুর্দ্দশা চক্ষে করি দরশন।
হইল নৃপের মন বিস্ময়ে মগন॥
কোথায় হবেন সুখী পুত্র মুখ হেরে।
রাণীর এ দশা দেখে পড়িলেন ফেরে॥
বিপরীত ভাব হেরি আপনি রাজন।
প্রিয়ভাষ পুরঃসর প্রেয়সীরে কন॥
"কহ প্রিয়ে কি কারণ হইলে এমন।
নিরাসনে বিবসনে করিছ রোদন?॥

স্খলিত ভূষণ বাস গলিত চিকুর।
মলিন শশাঙ্ক মুখ শোকেতে বিধুর॥
বদনেতে বহিতেছে শোণিতের ধার।
কে করিল হেন দশা প্রেয়সি তোমার॥
ভুজঙ্গ মস্তকে কেবা করিল প্রহার।
সুপ্ত সিংহে জাগাইল হইতে সংহার॥
তোমার এ অপমান করিল যে জন।
নিতান্ত কৃতান্ত তারে করেছে স্মরণ॥
প্রকাশিয়া বল প্রিয়ে! শুনি সমাচার?।
এখনি করিব আমি তাহারে সংহার॥
অমোঘ শাসন মম কে করে লঙ্ঘন।
নাহি রক্ষে তার পক্ষে যে কৈল এমন॥

স্বামির সোহাগ বাক্যে শঠ সীমন্তিনী
দ্বিগুণ রোদন করে হইয়া তাপিনী॥
কহিল কান্তেরে, "কবতোমাকে কি আর
কি হবে শুনিলে দুর্দ্দশার সমাচার?॥
তোমারে গোপন মিছে কেন করি আর
তোমারি সন্তানহতে এ দশা আমার,,॥

(নৃপতি কহিল) কহ এ আর কেমন।
তব অপমান কৈল আমার নন্দন?॥
বিমাতার প্রতি তার এত অত্যাচার।
কিছুমাত্র না রাখিল সম্ভ্রম আমার,,॥
(মহিষী কহিল) "নাথ! করি নিবেদন।
সামান্য দোষের দোষী নহে সে নন্দন॥
তুমি যা ভাবিছ মনে তা নয় তা নয়।
বড় দুরাচার, নাথ! তোমার তনয়॥
রমণী সরলা অতি সহজে কোমলা।
শঠের স্বভাব কিসে জানিবে অবলা॥
বাহ্যিক শীলতা তার করি দরশন।
কেমনে জানিব হবে সে দুষ্ট এমন?॥
আকার প্রকার তার করিয়া দর্শন।
ভাবিলাম অতিশয় নিরীহ নন্দন॥
যখন আইল দুষ্ট আমার অঙ্গনে।
তখন ছিলাম আমি বোসে সিংহাসনে॥
তাহারে দেখিয়া আমি করিয়া আদর।
কাছে ডাকিলাম হয়ে পুলক অন্তর॥
জানিতে তাহার আমি মৌনের কারণ।
অনুচরীগণে দেই বিদায় তখন॥
মনে ভাবিলাম এই, হইলে নির্জ্জন।
করিবে কুমার সুখে কথব-কথন॥
মনের গোপন কথা জানাবে আমায়।
করিব তাহার ভাবনার সদুপায়॥
কিন্তু দুষ্ট আমারে দেখিয়া একাকিনী।
আসিয়া আমার কাছে বসিল আপনি॥
কাছে বসি হাসি হাসি কহিল তখন।
"হে রাজনন্দিনি! শুন আমার বচন॥
করিলাম মৌন ভঙ্গ আমার এখন।
চাতুরি করিয়া যাহা করেছি রক্ষণ॥
অধিক তোমারে আমি কহিব কি আর।
আমার মৌনের মাত্র তুমি মূলাধার॥
গোপনে তোমার সঙ্গে কথব কথন।
হইবে কেমনে সদা এই আকুঞ্চন॥
নিতান্ত হয়েছি তব প্রেমের অধীন।
তোমার মোহিনী মূর্ত্তি ভাবি নিশিদিন॥
শুভ যোগে যোগাযোগ যদি না হইত।
তোমার বিরহে মম জীবন যাইত॥
অদ্য কিবা শুভ দিন আমার পক্ষেতে।
বিরলে তোমার রূপ হেরিনু চক্ষেতে॥
তোমার সহিত করি কুশল আলাপ।
পরিপূর্ণ হৈল মম কামনা কলাপ॥
যদি তুমি মম পক্ষে অনুকূলা হও।
বিনা মূলে জনমের মত কিনে লও॥
মধুর আলাপ করি তোমার সহিত।
এই সে বাসনা মনে সদত বাঞ্ছিত॥
কিঞ্চিৎ করুণা কর কিঙ্করে এখন।
বাঞ্ছিত বিষয়ে কর বাসনা পূরণ॥
বঞ্চিত না কর মোরে সঞ্চিত ধনেতে।
সিঞ্চিত করহ প্রেম সিন্ধু সলিলেতে॥
আমারে স্বামীত্বে যদি করহ বরণ।
এখনি করিব আমি জনকে নিধন॥
বহুদিন পিতার রাজত্বে প্রজাগণ।
অসন্তুষ্ট হইয়াছে আমিহে যেমন,,॥
(এখানেতে রাজরাণী করিয়া বিনয়।
পুনর্ব্বার ভঙ্গি করি ভূপতিরে কয়)॥
"অধিক তোমারে আর কি কব বিশেষ
তোমার তনয়, নাথ! দুরাত্মার শেষ।

যখন দেখিল দুষ্ট বিবতি আমার।
উত্তর না করিলাম বচনে তাহার॥
দুষ্টভাবে মম অঙ্গে করি করার্পণ।
বলাৎকার করিতে করিল আকুঞ্চন॥
দেখিয়া ভয়েতে মম উড়িল পরাণ।
বিপদে পড়িয়া করি ঈশ্বরে ধেয়ান॥
বল প্রকাশিয়া রাখি সতীত্ব আমার।
দেখিয়া অন্তরে ক্রোধ হইল তাহার॥
ছিঁড়িল বসন, আর করিল প্রহার।
বোলে কি জানাব দেখ চক্ষে আপনার॥
নিশ্চয় নিষ্ঠুর মোরে নিধন করিত।
তখনি যদ্যপি মম দাসী না আসিত॥
তাহারে দেখিয়া দুষ্ট কৈল পলায়ন।
তাই সে হইল রক্ষা আমার জীবন॥

এমত ভঙ্গিতে রাণী জানালেরাজায়।
শুনিয়া হইল ভূপ জ্বলদগ্নি প্রায়।
রাণীর নিকট হৈতে আসিয়া তখন।
বাহির দেওয়ানে আসি দিল দরশন॥
তনয়-বাৎসল্য সব হয়ে বিস্মরণ।
মাতুকে ডাকিতেকৈল কিঙ্করে প্রেরণ॥
তনয়ে বধিতে স্থির প্রতিজ্ঞা হইয়া।
রহিলেন নরপতি অন্তরে রুষিয়া॥
রাজার প্রতিজ্ঞা শুনি নন্দন নিধনে।
একত্রে মিলিয়া সবে যত মন্ত্রীগণে॥
সুযুক্তি করিয়া রাজ সম্মুখে আসিয়া।
কহিল প্রধান মন্ত্রী ভূপে প্রণমিয়া॥
"হে নরেন্দ্র! মোসবার এই নিবেদন।
কিঞ্চিৎ ধৈরয চিত্তে করুন ধারণ॥
অন্ততঃ দিনেক জন্য কুমারের প্রাণ।
কৃপা করি আমাদিগে করুন প্রদান॥
হেন কি কুকর্ম্ম করিয়াছে পুত্র তব।
বধিতে যাহারে তব ইচ্ছা মহীধব॥

সহজে জনক হন কৃপালু নন্দনে।
সে জনক পুত্রবধে উদ্যত কেমনে" ॥
রাণীর মুখেতে যাহা করিল শ্রবণ।
অবিকল মন্ত্রীগণে কহিল রাজন॥
শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী করি যোড় কর।
কহিতে আরম্ভ কৈল গোপতি গোচর॥
"মহারাজ! শ্রীচরণে করি নিবেদন।
সহসা এ কার্য্য করা না হয় শোভন॥
হয়েছেন মহারাজ! যে কাজে উদ্যত।
ধর্ম্ম বিগর্হিত ইহাঅসাধু সম্মত॥
হয়ে ভ্রান্ত নারীর বচন বাগুরায়।
দিলে বিসর্জ্জন দয়া মায়া মমতায়॥
যেই অভিযোগ কুমারের বিপক্ষেতে।
করেছেন মহিষী তোমার সমক্ষেতে॥
তার প্রমাণার্থ সাক্ষী নাহি কোনজন।
অথচ বাঞ্ছিতা রাণী তাহার মরণ॥
কিন্তু কতক্ষণে যতনেতে নারীগণ।
পারে করিবারে স্বীয় সতীত্ব রক্ষণ?॥
মানি বটে বহুনারী আছে এ জগতে।
আপন সতীত্ব রক্ষা করে বিধিমতে॥
কদাচ কুদৃষ্টে পর পুরুষে না চায়।
আপন স্বামীর মূর্ত্তি সদত ধেয়ায়॥
কিন্তু যে সময় তারা পাপে দেয় মন।
কার সাধ্য নিবারিয়া রাখিবে তখন॥
অতএব হও ভূপ সতর্ক এখন।
পুত্রবধ পাপে যেন না হও মগন।
নরনাথ! এই মর্ম্ম জানিবেন স্থূল।
কপটী কামিনী জাতি ছলনার মূল॥
চেক-চোবিদিন বিচুষের উপাখ্যান।
শ্রবণে পাবেন এর বিশেষ প্রমাণ" ॥
শুনিয়া নৃপতি কন সচিবের প্রতি।
"সেআখ্যানমোরেমন্ত্রি! শুনাওসম্প্রতি"
(সচিব কহিল) "যে অনুজ্ঞা আপনার।
শ্রবণ করুন তবে আখ্যান তাহার" ॥

চেক-চোবিদিনের উপাখ্যান।

এক দিন ইজিপ্তের ভূপতি প্রধান।
নগরস্থ ধীবরবর্গে করিল আহ্বান ॥
নৃপাদেশে আসি সবে সদসী সদনে।
বসিল সুখেতে যার যথা যোগ্যাসনে ॥
তাহাদের মধ্যে এক বিতর্ক উঠিল।
(শুনিয়া সভাস্থলোক বিস্ময় হইল) ॥
এক দিন স্বর্গদূত গেব্রীয়েল নামে।
দৈবাৎ আসিয়া মহমদ রাজধামে ॥
শয়নহইতে তাঁরে করি উত্তোলন।
করাইল চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ ॥
নিমেষে পাতাল সপ্ত সপ্ত স্বর্গ আর।
ভ্রমিল কুশলে দোঁহে এ তিন সংসার ॥
পরে জগদীশস্থানে করিয়া গমন।
উভয়ে তাঁহার পদ করিল বন্দন ॥
অসীতি অধিক দশসহস্র গণন।
হইল ঈশ্বর সহ কথপোকথন ॥
পুনরায় গেব্রীয়েল পৈগম্বরে লয়ে।
রাখিল তাঁহারে তাঁর রাজভোগ্যালয়ে ॥
কতিপয় ধীবরবর্গে কহেন এমন।
নিমেষ মাত্রেতে হৈল এ সব ঘটন ॥
মহমদ পুনঃ বাসে এলেন যখন।
আপনার শয্যা উষ্ণ করেন স্পর্শন ॥
যে সময়ে গেব্রীয়েল তাঁরে লয়ে যায়।
একটা জীবন পাত্র পড়িল ধরায় ॥
পাত্রহতে জল হয় নাহি নিঃস্রবণ।
পূর্ব্ববৎ বারিপাত্র করেন দর্শন ॥
(শুনিয়া ভূপতি কহে) "একি অসম্ভব।
এরূপ আশ্চর্য্য কভু না হয় সম্ভব।
তোমরাই পূর্ব্বে মোরে করেছ জ্ঞাপন।
পরস্পর দূরবর্ত্তী এ চৌদ্দ ভুবন ॥
পঞ্চশত বর্ষ কেহ করে পর্য্যটন।
তবে সে দেখিতে পারে একেক ভুবন ॥
তবে কিসে সম্ভব বলহ ধীবরগণ।
ক্ষণে মহমদ কৈল সকল ভ্রমণ ॥
ঈশ্বরের সহ করি কথোপকথন।
আসিয়া করিল তল্প উষ্ণতা স্পর্শন ॥
বারিপাত্র স্থিতবারি নহে ধরাগত।
কি রূপে এমন বাক্য হইবে সঙ্গত?
যদি কোন বারিপাত্র কর নিক্ষেপণ।
পুনঃ সেইক্ষণে তাহা করহ গ্রহণ ॥
কিছুমাত্র জল তাহে না পাইবে আর।
জানিয়া কি বোধোদয় নহে সবাকার?"
শুনিয়া উত্তর করে যত ধীবরগণ।
স্বভাবতঃ হেন কর্ম্ম নহে সম্ভাবন ॥
কিন্তু যে ঐশিক শক্তি বাক্ পথাতীত।
অসাধ্য সুসাধ্য সব তাহে সম্ভাবিত ॥
স্বভাবতঃ দুর্ব্বোধ ইজিপ্ত অধীশ্বর।
ইহাতে না হৈল তার প্রতীত অন্তর ॥
কিন্তু এক নিয়ম করেছে সে রাজন।
যুক্তি বিপরীত বাক্য করিলে শ্রবণ ॥
না করিবে বিশ্বাস তাহার এই পণ।
সুতরাং এ প্রসঙ্গ করিল হেলন ॥
সর্ব্বত্রেতে এ সংবাদ প্রচার হইল।
নগরস্থ প্রজাবর্গ সকলে জানিল ॥
ক্রমে জনপদে যত জনতা হইল।
চেক-চোবিদিন তাহা শুনিতে পাইল ॥
অতি সুপণ্ডিত সেই ভিষক প্রধান।
সর্বত্র বিখ্যাত আছে তাহার সম্মান ॥
যে দিন পণ্ডিত সভা হয় নৃপস্থানে।
সে দিবস চোবিদিন ছিল না সেখানে ॥
স্বকার্য্য সাধনে ছিল ব্যস্ত অতিশয়।
যেতে পারে নাই তাই নৃপের নিলয় ॥
এক দিন চোবিদিন মধ্যাহ্ন সময়।
উপনীত হইলেন মহীপ আলয় ॥
ভিষকের আগমন হেরি ধরাপতি।
অভ্যর্থনা করিলেন সমাদরে অতি ॥
সুখময় রম্যহর্ম্ম্যে দিয়া যোগ্যাসন।
করিলেন তার সহ কুশলালাপন ॥
"সমধিক শ্রম এত করি মহাশয়।
আপনি আইলে কেন আমার আলয়?
উচিত আপন ভৃত্যে করিতে প্রেরণ।
তাহাহতে সব কর্ম্ম হইত সাধন ॥
তব নামে যেই প্রশ্ন করিত সে জন।
আমাদের গ্রহণীয় তাহার বচন" ॥
(কহিল সে চোবিদিন) ওহে ভূষণ!
যে কারণে তবালয়ে মম আগমন ॥

ক্ষণকাল তব সঙ্গে কথোপকথন।
করিব অন্তরে মম এই আকিঞ্চন॥
বিশেষতঃ চোবিদিনে জানে নরেশ্বর।
সগর্ব্বেতে কহে কথা রাজার গোচর॥
উপরোধ অনুরোধ কারো নাহি রাখে।
সদা চেক আপনার গরবেতে থাকে॥
কারো প্রতি খোষামদ কথা নাহি কয়।
সদাকাল চোবিদিন একভাবে রয়॥
রাজাধিরাজেরে শঙ্কা নাহি করে মনে।
অধনি সধনি সবে তুল্য করিগণে॥
একারণ শিষ্টাচারে ইজিপ্তের পতি।
সমাদরে সম্ভাষ করিল চেক প্রতি॥
যে গৃহে চেকের সহ ইজিপ্ত ঈশ্বর।
চারিটা গবাক্ষ ছিল তাহার ভিতর॥
চেক-চোবিদিন কহে নৃপের সদন।
চারিটী গবাক্ষরুদ্ধ করিতে তখন॥
অবনীশ অনুচরে অনুজ্ঞা করিল।
দাস গিয়া আদেশিত গবাক্ষ মুদিল॥
পরে পৃথ্বীপাল হয়ে পুলকিত মন।
চেকের সহিত করে কথপোকথন॥
ক্ষণকাল পরে চোবিদিন সুবিদ্বান্।
ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারক মতিমান্॥
যে গবাক্ষে দেখা যায় জেন্ দীর্ঘী শিখর।
খুলিতে আদেশ করে নরেশে সত্বর॥
চেক বাক্যে করি ভূপ গবাক্ষ মোচন।
গিরিপ্রান্তে করে বহু সেনা দরশন॥
তুরঙ্গ আরোহি সবে করে প্রহরণ।
আকাশের তারাহতে অসংখ্যা গণন॥
মুক্তকোষ তরবারি ঝোলে উকদেশে।
রাজধানী প্রতিধায় ভয়ানক বেশে॥
নিরখিয়া নরেন্দ্রের নেত্রে বহে নীর।
বিবর্ণ হইল বর্ণ জীবন অস্থির॥
আর্ত্তস্বরে করিছেন ঈশ্বর স্মরণ।
বলে "রক্ষা কর দীনে জগত কারণ"॥
নৃপের আতঙ্ক দেখে চোবিদিন কয়।
"কি ভয় ভূপাল হও মনেতে নির্ভয়"?
এতেক কহিয়া সেই গবাক্ষ মুদিল।
ক্ষণঃ কালগতে তাহা পুনশ্চ খুলিল॥
নৃপাল নয়ন যুগে করে নিরীক্ষণ।
পূর্ব্বমত গিরিপ্রান্তে নাহি সৈন্যগণ॥

আরেক গবাক্ষে হয় নগর দর্শন।
সে গবাক্ষ চোবিদিন খুলিল তখন॥
ক্ষৌণীপাল হেরে নেত্রে প্রিয় কেরোদেশ।
হুতাশন লাগি প্রায় ভস্ম অবশেষ॥
উঠিয়া অগ্নির শিখা ব্যাপেছে গগণ।
গৃহদ্রব্য প্রাণি সব হতেছে দাহন॥
নগরের নাশ দৃষ্টে নরেশ কাতর।
বলে হায় ভস্মময় হইল নগর॥
(চোবিদিন বলে) ভূপ! ইহা কিছু নয়।
কি হেতু হইলে তুমি শঙ্কিত সভয়?
ইহা বলি শীঘ্র সেই গবাক্ষ মুদিল।
পুনর্ব্বার খুলি তাহা নৃপে দেখাইল॥
পূর্ব্বমত বৈশ্বানর নহিল দর্শন।
অতঃপর সুস্থ হৈল অবনী-ভূষণ॥
তৃতীয় গবাক্ষ চেক করিয়া মোচন।
ভূপতিরে দেখায় আশ্চর্য্য দরশন॥
নাইল নামেতে নদী তরঙ্গে প্লাবিত।
স্রোতস্বতী জলে হয় নগরী পূরিত॥
পূর্ব্ব দৃষ্ট সেনাঅগ্নি জানিয়া অলীক।
তবু রাজা হৈল মোহে ব্যাকুল অধিক॥
মহাখেদে মহীপতি করে হাহাকার।
"ডুবিল নগরী মম রক্ষা নাহি আর!
আমাদের জীবনাশা নাহিক এখন।
জীবন প্লাবনে সবে ত্যজিব জীবন"॥
(চেক বলে)"মহারাজ! কি চিন্তা তোমার?
কিছু মাত্র নহে ইহা সকলি অসার॥
তরঙ্গ বিহীনা হইয়াছে স্রোতস্বতী।
অতেব তোমার কিবা শঙ্কা নরপতি"?
দেখাইতে ধরেশে আশ্চর্য্য পুনর্ব্বার।
চোবিদিন খোলে শেষ গবাক্ষের দ্বার॥
সেই দিকে শুদ্ধ মরুভূমি দেখা যায়।
লতাকাণ্ড তরু আদি কিছু নাহি তায়॥
অন্যান্য আশ্চর্য্য বিষয়েতে নৃপতির।
করেছিল যেইরূপ পরাণ অস্থির॥
চতুর্থ গবাক্ষে তাহা নাহিক করিল।
ভূপতি উদ্যান এক নয়নে হেরিল॥
অতিপক্ক দ্রাক্ষাফল শোভিছে সুন্দর।
দরশনে পুলকিত হৃদয় কন্দর॥
অবনীর শোভা সব শোভে উপবনে।
করিছে বিচিত্র ধ্বনি বিহঙ্গমগণে॥

প্রস্ফোটিত নানাজাতি পুষ্প মনোহর।
গোলাপ সেবতী জাতি মল্লিকা টগর ॥
কুরু বক পারুস পারুল নাগেশ্বর।
গন্ধরাজ সেফালিকা দেখিতে সুন্দর ॥
স্থলজ জলজদল অতি শোভা পায়।
মকরন্দ পান আশে অলিবৃন্দ ধায় ॥
সৌরভ গৌরবে তার মোহিত ভুবন।
সংযোগি সন্তোষকর বহিছে পবন ॥
ফলে ফুলে অবনত মহীরুহ যত।
নানাজাতি পক্ষী তাহে শোভা করে কত ॥
ময়না ময়ুর হীরামন কাকাতুয়া।
শ্যামা পেদ্দা ভীমরাজ দোয়েল পাপিয়া ॥
কলকণ্ঠ নীলকণ্ঠ আদি দ্বিজকুল।
সুধাস্বরে করে দান আনন্দ-অতুল ॥
শুক শারী সারস মরাল দল যত।
সলিলে সাঁতার দেয় শোভা তার কত ॥
নিরখি নয়নে নৃপ আপনা পাসরে।
প্লাবিত আনন্দ বারি হৃদয় সাগরে ॥
ধরানাথ আত্মমনে করে অনুমান।
ইরামের উপবন হেন হয় জ্ঞান ॥
আহ্লাদে আকুল হয়ে অবনী-ভূষণ।
পুনঃ২ নঃ কহে "কি সুন্দর উপবন"!
(ভিষক কহিল) "রাজ! ইহা কিছু নয়।
কিহেতু হইল তব আনন্দ হৃদয়"?
এত বলি করিরুদ্ধ গবাক্ষ তখন।
ক্ষণকাল পরে তাহা করিল মোচন ॥
মহীপ দেখিল আর নাহি উপবন।
পূর্ব্বকার মরুভূমি হইল দর্শন।
(অনন্তর চেক কহে করি সমাদর)।
"যে সব আশ্চর্য্য নিরখিলে নৃপবর ॥
এহতে দেখাব এক আশ্চর্য্য বিষয়।
যদ্যপি অবনী নাথ! তব আজ্ঞা হয় ॥
জল পূর্ণ টব এক আনাও হেথায়।
উলঙ্গ হইয়া তুমি প্রেবেশো তাহায় ॥
কটি আবরণ মাত্র তোয়ালে লইয়া।
অচিরে উঠহ সেই জলে ডুব দিয়া" ॥
শুনিয়া নরেন্দ্র ভৃত্যে অনুজ্ঞা করিল।
জলপূর্ণ-টব এক কিঙ্কর আনিল ॥
ডুব দিবামাত্র ভূপ তাহার ভিতরে।
উপনীত হৈল এক দুর্গম শিখরে ॥

সিন্ধুতটে গিরিবর অতি ভয়ঙ্কর।
ভ্রমিছে ভীষণ তাহে নানা বনচর ॥
ভূপতি বিস্ময় হৈল করি দরশন।
বল বুদ্ধি জ্ঞান সংজ্ঞা হারায় তখন ॥
ক্রোধানল প্রবল হইল অতিশয়।
মনে২ কোপবাক্য চেক প্রতি কয় ॥
"রে দুরাত্মা চোবদিন! নৃশংস প্রধান!
যেমন করিলে তুমি মম অকল্যাণ ॥
কভু যদি ফিরে যাই ইজিপ্ত নগর।
এরং প্রতিফল তোরে দিবরে পামর"?
"হা! হতোস্মি"! এই বাক্য বলি নরেশ্বর।
নিরুপায় হৈল অতি বিকল অন্তর ॥
ইতোমধ্যে বোধোদয় হইল অন্তরে।
ভাবে "এ বিফল আর্ত্তস্বরে কিবা করে ॥
এ বিপদে ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর কেবল।
মিছা আর অরণ্যে রোদনে কিবা ফল" ॥
এতেক চিন্তিয়া সাহসেতে করি ভর।
ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করি নরেশ্বর ॥
দেখে কাষ্ঠ কাটে যত কাঠুরিয়াগণ।
তাহাদের সমীপেতে যাইল রাজন ॥
মনে২ ধরাস্বামী করিল চিন্তন।
আপনার পরিচয় করিতে গোপন ॥
"যদি এ সকলে দেই মম পরিচয়।
কেহ না করিবে মম কথায় প্রত্যয় ॥
হিতে বিপরীত হবে স্বরূপ কথায়।
তস্কর উন্মাদ কিবা কহিবে আমায় ॥
অতএব পরিচয় দেওয়া যুক্ত নয়।
ইহাদিগে দিব আমি ছলে পরিচয়" ॥
(নিকটে অবনী নাথে করি দরশন।
কাঠুরিয়াগণ কহে) "তুমি কোন জন"?
(ভূপ কহে) "শুন দুর্গতির সমাচার।
সদাগর আমি মম বাণিজ্য ব্যাপার ॥
এ পথে আসিতে মম মগ্ন হৈল তরী।
আমি মাত্র বেঁচে আছি কাষ্ঠ খণ্ড ধরি ॥
নাবিকাদি মম দাসগণ দুরাচয়।
সাগর সলিলে মগ্ন হৈল সমুদয় ॥
স্বচক্ষে দুর্দ্দশা মম করি দরশন।
বিহিত করুণাদানে না হও কৃপণ" ॥
ভূপতির দুঃখ দেখে কাঠুরিয়া যত।
সকলে হইল দুঃখে দুঃখিত তেমত ॥

কি করে দরিদ্র তারা সবে নিরাশ্রয়।
কেহ না পারিল দিতে ধরেশে আশ্রয়॥
তথাচ জনেক তার অতি সমাদরে।
জীর্ণ পেশোয়াজ দিল ভূপতির তরে॥
আর জন দিল জুতা অতি পুরাতন।
সবে নৃপে লয়ে করে নগরে গমন॥
তাঁহারে ঈশ্বর স্থানে করি সমর্পণ।
সকলে আপন গৃহে করিল গমন॥
নিরাশ্রয় নিরুপায় হইয়া রাজন।
একাকী নগর মধ্যে করেন ভ্রমণ॥
নয়ন প্রত্যক্ষ হলে নব দ্রব্যচয়।
অবশ্য নরের হয় প্রফুল্ল হৃদয়॥
কিন্তু তাঁর হইয়াছে যে দৈবঘটন।
সে চিন্তায় সমাকুল অস্থির জীবন॥
একারণ যে সকল করেন দর্শন।
কিছুতেই তৃপ্ত নাহি হয় তাঁর মন॥
মনোদুঃখে রাজপথে করেন ভ্রমণ।
না জানেন কি হইবে অদৃষ্টে তখন॥
ভ্রমণেতে শ্রান্তিযুক্ত হয়ে সেইক্ষণ।
করেন বিশ্রামহেতু স্থান অন্বেষণ॥
নিকটে দেখিয়া এক পাটনীর ঘর।
তাহার সম্মুখে বসিলেন নরেশ্বর॥
শ্রান্তযুক্ত দেখি তাঁরে পাটনী তখন।
আসিতে আলয়ে তার কৈল নিমন্ত্রণ॥
পাটনীর দ্বারে এক ছিল কাষ্ঠাসন।
তাহাতেই বসিলেন অবণী-ভূষণ॥
(পাটনী কহিল)" তুমি কোন ব্যবসাই?
কি কারণে এইস্থানে দেখিবারে পাই?
(ভূপতি কহিল সেই পাটনী সদনে।
যেরূপ কহিয়াছিল কাঠুরীয়াগণে)।
" পর্ব্বত-শিখরে অতি-বিজন-কাননে।
হইল সাক্ষাৎ মম কাঠুরিয়া সনে।
তাহারা আমার দুঃখ করিয়া শ্রবণ।
জীর্ণ পেশোয়াজ জুতা করেছে অর্পণ॥
অতি সুমানুষ তারা কহিবার নয়।
এ বিপদে মমপ্রতি হইল সদয়"॥
(পাটনী কহিল)" তুমি না কর চিন্তন।
তোমার মঙ্গল শুনে সন্তোষ জীবন॥
এ ঘোর বিপদে রক্ষা পেয়েছ যখন।
মনেতে বিষাদ আর করো না কখন॥
যৌবন বয়স তব সরল হৃদয়।
এদেশে থাকিলে হবে সুখী অতিশয়॥
বিদেশির পক্ষে শুভকরী এই দেশ।
অধিক তোমারে আর কি কব বিশেষ"॥
(ভূপতি কহিল সেই পাটনীর প্রতি)।
" হেন মনে তুমি না করিহ মহামতি॥
এই সে বাসনা মম জেনো সারোদ্ধার।
কিসে পুনঃ প্রাপ্ত হই বিষয় আমার"॥
(পাটনী কহিল) "যুবা! মম বাক্য ধর।
হইবে তোমার হিত না হও কাতর॥
স্ত্রীদিগের স্নানগৃহ সম্মুখেতে গিয়া।
অবিলম্বে থাক তুমি ফটকে বসিয়া॥
গৃহহতে বাহির হইবে যে রমণী।
তাহারে জিজ্ঞাসা তুমি করিবে তখনি॥
পরিণীতা তুমি কি না কহ লো যুবতি।
না বাক্য বলিবে যেই শুনি এভারতী॥
দেশের নিয়মে সেই রমণী রতন।
স্বামিত্বে তোমারে আশু করিবে বরণ॥
সুখেতে রহিবে হবে আশার সুসার।
এ দুর্দ্দশা কিছুমাত্র থাকিবে না আর"॥
প্রবীণের উপদেশ করিয়া শ্রবণ।
সম্মত হইল রাজা করিতে তেমন॥
সম্ভ্রমে প্রণাম তারে করি ভূভূষণ।
বৃদ্ধ নির্দেশিত স্থানে করিল গমন॥
সেই স্থানে উপবিষ্ট হয়ে কাষ্ঠাসনে।
বিবিধ বিষয় চিন্তা করিছেন মনে॥
হেন কালে নারী এক পরম সুন্দরী।
স্নানাগারহতে আসিতেছে ত্বরা করি॥
নিরখি নরেন্দ্র তারে করেন চিন্তন।
"রমণীয় রূপা এই রমণী রতন॥
যদ্যপি অনূঢ়া ধনী থাকে এসময়।
তবে কি হইবে মম ভাগ্যে শুভোদয়॥
পূর্ব্বের বিপদ রাশি হয়ে বিস্মরণ।
এর সহ করি কাল সুখেতে যাপন"॥
এত চিন্তি কামিনীকে কহেন তখন।
বিবাহিতা কি না তুমি কহ বিবরণ?
ললনা ছলনা ত্যজি কহিল রাজনে।
"হে যুবক! আমি বিবাহিতা জেনো মনে"॥
এত বলি সে রমণী করিল গমন।
আর এক নারী তথা দিল দরশন॥

দেখিতে কুৎসিতা অতি প্রেতিনীর প্রায়।
নিরখি নৃপতি তারে সেমসী হারায়॥
মনে নরনাথ করেন চিন্তন।
"অনাহারে বরং ত্যজিব এজীবন॥
তবু এরসহ না করিব পরিণয়।
কেমনে সঙ্গিনী সহ করি কাল ক্ষয়॥
অমূঢ়া কি মূঢ়া এর জানিতে কারণ।
রমণীকে জিজ্ঞাসায় কিবা প্রয়োজন॥
কিন্তু বৃদ্ধ আমাকে করিল উপদেশ।
জিজ্ঞাসিবে প্রত্যেক নারীকে সবিশেষ॥
দেশের নিয়মে মোর জিজ্ঞাসা উচিত।
যা করেন জগদীশ ইহার বিহিত॥
এর পতি আছে কি না জানিব কেমনে।
মম সম দুর্ভাগা কি নাহি ত্রিভুবনে?
কোন জন মম সম দুর্ভগা হইয়া।
বিবাহ করেছে এরে বিপদে পড়িয়া"॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসা করেন নরপতি।
"বিবাহিতা তুমি কি না? কহলো যুবতি"।
(কামিনী কহিল) "আমি বিবাহিতা নারী"।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন দণ্ডধারী॥
পরেতে আইল এক নারী চমৎকার।
দ্বিতীয়হইতে সেই আরো কদাকার॥
ঈশ্বরে স্মরেন ভূপ তার দরশনে।
"একি কদাকার মূর্ত্তি হেরিনু নয়নে॥
যদি এরে বিবাহ করিয়া থাকে কেহ।
সেজন দুর্ভাগা অতি নাহিক সন্দেহ"॥
সঘনে কম্পিত হয়ে অবনী-ভূষণ।
কামিনীর প্রতি করে জিজ্ঞাসা তখন॥
"তুমি কিলো বিবাহিতা কহ না সুন্দরি"?
"হাঁ হে গুণাকর!" দিল উত্তর নাগরী॥
এত শুনি নৃপমণি আনন্দিত মনে।
ভক্তিভাবে স্মরিলেন অখিল কারণে॥
"দুই নিশাচরীহতে পাই পরিত্রাণ।
(কহিল নৃপতি) সুপ্রসন্ন ভগবান॥
কিন্তু এ আমার নহে আনন্দের কাল।
কি জানি পশ্চাতে উপনীত হয় কাল॥
স্নান করি একে নাই সবল নাগরী।
কেমনে সহসা মন অনুমোদ করি॥
আমার অদৃষ্টে কারে দিবে ভগবান।
এখন তাহার কিছু না জানি সন্ধান॥
কিন্তু এইক্ষণে জ্ঞান হইতেছে মম।
এর পরিবর্ত্তে কিছু না পাব উত্তম"॥
আর এক কুরূপারে করিবে দর্শন।
এই অপেক্ষায় ভূপ আছেন তখন॥
হেনকালে এল এক পরম সুন্দরী।
রূপের সাগরী যেন অমর নাগরী॥
কমনীয় কান্তি তার কান্ত মনোহরা।
শশধর লাঞ্ছিত বাঞ্ছিত মুখ ধরা॥
নিরুপমা মনোরমা রমণীর প্রতি।
অনিমিষ নয়নে নিরখি নরপতি॥
ভাবে "একি অপরূপ করিনু দর্শন।
স্বরূপ ইহার রূপ না হয় তুলন॥
এক স্থানে হেরিলাম দিবস যামিনী।
এক স্থানে একি দেখি অপ্সরা প্রেতিনী!
যেই স্নান গৃহে দেখি কুরূপ কুৎসিতা।
সেই স্থানে দেখিলাম রূপ সমন্বিতা"॥
এত চিন্তি চার্ব্বঙ্গীর সমীপস্থ হয়ে।
জিজ্ঞাসা করেন বাচ মধুর বিনয়ে॥
"মনোরমে? অকিঞ্চনে দেহ পরিচয়।
পরিণীতা অমূঢ়া কি আছ এসময়?"
তাচ্ছীল্য ভাবেতে রামা কহিল বচন।
"পরিণীতা নহি আমি অমূঢ়া এখন"॥
এত বলি ললনা ছলনা প্রকাশিয়া।
আপনার গৃহ মুখে যাইল চলিয়া॥
বিস্মিত হইয়া ভূপ ভামিনীর ভাবে।
আপনার মনে২ কত ভাব ভাবে॥
"একি ভাব ভুবনমোহিনী প্রকাশিল।
আমার মনের আশা নিরাশ করিল॥
স্থবির আমাকে যাহা কহিল বিহিত।
মমভাগ্য সে সব হইল বিপরীত॥
ভাবিলাম আমার হইল শুভোদয়।
সুন্দরীর সহ মম হবে পরিণয়॥
স্বপ্নবৎ সে সকল হইল এখন।
সঘৃণা নয়নে রামা করিল দর্শন॥
আপদ মস্তক মম দরশন করি।
প্রকাশিল ঘৃণা ভাব সকলি সুন্দরী॥
কিন্তু সেই ঘৃণাতার অসঙ্গত নয়।
কেমনে ঈদৃশ জনে করে পরিণয়॥
জীর্ণ শত ছিদ্র অঙ্গরাখা মম অঙ্গে।
কেমনে প্রণয় সে করিবে মম সঙ্গে।

ধূসরিত কলেবর অতি দীন বেশ।
কিরূপে আমাতে হবে প্রেমের আবেশ।
অতএব ক্ষমিলাম অপরাধ তার।
কি ফল বিফল চিন্তা করিব না আর"॥
যেই কালে নৃপ হেন করেন চিন্তন।
হেন কালে দাস এক দিল দরশন॥
আসিয়া তাঁহার প্রতি কহিল বচন।
"মহাশয়! এদীনের শুন নিবেদন॥
এক জন বৈদেশিক দীনবেশী নর।
তাঁহার সন্ধানে হেথা আইনু সত্বর॥
আপনার আকারেতে অনুভব হয়।
আপনি হইবে বুঝি সেই মহাশয়?
অতএব কিছু শ্রম করিয়া স্বীকার।
আপনি এসেন যদি সঙ্গেতে আমার॥
আপনার আগমন অপেক্ষা করিয়া।
কয় জন আছে আশা পথ ধেয়াইয়া"॥
নরপতি কিঙ্করের শুনিয়া ভারতী।
সেইক্ষণে চলিলেন তাহার সংহতি॥
কিঙ্কর নিকর গুণে আছিল মণ্ডিত।
ভূপতিরে লয়ে এক হর্ম্ম্যে উপনীত॥
মনোহর সেই ঘর অতি সুসজ্জিত।
বিচিত্র সুচিত্র কত মণিতে মণ্ডিত॥
বিবিধ তৈজস পূর্ণ পরিপাটী অতি।
বোধ হয় যেন কোন রাজার বসতি॥
নরবরে সেই স্থানে লইয়া কিঙ্কর।
বিনয় বচনে কহে তাঁহার গোচর॥
"এই স্থানে ক্ষণেক করুন অবস্থান।
অচিরে আসিয়া তব রাখিব সম্মান"॥
এত বলি দাস তথা রাজাকে রাখিয়া।
বাহিরে আইল শীঘ্র বিদায় লইয়া॥
দুইঘড়ি কাল তথা ভূপাল রহিল।
তবু কারো সহ তথা সাক্ষাৎ নহিল॥
একং বার সেই দাস আসি কয়।
"ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন মহাশয়॥
না হবে উদ্বিগ্ন কিছু স্থির কর মন।
অচিরে হইবে সিদ্ধ অভীষ্ট আপন"॥
অনন্তর অবিলম্বে অবনী-ভূষণ।
মনোরমা রামা চারি করে দরশন॥
যৌবন বয়সী সবে দেখিতে সুঠাম।
[illegible]

তাদের পশ্চাতে এক সর্ব্ব সুলক্ষণা।
হীরকে মণ্ডিত অঙ্গ যেন দেবাঙ্গনা॥
লাবণ্য বিলাসবতী নবীন যৌবনা।
ক্ষীণাঙ্গী কেশরীমধ্যা কুরঙ্গ-নয়না॥
পরণে বিচিত্রবাস সহাস্য বদন।
কামদগ্ধ যুবকের নয়ন রঞ্জন॥
গৃধিনী গঞ্জিত শ্রুতিযুগ মনোহর।
শুক-মুখ নাশা-নাসা দেখিতে সুন্দর॥
পরিমল কোমল কপোল মনোহর।
গোলাপ কলাপ ভ্রমে ভ্রমে মধুকর॥
বিষম কুসুমসর জিনি শরাসন।
কমনীয় কামিনীর ভূরুর বলন॥
অধরে বান্ধুলী হারে মুকুতা দশনে।
কমল কুমুদীকান্ত হারিল বদনে॥
লাবণ্য ছটায় পরাভব সৌদামিনী।
সুচারু চিকুর যেন নব কাদম্বিনী॥
বিসনাল নিরখিয়া সে ভুজ বলন।
সকণ্টক করে তনু পঙ্কেতে গোপন॥
করি শিশু কুম্ভসম উরজ যুগল।
কিম্বা বোধ হয় যেন অস্ফুট কমল॥
মহরগামিনী সেই রমণী রতন।
সম্রাট্ সম্মুখে আসি দিল দরশন॥
নরপতি তারপ্রতি করিয়া ঈক্ষণ।
অমনি চিনিল সেই রমণী রতন॥
স্নানাগারহতে যারে শেষে দেখেছিল।
সেই বিনোদিনী এই নৃমণি জানিল॥
মধুর কোমল ভাষে কামিনী তখন।
বসুন্ধরাপতি প্রতি কহিছে বচন॥
"ওহে মহাভাগ! এত বিলম্ব কারণ।
মম অপরাধ সব করিবে মার্জ্জন॥
হৃদয়ের নাথ তুমি নয়ন রঞ্জন।
বেশহীনে কিসে করি ও পদ বন্দন?
তুমি মম প্রাণপতি রমণী-ভূষণ।
করিলাম এ যৌবন তোমাতে অর্পণ॥
জীবন যৌবনধন সম্পদ আমার।
এসব এক্ষণে নাথ! হইল তোমার॥
আমি দাসী অভিলাষি ও পদ কমলে।
যে আজ্ঞা করিবে যবে করিব কুশলে"॥
ভামিনীর ভারতী শুনিয়া ভূমিপতি।
[illegible]

"ক্ষণেক হইল প্রিয়ে! অদৃষ্টে আমার।
করিতেছিলাম নানামত তিরস্কার॥
কিন্তু এবে কি সৌভাগ্য হইল আমার।
প্রেমগর্ভামৃতবাক্য শুনিয়া তোমার॥
সমস্ত মানবহতে এক্ষণে আমার।
সুখ জলধির দেখি নাহি পারাপার॥
কিন্তু আমি তব পতি যদি বরাননে!
পূর্ব্বে দেখেছিলে কেন ঘৃণিত লোচনে?
কিন্তু তাহে তব দোষ না করি গণন।
হতে পারে ঘৃণা তব জেনেছি কারণ॥
জীর্ণবাস পরিধৃত দীনবেশি নরে।
তব সম সুন্দরী কেমনে শ্রদ্ধা করে"॥
(কামিনী কহিল) "নাথ! করি নিবেদন।
আমাদের এদেশের ব্যভার এমন॥
প্রকাশ্যে পুরুষ প্রতি করি অহঙ্কার।
কিন্তু হে গোপনে মনঃ যোগাই তাহার"॥
(নৃপতি কহিল) "প্রিয়ে! তাহে ক্ষতি নাই।
কিন্তু এক কথা আমি তোমারে সুধাই॥
এ ক্ষুদ্র রাজত্বে আমি অধিকারী যদি।
তব সহ এখানে থাকিব নিরবধি।
কিন্তু হেন বেশ প্রিয়ে! তোমার সহিত।
থাকিতে এখন আমি হতেছি লজ্জিত॥
অতএব আজ্ঞা কর তোমার কিঙ্করে।
জনেক দরজি ডাকি আনয়ে সত্বরে"॥
(বনিতা বলিল) "নাথ! না কর চিন্তন।
এই হেতু মম দাসে করেছি প্রেরণ॥
জনেক ইহুদী করে এদেশে বসতি।
বস্ত্র ব্যবসায়ী সেই সুবিখ্যাত অতি॥
তৈয়ারি সুচ্ছদ সেহ করয়ে বিক্রয়।
সে আনিবে যা তোমার প্রয়োজন হয়॥
যদবধি সে এখানে না করে গমন।
তাবৎ এস হে দোঁহে করিগে ভোজন।
গগণে বাড়িল বেলা দেখ রসময়!
হইয়াছে মাধ্যাহ্নিক ভোজের সময়"॥
এত বলি নাগরের করেতে ধরিল।
আরেক অপূর্ব্ব গৃহে প্রবেশ করিল॥
নানা তৈজসেতে পূর্ণ গৃহ মনোহর।
বিবিধ সুখাদ্য আছে মেজের উপর॥
নানাবিধ ফলমূল মিষ্টান্ন সকল।
সৌগন্ধিক দ্রব্য নানাগন্ধ পরিমল॥

উভয়েতে সুখাসীন হয়ে দিব্যাসনে।
মধুর আলাপ সহ বসিল ভোজনে॥
চারি সহচরী মেলি সম্মুখে আসিল।
কলকণ্ঠ তুল্যস্বরে গীত আরম্ভিল॥
তাল মান লয় সুর করিয়া যোজন।
বাবা সাওয়াজির পদ গাইল তখন॥
অনন্তর নানা যন্ত্র করিল বাদন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল উভয়ের মন॥
অতঃপর নায়িকা তুষিতে স্বনায়কে।
বংশরী লইল করে পরম পুলকে॥
আপন সুস্বর তাহে সংযোগ করিল।
বিবিধ রাগিণী রাগে সুখে বাজাইল॥
শুনি সুখসিন্ধুময় মহীপের মন।
আপনার পূর্ব্ব দুঃখ হৈল বিস্মরণ॥
যেইকালে ছিল সবে আমোদে মোহিত।
বস্ত্র লয়ে ইহুদী হইল উপনীত॥
বিবিধ বর্ণের বাস বিচিত্র বরণ।
রজত কনকরাজী তাহে সুশোভন॥
যেই সমুদায় বস্ত্র করি বিলোকন।
মনোমত যাহা লয় বাছিয়া তখন॥
বিশদ বরণ বাস হেমভাস তায়।
আকৃষ্ট নৃপের নেত্র তাহার শোভায়॥
যেই পরিচ্ছদ রাজা করিলা গ্রহণ!
উপযুক্ত মূল্য তার দিল সেইক্ষণ॥
ইহুদী বিদায় হয়ে স্বগৃহে চলিল।
নৃপেহেরে মহিলার মানস মোহিল॥
মনোমত পতি পেয়ে যুবতী তখন।
আনন্দ নীরধিনীরে হৈল নিমগন॥
পার্থিব পাইয়া সেই সুখের নিধান।
কৌতুকে কামিনী সহ যামিনী পোহান॥
হাসভাষ পরিহাস প্রেমোল্লাস মনে।
অনঙ্গ তরঙ্গে দেয় সাঁতার দুজনে॥
এইরূপে সাত বর্ষ অতিক্রান্ত হয়।
উভয়ের সদাসুখে প্রফুল্ল হৃদয়॥
নরেশ ঔরসে সেই নারীর গর্ভেতে।
সাত পুত্র সাত কন্যা হইল ক্রমেতে॥
অলসের পরতন্ত্র হইয়া রাজন।
সুন্দরীর সহ করে সময় যাপন॥
অতিব্যয়ী হইল দম্পতি দুই জনে।
পরিনাম চিন্তা কিছু না করিল মনে॥

নিঃশেষ করিল ক্রমে পূর্ব্বের সম্পদ।
সুখের প্রমোদ স্থানে হইল বিপদ॥
ক্রমে দাস দাসী সব ছাড়াইয়া দিল।
তৈজস সামগ্রী সব বেচিতে লাগিল॥
বেচিতেং তাহা ক্রমে ফুরাইল।
ওদন উপায় আর কিছু না রহিল॥
নিরুপায়ে নিতম্বিনী কহিল নাথেরে।
"এবে কি উপায়, নাথ! কহ এদাসীরে॥
যাবৎ আমার ধন ছিল হে বিস্তর।
সুখে তুমি কাল হরিয়াছ গুণাকর!
কোন ক্লেশ হয় নাই করিতে স্বীকার।
রাজ তুল্য উপভোগ হয়েছে তোমার॥
এক্ষণে উপায় চিন্তা করহ বিহিত।
পরিবার পালনেতে যা হয় উচিত॥
উপায়ের পন্থা না করিলে এইক্ষণ।
কেমনে সন্তানগণ করিবে পালন"?
এ কথায় শোকযুক্ত হয়ে নৃপবর।
বৃদ্ধ পাটনীর কাছে চলিল সত্বর॥
তার কাছে উপদেশ করিয়া গ্রহণ।
সেইমত করিবেন পথাবলম্বন॥
পাটনীর সমীপস্থ হইয়া তখন।
সকরুণ স্বরে তারে কহেন বচন॥
"হে তাত! আমারে কিছু বলহ উপায়।
পুর্ব্বহতে আমি পড়িয়াছি ঘোরদায়॥
চতুর্দ্দশাপত্য মোর নারী এক জন।
কিছু মাত্র অর্থ নাই করিতে পালন"॥
(পাটনী কহিল) "বাপু সুধাই তোমায়।
ব্যবসায় জ্ঞান কিছু বলহ আমায়"?
(নৃপতিকহিল) "আমি কিছুনাহি জানি"।
(পাটনী কহিল পুনঃ শুনি এই বাণী।
দুই তাম্রখণ্ড দিয়া মহীপের করে)।
"যাও ইতে রজ্জু তুমি কিনগে সত্বরে॥
যেই স্থানে ভারবাহী থাকে দাঁড়াইয়া।
সেই স্থানে থাক গিয়া রজ্জু হাতে নিয়া॥
মোট বহিবারে কেহ ডাকিলে তোমায়।
মোট লয়ে তার সঙ্গে যাইবে ত্বরায়॥
এই শ্রমদ্বারা করি অর্থ উপার্জ্জন।
আপনার পরিবার করহ পালন"॥
ভূপতি পাটনী বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তথা দাঁড়াইল গিয়া ক্ষুণ্ণ মন।

হেনকালে এক জন আসিয়া তথায়।
জিজ্ঞাসা করিল দীনবেশি সে রাজায়॥
"বহিতে আমার মোট শক্ত যদি হও?
আসিয়া আমার সঙ্গে এক ভার লও"?
(রাজা বলে) "এই জন্য আছি মহাশয়।
পাইলে উচিত ভাড়া বহিব নিশ্চয়"।
অনন্তর সেই নর নরেন্দ্রে উত্তরে।
ভারপূর্ণ থল্যে এক দিল স্কন্ধোপরে॥
কি করে অগত্যা রাজা করিল বহন।
কিন্তু ভার তাঁর পক্ষে হৈল অসহন॥
কোমল শরীর ভূপ সুকুমার অতি।
সম্পদ সম্ভোগে ছিল লইয়া যুবতী॥
শ্রমসাধ্য কর্ম্ম কিছু করে নি কখন।
অসহ্য হইল তাঁর সে ভার বহন॥
রজ্জুতে স্কন্ধের মাংস হইল বিক্ষত।
তাহাতে যাতনা তিনি পাইলেন কত॥
কি করেন কষ্টসৃষ্টে লইয়া সে ভার।
একপাই পাইলেন শ্রম পুরস্কার॥
তাই লয়ে গৃহে ভূপ করিল গমন।
প্রেয়সী আসিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে তখন॥
"অদ্য কি পেয়েছ নাথ! বল সমাচার?"
(ভূপ বলে) "এক পাই ভরসা আমার"॥
(রমণী কহিল) "নাথ! ইথে কি হইবে।
তোমার সন্তান সব কেমনে বাঁচিবে?
নিত্য যদি নাহি আন এর দশগুণ।
অন্নাভাবে তবাপত্য সবে হবে খুন"॥
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নরপতি।
শোক মগ্ন শুষ্ককণ্ঠ বিমলিন অতি।
দরং ধারা বহে নয়ন যুগলে।
বিষাদ হুতাশ অবসাদ হৃদে জ্বলে॥
আপনার দুরবস্থা ভাবিতেং।
মনোদুঃখে অশ্রুবারি ফেলিতেং॥
পুর্ব্বমত নাহি গিয়া মুটেরা যথায়।
শোকাকুল সিন্ধুকুলে গেলেন ত্বরায়॥
চোবিদিন কৃত অনপেক্ষিত যে স্থান।
তাই দরশন করে মানব-প্রধান॥
আরো সে বিস্ময়কর যত বিবরণ।
ভূপতির স্মৃতিপথে উদয় তখন॥
সে সব স্মরণে নৃপ করে হাহাকার।
[illegible]

সেইকালে উপনীত নমাজের কাল।
স্নান হেতু জলে ডুবদিল মহীপাল॥
নীর হতে শির যদি নৃপতি তুলিল।
স্বীয় রাজধানী দেখি বিস্ময় হইল॥
পূর্ব্বে যেই টবে রাজা ডুব দিয়াছিল।
পুনঃ সেই টবমধ্যে আপনা দেখিল॥
অনুচর নিকর চৌদিকে সুবেষ্টিত।
আরো দেখিলেন চোবিদিন সুপণ্ডিত॥
তাহারে দেখিয়া অতি হইয়া কুপিত।
ক্রোধ ভরে ভর্ৎসনা করিলা যথোচিত॥
"রে দুরাত্মা! ধর্ম্মভয় নাহি কি তোমার
ঈশ্বরের দণ্ড মনে না কর স্বীকার॥
আমি রাজা প্রভু হই সম্বন্ধে তোমার।
মম সহ চাতুরি করিস্ দুরাচার"॥
(চোবিদিন বলে) "ভূপ, করি নিবেদন।
কি হেতু আমার প্রতি ক্রোধিত এমন॥
কিঞ্চিৎ না করি আপনার অপকার।
অকারণ কি কারণ কর তিরস্কার॥
এই মাত্র জলে ডুব দিলেন আপনি।
ইহাতে কি দোষ মম কহ নৃপমণি?॥
মম বাক্য সত্য কি না প্রমাণ কারণ।
আপনার দাসবর্গে জিজ্ঞাস এখন॥
স্বচক্ষে যাহারা, ভূপ! দেখিল তোমায়।
তাহাদের মুখে বার্ত্তা পাবে সমুদায়"॥
চোবিদিন যা বলিল সত্য নরপতি।
এক বাক্যে দাসগণ কহিল ভারতী॥
তাহাতে তাঁহার কিছু প্রত্যয় না হয়।
দাসগণে সম্বোধিয়া ধরাপাল কয়॥
"পূর্ণ সপ্তবর্ষ প্রায় হইল অতীত।
ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে এ দুর্নীত॥
মম অবিজ্ঞাত দেশে রাখিল আমায়।
এককন্যা বিভা আমি করিনু তথায়॥
তাহার গর্ব্ভেতে মম ঔরস যোগেতে।
চতুর্দ্দশ কন্যা পুত্র হইল ক্রমেতে॥
কিন্তু এই জন্য আমি না হই কাতর।
অবশেষ মুটে মোরে করিল পামর"॥
এত বলি নরপতি আরো রোষ ভরে।
চোবিদিন প্রতি কহে অতি কটুস্বরে॥
"রে দুরাত্মা! নিষ্ঠুর! পাপীষ্ঠ দুরাচার!
কেমনেতে আমারে বহালি রজ্জু ভার?"

এতেক বচন শুনি চোবিদিন কয়।
"যদি মম বাক্যে, ভূপ! না কৈলে প্রত্যয়
কার্য্যত তোমারে আমি দেখাব এখন।
অনুগ্রহ করিয়া, করুন দরশন"॥
এত বলি সেইখানে উলঙ্গ হইয়া।
আপনার কটিদেশে তোয়ালে বান্ধিয়া।
সেই টব মধ্যে চোবিদিন ডুবদিল।
সভাসদ বর্গ সব দেখিতে লাগিল॥
সেইকালে চোবিদিনে বিনাশের তরে।
সকোপে লইল ভূপ তরবারি করে।
পূর্ব্বেতে প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন রাজন।
যদি পুনঃ ইজিপ্তেতে করেন গমন॥
কেমন সে চেক তারে নিকটে পাইয়া।
করিবেন কোপ শান্তি মস্তক কাটিয়া॥
চোবিদিন অন্তর্যামী বিদ্যার বলেতে।
জানিয়া নৃপের মন বিশেষ রূপেতে॥
ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে সেইক্ষণ।
দামাসকস্ নগরেতে করিল গমন॥
তথা গিয়া চোবিদিন সুযুক্তি করিল।
নিম্ন উক্ত পত্র এক ভূপালে লিখিল॥
"জেনো তুমি হে রাজন, তুমি আমি
দুইজন, ঈশ্বরের অতি ক্ষুদ্রদাস।
তাঁহার অসাধ্য কি বা, যে করিল নিশি দিবা
চন্দ্রসূর্য্য করিয়া প্রকাশ॥
যেইক্ষণে ভূভূষণ, টব জলে নিমজ্জন,
করিলেন আপন শরীর।
সেইক্ষণে পুনঃ তুমি, নিখিল বিভব ভূমি,
স্বীয় তনু করিলে বাহির॥
ইতমধ্যে হে রাজন, করিলেন পর্য্যটন,
সপ্তবর্ষ অবিজ্ঞাত দেশে।
তথা এক সুরমণী, পেয়ে তুমি নৃপমনি,
বিবাহ করিলে প্রেমাবেশে॥
তাহার গর্ব্ভেতে তব, অপত্য হইল সব,
চতুর্দ্দশ সংখ্যায় গণন।
বিভব নিঃশেষ করে, বিপদে পড়িলে পরে
ভারবাহী হইলে তখন॥
তবে কি প্রত্যয় তব, হইবে না মহীধব,
মহম্মদের শয্যা উষ্ণছিল।
পয়োপাত্র হতে পয়, পড়ে নাই সমুদয়,
জীবন পাত্রেতে জল ছিল॥

অসাধ্য কি আছে তাঁর, শূন্য হতে এসংসার,
ইচ্ছা ক্রমে সৃজন যাঁহার।
ইচ্ছায় উদয় ভঙ্গ, স্থিতি হয় বস্তু সংঘ,
সকলি জানিবে সাধ্য তাঁর" ॥
চোবিদন দত্ত পত্র পড়ি মর্ত্যপতি।
ভ্রমাপনয়নে হন বিশ্বসিত মতি॥
চেকের বাক্যেতে হৈল প্রত্যয় তাঁহার।
কিন্তু পুনঃ ভুলো কোপ হইল সঞ্চার॥
চেক চোবিদিনে করিবারে আক্রমণ।
দামাস্ কস ভূপতিরে লিখিলা লিখন।
কাটিয়া তাহার মুণ্ড পাঠাবে হেথায়।
পাঠাইলা এই পত্র লিখিয়া ত্বরায়॥
ইজিপ্তভূপেরপত্র শিরোধার্য্যকরে।
দামাস্ কস্ মহীপতি প্রবৃত্ত সত্বরে॥
করিবারে শুল্তানের মনানুরঞ্জন।
সাধ্যমত চেষ্টিত হইল ভূভূষণ॥
আশ্রম করেছে চেক নগরের প্রান্তে।
এইকথা শুনি সেই বসুমত্তীকান্তে॥
স্বানুচর বর্গে আজ্ঞা কৈল সেইক্ষণ।
চেকেরে ধরিয়া আনে করিয়া বন্ধন॥
কিঙ্কর নিকর নৃপ নিদেশ পাইয়া।
চেকেরে ধরিতে গেল সত্বর চলিয়া॥
আশ্রম অন্তিকে তার হয়ে উপনীত।
বহু সেনাগণ দেখি হইল বিস্মিত॥
যুদ্ধ সাজে তরবারি করেতে ধরিয়া।
আশ্রমের দ্বারে সবে আছে দাঁড়াইয়া॥
ইহা দেখি দাসগণ হয়ে ভীত মন।
নৃপের সকাশে আসি করে নিবেদন॥
বিবরণ শুনি নৃপ কুপিত হইল।
স্বসৈন্য সহিত সাজি আপনি চলিল।
চেকের আশ্রম দ্বারে হলে উপনীত।
দুই সেনা একত্রেতে হইল মিলিত॥
চেকের আছিল সেনা অসংখ্যগণন।
ভূপতির সেনাদিগে কৈল নিবারণ॥
অগত্যা নৃপতি নিবারণে নিরুপায়।
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন অনিষ্ট শঙ্কায়॥
মনঃ অভিলাষ যদি সিদ্ধি না হইল।
মহীপ অমাত্য সহ মন্ত্রণা করিল॥
"কি উপায়ে চোবিদিনে করি পরাজয়।
কেমনে সুসিদ্ধ হবে আমার আশয়" ॥

(কহিল অমাত্যগণ) "শুন হে রাজন,
দ্বন্দ্বে তারসহশক্ত নহ কদাচন॥
আছয়ে ঐশিক শক্তি তাহার উপর।
অলৌকিক কার্য্য সেই করে নিরন্তর॥
যাবৎ প্রভাব তার রহিবে প্রবল।
তাবৎ আপন চেষ্টা হইবে বিফল॥
দৈব শক্তি হীন চেক যাবৎ না হবে।
তদবধি, মহারাজ! সাধীন সে রবে॥
অতএব যুক্তি এক করুন শ্রবণ।
করুন তাহার সহ সন্ধি নিবন্ধন॥
আপনার অন্তঃপুরে আছে যে যে নারী।
যুবতী লাবণ্যবতী পরম সুন্দরী।
তাহাদিগে চোবিদিনে দিয়া উপহার।
করুন কপট ভাবে প্রণয় সঞ্চার॥
ছলনা কলনা জানে ললনা যে সব।
তাহাদিগে পাঠাইয়া দেহ মহীধব॥
যোষাদিগে এই রূপ শিখান রাজন।
ছলেতে ভুলায় যেন সে চেকের মন॥
হাব ভাব ভুরু ভঙ্গি অপাঙ্গ কলাপ।
এই সব প্রকাশিয়া করে প্রেমালাপ॥
তাহার অন্তর ভাব হইয়া জ্ঞাপন।
আপনার পদে যেন করে নিবেদন॥
পড়িলে কামিনী জন প্রেম বাগুরায়।
স্বীয় দৈবশক্তি চেক হারাবে হেলায়॥
তখন অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে তোমার।
অনায়াসে চোবিদিনে করিবে সংহার" ॥
এ মন্ত্রণা সুযন্ত্রনা ভাবিয়া ভূপতি।
প্রশংসা করিল অতি মন্ত্রিগণপ্রতি।
অনন্তর চেক সহ করিতে প্রণয়।
উপহার দিল রাজা কামিনী নিচয়॥
বিবিধ ভূষণ বাস রতন কাঞ্চন।
চোবিদিনে উপহার দিলেন রাজন॥
চোবিদিন, রাজদত্ত পেয়ে উপহার।
বিস্মৃত হইল যত তাঁর অত্যাচার॥
মনে২ এই স্থির করিল তখন।
"স্বীয় দোষ এইক্ষণে জেনেছে রাজন।
অকারণ আমার বৈরতা ইচ্ছাকরে।
করিয়াছে নানাবিধ মনস্তাপ পরে" ॥
এই হেতু ষড়জালে পড়িল আপনি।
লইলেক নৃপদত্ত দ্রব্যাদি রমণী॥

তার মধ্যে নারী এক নবীন যৌবনা।
অমর অঙ্গনা তুল্য সর্ব্বসুলক্ষণা॥
চেকের মানস মৃগ আশু সেইক্ষণ।
তাহার লাবণ্য জালে পাইল বন্ধন॥
যখন দেখিল,নারী করিয়া বিচার।
নিশ্চয় পড়েছে প্রেমে চোবিদিন তার॥
কাছে আসি মৃদুহাসি প্রফুল্ল বদনে।
জিজ্ঞাসা করিল চেকে মধুর বচনে॥
"ওহে চেক! গুণমণি! হৃদেশ আমার।
নিশ্চয় জানিবে আমি অধীনী তোমার॥
অতএব কথা এক করিহে জিজ্ঞাসা।
কহিয়া পূরাও, নাথ! অধীনীর আশা।
এই কথা তোমারে জিজ্ঞাসি গুণমণি।
দৈবশক্তি ভ্রষ্টকভু হবেকি আপনি?॥
এমন সময়, নাথ, কভু কি হইবে।
অলৌকিক ক্রিয়া তুমি করিতে নারিবে"
(চেক বলে) "প্রাণেশ্বরি! করহ শ্রবণ।
এ কথায় তব কিবা আছে প্রয়োজন॥
অতএব ইহা পুনঃ করোনা জিজ্ঞাসা।
এ আশা সুআশা নহে কেবল দুরাশা॥
এস দোঁহে সুখেকরি সময় যাপন।
মদন আলাপ, প্রিয়ে করত এখন"॥
এতবলি চেক তার করেতে ধরিল।
অমনি কামিনী ছলে মানিনী হইল॥
বলে "আর সোয়াগে নাহিক প্রয়োজন
যত ভালবাস, নাথ! জেনেছি এখন॥
অন্তরে গরল তব বচন মধুর।
তুমি হে কপট শঠ লম্পট নিঠুর॥
যদি ভালবাস মোরে প্রাণের সহিত।
অন্তরের কথা কেন রাখিলে গোপিত"॥
এতবলি রামা কেঁদে হইল আকুল।
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের দুকুল॥
আরো যেন ছল ভাব করিল প্রকাশ॥
তাহাতেই চেকের করিল সর্ব্বনাশ॥
নিতান্ত কাতরা তারে দেখিয়া তখন।
প্রবোধ বাক্যেতে চেক করিল সান্ত্বন॥
"পরিহর মনোশোক ওলো মনোরমে।
তবাধীন হইয়াছি প্রণয় সম্ভ্রমে॥
যে কথা জিজ্ঞাসা মোরে করিলে এখন।
মন দিয়া, বিধুমুখি, করহ শ্রবণ॥
যখন মজেছি আমি তোমার সহিত।
তখনি সে শক্তিহতে হয়েছি বঞ্চিত॥
যাবৎ জলেতে শুদ্ধ নাকরি শরীর।
নাহি পারি কেরামত করিতে জাহির॥
জলেতে সংশুদ্ধ করি স্বীয় কলেবর।
মনে যাহা করি তাহা পারিলো সত্বর॥

নরেন্দ্র কিঙ্করী ইহা অবগতান্তর।
নৃপের সকাশে আসি করিল গোচর॥
মহীপতি এই তত্ব জানিল যখন।
আত্ম অনুচরে করে অনুজ্ঞা তখন॥
"তোরা সবে একদিন নিশীথ সময়।
গোপনে যাইবি সে চেকের কুঞ্জালয়॥
আমার প্রেরিতা দাসী যে আছে তথায়।
সেই নারী দ্বার খুলি দিবে তো সবায়"॥

নৃপের নিদেশ প্রাপ্ত হয়ে দাসগণ।
সাধিতে তাঁহার কার্য্য করিল গমন॥
নিশিযোগে চেকের আছিল এই রীত।
জল পূর্ণ পাত্র এক নিকটে রাখিত॥
যখন তাহাতে তার হতো প্রয়োজন।
সেই জলে স্বশরীর করিত শোধন॥
সেই নিশি সেই দুষ্টা রমণী দুঃশীলা।
শয্যায় যাইতে সেই জল ফেলিদিলা॥
নাজেনে ফেলেছে জল করিয়া এমন।
ছল প্রকাশিয়া যায় আনিতে জীবন॥
চোবিদিন অসমক্ষে যখন যাইল।
রাজার কিঙ্কর গণে দ্বার খুলে দিল॥
তাহারা সকলে পুরে প্রবেশে যখন।
দেখিয়া হইল চেক সবিস্ময় মন॥
নারীর চাতুরী সব জানিতে পারিয়া।
দুইহাতে দুই বাতি লইল তুলিয়া॥
করেতে জ্বলন্ত বাতি করিয়া ধারণ।
চারিদিকে ঘুরে করে মন্ত্র উচ্চারণ॥
কিন্তু সে সকলি মিথ্যা মন্ত্র কিছুনয়।
তাশুনি কিঙ্কর সবে হইল সভয়॥
বিপদ আশঙ্কা করি তাহারা তখন।
অচিরে সেস্থান হতে করে পলায়ন॥
গহ্বর বাহির তারা হইয়া সত্বর।
বলে, "মোসবারে রক্ষা করিল ঈশ্বর॥

এখনি সবারে চেক করিত সংহার।
ভাগ্যে সে বিপদ হতে হইনু উদ্ধার,,॥

সেইকালে, চেক, দ্বার সংরুদ্ধ করিল।
জলশৌচ করি দেহে সংশুদ্ধ হইল॥
সমুচিত প্রতিফল দিতে সে যোষায়।
ধরিল তাহার রূপ মন্ত্রের দ্বারায়॥
আপন আকার তারে করিয়া তখন।
গহ্বর বাহিরে আসি দিল দরশন॥
পলাতক রাজভৃত্যে ডাকিয়া তখন।
বলে,' তোমা সবাকার বৃথায় জীবন॥
অনায়াসে রাজআজ্ঞা করিয়া হেলন।
পুরুষ হইয়া কর ভয়ে পলায়ন?॥
তোমাদের সম ভীরু না দেখি জগতে।
রাজার কোপেতে সবে এড়াবে কিমতে॥
যদি নাহি লহ চেকে করিয়া বন্ধন।
নিশ্চয় নৃপতি সবে করিবে নিধন॥
কিজন্য তোমরা সবে কর পলায়ন।
দেখেছ কি সেনাচয় রাক্ষস ভীষণ?॥
এস পুনঃ প্রবেশহ গহ্বর ভিতর।
কিছু মাত্র তোমাদের ইথে নাহি ডর॥
তোমাদের চেয়ে আমি সাহসিকা অতি।
এখনি চেকেরে ধরি করিব দুর্গতি॥
স্বীয় করে তারে আমি ধরিয়া এখন।
তোমাদের করেতে করিব সমর্পণ"॥

এ কথায় দাসগণে হয়ে নিঃশঙ্কিত।
গহ্বর ভিতরে ঢকে তাহার সহিত॥
তথাগিয়া চেকবেশী নারীকে ধরিল।
করপদে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিল॥
বাক্‌শক্তি আগে চেক হরিয়াছে তার।
ছিলনা তাহার শক্তি কথা কহিবার॥
বন্ধন করিয়া তারে করিয়া বহন।
ভূপের সমীপে সবে করিল গমন॥
মহীপ চেকের মুখ করিয়া দর্শন।
ঘাতুকে করিল আজ্ঞা করিতে নিধন॥
তখনি ঘাতুক তার মস্তক কাটিল।
দুই খণ্ড হয়ে দেহ ভূমেতে পড়িল॥
নারী রূপী চেক করি স্বরূপ ধারণ।
রমণীর পুংরূপ করিল বহন॥

নরাধিপে আর নৃপ সদস্য সকলে।
সকোপ সাহস গর্ব্ব বচনেতে বলে॥
" ওহে নরাধিপ! শুন আমার বচন।
অকারণ অরি হওয়া না হয় শোভন॥
ইজিপ্ত ভূপতি কৃত হয়ে আদেশিত।
হয়েছিলে আমার বিনাশে সচেষ্টিত॥
সাধ্যমত উপায় চিন্তিয়া ভূভূষণ।
তথাপি নারিলে মোরে করিতে নিধন॥
কিন্তু মনে বিবেচনা করিহ নিশ্চয়।
এরূপ প্রবৃত্তি তব উচিত না হয়॥
যে নারী করিয়াছিল মম অপকার।
তারে মারি কোপ শান্তি হয়েছেআমার॥
পরমেশে ধন্যবাদ কর এ কারণ।
না হইল মম হস্তে তোমার নিধন॥
এমন ক্ষমতা জেনো আছয়ে আমার।
সসভা তোমারে পারি করিতেসংহার"॥
এতেক বলিয়া চেক হৈল অদর্শন।
হেরি সভাসুদ্ধ রাজা সবিস্মিত মন॥
ছিন্নশিরা রমণীরে নিরখি নয়নে।
চমৎকার হৈল বাক্ না সরে বদনে॥
(অমাত্যকহিল)"ভূপ,শুনিলেনঅপরূপ,
চেক চোবিদিন উপন্যাস;
যোষাদের দোষ যত,অধিক কহিব কত,
স্পষ্ট ইথে হইল প্রকাশ।
আরো জেনোনরপতি,যদ্যপি সুবুদ্ধিঅতি
পড়ে নারী প্রেমবাগুরায়।
বিদ্যা বুদ্ধিবলযত, ক্রমে সব হয় হত,
কভু নাহি এড়ায় সে দায়।
সংযোগী বিবেকী কিবা,নারীভাবে নিশি
দিবা, তত্ত্ব পথ হয় বিস্মরণ।
ইন্দ্রিয় না বশে রয়, তপ জপ হয় ক্ষয়,
শেষেহয় জীবনে নিধন।
নারীর কটাক্ষ শর, বিষ মিশ্র খরতর,
পুরুষের মর্ম্মভেদকরে।
কোথা থাকে শাস্ত্র জ্ঞান, কোথা যোগ
কোথা ধ্যান, যখন করয়েমুগ্ধ স্মরে॥
অতএব ভূভূষণ, করি এই নিবেদন,
তনুজেরে না করি সংহার।
করিযুক্তি সুবিচার, পরীক্ষা করিতেতার,
যোসবার প্রতিদেহভার॥

করি এই অনুভব, বিরলে কুমার তব,
মর্ম্মকথা করিবে প্রচার।
তাহলেই নরেশ্বর, হবে তব সুগোচর,
শুদ্ধ চিত্ত নির্দ্দোষ তাহার" ॥
এতশুনি নরপতি, কহিলেন মন্ত্রীপ্রতি,
"তব বাক্য করিনু স্বীকার।
অদ্য না বধিব তায়, শুনি তত্ত্ব সমুদায়,
কল্য তারে করিব সংহার" ॥

এতেক কহিয়া, সমাজ ভাঙিয়া,
নৃপ গেল মৃগয়ায়।
প্রদোষ হইতে, আসিয়া বাটীতে,
রাণী পাশে গেল রায় ॥
তথা দুই জনে, বসি একাসনে,
সুখেতে ভোজন করে।
কাল পেয়ে রাণী, নাথ প্রতি বাণী,
কহে সেই অবসরে ॥
"তনুজ নিধনে, দেরি কি কারণে,
করিছ মনুজ স্বামী।
বিলম্ব করিবে, আপনি মজিবে,
কুশল না দেখি আমি ॥
কোরাণেতে কয়, ওহে রসময়,
নরের দ্বিবিধ অরি।
সুত আর ধন, যার স্নেহে মন,
মুগ্ধ দিবা বিভাবরী ॥
ওহে প্রাণপতি, তোমার সন্ততি,
জানিবে অরাতি তব।
নহে কেন তার, এত অহঙ্কার,
চিন্তে তব পরাভব ॥
আমারে লজ্জিতে, সতীত্ব নাশিতে
সতত বাসনা তার।
এর প্রতিফল, না দিলে মঙ্গল,
নাহি দেখিহে তোমার ॥
অতো সত্বর, ওহে গুণাকর,
জীবনে বধহ তায়।
স্নেহের সঞ্চার, হইলে তোমার,
ঠেকিবে বিষম দায় ॥
তাহার পক্ষেতে, তব সমক্ষেতে,
যে জন বচন কবে।
তাহার বচন, করো না শ্রবণ,
বধিরের সম রবে ॥
মম উপদেশ, ওহে হৃদয়েশ,
হেলন করহ যদি।
দিল্লীশের মত, মনস্তাপ কত,
পাবে তুমি নিরবধি ॥
সেই ইতিহাস, বলিবারে আশ,
আশ্রিত পালন ভূমি।
এই নিবেদন, হয়ে এক মন,
শ্রবণ করহ তুমি"।

দিল্লী-রাজকুমারের উপাখ্যান।

দিল্লী নগরেতে ধাম, নৃপগুণে গুণধাম,
মহম্মদ তেকিস্ নামেতে।
আর গাজনা অধীশ্বর,সাহাবদ্দী নাম ধর
অতুল বিক্রম সংগ্রামেতে ॥
সেই দুই নরেশ্বর, তব তুল্য নৃপবর,
ছিল প্রজা আনন্দ-বর্দ্ধক।
সুশাসনে সুপালনে, পালিত স্বপ্রজাগণে
দুষ্ট দুঃশীলের বিমর্দ্দক ॥
সেই দুই ভূপালের, হরে মন মানবের,
ছিল দুই পুত্র মনোহর।
জন্ম এক সময়েতে, ন্যূন নহে বয়সেতে,
রূপে গুণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥
গাজনার অধিপতি,আপন আত্মজ প্রতি,
শিক্ষ্যাদান দিবার কারণ।
নিযুক্ত করিল ভূপ, সুশিক্ষক অনুরূপ,
বিদ্যা বিষয়েতে বিচক্ষণ ॥
লাম্পট্য অবিবেকতা,যাতে হয় সুসমতা,
শিখাইতে করিল আদেশ।
হয় চিত্ত সুমার্জ্জিত,বোধশক্তি সমোদিত
হেন রূপ করিল নরেশ ॥
শিক্ষক ছিলেন যাঁরা,প্রথমেশিখানতাঁরা,
রাজপুত্রে এতিন বিষয়।
সদা সত্য কথা কবে, শর সুসন্ধানে রবে,
আরোহণ করিবেক হয় ॥
গাজনা রাজ সুসন্ততি,অতি ব্যুৎপন্নমতি,
অল্পদিনে শিখিল সকল।
শিক্ষক নিদেশ মত, সদা স্বীয় পাঠেরত,
গুরু ভক্তি লব্ধ অবিকল ॥

পরেতে শিক্ষক যত, শিখাইল বিধিমত,
গৌরব বাসনা ত্যজিবারে।
যাতে লোভ অহঙ্কার,আশুহয় সুবিস্তার,
মহত জনার চিত্তাগারে॥
নৃপতি নিদেশ মত, নৃপাত্মজ গুরু যত,
তাঁরে কভু ক্ষমা না করিত।
সামান্য করিলে দোষ,করিয়া বিষম রোষ,
মারি কারাগৃহে পাঠাইত॥
প্রজা পুঞ্জ সকলেতে,পরিপূণ বিস্ময়েতে
এরূপ কঠিন ব্যবহারে।
অনেক সচিব আসি, অতি সকরুণ ভাষি,
কহে নৃপে বিনয়ানুসারে॥
"হইয়াছি সন্দিহান,রাখি এ দাসের মান,
কহ কেন ওহে মহীধব॥
তব সর্ব্ব প্রজাগণ, সকলে সন্তোষ মন,
অসুখী কেবল পুত্র তব?॥
(কহিলেন নৃপবর,) " শুন ওহে মন্ত্রিবর,
এই হেতু অসুখী নন্দন।
মম প্রিয় পাত্রোপর, হয়ো পুত্র দণ্ডধর,
করেছিল দিনেক শাসন॥
দণ্ডে নীত হয় যারা,কেমন অসুখীতারা,
সেই দুঃখ হবে অবগত।
কঠিন শাসন আর, না করিবে পুনর্ব্বার,
হবে দয়া বিতরণে রত॥
এ কঠিন সুশিক্ষায়, নৃপ অনায়াসে পায়,
আপনার অভীষ্ট যে ফল।
লোকপাল লোকান্তরে,যুবরাজ রাজ্যকরে
আনন্দিত প্রজারা সকল॥
সুশাসনে বহুকাল, পালে নব নরপাল,
আপনার রাজ্য সুযতনে।
বিভুর করুণা পাত্র, হইয়া পরম পাত্র,
কুশলে রাখিল প্রজাগণে॥

অতঃপর মহারাজ করুন শ্রবণ।
দিল্লী-অধি-পতিরপুত্রের বিবরণ॥
দিল্লী অধিকারী মনে না বুঝে বিহিত।
দিয়াছিল স্বীয় সুতে শিক্ষা বিপরীত॥
ক্ষমা করিতেন পুত্রে দোষ দরশনে।
বয়স সাধর্ম্মে হয় ভাবিতেন মনে॥
চিন্তাকরিতেন ভূপ এরূপ প্রকার।
গুণ গরিমায় পুত্র করে অহঙ্কার॥
বাল্য হেতু চপলতা দোষ কিছু নয়।
বয়োধিকে সেই সব ক্রমে হবে ক্ষয়॥
অধ্যাপনে নিযোজিত ছিলেন যাঁহারা।
বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র করিলেন তাঁরা॥
তনুজের দোষাদোষ করিয়া শ্রবণ।
তাহে মনোযোগ নাহি করিয়া রাজন।
পুত্রে দণ্ডদিতে আজ্ঞা নাছিল রাজার।
ইহাতে ক্রমেতে তার বাড়ে অত্যাচার॥
অসদ্ প্রবৃত্তি সব আসিয়া যুটিল।
মনের সদ্বৃত্তি সব সংহার করিল॥

রাজাঙ্গজ দৌরাত্ম্যে অসুখী প্রজাগণ।
আসি অভিযোগ করে নৃপের সদন॥
কেহ বলে মোসবার রমণী রতন।
স্বীয় বলে তব পুত্র করিল হরণ॥
অশ্রুনীরে পূর্ণ আঁখি যত শিশুগণ।
ভূপের সকাশে আসি করে নিবেদন॥
" মহারাজ, তব পুত্র অত্যন্ত দুর্জ্জন।
আমাদের পিতা মাতা করিল নিধন॥
কুমারী সকলে আসি করে বিলাপন।
কৌমার হরণ বাদ করিয়া জ্ঞাপন॥
রাজসুত অত্যাচারে ক্ষুণ্ণ হয়ে মনে।
আসি অভিযোগ করে পুরোহিত গণে॥
সুতের সমূহ দোষ করিয়া শ্রবণ।
করিলেন নরপতি নয়নোন্মীলন॥
"ভবিতব্য ভবত্যেব" কি আছে উপায়।
বৃথা আন্দোলন মাত্র গত শোচনায়॥
প্রজা পরিপূর্ণ রাজসদসি সদনে।
আনায়ে, অবনী পতি, আপন নন্দনে॥
কহিলেন, " কুসন্তান! ওরে কুলাঙ্গার।
এই দোষে প্রণ দণ্ড হইবে তোমার॥
প্রজায় বেজায় দুঃখ দিয়াছ অপার!
অন্তক আলয়ে কর আতিথ্য স্বীকার॥
পিতার এরূপ উক্তি করিয়া শ্রবণ।
ক্রোধে রক্ত আঁখি হয়ে নৃপতি নন্দন॥
লম্পট বয়স্য কতিপয় সহকারে।
প্রবেশিল জনকের শয়ন আগারে॥

তীক্ষ্ণকরবালকরে সাংগ্রামিক বেশে।
বিন্ধিল নির্দ্দয় হয়ে নৃপ বক্ষোদেশে॥
এরূপে সমাধা করি পিতার সংহার।
আপনি করিল সিংহাসন অধিকার॥
পিতার মুকুটকরি শিরেতে ধারণ।
প্রবল করিল স্বীয় কঠিন শাসন॥
নৃপাত্মজ পিতৃরাজ্যে হতে অধিপতি।
প্রকাশ করিয়াছিল যারা অসম্মতি॥
যুবরাজ অনুচর যতেক পাষণ্ড।
তাহাদের সবাকার করে প্রাণদণ্ড॥

আপনার রাজ্য হেতু শঙ্কাকরিমনে।
সন্দেহ হইল তার সেই সব জনে॥
আপনার নির্দ্দয় স্বভাবে হয়্যে নত।
প্রধান সদস্য সবে করিল নিহত॥
তাহাদের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিজনে।
জীবন নাশিল শীঘ্র ফেলিয়া জীবনে॥
হেন কেহ না রহিল রাজ্যের ভিতর।
অমাত্য বিয়োগে নহে শোকাকুলান্তর॥
বিষাদ বিবাদ সার হৈল রাজ্যময়।
হাহাকার অনিবার করে প্রজাচয়॥
ফুকরে কান্দিতে নারে দুরাত্মার ভয়ে।
অন্তরে ক্রন্দন করে বসিয়া নিলয়ে॥
কি জানি প্রকাশে যদি করিলে রোদন।
দুরাত্মার হাতে হয় অসু বিনাশন॥
জীবন রাখিতে অন্য নাছিল বিধান।
ভিন্ন তার লোভানলে আহুতি প্রদান॥
পণ্য বীথিকায়, হলে অরুণ উদয়।
আসিয়া প্রকাশস্থলে নৃপজ নিদয়॥
অগ্রে ধনুর্ধারি যারে করিত দর্শন।
তখনি তাহার প্রাণ করিত নিধন॥
এ নিষ্ঠুর প্রমোদ আমোদ ছিল তার।
মৃগয়ার বিনিময়ে মানব সংহার॥
নরভিন্ন অন্য জন্তু করিলে সংহার।
মানিত আপন অসুগের তিরস্কার॥
ভোজন সময়ে লয়ে স্বীয় সদসিরে।
আনাইয়া তাহাদের অবলাবলীরে॥
উলঙ্গ করিয়া নানা কৌতুক করিত।
এই রূপে কুলাঙ্গার কুশলে থাকিত॥

কেহ যদি এজন্য করিত অভিযোগ।
তাহাদের ভাগ্যে আশু ঘটিত দুর্য্যোগ॥
উলঙ্গ করিয়া তারে ক্রোধে সেই ক্ষণ।
স্তম্ভ মূলে শৃঙ্খলেতে করিত বন্ধন॥
তুরপুনে তনু ছিদ্র করিত তাবৎ।
দেহ হতে প্রাণ গত না হোত যাবৎ॥
এরূপে করিত সেই নানা অত্যাচার।
কোনমতে নাহি ছিল প্রজার নিস্তার॥

দৈবে পূর্ব্ব সমীরণ হয়ে সানুকূল।
সুসংবাদ আনি তুষ্ট কৈল প্রজাকুল॥
প্রজাদের আর্ত্তনাদ করিয়া শ্রবণ।
অনুকম্পা করিলেন নিত্য নিরঞ্জন॥
নগরে প্রধান যত ছিল সভ্যগণ।
তাদের অন্তরে দয়া করেন বপন॥
নগরস্থ অনেকে করিয়া আবাহন।
করিল বিশেষ সভা যত সভ্যগণ॥
ঐক্যবাক্য একমতে হইয়া অচিরে।
লিখিল লিখন এক গাজ্নাপতিরে॥
“ গাজ্নারাজ! মোসবার এই নিবেদন।
সসামন্ত করিবে দিল্লীতে আগমন॥
এই রাজ্য তব পদে করিব অর্পণ।
আসি অধিকার কর রাজ সিংহাসন॥
আমরাও সহায়তা করি প্রাণপণে।
দিব রাজমুকুট যতেক প্রজাগণে,, ॥
গোপনে দূতের হস্তে পত্র পাঠাইল।
দূত, লয়ে সেই পত্র, নৃপ অগ্রে দিল॥
পত্র পেয়ে গাজ্নারাজ অতিত্বরাকরি।
হর্ষমনে আইলেন দিল্লীস্থনগরী॥
করিবারে প্রজাদের কুশল বর্দ্ধন।
যষ্টিশত সেনা সহদিল দরশন॥
নৃপ আগমন বার্ত্তা পেয়ে প্রজাগণ।
সকলে আসিয়া গাজ্না রাজের সদন॥
উচ্চৈঃস্বরে সকলে কহিল এইরূপ।
“ আমাদের রাজেশ্বর এই নব ভূপ,, ॥
এইরূপ বলিয়া যতেক প্রজাগণে।
বসাইল দিল্লীশ্বরে রাজ সিংহাসনে॥
কর্ম্ম উপযুক্ত শাস্তি দিয়া দুরাত্মায়।
লৌহের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল তাহায়॥

এইরূপ অবস্থায় থাকি অনুক্ষণ।
নব ভূপতির করে পাদুকা বহন॥
দিল্লীরাজ সিংহাসন করি অধিকার।
মনে২ গাজ্নাপতি করেন বিচার॥
“প্রজাদের যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া করে।
করিব বিশেষ দণ্ড এ দুরাত্মানরে” ॥
এত ভাবি পূর্ব্বভূপে সম্মুখে আনিয়া।
কহেন পরুষ ভাষে অন্তরে রুষিয়া॥
“ওরে নরাধম দুষ্ট দুরাত্মা দুর্জ্জন।
আপনার কর্ম্মফল ভুঞ্জহ এখন॥
যেমন দিয়াছ দুঃখ বেজায় প্রজায়।
ফেলিব সহস্র বার মৃত্যু যাতনায়”
এত বলি নব ভূপ হয়ে ক্রোধমন।
তাহাকে ঘাতুক হস্তে করিল অর্পণ॥
হেনকালে জনেক সম্ভ্রান্তজন সুত।
নৃপ অগ্রে আসি কহে হয়ে কর যুত॥
“মহারাজ? অনুমতি করুন আমায়।
কৃতান্ত আলয়ে পাঠাইতে দুরাত্মায়॥
যেমন আমার তাতে করেছে নিধন।
স্বহস্তে বধিব আজ ইহার জীবন,,॥
নবভূপ আজ্ঞাদিল তারে সেইক্ষণে।
“কর যাহে সন্তোষ জন্মায়তব মনে” ॥
আছিল শৃঙ্খলে বদ্ধ দুরাত্মা তখন।
বধ্য ভূমি মাঝে তারে কৈল আনয়ন॥
নৃপতি ঘোষণা দিল এই নে বলিয়া।
যার যেই প্রতিশোধ লউক তুলিয়া॥
নগরের প্রজা সব আসি সেইস্থলে।
দুরাত্মার বধদণ্ড দেখে কুতূহলে॥
ধরিয়া ঘাতুক বেশ সম্ভ্রান্ত তনয়।
উৎপাটন করিল তাহার নেত্র দ্বয়॥
কেহ তার করপদে, অত্যন্ত রুষিয়া।
ছিদ্র করে তপ্ত লৌহ শলাকা বিন্ধিয়া॥
যাহাদের কুটুম্বে সে করেছে নিধন।
তাহারাও দিল দণ্ড তাহারে তেমন॥
নিদারুণ যাতনায় হইয়া কাতর।
দুরাত্মা প্রার্থনা করে কিছু অবসর॥
ক্ষণঃকাল যাতনায় পেয়ে অবসর।
কহিছে বিষাদে হয়ে কাতর অন্তর॥
“ওহে প্রজাগণ! শুন আমার বচন।
তোমাদের কৃত দুঃখে নহি ক্ষুণ্ন মন॥
তোমাদের প্রতি যে করেছি অপকার।
সেই জন্য ভেদ হয় অন্তর আমার॥
শতেক ঘাতুক হতে বিবেক আমার।
করিয়াছে পরাজয় বন্ধন সবার॥
ওহে বিভৎসিত তাতঃ! কোথায় এখন।
কেন না করিলে মম দুষ্ক্রিয়া বারণ॥
কেন মম দুষ্টমতি করিলে বর্দ্ধন।
শৈশবে কেন না করেছিলে সুশাসন॥
তা হইলে আমার কি এদুর্গতি হয়।
বিপাকে পড়িয়া পাই যাতনাতিশয়॥
হবেকি আমার দেখা তব সহকারে।
অনল সম্পর্কৃকুণ্ড নরক দুস্তারে,,॥
এত বলি নরাধম ত্যজিল জীবন।
তাহার মরণে কেহ না কৈল রোদন॥
অবধৌত করি জলে শরীর তাহার।
কোন জন না করিল চরম সৎকার॥
গাজনার অধিপতি অসীতি বৎসর।
রাজত্ব করিল সেই রাজ্যের ভিতর॥
প্রজাগণে বাৎসল্যেতে করিল পালন।
ন্যায় রাজ্য বলে ঘোষে এতিন ভুবন॥

(কান্জাদাকহিল)“নিবেদনহেনরেশ।
এই ইতিবৃত্তে পাবে বিশেষোপদেশ॥
তব পুত্র, এই পুত্রতুল্য নরাধম।
নাশিতে উদ্যত যেই তোমার সম্ভ্রম॥
যারে তুমি ভাল বাস ভাবি আপনার।
কালেতে করিবেসেই তোমারে সংহার॥
দিল্লীরাজ পুত্রহতে হবে সে নিষ্ঠুর।
তোমার গৌরব গর্ব্ব করিবেক চূর॥
কিন্তু যেই দোষ করিয়াছে নুব্জিহান।
দিল্লীশের পুত্র হতে অনেক প্রধান॥
আমি রাজপত্নী, এত সাহস তাহার।
আমারে, করিতে চাহে বলেতে, শৃঙ্গার॥
তার ব্যবহার দেখে, ওহে নরেশ্বর!।
অদ্যাপি কম্পিত হইতেছে কলেবর॥
আপনি সতর্ক হও জীবন রাখিতে।
কবেন সে উদ্যত হবে তোমারে নাশিতে
তাহার নীরবে ওহে মানব-প্রধান।
বিশেষ নির্দ্দোষ করিয়াছ অনুমান॥

কিন্তু সে খেদের চিহ্ন মনেতে ভেবোনা।
মৌনভাবে করিতেছে অভীষ্ট মন্ত্রণা॥
তাবৎ সে মৌন রবে, ওহে নরনাথ।
যাবৎ তোমার হৃদে না করে আঘাত॥
যেমন সে একবার করিয়া ভঞ্জন।
আমার সতীত্ব নাশে করিল মনন॥
সে আঘাত নিবারণ কর নরপতি।
যে পর্য্যন্ত নাহি হয় তব অসদ্গতি॥
বিবেচনা কর, হয় সময় ক্ষেপণ।
কালের প্রতীক্ষা তুমি করোনা কখন॥
স্ব অঙ্কে শকুনি তুমি করেছ পালন।
সুপ্তিত হৃদয় তব করিবে চর্ব্বণ" ॥

মহীপতি, মহিষীর শুনিয়া বচন।
শঙ্কায় হইল অতি শোকাকুল মন॥
করিল প্রতিজ্ঞা রাজা রাণীর সাক্ষাতে।
করিবেন নিধন স্বতনুজে প্রভাতে॥
এতবলি ভূভূষণ করিল শয়ন।
উষায়উঠিল স্মরি অখিল রঞ্জন॥
পাত্রমিত্র অমাত্যাদি বেষ্টিত সভায়।
বারদিয়া বসিলেন হাসাকিন্ রায়॥
মন্ত্রিগণে আবাহন করিয়া রাজন।
সুতের বিষয়ে করে কথব কথন॥
নৃপতি কহিল, "শুন সচিব নিচয়।
মৌনভঙ্গ করেছে কি আমার তনয়" ॥
(মন্ত্রীগণ কহে) "ভূপ! কর অবধান।
কোন কথা নাহি কহে তোমার সন্তান"
এতশুনি নৃপমনি অতি ক্রোধমনে।
মাতুকে দিলেন আজ্ঞা আনিতে নন্দনে॥
দ্বিতীয় অমাত্য যেই উঠি সেইক্ষণ।
ভূপতির সম্মুখেতে করে নিবেদন॥
"ওহে ধরানাথ! শুন আমার বচন।
সহসা একর্ম্মে হস্ত দিয় না এখন॥
অতিশয় প্রিয়পাত্র তোমার যেজন।
কেমনে উদ্যত তারে করিতে নিধন॥
পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিলে পরে।
মহারাজ! মনস্তাপ পাবে তুমি পরে॥
করোনা সে সব জনে বিশ্বাসের স্থান।
কলঙ্ক সাগরে যারা তুলয়ে তুফান॥
পড়োনা মজোনা কভু তাহাদের ছলে।
অনায়াসে অগ্নি যারা জ্বালে গোষ্ঠ স্থলে
সখলা স্ত্রীজাতি সদা জানিবে কারণ।
নিরন্তর করে যারা ছল প্রকটন॥
নির্জ্জনে বিজনে তারা বসি অনিবার।
মনের আনন্দে খুলে ছলনার দ্বার॥
মিথ্যা কথা প্ররচনা করিতে নিপুন।
সরল অন্তরে তারা ঘটায় বিগুণ॥
মানবের মনহরে চাতুরির ফাঁদে।
ভুলায়ে সরল জনে নিজকাজ সাধে॥
অতএব, মহারাজ! করি নিবেদন।
মৃত মহম্মদ বাক্য করুন শ্রবণ॥
নিশ্চয় বলিতে পারি, ওহে নরেশ্বর।
স্ত্রীহতে বিপদযুক্ত হয় যত নর॥
বাভার দর্পণে আমি পেয়েছি সন্ধান।
পৃথিবীর সর্ব্বদোষ হয় অবসান॥
কিন্তু যেই দোষরাশি ঘটে নারী হতে।
উন্মূল তাহার মূল নহে কোনমতে॥
যদি তুমি একবার হয়ে স্থিরমন।
সাদিকের ইতিহাস করহ শ্রবণ॥
তাহলে রাজ্ঞীর পরামর্শ অনুসারে।
উদ্যত না হবে তুমি বধিতে কুমারে" ।
(যদি রাজা হয়েছিল সক্রোধ হৃদয়।
পুত্র বৎসলতা তবু হইল উদয়॥
সাদিকের ইতিহাস হতে অবগতি।
অনুমতি করিলেন অমাত্যের প্রতি)॥
পুটাঞ্জলি হয়ে মন্ত্রী করে নিবেদন।
"সেই কথা, মহারাজ! করুন শ্রবণ" ॥

সাদিক অশ্বপালের উপাখ্যান।

প্রসিদ্ধ তাতার দেশ তার অধিপতি।
তোগল-তৈমুর নামে ছিলেন ভূপতি॥
একদিন জনরবে করিলা শ্রবণ।
তাঁর রাজ্যে আছে এক সত্যবাদী জন॥
মিথ্যার পরম বৈরি সত্য প্রিয় অতি।
সদাচারী প্রিয়ভাষী পরহিতে রতি॥
তাহার সুযশো বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
দেখিবারে ভূপতির হৈল আকুঞ্চন॥

রাজার অনুজ্ঞা শুনি সাদিক তখন।
নৃপের সদনে আসি দিল দরশন ॥
তৈমুর তাহাকে দেখি সন্তুষ্ট হইল।
আপনার সভাভুক্ত তাহারে করিল ॥
অশ্ব রক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া।
সর্ব্বদা দেখেন তারে নিকটে রাখিয়া ॥
সেপাদ ভূপালের প্রিয় পাত্র হলে,।
অনেকজন সভাসদ জ্বলে দ্বেষানলে ॥
নিরন্তর চেষ্টা করে সেই দুষ্টজন।
কোনমতে ভূপালে করিতে নিপন ॥
কিন্তু সেই নরপতি অতি জ্ঞানবান্।
বিচারে সুদক্ষ অতি বুদ্ধেতে প্রধান ॥
সহসা অন্যের বাক্যে না করে প্রত্যয়।
করেন বিধান যাহা বিচারেতে হয় ॥
ভূপালে পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত।
দেখিলেন সেইজন প্রভু অনুগত ॥
যে কাজে পরীক্ষা তারে করে নরবর।
সে জন সর্ব্বদা থাকে সে কাজে তৎপর ॥
কোনমতে তার কিছু দোষ না পাইয়া।
সাদিক রাখিল নাম সদয় হইয়া ॥

সাদিকের করিবারে বৈরনির্য্যাতন।
সংগোপনে সংলিপ্ত আছিল যত জন ॥
তার মধ্যে তাকি বন্দী সচিব পাগর।
হইল সাদিকের বৈর সাধনে তৎপর ॥
সাদিকের অপমান করিতে যেজন।
বিবিধ ছলনা করিলেক প্রকটন ॥
আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে না পেরে।
কহিলেক আপনার তনয়া গোচরে ॥
"কেমন অদৃষ্ট মম না পারি কহিতে।
এত অপমান হল আমারে সহিতে ॥
সহস্র সহস্র রাজ সভাসদ যত।
আমার কারণে তারা হইল মানহত ॥
তথাচ নারিনু তারে করিতে নিধন।
সম্প্রতি সভায় আসিয়াছে যেইজন ॥
তাহার উন্নতি নাশে যে করি মন্ত্রণা।
বিফল করিল মম সব সেই জনা" ॥
হোসেন্‌দান্ নামে সেই মন্ত্রীর তনয়া।
পিতৃ সম তুল্য সেই মৎসরী নির্দ্দয়া ॥

সাদিকের উন্নতিতে করিবারে দ্বেষ।
জনকেরে ক্ষান্ত হতে করি উপদেশ ॥
কহিল, "জনক! ত্যজ মনের বেদন।
মম প্রতি এই ভার করুন অর্পণ" ॥
(সচিব কহিল শুনি সুতার বচন)।
"কি উপায়ে তাহারে করিবে নির্য্যাতন"
কন্যাবলে, "ওগো তাতঃ। করি নিবেদন
ইহা জিজ্ঞাসায় তব কিবা প্রয়োজন ॥
কেবল আমার প্রতি কর অনুমতি।
যাইবারে তুরঙ্গম রক্ষক-বসতি ॥
পুনঃ অঙ্গীকার করি তব সন্নিধানে।
তারে মিথ্যা করাইব নৃপতির স্থানে" ॥
তনয়ার আশ্বাসে বিশ্বাস করি শেষ।
সচিব আনন্দ চিত্তে করিল আদেশ ॥
"তোমার ভারতী তুল জানিয়া তোমারে
দিলাম অনুজ্ঞা শীঘ্র যাহ তথাকারে" ॥
হোসেন্‌দান পিত্রাদেশ পাইয়া তখন।
করিবারে আপনার অভীষ্ট সাধন ॥
সালঙ্কৃতা হৈল ধনী বিবিধ ভূষায়।
যাহাতে নরের মনঃ অপাঙ্গে ভুলায় ॥
জড়াও জড়িত কাজ সাজ পরিধান।
যার রুচি হেরি হিমকর ম্রিয়মাণ ॥
রঙ্গিল সাটিন শাটী কটিতটে আঁটে।
নিতম্ব উন্নত তার দেখে মাটি ফাটে ॥
কনক কলস তুল্য উরজ তাহার।
মুকুতার হার তায় দিতেছে বাহার ॥
নয়নে অঞ্জন ধনী করিল সংযোগ।
যেন তীক্ষ্ণশর মুখে গরলের যোগ ॥
সহজে সুন্দরী ধনী ষোড়শী নবীনা।
স্বভাবতঃ শোভাকরে অলঙ্কার বিনা ॥
তাহে অলঙ্কার যুক্ত কিবা তার ছটা।
কষিত কাঞ্চনে যেন রসানের ঘটা ॥
এইরূপে একদিন নিশীথ সময়ে।
সখীগণে পরিবৃতা সে ধনী নির্ভয়ে ॥
সাদিকের নিকেতনে হয়্যে উপনীত।
সহচরীগণে দিল বিদায় ত্বরিত ॥
সখীগণ বিদায় হইলে অচিরাৎ।
সাদিকের দ্বারে ধনী করিল আঘাৎ ॥
জনেক কিঙ্কর প্রতি কহিল তখন।
"প্রয়োজন আছে দ্বার কর উদ্ঘাটন" ॥

সাদিকের দাস আসি দ্বার খুলে দিল।
অমনি রমণী তাহে প্রবেশ করিল॥
যেই গৃহ মধ্যে সে সাদিক বসেছিল।
কিঙ্কর তাহারে তথা লইয়া চলিল॥
হোসেন্দান তথা অবগুণ্ঠন খুলিয়া।
বসিল যেথায় আছে সাদিক বসিয়া॥
দেশাচার মতে তারে প্রণাম করিয়া।
বসিল রূপসী কোন কথা না কহিয়া॥

সাদিক স্বপনে কিম্বা কদাচ নয়নে।
হেরেনি সুন্দরী হেন রমণী রতনে॥
তাহার লাবণ্য হেরি হইল মোহিত।
স্পন্দহীন সংজ্ঞাহীন বচন রহিত॥
চিত্র পুত্তলির প্রায় হইয়া তখন।
এক দৃষ্টে কামিনীরে করে দরশন॥
সাদিকে ভুলাতে এসেছিল যেই ধনী।
ছাড়ে নাই কোন রূপ করিতে মোহিনী॥
হাবভাব কটাক্ষ ভঙ্গিমা অনুসারে।
অশ্বপালে ভুলাইল বিবিধ প্রকারে॥
ছলে ধনী গলদেশে করি করার্পণ।
মোহিত করিল ক্রমে সাদিকের মন॥
হোসেন্দান নয়নেতে দেখিল যখন।
কামাকুল হইয়াছে সাদিক সুজন॥
সে কালে প্রণয় গর্ব্ব মধুর বচনে।
কহিল সচিব সুতা সাদিক সুজনে॥
'হে সাদিক! মম প্রিয় বঁধু গুণালয়।
মম আগমনে তুমি হৈয় না বিস্ময়॥
তব প্রতি ভালবাসা জন্মেছে আমার।
একারণ আইলাম আগারে তোমার॥
তব মনোরথ সিদ্ধি করিব এখন।
মম প্রিয়কার্য্য কিছু করহ সাধন"॥
তুরঙ্গ-রক্ষক কহে ললনার প্রতি।
"কিবা প্রয়োজন তব সাধিব সম্প্রতি।
প্রাণের অধিক তুমি প্রেয়সী আমার।
তোমারে অদেয় প্রিয়ে কিবা আছে আর
প্রেমদাসে আদেশ করহ সুলোচনে।
তব বাঞ্ছনীয় কিবা করিব এক্ষণে"॥
(কামিনী কহিল) "সখা করি নিবেদন।
বাসনা তোমার সঙ্গে করিতে ভোজন॥
বহুদিন অশ্বমাংসে আমার প্রয়াস।
অনুগ্রহ করি পূর্ণকর সেই আশ॥
নৃপতির অশ্ব এক করিয়া নিধন।
তার হৃৎপিণ্ড দেহ করিব ভোজন"॥
(সাদিক কহিল) "প্রিয়ে শুনহ বচন।
বরঞ্চ তোমারে পারি দিতে এ জীবন॥
তথাপি নৃপের অশ্ব বধিতে না পারি।
উচিত যা হয় প্রিয়ে বলহ বিচারি॥
অদ্য তুমি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হও ধনি।
কল্য এক অশ্ব আনি দিব সুলোচনি॥
শুকরের তুল্য পুষ্ট হবে কলেবর।
তাহার ভোজনে প্রীত পাবে বহুতর।"॥
"কদাচ না হবে তাহা কহে হোসেন্দান।
নৃপ অশ্ব মারি মোর তুষ্ট কর প্রাণ॥
মম অনুরোধ রক্ষা কর গুণধাম।
বাঞ্ছিত প্রদানে কর পূর্ণ মনস্কাম"।
(সাদিক কহিল) "শুন ও নব ললনা।
বার বার হেন কথা আমায় বলোনা॥
মম প্রভু ভূমিপতি ভাল বাসি তাঁরে।
তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য কে করিতে পারে॥
তব মতে সম্মত হইলে রসবতি।
আমারে দিবেন দণ্ড সেই নরপতি"॥
(হোসেন্দান কহিল) "তাহাতে নাহি ভয়
ভুলাতে রাজার মনঃ কি আছে সংশয়॥
কোন দিন রাজা যদি জিজ্ঞাসে কারণ।
কি হইল অশ্ব মম কহ বিবরণ॥
এই মাত্র নৃপে তুমি কবে মহাশয়।
পীড়িত হইয়াছিল আপনার হয়॥
কোনমতে রোগের নাহলে প্রতিকার।
সেই হেতু তারে আমি করেছি সংহার॥
কি জানি তাহার স্পর্শে অন্য অশ্বগণ।
রোগ প্রাপ্ত হয় পাছে সবে, ভূভূষণ॥
বরঞ্চ সে নরপতি এতেক শ্রবণে।
তব প্রতি পরিতুষ্ট হবে মনে মনে"॥

অশ্বপাল, রমণীর এরূপ বচনে।
করিল বিবিধ চিন্তা আপনার মনে॥
এক দিকে নৃপ ভয় হয় উদ্দীপন।
আর দিকে রমণীর প্রণয় বচন॥

রমণীর ভাবে মুগ্ধ, হয়ো জ্ঞান হত।
অবশেষ তারি মতে হইল সম্মত॥
উভয়েতে অশ্বশালে করিলে গমন।
হোসেন্দান্ সাদিকেরে কহিছে তখন্॥
"এই কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব করিয়া নিধন।
হৃৎপিণ্ড দেহ এর করিব ভোজন"॥
(সাদিক কহিল) "ইহা করিতে নারিব।
অন্য যাহা ইচ্ছাকর এখনি করিব॥
এই হয় নৃপতির অতি প্রিয় হয়।
ইহার নিধনে হবে ক্ষুণ্ণ অতিশয়॥
তাহলে সংশয় হবে আমার জীবন।
অতএব হেন আশা করহ বর্জ্জন"॥
(রমণী কহিল) "বঁধু" শুন মনঃ দিয়া।
স্ত্রীজাতি উৎসুকা হয় যাহার লাগিয়া॥
সেই অভিলাষ সিদ্ধি না হইলে পরে।
রোষভরে স্বজীবন পরিহার করে॥
জনমের মত দাসী হলেম তোমার।
অতএব মনোবাঞ্ছা পূরাও আমার॥
স্বীয় প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি হে তোমায়
বঞ্চিত করোনা মোর বাঞ্ছিত আশায়"॥

হেন সপ্রণয়-গর্ব্ব বচন শ্রবণে।
সাদিক অন্তরে সুখী হয়ো সেইক্ষণে॥
আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সব বিস্মরিয়া।
নাশিল সে কৃষ্ণ-অশ্ব নারীর লাগিয়া॥
অনলেতে দগ্ধ করি হৃৎপিণ্ড তার।
মনোসুখে উভয়েতে করিল আহার॥
তদন্তে সাত্বিক ভাব হলে উদ্দীপন।
উভয়ে অনঙ্গ যাগে মাতিল তখন॥
বিবিধ বিলাস সাঙ্গে নিশি অবসানে।
বিদায় লইল ধনী যাইতে স্বস্থানে॥
পরেতে আপন গৃহে করি আগমন।
পিতার সমীপে সব করে নিবেদন॥
সচিব এসব কথা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দ জলধিনীরে হইল মগন॥
সত্বর গমনে গিয়া ভূপের সদন।
সবিশেষ তাঁরপদে করিল জ্ঞাপন॥
আপনার তনয়ার নাম না করিল।
অন্য নারীহতে এই ঘটনা ঘটিল॥

যে সময় তাস্ক্রী বন্দী সচিব দুর্জ্জন।
নৃপেরে কহিতেছিল এই বিবরণ॥
সাদিক আপন গৃহে বসিয়া তখন।
গত যামিনীর কথা করে আন্দোলন॥
রাখিয়া মাতার টুপি ভূমির উপরে।
মৌনহয়ে ভাবিতেছে আপন অন্তরে॥
"রমণী চাতরে পড়ে করিনু কি কাজ।
কি কথা কহিব গিয়া নৃপের সমাজ॥
ধিক ধিক শত ধিক আমা হেন জনে।
হারাইনু বোধ শক্তি নারীর বচনে॥
রিপু অনুগত হয়ো বুদ্ধি হল হত।
কুকাজ সুকায ভাবি হইলাম রত॥
নৃপতি কহিবে যবে এরূপ বচন।
কৃষ্ণ অশ্ব কোথা মম কর আনয়ন॥
সে কালে ভূপেরে আমি কি দিব উত্তর?
কেমনে কহিব মিথ্যা মহীপ গোচর॥
সত্য বিনা মিথ্যা আমি না কহি কখন।
এ প্রতিজ্ঞা কিসে মম হইবে পালন॥
ছলে কলে আত্মদোষ করিতে গোপন।
মিথ্যা কি কহিব আমি নৃপের সদন?॥
যদি আমি মিথ্যা কহি তুরঙ্গ কারণ।
আরো এক দোষ তাহে হইবে ঘটন॥
এ বিষয়ে সত্য কথা কহিলে এখন।
নিশ্চয় হইবে মম জীবন নিধন॥
এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য আমার এখন।
মিথ্যা কিম্বা সত্য কথা করিব জ্ঞাপন॥
আমি যেন রাজসদ্মে করিয়াছি গতি।
মম টুপি যেন সেই তৈমুর ভূপতি॥
দেখি২ মিথ্যা কথা করি প্ররচন।
ভুলাতে কি পারি সেই নৃপতির মন॥
টুপিরূপ নৃপ যেন কহিছে বচন।
কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব মম কর আনয়ন॥
অদ্য আমি তার পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
মৃগয়া বিহার হেতু করিব গমন॥
শুন শুন মম নিবেদন নরেশ্বর।
গত কল্য প্রদোষ সময়ে অশ্ববর॥
পীড়ায় কাতর হয়ো না কৈল ভোজন।
নিশীথ সময়ে সেই ত্যজিল জীবন॥
গত কল্য যে আমারে করিল বহন।
হটাৎ কেমনে তার হইল নিধন।॥

মম অশ্বশালে আছে বহু অশ্বগণ।
সে সব থাকিতে হল তাহার মরণ? ॥
একি কথা আমারে শুনালি দুরাচার।
অনৃত বচন কহ সাক্ষাতে আমার॥
ইহাতে আমার এই অনুমান হয়।
অন্য জনে বিক্রয় করেছ সেই হয়॥
সেজন তুরঙ্গ লয়ে করেছে গমন।
কিম্বা তুমি নিজে তারে করেছ নিধন॥
মনে না করিহ এড়াইবে এই দায়।
এর প্রতিফল তুই পাইবি ত্বরায়॥
ওরে কে আছিস হেথা সম্মুখে আমার।
শীঘ্র করি এ দুষ্টেরে করহ সংহার॥
নিঃসন্দেহ তোগল-তৈমুর নরপতি।
আমারে কবেন তিনি এ রূপ ভারতী॥
প্রথমে মিথ্যার ফল পাব এইমত।
যাহা আমি কহি নাই জীবন যাবত॥
দেখি দেখি সত্য কথা কহিয়া এখন।
রাখিতে কি পারি নারি আপন জীবন॥
সাদিক আমার অশ্ব কর আনয়ন।
অদ্য তার পৃষ্ঠেতে করিব আরোহণ॥
মহারাজ! বিপদস্থ এ দাস তোমার।
দুঃখের কাহিনী কিবা করিব প্রচার॥
গত নিশি আসি এক রূপসী যুবতী।
আমারে ভুলায়ে ছলে সেই রসবতী॥
কৃষ্ণাশ্বের হৃৎপিণ্ড করিতে ভোজন।
আমারে করিল ধনী প্রার্থনা জ্ঞাপন॥
বিমুগ্ধ হইয়া আমি রূপেতে তাহার।
অশ্বের নিধন হেতু করিনু স্বীকার।
তাহার চাতুরি জালে হয়ে বদ্ধমন।
তোমার তুরঙ্গে আমি করেছি নিধন॥
অনেক নারীর হতে প্রণয় ভাজন।
আমার তুরঙ্গে তুই করিলি হনন॥
কে আছিস ঘাতুকেরে ডাক এইবার।
আমার সাক্ষাতে করে ইহাকে সংহার॥
কোন কথা নৃপ অগ্রে করিব জ্ঞাপন।
সত্য কি কহিব কিম্বা অনৃত বচন॥
দুইদিকে দেখিতেছি আমার সংশয়।
আমার জীবন নাশ হইবে নিশ্চয়॥
হায়! কি দুর্ভাগ্য মম কহিতে না পারি।
এবার অনর্থ হেতু এল সেই নারী॥

এইরূপ সাদিক ভাবিছে মনে মনে।
আইল রাজার দূত তাহার ভবনে॥
নৃপের নিদেশ বলি সাদিকেরে লয়ে।
উপনীত রাজদূত ভূমেশ নিলয়ে॥
সসমাজ মহারাজ বিচার আসনে।
সত্ত্বর সাদিক গিয়া হেরিল নয়নে॥
নরপতি সহ বহু কথার কৌশলে।
তার শত্রু মন্ত্রী দুষ্টে দেখিল সে স্থলে॥

নরপতি সাদিকেরে কহেন তখন।
"মম কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব কর আনয়ন॥
অদ্য আমি তদোপরি করি আরোহণ।
হরিণ শীকারে যাব করিতে ভ্রমণ"॥
নৃপ ভাষে সাদিকের উড়িল পরাণ।
কি উত্তর দিবে তার না পায় সন্ধান॥
প্রণত ভাবেতে কহে হয়ে যোড়কর।
"এ দাসের অপরাধ ক্ষম,নরেশ্বর॥
যদি মম প্রতি অনুমতি কর ভূপ।
তবে তব অগ্রে কহি বচন স্বরূপ॥
গতনিশি আসি এক নবীনা ললনা।
হরিল আমার মনঃ সেই সুলোচনা॥
বিবিধ প্রণয় রীতি জানাইয়া পরে।
লজ্জা পরিহরি মম গলদেশ ধরে॥
করিয়া প্রণয়-গর্ভ বচন বিন্যাস।
তব কৃষ্ণ তুরঙ্গে খাইতে কৈল আশ॥
বচন বৈদগ্ধ তার করিয়া শ্রবণ।
প্রেম বাগুরায় বদ্ধ হলেম তখন॥
হিতাহিত বোধ মম না রহিল আর।
সেই কৃষ্ণ অশ্বে আমি করিনু সংহার॥
এক্ষণেতে যে উচিত কর নররায়।
রাখ কিম্বা বধদণ্ডে বধহ আমায়"॥

এত শুনি ভূপ কহে সচিবের প্রতি।
"ইহার বিহিত কিবা করিব সম্প্রতি"॥
স্বভাবে সাদিক দ্বেষী সচিব যে জন।
স্বাভীষ্ট জানিয়া সিদ্ধি সানন্দিত মন॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে কহে "ওহে নৃপবর।
অনল জ্বালায়ে এ পামরে দগ্ধ কর॥

তব প্রিয় বস্তু যেহ করেছে সংহার।
উচিত বিচার মতে প্রাণদণ্ড তার ,, ॥
(তোগল তৈমুর বলে) শুন মন্ত্রিবর।
তব অভিমত মত নহে শ্রেয়স্কর ॥
মম অনুমান-সিদ্ধ এই সুবিচার।
এদোষ মার্জ্জনা করা বিহিত ইহার " ॥
অনন্তর নরপতি সাদিকেরে কন।
" সাদিক তোমার দোষ করিনু মার্জ্জন ॥
আশ্চর্য্য হলেম আমি তব সত্যব্রতে।
দণ্ডকরা বিধান না হয় কোন মতে ॥
আমি যদি তব তুল্য হতেম এমন।
করিতাম সমুদয় তুরঙ্গ নিধন ॥
তব সত্য কথনেতে হয়ো তুষ্ট অতি।
দিলাম সম্মান বাস সহ মহামতি " ॥

২২, ১৩৭.

দেখিল সচিব স্বনয়নে আপনার।
দণ্ড না হইয়া তার হইল সৎকার ॥
সাদিকের নাশ হেতু কৈল যে যে ছল।
ক্রমেতে হইল তার সকলি বিফল ॥
বিশেষতঃ তনয়ার হৈল ব্যভিচার।
তথাচ না হোল সিদ্ধ অভীষ্ট তাহার ॥
সেই দুঃখানলে দগ্ধ হোয়ে অনিবার।
ধরিল উৎকট রোগ শরীরে তাহার ॥
ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ দেহ হইতে লাগিল।
কিছু দিনান্তরে মন্ত্রী পঞ্চত্ব পাইল ॥
অমাত্যের মৃত্যু বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
নৃপতি সাদিকে করে সে পদ অর্পণ ॥

হাসাকিন দ্বিতীয়সচিব প্রজ্ঞাবান।
উপাখ্যান শেষে কহে নৃপ সন্নিধান ॥
" তোগল-তৈমুর হতে তুমি নররায়।
কদাচ না হও ক্ষুদ্র দয়া মমতায় ॥
উচিত প্রথম দোষ মার্জ্জনা ইহার।
(পুনঃ কহে) দোষ কিসে করিব স্বীকার
যুবরাজ কোনমতে অপরাধী নয়।
ওহে বসুমতীপতি! জানিবে নিশ্চয় ॥
মহিষীর বাক্য জালে পড়িয়া রাজন।
প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রে করোনা নিধন ॥
বিভু তব মতি পরিবর্ত্তন করিয়া।
তিমির করুন নাশ বোধ বিধু দিয়া ॥
জানিতে সুতের তব মৌনের কারণ।
আবুমাসকারে ডাকি জান বিবরণ ॥
সে জন ইহার তত্ত্ব কহিবে নিশ্চয়।
তাহলে ঘুচিবে তব মনের সংশয় " ॥
হাসাকিন নৃপ শুনি মন্ত্রির মন্ত্রণা।
এ যুক্তি সুযুক্তি বলি করিল গণনা ॥
আবুমাসকারে ডাকিবারে মহীপতি।
করিলেন স্বীয় দূত প্রতি অনুমতি ॥
তনয়ের বধাদেশ করিয়া বারণ।
সভাভাঙ্গি উঠিলেন অবনী-ভূষণ ॥
অপরাহ্নে ধরানাথ পারিষদ সনে।
শুভ যাত্রা করিলেন মৃগয়া কারণে ॥
মৃগয়ার অবসানে আসি নিকেতন।
নিশিতে রাণীর সহ করেন ভোজন ॥
ভোজনান্তে রাণী কহে নৃমণি সদনে।
" কি হেতু বিলম্ব কর তনুজ নিধনে ॥
বিলম্ব করিলে ভূপ বিপদ ঘটিবে।
দয়ার কারণে শেষে সন্তাপ পাইবে ॥
যেমন সে বাজাজাত নামেতে রাজন।
বিপদস্থ হোয়েছিল দয়ার কারণ ॥
একদিন বাজাজাত ধরণী পালক।
দেখিল নয়নে এক কুক্কুর শাবক ॥
গাত্র কণ্ডু ছিল তার সমুদয় গায়।
অস্থিচর্ম্ম সার অনাহারে মৃত্যুপ্রায় ॥
দয়াবান হোয়ে সেই নৃপতি সুজন।
যতনেতে করিলেন কুক্কুরে পালন ॥
বৃহৎ কুক্কুর সেই হইল যখন।
একদিন বাজাজাতে করিল দংশন ॥
কুক্কুরের প্রতি ভূপ কহেন তখন।
" কিহেতু আমারে তুমি করিলে দংশন
যতনে পালন আমি করিনু তোমারে।
তাহার উচিত ফল দিলেকি আমারে " ॥
(শ্বানসুনু কহিল) " শুনহে ভূভূষণ।
খলের স্বভাব কভু না হয় খণ্ডন " ॥
(মহিষী কহিল) " ভূপ! নাহও উন্মনা।
সাধিতে আপন কাজ কর বিবেচনা ॥
অচিরে দণ্ডের না করিয়া অনুমতি।
বিপদে পড়িয়াছিস এক নরপতি ॥

তাহার বৃত্তান্ত বলি কর অবধান"।
এতবলি আরম্ভিল সেই উপাখ্যান॥

এক পোষ্য পুত্রের উপাখ্যান।

কোন সময়েতে সুবিদ্বান একজন।
বিদেশ ভ্রমণে তার হৈল আকুঞ্চন॥
আপনার সমুদয় বিভব লইয়া।
ভ্রমণে করিল যাত্রা সস্ত্রীক হইয়া॥
পথিমধ্যে তাহাদের, দৈবের কারণ।
অনেক তস্কর সহ হইল দর্শন॥
সেজন দোঁহাকে বলে করিয়া ধারণ।
আপন নিভৃত স্থলে করিল গমন॥
বিদ্বানের হস্তদ্বয় করিয়া বন্ধন।
তার রমণীরে বলে করিল রমণ।
সেইকালে অন্তঃস্বত্বা ছিল সে রমণী।
দায়ে পড়ে দস্যুবাসে রহে সেই ধনী॥
তস্কর নিষ্ঠুর অতি তুর্ব্বাসনা যুক্ত।
বহুদিন উঁহাদিগে না করিল মুক্ত॥
আসন্ন প্রসব কাল হোলে উপস্থিত।
দুজনারে মুক্তি দিল তস্কর ত্বরিত॥

উভয়েতে দস্যুহাতে পেয়ে পরিত্রাণ।
সবেগে উদ্বেগে করে নগরে প্রয়াণ॥
তথা গিয়া পান্থগৃহে আশ্রয় লইল।
বিদ্বানমহিষী এক পুত্র প্রসবিল॥
কহিল বিদ্বান যোষা বিদ্বানে তখন।
"অয়ি নাথ। এপুত্রে কি কবিব পালন"
(বিদ্বান কহিল) "মম এ নহে নন্দন।
ইহাকে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন"॥
এতবলি সে বিদ্বান লোয়ে সে কুমারে।
গোপনে রাখিল এক মসিদের দ্বারে॥
দৈবক্রমে তথাকার যেই নরপতি।
মসিদে যাইতে পথে হেরি সে সন্ততি॥
জিজ্ঞাসিল নিকটস্থ মানবের প্রতি।
"এই যে রয়েছে পড়ে কাহার সন্ততি?"
(তাহারা কহিল) "ভূপ! করি নিবেদন
নাহি জানি বিবরণ কাহার নন্দন॥
অনুমানি রেখে গেছে কোন দীনজন।
ইহারে পাইয়া কেহ করিবে পালন"॥
এতশুনি নৃমণির দয়া উপজিল।
পুত্র সম ভাবি তারে কোলেতে লইল॥
পোষ্যপুত্র করিলেন দেশাচার মত।
তাহার পালনে সদা রহিলেন রত॥
মনে মনে নরনাথ করিল চিন্তন।
"অপুত্রক আমি নাহি আমার নন্দন॥
অতেব ইহারে করি সুশিক্ষা প্রদান।
যাহাতে হইবে রক্ষা আমার সম্মান॥
আমার অবর্ত্তমানে পেয়ে রাজ্যভার।
প্রজাপুঞ্জ পালিবেক কোরে সুবিচার"॥

এত চিন্তি অন্তঃপুরে পাঠান তাহায়।
ধাত্রী এক নিয়োজিল তাহার সেবায়॥
সামান্য যে পরিচ্ছদ তার অঙ্গেছিল।
তার পরিবর্ত্তে রাজা সুবসন দিল॥
যত্ন সহকারে তারে করেন পালন।
ক্রমেতে পঞ্চম বর্ষ হইল নন্দন॥
নরপতি মনে বিদ্যারম্ভকাল জানি।
নিযুক্ত করিল এক সুশিক্ষক আনি॥
গুরুস্থানে বিদ্যা শিক্ষা করে সে সন্তান।
অল্পদিন মধ্যেতে হইল জ্ঞানবান॥
শস্ত্রবিদ্যা শাস্ত্রবিদ্যা শিখিল বহুল।
হেরিয়া নরেন্দ্র মনে আনন্দ অতুল॥
মল্লবিদ্যা দেখি তার মানব নিচয়।
সকলে হইল অতি সন্তুষ্ট হৃদয়॥
বিশেষতঃ তাহার শিক্ষক যতজন।
তাহারাও বহুমতে কৈল প্রশংসন॥
তাহার সাহস বল বুদ্ধি দরশনে।
নৃপতি নিমগ্ন নন্দ নীরধি জীবনে॥
কতগুলি নিকটস্থ মিলি নরপতি।
ভূপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করেছিল গতি॥
তাহাদের যুদ্ধ বার্ত্তা হোয়ে অবগতি।
নৃপতি স্বপোষ্য পুত্রে করি চমূপতি॥
পাঠাইল আপনার সেনা সহকারে।
করিল সংগ্রাম পুত্র অতি বীরাচারে॥
আপনার বাহুবল প্রকাশিয়া পরে।
সমর প্রবীর হয় বিজয় সমরে॥

মহাশূর বলি হৈল সুখ্যাতি তাহার।
নৃপতি দিলেন তারে নানা উপহার॥

কিছু দিনান্তরে এক ঘটনা ঘটিল।
নৃপ সীমন্তিনী এক সুতা প্রসবিল॥
পরম সুন্দরী বালা বদন সুঠাম।
হেরিলে তাহার রূপ মুগ্ধ হয় কাম॥
পার্থিব আদেশ ছিল পোষ্যপুত্র প্রতি।
স্বচ্ছন্দে কন্যার গৃহে করিবারে গতি॥
ভগিনী লাবণ্য হেরি নৃপতি নন্দন।
হৃদিক্ষেত্রে প্রেমবীজ করিল রোপণ॥
হইল প্রসক্তি অতি অন্তরে তাহার।
কামিনীর রূপ চিন্তা করে অনিবার॥
ছিলেন বচন বদ্ধ মহীপ প্রধান।
একরাজ কন্যা পুত্রে করিতে প্রদান॥
বিবাহের দিন স্থির হইল যখন।
পার্থিবের পোষ্যপুত্র চিন্তাযুক্ত মন॥
একজন উদাসীনে করিয়া দর্শন।
তার প্রতি প্রশ্ন করে করিয়া যতন॥
"কহ কহ মোরে উদাসীন মহাশয়।
আপন উদ্যানে আগে যেই ফল হয়॥
নরে কি ভুঞ্জিবে কিম্বা দিবে অন্যজনে।
ইহার বিশেষ মোরে বলহ নির্জ্জনে?"॥
(সন্যাসী কহিল) "শুন রাজার কুমার।
নিষিদ্ধ হইলে তাহে নাহি অধিকার॥
যেমন পূর্ব্বেতে ঈশ, আদম হাওয়ায়।
নিষেধিল কোন ফল ভক্ষিতে দোহায়॥
তাহারা ঈশ্বর বাক্য করিয়া হেলন।
কৃতঘ্ন হইয়া কৈল সে ফল ভক্ষণ॥
সেই পাপে তাহাদের হইল দুর্গতি।
অতেব অবৈধ ফলে না করিহ মতি"॥

নৃনাথের পোষ্যপুত্র একথা শ্রবণে।
অতি অসন্তুষ্ট হৈল আপনারমনে॥
নৃপতনয়ার হেতু চিন্তিয়া উপায়।
একদিন বিরলেতে হরিল তাহায়॥
দ্বিসহস্র সেনা তার ছিল আজ্ঞাকারি।
এ বিষয়ে তাহারা হইল সহকারি॥
হরিয়া অন্যত্রে শীঘ্র কৈল পলায়ন।
তথায় রহিল নির্ম্মাইয়া নিকেতন॥
লোকমুখে এসংবাদ শুনি মহীপতি।
ক্রোধানলে হইলেন প্রজ্জ্বলিত অতি॥
আপনার সেনাসব সংগ্রহ করিয়া।
গমন করিল তার বধের লাগিয়া॥
যথায় আছিল রাজকুমার দুর্নীত।
সসৈন্য নৃপতি তথা হৈল উপনীত॥
তথায় উভয় দলে হোলে ঘোর রণ।
ভূপালের সেনা বহু হইল নিধন॥
সংগ্রাম জিনিয়া সেই দুরাত্মা কুমার।
আপন পালক তাতে করিল সংহার॥
এরূপ নৃশংস কাজ করিয়া সাধন।
অধিকার করিলেক রাজ সিংহাসন॥

অতএব, মহারাজ! করি নিবেদন।
সেইরূপ অকৃতজ্ঞ তোমার নন্দন॥
ওহে নাথ নুর্জিহান শত্রু হয় তব।
তার নাশে ক্ষান্ত না হইও মহীধব॥
নৃপ পোষ্যপুত্র করি পিতাকে হনন।
আপনার ভগিনীরে করিল হরণ॥
সেইরূপ তব পুত্র, ওহে নররায়।
বধিয়া আপন তাতে হরিবে মাতায়"॥
(হোসাকিন কহিলেন) "ভেবনাকো আর
কালি নুর্জিহানে, আমি করিব সংহার"
এইরূপ প্রবোধ করিয়া মহিসীরে।
বিশ্রাম করিতে গেল শয়ন মন্দিরে॥

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নররায়।
বার দিয়া বসিলেন আপন সভায়॥
রাজার সদস্যবর্গে আসিয়া তখন।
প্রণাম করিয়া ভূপে লইল আসন॥
(কহেন নৃপতি) স্বসচিব সবাকারে।
"পেয়েছ কোথাও কেহ আবুমাসকারে"
(মন্ত্রিগণ কহিল) "করুন অবধান।
অদ্যাপি না পাই মোরা তাহার সন্ধান"
(নরেশ কহিল) শুন বচন আমার।
অদ্যাপি না হৈল যদি সন্ধান তাহার॥

তবে মম পুত্রে হেথা আনহ এখন?।
এখনি করিব আমি তাহারে নিধন ॥
যে হেতু রাণীর কাছে করিয়াছি পণ।
আজি আমি তনয়ের বধিব জীবন" ॥
রাজার তৃতীয় মন্ত্রী একথা শ্রবণে।
কহিল প্রণাম করি নৃপের চরণে ॥
"মহারাজ! তব পদে করি নিবেদন।
কলঙ্কী হৈওনা পুত্রে করিয়া নিধন ॥
যেই স্বর্গদূত করে গ্রহ সঞ্চালন।
তারা যাহাদের মত করে প্রশংসন ॥
তাহাদের উপদেশ করো না হেলন।
এই হেতু পুনঃ পুনঃ করিহে বারণ ॥
পুত্রবধে নাহি করিতাম নিবারণ।
যদি মহম্মদ না কহিত এবচন ॥
"রাজা যদি করে কভু দুষক্রিয়া চরণ।
নিষেধ না করে তায় যেই মন্ত্রীগণ ॥
তাহাদের নাম ধাম, ওহে নররায়!।
কদাচিত না রাখিবে মন্ত্রী তালিকায়" ॥
প্রাচীন প্রবাদ এই আছয়ে প্রকাশ।
করিবে না নবদাস দাসীরে বিশ্বাস ॥
প্রভু স্থানে প্রতিপত্তি পাইবার তরে।
উভয়েতে তোষামোদ প্রতারণা করে ॥
যদি এ দাসের প্রতি করেন আদেশ।
তবে এক ইতিহাস শুনাই নরেশ" ॥
(ভূপতি কহিল) "কহ সেই উপাখ্যান"
(অমাত্য কহিল)" নৃপ কর অবধান" ॥

এক সূচীজীবি এবং তাহার বনিতার উপাখ্যান।

আসা নামে ভবিষ্যদ বক্তার সময়।
সূচীজীবি ছিল এক সরল হৃদয় ॥
তাহার রমণী ছিল পরম সুন্দরী।
গোলেন্দাম নাম তার অপূর্ব্ব মাধরি ॥
উভয়ে বাসিত ভাল উভয়েরে মনে।
শয়নে স্বপনে উপবেশনে অশনে ॥
এক দিন দুই জনে বসিয়া নির্জ্জনে।
করিতেছে প্রেমালাপ পুলকিত মনে ॥
কান্তাপ্রতি কান্ত কহে "শুন প্রাণেশ্বরি।
তবসনে আলাপনে সুখে কাল হরি ॥
ঈশ্বর করুন যেন না হয় এমন।
"মম অগ্রে হয় যদি তোমার মরণ ॥
তোমার বিয়োগ শোকে হোয়ে ক্ষুণ্নমন।
একদিন দিবারাত্র করিব রোদন ॥
তব শবোপরি করি অশ্রু বরিষণ।
নিভাইব শোক জলে বিচ্ছেদ দহন" ॥
(কামিনী কহিল)"নাথ,কি কব তোমায়।
তব গুণে বিক্রীত হলেম তব পায় ॥
আমার আগেতে যদি তব মৃত্যু হয়।
অনাহারে দেহ পাত করিব নিশ্চয় ॥
তোমার বিচ্ছেদ দায়ে পাব পরিত্রাণ।
দেহপাতে শোকানল হইবে নির্ব্বাণ" ॥

দৈবের লিখন যাহা কে করে খণ্ডন।
অগ্রে সেই রমণীর হইল মরণ ॥
সূচীজীবি প্রিয়া শোকে হইয়া কাতর।
করিল উন্মাদ তুল্য বিলাপ বিস্তর ॥
পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞিত বাক্য করিতে পালন।
দিবা নিশি অশ্রুবারি করিল বর্ষণ ॥
বিশেষতঃ বড় ভাল বাসিত তাহায়।
তাহার বিয়োগে হৈল বাতুলের প্রায় ॥
শবের মঞ্জুসা লোয়ে প্রেতভূমে গিয়া।
শিরে করে করাঘাত বিলাপ করিয়া ॥
দৈবে আসা সেই পথে করিতে গমন।
তাহার এ দশা চক্ষে করিল দর্শন ॥
স্বভাবতঃ কারুনিক সেই মহাশয়।
সূচীজীবি প্রতি তিনি হলেন সদয় ॥
জিজ্ঞাসা করিল তারে আসা সদাশয়।
"কি হেতু হয়েছ তুমি ক্ষুণ্ন অতিশয়॥"
এত শুনি সূচীজীবি করিল উত্তর।
"প্রেয়সী রমণী লাগি হয়েছি কাতর ॥
প্রাণাধিকা ভার্য্যা মম অতি গুণান্বিতা।
ইহার সদৃশ কারো নাহিক বনিতা ॥
প্রেয়সী অত্যন্ত ভাল বাসিত আমায়।
ততোধিক স্নেহ আমি করিতাম তায় ॥
পড়িয়াছে প্রিয়া মম কালের কবলে।
সেই হেতু সদা ভাসি নয়নের জলে" ॥
(আসাবলে) "যদি তব পত্নী পায় প্রাণ
হইবে পরম তুষ্ট করি অনুমান?" ॥

(দরজি কহিল) "এ কি হয় মহাশয়?।
ঈশ্বর কি হইবেন এমন সদয়? ॥
অলৌকিকাশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া প্রচার।
দিবেন কি প্রাণদান ভার্য্যাকে আমার?"
(আসা কহিলেন) "দুঃখ কর পরিহার
তোমার শোকেতে দয়া হতেছে আমার
আমি তব রমণীকে দিব প্রাণদান।
মনের উদ্বেগ হতে পাবে পরিত্রাণ" ॥
যাঁহার ইচ্ছায় লয় সৃজন পালন।
রমণীর স্রষ্টা স হাবক সেই জন ॥
সে বিভুর নাম আসা করিয়া স্মরণ।
দরজির রমণীরে দিলেন জীবন ॥
সুপ্তোত্থিতা প্রায় হোয়ে গোলেন্দাম ধনী
বাহির, সমাধি হতে, হইল আপনি ॥
এরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করি দরশন।
সূচীজীবি হইলেক আনন্দে মগন ॥
রমণীর প্রাণদাতা-প্রতি ভক্তিভাবে।
উদ্যত করিতে স্তুতি প্রেম পূর্ণভাবে ॥
আসা কহে "মোরে স্তব কর কিকারণ।
কর তাঁরে যেই করে সৃজন পালন" ॥
এতবলি প্রবোধিয়া আসা দয়াবান।
ত্বরায় সে স্থান হতে করিল প্রস্থান ॥

গোলেন্দাম পুনর্ব্বার প্রাণদান পেয়ে।
বলিল আপন পতি মুখ পানে চেয়ে ॥
"কেমনে হইল এই আশ্চর্য্য ব্যাপার।
বল নাথ অধীনীরে করিয়া বিস্তার ॥
পতি মুখে সব তত্ত্ব হইয়া জ্ঞাপন।
পুনশ্চ কহিল হোয়ে প্রফুল্লিত মন ॥
"সেকি তুমি, ওহে নাথ! করি নিবেদন
মৃত্যু গ্রাস হতে মোরে কৈলে আনয়ন? ॥
সে কি তব ভাল বাসা যাহার কারণ।
পুনরায় আলোময় করি দরশন? ॥
মরি তব কত গুণ কহিতে না পারি।
জন্ম জন্মান্তরে আমি ভুলিবারে নারি ॥
যতদিন রব আমি এমর্ত্য ভুবন।
তাবত তোমার গুণ করিব স্মরণ" ॥
স্ববামার বচন বৈদগ্ধ আকর্ণনে।
দরজি উল্লাসে ভাসে আনন্দ জীবনে ॥

"হে আমার হৃদয়ের আনন্দ দায়িনি!।
হে আমার জীবনের জীবন স্বরূপিণি! ॥
হে আমার নয়নের আলোক স্বরূপা।
হে আমার হৃদি বিলাসিনি প্রেমরূপা ॥
এ মর্ত্যভুবন সুখ ভুঞ্জিবার তরে।
বিবি হাবা নিবি পুনঃ মিলাইল মোরে ॥
অতএব চল করি গৃহেতে গমন।
মিথুনজনিত সুখ ভুঞ্জিব এখন ॥
ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থান।
কেমনে এ বেশে গৃহে করিবে প্রয়ান ॥
তব যোগ্য পরিচ্ছদ করি আনয়ন।
পশ্চাতে উভয়ে গৃহে করিব গমন" ॥

এতবলি প্রেয়সীরে রাখিয়া তখন।
সূচীজীবি গৃহে গেল আনিতে বসন ॥
হেনকালে তত্র দেশাধিপের তনয়।
দৈবাৎ সে প্রেতভূমে হইল উদয় ॥
আশ্চর্য্য হইল হেরি রাজার নন্দন।
মৃতচ্ছদ রতা এক রমণী রতন ॥
ভূতলে শয়িত নহে অন্য শব প্রায়।
ভাবিয়া নৃপজ কিছু না পায় উপায় ॥
বিস্ময়েতে সেই স্থলে করিল গমন।
পশ্চাৎ চলিল যত অনুচরগণ ॥
স্থিরনেত্রে দেখে মৃতা নহে সে কামিনী
জীবিতা, রূপেতে যেন কন্দর্প মোহিনী
নারীর নয়নভঙ্গি করি নিরীক্ষণ।
নৃপজের প্রেমভাব হৈল উদ্দীপন ॥
জগপতি-সুতে কহে যতেক কিঙ্কর।
"যুবরাজ! এ রমণী রূপের আকর ॥
যদি তব যোগ্যজ্ঞান কর এ রামারে।
অনুমতি হোলে লোয়ে যাই তবাগারে"
পুলকিত হোয়ে কহে রাজার কুমার।
"সম্পূর্ণরূপেতে এই বাসনা আমার ॥
এর তুল্য রূপবতী, কি কহিব আর।
একজন নাহি অন্তঃপুরেতে আমার ॥
কিন্তু প্রথমেতে এরে জিজ্ঞাস এখন?।
বিবাহিতা কিম্বা রামা অনূঢ়া এখন ॥
যদি বিবাহিতা হয় কিবা প্রয়োজন।
চাহিনে পতিকে এর করিতে বঞ্চন" ॥

পরেতে কিঙ্কর পেয়ে ভূপজ আদেশ।
কামিনীকে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিশেষ॥
"হে সুন্দরি; যদি তুমি নহ বিবাহিতা।
অচিরে আসিয়া হও নৃপজ বনিতা"॥
(রমণী কহিল) "শুন পরিচয় কই।
পরিণীতা নহি আমি বিদেশিনী হই॥"
এতেক শুনিয়া সেই ভূপজ কিঙ্কর।
খুলিয়া পরায় তারে আপন অম্বর॥
নৃপ অন্তঃপুরে তারে লইয়া চলিল।
তথা দাস স্বীয় বস্ত্র খুলিয়া লইল॥
দর্‌জির রমণীর অদৃষ্ট ফিরিল।
রাজমহিষীর তুল্য বসন পরিল॥
মনোসুখে রহে তথা নৃপজের সঙ্গে।
কৌতুককলাপে রঙ্গে অনঙ্গ প্রসঙ্গে॥

ইতিমধ্যে সূচীজীবি লইয়া বসন।
শ্মশান ভূমেতে আসি দিল দরশন॥
আপনার রমণীকে তথা না দেখিয়া।
করিল বিলাপ বহু শোকার্ত্ত হইয়া॥
"কে হরিল কোথা গেল প্রেয়সী আমার
হায় বিধি একি বাদ সাধিলে আবার॥
মৃতাবস্থা হতে তারে যে দিল জীবন।
অন্যের ভোগেতে তারে দিল কি এখন?
যদি ইহা হয় তবে কি কহিব আর।
তার মৃতাধিক হৈল যাতনা আমার॥
কেমনে ইহাতে আমি করিব সংশয়।
সে কি বিড়ম্বিবে যেই হইল সদয়?॥
তাহার সৌন্দর্য্যে কেহ পাইয়া বন্ধন।
মোর মাথা খেয়ে বুঝি করেছে হরণ॥
এইরূপ বলে আর ভাসে অশ্রুজলে।
পুনরায় শোকোদয় মনোদুঃখে বলে॥
প্রাণসমা প্রিয়োত্তমা প্রেয়সী আমার।
অবশ্য করিব আমি তোমার বিচার॥
এইরূপ মম হইতেছে অনুমান।
পেয়েছ বিবিধ চেষ্টা পেতে পরিত্রাণ॥
যে কোন স্থানেতে প্রিয়ে আছহ এখন।
নিরাশা হইয়া তথা করিছ বঞ্চন॥
হায়! আরো অনুভব হতেছে আমার।
শুনিতেছি যেন প্রিয়ে ক্রন্দন তোমার॥
এই কল্পনায় মম হৃদি ভেদ হয়।
কোথায় রহিলে প্রিয়ে এমন সময়॥
তব আশা পরিত্যাগ কভু না করিব।
তোমার কারণে আমি পৃথিবী ভ্রমিব॥
যদি তুমি ধরাগর্ব্বে থাকহ গোপন।
তথায় করিব আমি তব অন্বেষণ"॥
এতবলি সূচীজীবি ভার্য্যার কারণ।
বহুজনে জিজ্ঞাসিল তার বিবরণ॥
লোক মুখে অবশেষ করিল শ্রবণ।
তাহার রমণী আছে রাজ নিকেতন॥
ভার্য্যার সন্ধান পেয়ে দর্‌জি তখন।
রাজকুমারের কাছে করিল গমন॥
যথোচিত সম্মান প্রণাম পুরঃসরে।
সবিনয়ে নিবেদয় নৃপজ গোচরে॥
"ভূপতিতনয় ওহে! সুবিচারকারি।
এই কি উচিত তব হোয়েদণ্ডধারি?॥
বলেতে পরের দ্রব্য কর অধিকার।
যাহাতে নাহিক কিছু সম্পর্ক তোমার॥
তিন দিন হৈল লোয়ে ভার্য্যাকে আমার
রাখিয়াছ, যুবরাজ অন্দরে তোমার॥
করিহে মিনতি, মোরে হইয়া সদয়।
ফিরে দেহ মম দারা ভূপাল তনয়?"॥
এতশুনি নৃপসুত কহিল তখন।
"সাবধান না কহিও এরূপ বচন॥
সম্মতি ব্যতীত আমি নাহি আনি কারে
বিবাহিতা নারী নাহি আমার আগারে"॥
(সূচীজীবি কহিল) "শুনহ সারোদ্ধার
নিশ্চয় আমার জায়া অন্দরে তোমার"॥
শুনিয়া কহিল পুনঃ নৃপের নন্দন।
"দেখাব তোমারে আমি মম ভার্য্যাগণ
কিন্তু যদি তব দারা না পাও তাহায়।
নিশ্চয় জানিহ আমি বধিব তোমায়"॥
(দরজি কহিল) আমি করিনু স্বীকার।
নাহি পেলে প্রাণ বধ করিহ আমার॥
আমি জানি মম দারা আছে এ সদনে।
আপনি প্রত্যক্ষ তুমি দেখিবে নয়নে॥
যবে মম প্রতি দৃষ্টি পড়িবে তাহার।
তখনি জানিবে সেই ক্রোড়েতে আমার
বিশেষতঃ আমি তারে জানি ভালোমতে
তার সম সাধ্বীনারী নাহি এ জগতে"॥

(ভূপজ বলিল) "দেখো হও সাবধান।
নাহি পেলে হারাইবে আপনার প্রাণ"॥
এতবলি দাসে করে অনুজ্ঞা ত্বরিতে।
ভার্য্যাগণে সুচীজীবি সম্মুখে আসিতে॥
আজ্ঞাক্রমে ক্রমে ক্রমে সকলে আইল।
একজন তার মধ্যে বাকি না রহিল॥
দর্জি যখন গোলেন্দামে নিরখিল।
"এই মম সীমন্তিনী (নৃপজে কহিল)॥
যাহার কারণে দুঃখ পেয়েছি অপার।
সেই এই, যুবরাজ! সম্মুখে আমার"॥
ভূপজ কহিল তবে গোলেন্দাম প্রতি।
"এই জনে চেনো কি না তুমি রসবতি?"
জানি বটে এই জনে মহীপ তনয়।
এজন তস্কর শ্রেষ্ঠ দুষ্ট দুরাশয়॥
এই সে করিয়াছিল দুর্দ্দশা আমার।
দেখিয়াছ ভালমতে নয়নে তোমার॥
এই দুষ্ট হরি মম বসন ভূষণ।
চিতা ভূমে লোয়েছিল করিতে নিধন॥
কি জানি যদ্যপি আমি কহি কাজিস্থানে
এই হেতু গিয়াছিল বধিতে পরাণে॥
অতএব, যুবরাজ! করি নিবেদন।
করহ উচিত দণ্ড যাহয় এখন"॥
রমণীর মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
সুচীজীবি নীরব হইল সেইক্ষণ॥
নৃপসুত তাহার এরূপ নিরুত্তরে।
দোষী বলি অনুভব করিল অন্তরে॥
ক্রোধেতে কহিল, বেটা! বিশ্বাসঘাতকী
নরাধম দস্যু তুই পরম পাতকী॥
দাওয়া কর পরদারা বলিয়া আপন।
রাজদণ্ড, রে পাষণ্ড! না কর স্মরণ॥
যেমন করিয়াছিলি দুষ্ট আচরণ।
তাহার উচিত ফল ভুঞ্জহ এখন"॥
এতবলি যুবরাজ কহে অনুচরে।
"বধভূমে লহ এরে সংহারের তরে"॥
এতেক কহিল যদি মহীপনন্দন।
সুচীজীবি করপুটে করে নিবেদন॥
"ওহে যুবরাজ! করি অন্যায় বিচার।
বিনা অপরাধে প্রাণ বোধোনা আমার"
(নৃপজ কহিল) "না শুনিব ওর ভাষ।
রে কিঙ্কর! ত্বরা এরে করহ বিনাশ॥
করহ বিলম্ব যদি ইহার নিধনে।
তবে আমি সবাকারে বধিব জীবনে?"॥

নৃপজের ক্রোধ নিরখিয়া অতিশয়।
বান্ধিয়া লইল তারে কিঙ্কর নিচয়॥
বধ্য ভূমি তারে লোয়ে গিয়া সকলেতে।
উদ্যত হইল ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইতে॥
হেনকালে আসা সেই স্থানে উত্তরিল।
ঘাতুকেরে বিনাশিতে নিষেধ করিল॥
কহিলেন আসা, "শুন রাজ ভৃত্যগণ।
বিনা দোষে কেন এরে করিছ নিধন"॥
দাসগণ আসার মর্য্যাদা রাখিবারে।
ক্ষণঃ কাল ক্ষান্ত হৈল বিনাশিতে তারে॥
নৃপজের অনুমতি করিতে পালন।
অবশ্য দর্জিকে তারা করিতো নিধন॥
আসা সদাশয় কহে ভৃত্যগণ স্থানে।
"এর ক্ষমা কহিব নৃপজ সন্নিধানে"॥
এত বলি ভূপজের সন্নিধানে গিয়া।
আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিল বিস্তারিয়া॥
শুনিয়া ধরেন্দ্র-সুত এই সমাচার।
নিষেধিল সুচীজীবে করিতে সংহার॥
পামরী রমণী প্রতি হোয়ে ক্রুদ্ধমন।
তার বিনিময়ে তারে করিল নিধন॥

সচিব করিয়া ইতিহাস সমাপন।
হাসাকিন প্রতি কহে, "শুনহে রাজন॥
এই ইতিহাসে হইলেন অবগত।
রমণীর দুষ্টাচার প্রতারণা যত॥
অতএব আবুমাসকারে, নররায়।
সবিশেষ অন্বেষণ করুন ত্বরায়"॥
(ভূভুজ কহিল) "ইথে করিব যতন।
যদি অদ্য নাহি পাই তার অন্বেষণ॥
তবে জেনো সুনিশ্চয় বচন আমার।
কল্য নুজিস্থানে আমি করিব সংহার"॥
এতবলি সভাভঙ্গ করিয়া রাজন।
চলিলেন বনপথে মৃগয়া কারণ॥
প্রদোষে আসিয়া পুনঃ প্রাসাদ ভিতর।
রাণীসহ ভোজনে প্রবৃত্ত নরবর॥

মহিষী কহিল “ নাথ ! কহ বিবরণ ? ।
কেন না বধিলে নুর্জ্জিহানের জীবন ”॥
(নৃপতি কহিল)“ জেনো বচন নিজাস।
কল্য নুর্জ্জিহানে আমি করিব বিনাশ ॥
যবে অভিযোগ কর বিরুদ্ধে তাহার।
আমার বাসনা হয় করিতে সংহার ॥
কিন্তু যবে নিষেধ করয়ে মন্ত্রিগণ।
বিরত আমার মন করিতে নিধন ॥
অতএব প্রাণ প্রিয়ে ! করি অনুনয়।
পড়েছি বিষম দ্বন্দ্বে আমি এসময় ॥
এক মাত্র পুত্র মম ও প্রিয় ললনা ! ।
কেমনে নিদয় হোয়ে বধিব বলনা ? ॥
অতএব এজনার রাখহ বচন।
কৃপাকরি কর মোরে ক্ষমা বিতরণ ” ॥
(মহিষী কহিল)“ মন্ত্রী হতে, নররায়!।
উচিত বিশ্বাস করা বিহিত আমায় ॥
জনকের তুল্য শুন তাদের বচন।
কদাচ না দেখি তব রাজ-আচরন ॥
অত্যন্ত মমতা হেতু পুত্রের উপরে।
বিশেষ সন্তাপ তাপ পাবে তুমি পরে ॥
বলি এক ইতিহাস করহ শ্রবণ।
ইহাতে হইবে তব চিন্তানুধাবন ” ॥

সলমন ভুপতির বিহঙ্গদিগের উপাখ্যান।

শুনহে অবনীপতি ! আমি যে সময়।
ছিলাম বালিকা কালে পিতার আলয় ॥
যে বৃদ্ধা নিযুক্ত ছিল আমার শিক্ষায়।
তার প্রমুখাৎ শুনিয়াছি সমুদায় ॥
ভাবিকালবেত্তা সলমন মহীপতি।
অনেক বিহঙ্গ ছিল তাঁহার বসতি ॥
ধীশক্তি সম্পন্ন সবে সুন্দর শরীর।
কথা কথনেতে শক্ত স্বভাব গম্ভীর ॥
মানবের তুল্য কথা কহিতে পারিত।
কর্ণ রসায়ন ভাষে মনো ভুলাইত ॥
সেই সব পক্ষিমধ্যে শুক পক্ষি এক।
যারে নৃপভাল বাসিতেন অতিরেক ॥
অন্যান্য বিহঙ্গ হতেছিল সে সুন্দর।
নানা বর্ণ পক্ষ তার অতি মনোহর ॥
একদিন সলমন ভূপে পরিহরি।
কাননে প্রবেশে স্বীয় দারাপত্য স্মরি ॥
আপনার প্রেয়সীরে করি দরশন।
হর্ষমনে তার স্থানে করিল গমন ॥
পক্ষ দুটা বিস্তারিয়া পুলকিত কায়।
ব্যাদান করিয়া ওষ্ঠ প্রেম লালসায় ॥
সমুদ্যত স্বপত্নীরে করিতে চুম্বন।
দেখি বিহঙ্গিনী তারে কৈল নিবারণ ॥
আপন নায়ক প্রতি কহে অভিমানে।
“ যাও হে নিষ্ঠুররাজ ! কি কাজ এখানে
আমা চেয়ে যারে ভাল বাসহ এখন।
সেই সলমন স্থানে করহ গমন ॥
যার অনুরোধে মোরে করিলে বর্জ্জন।
কি সুখে সভায় তার বঞ্চ অনুক্ষণ ॥
স্বর্ণপাত্রে উপাদেয় করিয়া ভোজন।
কিম্বা করি সুবর্ণের পিঞ্জরে শয়ন ॥
এ সকল বৃথা সুখ জানিবে নিশ্চয়।
যাহাতে বিমুগ্ধ সুদ্ধ মানব নিচয় ॥
ভালবাসা এক সুখ বিহঙ্গের পক্ষে।
যাহার মিলনে সুখ দুঃখ তদ্বিপক্ষে ॥
সেই ভালবাসা হেতু ওহে প্রিয়বর।
ভাবিকাল বেত্তা স্থানে আছ নিরন্তর ॥
জান মম সহকারী নাহি একজন।
তবে মোরে সানুকূল নহ কি কারণ ? ।
তব বিরহেতে নাথ যে দুঃখ আমার।
তুমিত সকলি জান কি কহিব আর ॥
ভবিষ্যতে আমাদের সন্তান রক্ষণে।
এস, হও সহকারী নীড় বিরচনে ॥
একা আমি কত কষ্ট করেছি স্বীকার।
করেছি সমস্ত পক্ষ ছিন্ন আপনার ॥
প্রত্যক্ষ হতেছে নাথ শঠতা তোমার।
দেখ কত মনোদুঃখ দিয়াছ আমার ॥
অশ্রেদ্ধেয় কর জ্ঞান হেন বনিতায়।
প্রাণের অধিক ভাল যেবাসে তোমায় ”॥
বিহঙ্গিনী করি স্বীয় কথা সমাপন।
পুনঃ বিহঙ্গের প্রতি হৈল কোপ মন।
আপনার অণ্ড সব ভঞ্জন করিতে।
ক্রোধ ভরে দ্বিজ বধূ উদ্যতা ত্বরিতে ॥
আপনার অণ্ড সব করিতে রক্ষণ ॥
ত্বরিতে বিহঙ্গ করে পক্ষ প্রসারণ।

সবেগে বিহগ দারা অণ্ডেতে পড়িল।
নিঃশেষে সকল ডিম্ব প্রায় সে ভাঙ্গিল॥
প্রাণপণে দ্বিজবর করিয়া যতন।
এক মাত্র অণ্ড সেই করিল রক্ষণ॥
তথাচ বিহগ বধূ কুপিত অন্তরে।
উড়িতে লাগিল সেই অণ্ডের উপরে॥
শকুনার হেন কার্য্য করিতে বারণ।
চঞ্চুপুট বিস্তারিল শকুন্ত তখন॥
কিন্তু মনে মনে পুনঃ করিল চিন্তন।
" স্বভাবতঃ নারী হয় কোপনা যখন॥
তাহাদের ক্রোধ নদী প্রবাহ বারণে।
প্রতিবাধা দিলে দুনো বৃদ্ধি পায় ক্ষণে॥
এত চিন্তি অনুগত হইয়া তখন।
প্রীতি ফুল্লনেত্রে তারে করে দরশন॥
কহে " প্রাণ প্রিয়ে রাখ আমার মিনতি।
যাহাদিগে আমি প্রাণে ভালবাসি অতি
করিবারে হিংসানলে আহুতি অর্পণ।
প্রায় সকলেরে তুমি করেছ নিধন॥
এক মাত্র আছে এই কুলের ভরসা।
ইহারে নিদয়া হয়ে বধোনা সহসা॥
বরঞ্চ জীবনে তুমি সংহার আমায়।
ইথে কিছু বাধা আমি দিবনা তোমায়?"
স্বনাথের করুণুক্তি করিয়া শ্রবণ।
বিহঙ্গির ক্রোধ শান্তি হইল তখন॥
আপনার কৃত রোষ করিয়া বিচার।
মনে মনে মনস্তাপ পাইল অপার॥
বিহঙ্গম স্বীয় রোষ করিয়া গোপন।
বিবিধ রূপেতে তারে করিল সান্ত্বন॥
আরো অনুতাপ হৈল আপনার মনে।
স্বজননী হতে ধ্বংস হৈল পুত্রগণে॥
অবশেষ অণ্ড যাহা রক্ষা করেছিল।
সেই শেষ তাহার সন্তোষ জন্মাইল॥
অসামান্য রূপ এক শাবক সুন্দর।
অণ্ড হতে বাহির সে হইল সত্বর॥
যেন সেই তাহাদের দুঃখ নিবারিতে।
অধৈর্য্য হইয়া শীঘ্র এল বাহিরেতে॥
জননীরে পূর্ব্ব সুখ করিতে প্রদান।
অণ্ড হতে শাবক হইল মূর্ত্তিমান॥
নব জাত দ্বিজ-সুত দৃশ্য মনোহর।
পীতবর্ণ শিরো তার দেখিতে সুন্দর॥
শ্বেত-দেহ নীল-কণ্ঠ লোহিত লাঙ্গুল।
চরাচরে কোন পক্ষি নাহি তার তুল॥
নব প্রসুতের রূপ করি দরশন।
জনক জননী মন আনন্দে মগন॥
এইরূপে কাননেতে বৃক্ষের উপরে।
দারাপত্য সহ শুক সুখে কাল হরে॥
হেথা সলমন হারাইয়া সে বিহঙ্গে।
ডুবিল মানস তাঁর দুঃখের তরঙ্গে॥
কি হইল তার কিছু না পান কারণ।
একারণ মন তাঁর হৈল উচাটন॥
খুঁজিবারে নানা স্থান কান্তার কানন।
অন্বেষণে অনুচরে করিলা প্রেরণ॥
কিন্তু কেহ তাহার না সন্ধান পাইল।
আসিয়া সকলে নরপতিরে কহিল॥
অবশেষ সলমন যুক্তি স্থির করে।
তার তত্ত্বে দুই পক্ষি পাঠান সত্বরে॥
সেই জাতি কিন্তু তারা লোহিত বরণ।
রূপেতুল্য নহে কিন্তু গুণে বিচক্ষণ॥
বিশেষতঃ সলমন জানেন কারণ।
একর্ম্ম সমাধা বলে না হবে কখন॥
অতএব বক্ষ শ্রেষ্ঠ যে বিহঙ্গ গণ।
হয় যুক্তি তাহাদিগে করিতে প্রেরণ॥
একারণ লোহিত বরণ পক্ষি দ্বয়ে।
পাঠালেন নৃপ শুকে আনিতে নিলয়ে॥
নৃপাদেশ পেয়ে সে বিহঙ্গ দুইজন।
পঞ্চদশ দিবস করিল অন্বেষণ॥
দৈবাধীন তারা পঞ্চদশ দিনান্তরে।
স্বস্ত্রীকতনুজ শুকে দেখে বৃক্ষোপরে॥
অবশেষ গিয়া তারা শুকের নিকট।
কহে নানা বিধ বাক্য করিয়া কপট॥
" ওহে শুক! তোমার বিরহে নররায়।
স্বভবন হতে তাড়াইল মো সবায়॥
তোমা হারা হয়ে অতি কোপ হৈল তাঁর।
পক্ষিগণ প্রতি তাঁর দয়া নাহি আর॥
একারণ অতি দুঃখ হতেছে অন্তরে।
কেমনে করিব বাস কানন ভিতরে॥
উপাদেয় ভোজ্য খেয়ে ভূপতি ভবনে।
কেমনে কুৎসিত ফল খাইব কাননে"॥
(শুনিয়া কহিছে শুক) " ওহে ভ্রাতাদ্বয়
আমিত এখানে আছি সুখে অতিশয়॥

আমার অঙ্গনা মোরে ভালবাসে অতি।
মম অনুরক্ত ভক্ত আমার সন্তুতি ॥
আমি দোঁহাকারে ভালবাসি অতিশয়।
এ কাননে স্বর্গ সুখ তুল্য জ্ঞান হয় ॥
আমরা কাহারো প্রতি ভরসা না রাখি।
খাইয়া রক্ষের ফল মনোসুখে থাকি ॥
মিথ্যাবাদ ছল পূর্ণ নৃপতির স্থান।
এ স্থান সে স্থান হতে নহে কি প্রধান? ॥
তোমরা অত্যন্ত ভাল হয়েছ যাহার।
সে ভাল কি ইহা ভাল করহ বিচার ॥
বল দেখি সলমন নৃপ কি কখন।
আপন সম্ভ্রম পদ করিয়া যোজন ॥
এসুখের কিছু সুখ হইলে বঞ্চিত।
তিনি কি সমর্থ হন প্রদানে কিঞ্চিৎ ? ॥
মমাবস্থাযুক্ত যদি নৃপ কভু হন।
অবশ্য স্বীকার মনে করিবে তখন ॥
অতুল সম্পদ তাঁর পাণ্ডিত্য প্রভৃতি।
থাকিতেও আপনাকে মানিবে অকৃতি ॥
অতএব ভ্রাতাগণ শুনহ বচন।
মম সহ থাকি হেথা করহ বঞ্চন ॥
কিন্তু ইহা জ্ঞান সত্য প্রতিজ্ঞা আমার।
এই স্থান ত্যাগ না করিব পুনর্ব্বার ” ॥
শুকের এরূপ উক্তি করিয়া শ্রবন।
তাহারা হইল অতি দুঃখান্বিত মন ॥
কপোল কল্পিত বাক্য হইলে বিফল।
পশ্চাৎ স্বরূপ কহে হইয়া সরল ॥
তখন কহিল) “ সখা ! করহ শ্রবণ।
সলমন আমাদিগে্য করেছে প্রেরণ ” ॥
একথায় শুকবর হইল দুঃখিত।
দুই মত ভাবনায় হৈল ভাবান্বিত ॥
এক সলমন স্থানে হয়েছে পালন।
কেমনে আদেশ তাঁর করিবে হেলন ॥
শতবার তাঁর স্থানে পেয়ে উপকার।
কৃতঘ্ন হবে না গেলে সভায় তাঁহার ॥
দ্বিতীয় কেমনে ত্যজে পুত্র বনিতায়।
নিরুপায় হৈল এই দুই ভাবনায় ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু উত্তর না দিল।
অবশেষ বিহঙ্গিনী কহিতে লাগিল ॥
“ যাও দোঁহে এই কহ ভূপতির স্থানে।
কদাচ আমার পতি যাবে না সেখানে? ॥
আমি এঁরে রাখিয়াছি করিয়া বারণ।
কেমন আমার বাক্য করিবে লঙ্ঘন ॥
বিশেষ জানেন তিনি নারীর স্বভাব।
সহজেতে পতি প্রতি করে ক্রোধ ভাব ”
শুক বহুমত জানে শিষ্টাচরণ।
প্রেয়সীরে প্রিয়ভাষে কহিছে তখন ॥
“ মম বাক্যে প্রাণ প্রিয়ে কর অবধান।
যোগ্য নহে নৃপতির করা অপমান ॥
অতএব সুলোচনে! প্রসন্না হইয়া।
মম পরিবর্ত্তে পুত্রে দেহ পাঠাইয়া ॥
ইহাতেও হবে কিছু শিষ্টতা রক্ষণ।
একারণ মম যুক্তি করহ শ্রবণ ,, ॥
ইহাতেও বিহঙ্গিনী সম্মতা নহিল।
কিন্তু ভর্ত্ত বাক্যে শেষে স্বীকার করিল ॥
বিশেষতঃ রাজস্থানে হতে পরিচিত।
শুক স্বীয় সুতে শিখাইল বহু নীত ॥
“ মনোযোগী হয়ে পুত্র হিত বাক্যধর।
এই তিন নীতি তুমি আগে রক্ষাকর ॥
কদাচ নাকরো দুর্ভাগার সহবাস।
প্রিয় জনগণ স্থানে থেকো বারমাস ॥
কদাচিত কোনজনে কোরনা বিশ্বাস।
সর্ব্বদা রাখিহ মনে উপদেশ ভাষ ,, ॥
এতবলি স্বীয়সুতে পাঠাইয়া দিল।
সেহ অতি শীঘ্র রাজ সভায় পৌছিল ॥
শুক সুতে নৃপ রাখিলেন সমাদরে।
কিন্তু শুকে ভুলিতে না পারিল অন্তরে ॥
যদিও দেখিতে চারু দৃশ্য শুক সুত।
কিন্তু শুক তুল্য নাহি ছিল গুণযুত ॥
একারণ সলমন শুকের কারণ।
লোহিত বরণ পক্ষে করেন জ্ঞাপন ॥
তাহারা কহিল) “ ভূপ করি নিবেদন।
আমাদের সাধ্য ইহা নাহবে কখন ॥
যদি শুক শিশু ইথে সহকারী হয়।
তাহলে আনিতে পারি শুকেতবালয় ” ॥
রাজাদেশে তাহারা মিলিয়া দুইজন।
করাইল শুকপুত্রে ভয় প্রদর্শন ॥
(কহিল) “যদ্যপি তোরপিতাকেএখানে
না আনহ চির বদ্ধ থাকিবে এস্থানে ” ॥
একথায় শুকসুত সভয় হইল।
তাহাদের অভিমতে স্বীকার করিল ॥

পরে দুই লোহিত বরণ পক্ষি সনে।
শুকসুত চলে শুক আছে যে কাননে॥
সে বনে প্রবেশি করি ছল প্রকটন।
জনকের কাছে সুত কহিল তখন॥
"ওগোপিতঃ! কি সৌভাগ্যকহিবআমার
তোমাদের মুখ দেখিলাম পুনর্ব্বার॥
যে বন্ধন হতে করিয়াছি পলায়ন।
মরে যেন পুনর্ব্বার পেলেম জীবন॥
কিন্তু সেই ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ॥
কৃপায় নাশিল যিনি মম অবসাদ॥
আমি কোন সদুপায় করিয়া চিন্তন।
পিঞ্জর হইতে করিয়াছি পলায়ন॥
আরো মম সৌভাগ্যের হইল ভূষণ।
তোমাদিগে করিলাম সতর্ক এখন॥
সলমন তোমাপ্রতি হয়ে কোপমতি।
অতি শীঘ্র ব্যাধগণে কৈল অনুমতি॥
তারাসবে তোমাদিগে করিয়া সংহার।
অচিরে লইয়া যাবে সাক্ষাতে রাজার॥
অতএব এই স্থান আশু পরিহরি।
চল মন সঙ্গে অন্যস্থানে বাস করি॥
পলায়ে আসিতে পথে অতি মনোহর।
দেখিলাম স্থান এক বনের ভিতর॥
অতি সে নিভৃত স্থল আশঙ্কা রহিত।
সেই স্থানে যাই সবে চলহ ত্বরিত॥
আগত মৃগয়ুগণ নাহিক বিলম্ব।
এস সেই স্থান মোরা করি অবলম্ব"॥
মাতা পিতা পুত্র মুখে শুনি এ সংবাদ।
হইল দোঁহার মনে হরিষে বিষাদ॥
নিরাপদে পুত্র মুখ করি দরশন।
হয়েছিল দোঁহাকার প্রফুল্লিত মন॥
কিন্তু পুনঃ শুনি এ অশুভ সমাচার।
প্রাণভয়ে দুইজন ভাবিয়া অসার॥
তনুজ বচনে কিছু উত্তর নাদিল।
ত্বরায় সুতের সহ উড়িতে লাগিল॥
কিন্তু সে দুরাত্মা পুত্র কথিত স্থানেতে।
না লইয়া ফেলিলেক ব্যাধের জালেতে॥
(রাজ্ঞীকহে)"মহারাজ! কহি সবিশেষ
এই ইতিহাসে তুমি পেলে উপদেশ॥
পিতৃ বাঙ্গবতা পুত্রে না রাখে কখন।
সময় পাইলে বধে পিতার জীবন॥
সম্পদ পদের লোভ হইলে অন্তরে।
অনায়াসে জনকের প্রাণ বধ করে॥
ইহার প্রত্যক্ষ ফল পাইবে ত্বরায়।
যদ্যপি নন্দনে না বধহ মমতায়॥
তখন আপনি তুমি কবে এই ভাষ।
কেন মহিষীর বাক্যে করিনে বিশ্বাস॥
হায় আমি মহিষীরে অবিশ্বাস করে।
অবিশ্বস্ত হইলাম আপন অন্তরে॥
অতএব মহারাজ বধহ নন্দনে।
সহসা বিলম্ব কিছু নাকর এক্ষণে"॥
এরূপে করিলে রাণী কথা সমাধান।
দুইজনে সুখে নিশি কৈল অবসান॥
প্রাতে উঠি নরপতি বসি সিংহাসনে।
আদেশিল কিঙ্করে স্বাতৃকে আনয়নে॥
রাজ্ঞীর বচনে ভূপ হয়ে ক্রোধমতি।
তনয়েরে আনিবারে কৈল অনুমতি॥
হেনকালে চতুর্থ সচিব সেই জন।
নৃপতি সম্মুখে কহে বন্দিয়া চরণ॥

ইথীওপিয়া দেশাধিশ্বর এবং তিন পুত্রের উপাখ্যান।

কহে মন্ত্রীবর, "ওহে নৃপবর,
বাক্যে কর অবধান।
করি বিবেচন, কার্য্য আচরণ,
যে করে সে জ্ঞানবান॥
পরীক্ষা করিয়া, বিশেষ চিন্তিয়া,
কর্ম্মারম্ভ যেই করে।
কর্ত্তব্য কি নয়, ভাবে সমুদয়,
শুভ ফল তাহে ধরে॥
ইথোপিয়া পতি, যুক্তি যোগে অতি
হয়ে এ নীত্যনুগত।
তোমার স্বরূপ, বিষয়ে সে ভূপ,
ভেবে বুদ্ধি বল হত॥
নৃপতির জানি, ছিল তিন রাণী,
সবে রূপবতী অতি।
তিনের গর্ব্ভেতে, জনমে ক্রমেতে,
তাঁহার তিন সন্ততি॥
সবে যোগ্য বয়, শরল হৃদয়,
গরলতা হীনমনে।

গুণে গুণবান, রূপে ফুলবাণ,
' থাকে সাধু আলাপনে ॥
শুন অপরূপ, বয়সে সে ভুপ,
বিংশাধিক শত বর্ষ।
দেখে শেষ কাল' চিন্তে মহীপাল,
অন্তরে হয়ে বিমর্ষ ॥
পরিহরি কাম, ভাবি অষ্ট যাম,
কিসে পরিণাম রাখি।
গতহল কাল, কাটি ভব জাল,
বিভুর স্মরণে থাকি ॥
এ রাজ্য এখন, করিতে বর্জ্জন,
উচিত আমার হয়।
বাঁচি যে কদিন, ভাবি অনুদিন,
সেই অখিল-আলয় ॥
এ রাজ্যে আমার, দিয়া অধিকার,
কাহারে অর্পণ করি।
যাতে রহে যশ, নহে অপযশ,
কোন সদুপায় ধরি ॥
রাণী তিন জন, স্বপুত্র কারণ,
জানাইল মোর কাছে।
কারে রাজ্য দিব, কারে বিড়ম্বিব,
বিপরীত হয় পাছে ॥
প্রিয় মহিষীর, আকিঞ্চন স্থির,
দিতে মধ্যম কুমারে।
প্রথম সন্তানে, রাজত্ব প্রদানে,
উচিত ন্যায়ানুসারে ॥
কনীয় নন্দন, বোধে বিচক্ষণ,
বিবিধ গুণাকূপার।
আমার মনন, এই সে এখন,
তারে দিতে রাজ্যভার ॥
কি বিহিত করি, কোন পথ ধরি,
উপায় না পাই তার।
করি বিপরীত, হবে বিপরীত,
হিতে হবে অপকার ॥
সুযুক্তি এখন, এ দেহ পতন,
করি সিংহাসনোপরে।
মম লোকান্তরে, ব্যবস্থা যা করে,
তাই হবে অতঃপরে ॥
তাহে হবে কিবা, ভাবি নিশি দিবা,
সুফল নাহি ফলিবে।
বিবাদ দহন, জ্বালি পুত্র গণ,
প্রজারে আহুতি দিবে ॥
প্রজার কল্যাণ, করিবারে ধ্যান,
উচিত সদা আমার।
ডাকি প্রজাগণে, এ কার্য্য সাধনে,
তাহাদিগে দিব ভার ॥
এতেক চিন্তন, করিয়া রাজন,
ডাকান প্রজায় তবে।
রাজার আজ্ঞায়, আইল সভায়,
সচিবাদি প্রজাসবে ॥
(কহেন রাজন,) " শুন প্রজাগণ,
সচিবাদি সভ্যগণে।
এক পদ মোর, সমাধি ভিতর,
আর পদ সিংহাসনে ॥
হলেম প্রবীণ, মরি কোন দিন,
অনুদিন ভাবি তাই।
এইসে মনন, রাজ আভরণ,
লয়ে সুখধামে যাই" ॥
রাজার বচনে, কহে প্রজাগণে,
" একি কহ নরপতি।
দীর্ঘ আয়ুধর, সুখে রাজ্য কর,
পরমেশে রাখি মতি ॥
জগত-মঙ্গল, করুন মঙ্গল,
রাজ্য পাল চিরকাল।
তোমার রাজ্যেতে, থাকিব সুখেতে,
এই সাধ মহীপাল!" ॥
(শুনি রাজা কয়,) "ওহে প্রজাচয়,
আমার বচন ধর।
করি বিবেচন, সকলে এখন,
যোগ্য মহীপতি কর" ॥
মম পুত্র তিন, গুণেতে প্রবীণ,
মহত মানব বং।
মম রাজ্যোপর, কর দণ্ডধর,
যারে হয় অভিমত" ॥
ভূপতি বচন, করিয়া শ্রবণ,
ক্ষুণ্ণ সবে প্রজাগণে।
মুখে নাহি রব, সকলে নীরব,
ধারা বহে দুনয়নে ॥
সভাস্থ সবায়, এক দৃষ্টে চায়'
নৃপসুত তিন জনে।

কেহ নহে উন, সবে সম গুন,
হেরে সন্দিহান মনে ॥
নাহি হেন জন, করে নিরূপণ,
বিশেষ বিচার করি।
সবে সম বয়, গুণে গুণালয়,
কারে নরপতি করি ॥
সকলে বিস্ময়, হেরি সে সময়,
হয়ে বদ্ধ করদ্বয়।
রাজার সচিব, বুদ্ধে যেন জীব,
রাজার সম্মুখে কয় ॥
" সৃজন পালন, পুনঃ সংহরণ,
যেজন কটাক্ষে করে।
তমিস্র বারণে, জ্যোতিঃ প্রকাশনে,
জগত তিমির হরে ॥
অখিল-নিধান, সেই ভগবান,
করুন কল্যাণ তব।
দাসের বচন, করহ শ্রবণ,
কৃপাকরি ধরাধব ॥

তোমার তনয় তিন বিদ্যায় প্রবীণ।
রূপে গুণে তুল্য সবে কেহ নহে হীন ॥
প্রতি পুত্রে তিন দিন দেহ রাজ্যভার।
আমরা করিব পরে যথার্থ বিচার ॥
বিশেষতঃ তবাদেশ আমাদের প্রতি।
সাধারণ অভিমতে করিব ভূপতি ॥
রাজনীতি শাসন দক্ষতা আদি যত।
তাহাদের দ্বারা ক্রমে হব অবগত ॥
প্রভূত সম্পদ আর মদিরা সেবন।
ইহাতেই জানা যায় মানবের মন ॥
উভয়ে না ঘটে যার চিত্তের বিকার।
সেইসে জ্ঞানির শ্রেষ্ঠ জানি সারোদ্ধার"
অমাত্যের পরামর্শে বৃদ্ধ নরপতি।
তাহাতেই অভিমত কৈল শীঘ্রগতি ॥
রাণী তিনজনে স্বস্ব সুতের কারণ।
রাজ্যভার দিতে নৃপে কৈল নিবেদন ॥
কিন্তু নরপতি তাহে নহিল সম্মত।
রাণীদের ভ্রষ্ট হৈল অভিলাষ যত ॥
নৃপাদেশে জ্যেষ্ঠ পুত্র পেয়ে রাজ্যভার।
রাজ-পরিচ্ছদে কৈল অঙ্গ শোভাতার ॥

সুবর্ণ নির্ম্মিত দণ্ড করিয়া ধারণ।
জননীর কাছে আসি দিল দরশন ॥
সুতে হেরি কহে রাণী " শুন বাছাধন!
মম উপদেশে কর রাজ্যের শাসন? ॥
হইবে বদান্য অতি দীনে দয়াবান্।
অকাতরে অর্থ সব কর সুখে দান ॥
পরিবর্ত্ত নাহি কর রাজ্যের নিয়ম।
অবিরত মহতের রাখিহ সম্ভ্রম ॥
অপরাধী জনে দণ্ড করোনা কখন।
পুত্রবৎ প্রজাগণে করহ পালন ॥
ইহাতে জগত বশ হইবে তোমার।
অনায়াসে পিতৃ-রাজ্যে পাবে অধিকার"
যেরূপ করিল রাণী পুত্রে উপদেশ।
ইহাতে অভীষ্ট ফল ফলয়ে বিশেষ ॥
মাতৃ বাক্য অনুসারে রাজার নন্দন।
তৃতীয় দিবস রাজ্য করিল শাসন ॥
কিন্তু তাহে শুভ ফল কিছু না ধরিল।
অবিশ্বস্ত তাহে কিছু নৃপজ হইল ॥

তৃতীয় দিবস গতে মধ্যম নন্দন।
সুখে আরোহণ কৈল পিতৃ সিংহাসন ॥
তাহার জননী, পুত্রে হয়ে স্নেহ বতী।
উপদেশ দিল তারে বিপরীত অতি ॥
কহিল কুমার প্রতি " শুনহ বচন।
অগ্রে মন্ত্রিদিগে তুমি করিহ বর্জ্জন ॥
সদস্য পণ্ডিত বর্গে দেহ তাড়াইয়া।
পদলোভী ধনিবর্গে রাখ আনাইয়া ॥
যারা স্বীয় স্বীয় পদ রক্ষার কারণ।
অনুমতি করিবেক দিতে সিংহাসন ॥
পরেতে অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে তোমার।
তাড়িত সচিব বর্গে রেখো পুনর্ব্বার" ॥

মাতৃ উপদেশ পুত্র করিলে শ্রবণ।
বিপরীতে বিপরীত হইল ঘটন ॥
প্রজাসবে বিরক্ত হইল সেই কাজে।
নৃপজ নিন্দিত হৈল ধীমান সমাজে ॥
তৃতীর বাসর গতে কনিষ্ঠ নন্দন।
সুখে আরোহণ কৈল পিতৃ সিংহাসন

স্বমাতার উপদেশ না করি গ্রহণ।
জন সমাজেতে সে কহিল এ বচন॥
"আরব দেশীয় এক উদাসীন বর।
লিখিয়াছে নীতি এক পরম সুন্দর॥
"যোষাদের পক্ষে দেব নিত্য নিরঞ্জন।
করেছেন ভিন্ন এক অমর ভুবন"॥
বিহিত সম্ভ্রম আমি করি মাতা প্রতি।
আর তাঁর উপদেশ ভালবাসি অতি॥
কিন্তু যে ব্যবস্থা আমি করিব লম্বন।
ইথে অনভিজ্ঞা তাঁরা জানি সে কারণ॥
এতবলি নৃপতির তৃতীয় তনয়।
সিংহাসনে বসিলেন প্রফুল্ল হৃদয়॥
প্রথম দ্বিতীয় দিনে নৃপতি নন্দন।
দক্ষ বিচারক বর্গে করে নিয়োজন॥
বৃদ্ধ ধীসম্পন্ন যত সেনার নায়কে।
নিযুক্ত করিল আশু মনের পুলকে॥
রাজ্যের শৃঙ্খলা বদ্ধ করে এইরূপ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট বড় হৈল বৃদ্ধ ভূপ॥
বিচার দক্ষতা মম পুত্রের কেমন।
দণ্ডনীতি ব্যভারে কি রূপ বিচক্ষণ॥
ইহা জানিবারে বৃদ্ধ ধরণী-ভূষণ।
আপন পণ্ডিত বর্গে করিল প্রেরণ॥
মনীষাসম্পন্ন রাজ সদস্য সকলে।
যুবরাজ কাছে উপনীত কুতূহলে॥
জনেক পণ্ডিত কহে ভূপজের স্থান।
"সর্ব্বকার্য্য দক্ষ তুমি গুণেতে প্রধান॥
কহ দেখি প্রশ্ন এক জিজ্ঞাসি তোমায়।
স্বরূপ উত্তর তুমি কহিবে আমায়?॥
রাজাদের কি কর্ত্তব্য বলহ এখন।
সর্ব্বদা রাখিবে কাছে কোন২ জন?"॥
(মহীপ নন্দন কহে) "শুন মতিমান।
অষ্ট জনে নৃপতি রাখিবে নিজ স্থান॥
ধীসম্পন্ন মন্ত্রী এক কার্য্য দক্ষ অতি।
সংগ্রাম প্রবীর এক মুখ্য সেনাপতি॥
রাখিবেক সুলেখক কার্য্য সম্পাদক।
আরবী তুরক ভাষা লিখিতে পারক॥
উত্তম ভিষক এক চিকিৎসা নিপুণ।
সর্ব্বদা রাখিবে কাছে জানি তাঁর গুণ॥
উত্তম সদস্য-গণ ব্যবহার দক্ষ।
নিযুক্ত করিবে রাজা জানিয়া স্বপক্ষ॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ উদাসীনে রাখিবে নিকটে।
যাহারা ধর্ম্মের মর্ম্ম কহে অকপটে॥
রাখিবেক গায়ক বাদক যত জন।
যন্ত্র স্বর দ্বারা যারা মুগ্ধ করে মন॥
রাজ্য বিষয়ক শ্রান্তি হইলে প্রবল।
সুমধুর স্বরে করে পরাণ শীতল॥
সর্ব্বগুণোপেত হইবেন যে রাজন।
সর্ব্বদা রাখিবে কাছে এই অষ্টজন"॥
(আরেক পণ্ডিত কহে) "শুন গুণাকর।
আমার প্রশ্নের কর প্রকৃত উত্তর?॥
কাহার সহিত তুল্য হবে, যুবরাজ!।
নৃপ, নৃপ-রাজ্য, নৃপ প্রজার সমাজ?॥
নৃপতি অনীক আর নৃপ সেনাগণ।
নৃপতির শত্রু সহ কিসের তুলন?"॥
(নৃপসুত কহে) "তবে কর অবগতি।
রাজত্ব প্রান্তর তুল্য রাখাল ভূপতি॥
প্রজাসব মেষ তুল শত্রু ব্যাঘ্র সম।
সৈনিক-পুরুষ সব কুক্কুর উপম"॥
হেন সদুত্তর প্রাপ্তে যত ধীরগণ।
অধিক সন্তুষ্ট তারা হইল তখন॥
ভূধর এসব বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দ নীরধি-নীরে হৈল নিমগন॥
সন্তোষ-সলিলে সিক্ত হইয়া তখন।
মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন॥
"আমার যবীয় পুত্র গুণবন্ত অতি।
সিংহাসন উপযুক্ত সদা শুদ্ধমতি॥
মম অভিপ্রায় ব্যক্ত করার পূর্ব্বেতে।
প্রজাদের অভিমত বুঝিব অগ্রেতে"॥
এত চিন্তি মহীপতি হয়ে হর্ষমনা।
আপনার রাজ্যময় দিলেন ঘোষণা॥
"কল্য প্রাতে আমার যতেক প্রজাগণ।
পরিধিয়া যথাযোগ্য বসন ভূষণ॥
নগর প্রান্তরে এক অনাবৃত স্থানে।
সবে আসি উপস্থিত হবে সেই খানে"॥
প্রজাপুঞ্জ করি এই ঘোষণা শ্রবণ।
পরদিন প্রাতে সবে কৈল আগমন॥
শয্যা হতে গাত্রোত্থান করি নৃপবর।
সঙ্গে লয়ে তিন পুত্র মন্ত্রী অনুচর॥
রাজ পরিচ্ছদে হয়ে অতি সুশোভিত।
জনতার মধ্যে আশু হৈল উপনীত॥

প্রজাগণে সম্বোধিয়া কহেন রাজন।
"হে আমার প্রজাবর্গ! করহ শ্রবণ॥
আমার আত্মীয় অতি তোমরা সকলে।
সকলে সন্তুষ্ট থাক আমার কুশলে॥
অদ্য সবে আমার মর্য্যাদা পরিহর।
স্বীয় স্বীয় অভিমত সবে ব্যক্ত কর?॥
আমা হতে কোনমতে, ওহে প্রজাগণ!।
ঈশ্বরের দৃষ্টে ক্ষুদ্র নহ কোন জন॥
মহা বিচারের দিন আসিবে যখন।
ঈশ স্থানে লবে মোরে স্বর্গদূতগণ॥
তোমাদের মধ্যে যারা অতি পুণ্যবান।
ঈশ্বরের সমীপেতে পেয়ে উচ্চমান॥
আমারে হেরিয়া সবে অতি কোপ করি।
তিরস্কার করিবেক মম বস্ত্র ধরি॥
ওরে দুরাচার রাজা! পাপীষ্ঠ দুর্ম্মতি।
রাজ্যকালে মো সবারে দিয়াছ দুর্গতি॥
অন্যায় প্রজায় যত করেছ তাড়ন।
তার প্রতিফল ভোগ কর এইক্ষণ॥
সে সময় তোমাদের বচন শ্রবণে।
সমর্থ না হব আমি উত্তর প্রদানে॥
অতি অপ্রতিভ হয়ে থাকিব নীরব।
হইবে হর্ষিত রোম মম অঙ্গে সব"॥
এত বলি নরপতি হয়ে ক্ষুণ্নমন।
রুমালে আপন আস্য কৈল আচ্ছাদন॥
দর দর ধারা বহি যুগল নয়নে।
বদন ভাসিয়া যায় নয়ন জীবনে॥
মহীপের হেন রূপ করি দরশন।
ধরেশের পুত্র তিন করিল রোদন॥
প্রজাপুঞ্জ সকলেতে করে হাহাকার।
নয়নেতে অশ্রুপাত হয় অনিবার॥
নৃপতি নয়ন নীর মুছিয়া তখন।
পুনর্ব্বার প্রজাবর্গে কহেন বচন॥
"হে আমার প্রিয়ামাত্য প্রজাগণ সব!।
রাজ্য চিন্তা ভার মম করহ লাঘব?॥
এ সংসার হতে আমি গিয়া লোকান্তর।
দুর্গতি না পাই যেন সমাধি ভিতর॥
মঙ্কার নেকীর স্বর্গদূত দুইজন।
যেন নাহি করে তারা আমারে তাড়ন॥
এই বর্ত্তমান মম পুত্র তিন জন।
যারে ইচ্ছা কর তারে রাজত্বে বরণ"॥

এত শুনি প্রজাগণ কহে উচ্চরবে।
"তোমার কুশল বাঞ্ছা করি মোরা সবে
বর্ত্তমান যাবৎ রহিবে বসুমতী।
তাবৎ সুখেতে রাজ্য কর মহীপতি।
আমাদের মনোদুঃখ কিছু নাহি আর।
তব শিরোদয়ে শিরোদয় মোসবার॥
ঈশ্বর প্রসন্ন হোন আপন উপরে।
তোমারে কুশলী সদা রাখুন অন্তরে॥
যে প্রস্তাব আপনি করিলে মহীপতি।
আপনার ইচ্ছামত করুন সম্প্রতি॥
কুমার তৃতয় মধ্যে করি বিবেচন।
যারে ইচ্ছা অর্পণ করুন সিংহাসন॥
শুন শুন প্রজানাথ! করি নিবেদন।
আমরা সম্মত ইথে আছি প্রজাগণ॥
যদ্যপি নিতান্ত ভার দেহ মোসবারে।
তবে রাজাকর তব কনিষ্ঠ কুমারে?॥
এতেক প্রজার বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নগরাভ্যন্তরে নৃপ করি আগমন॥
বিধিমত রাজধানী সুসজ্জা কারণে।
অনুজ্ঞা করিল যত অনুচর গণে॥
আরো বিচারেতে পুত্রে পরীক্ষা কারণ।
তিন জন অপরাধী করিলা প্রেরণ॥
আপনি পুত্রের কাছে আসিয়া তখন।
(কহে) "পুত্র! অপরাধী এই তিনজন
ব্যবহার অনুসারে করিয়া বিচার।
ইহাদের দণ্ড আজ্ঞা কর এইবার?॥
এর মধ্যে একজন তস্কর কপট।
দ্বিতীয় যে হত্যাকারী, তৃতীয় লম্পট"॥
নৃপাত্মজ বাদীপক্ষে ডাকি রাজাজ্ঞায়।
তাহাদের শুনিলা বচন সমুদায়॥
(কহিলেন) "দোষ আছে বিবিধপ্রকার
ন্যূনাধিক হেতু দণ্ড বিধান তাহার॥
লঘু দোষে গুরুদণ্ড উপযুক্ত নয়।
কৈলে ন্যায় ব্যবহারে দুষ্ট অতি হয়॥
যদি কেহ দশমুদ্রা করয়ে হরণ।
কাটিবে তাহার হস্ত বিধান এমন॥
নৃপ নামাঙ্কিত ছাপ আছে সে মুদ্রায়।
একারণ তস্করের হস্ত কাটা যায়॥
যদি চোর বাক্স খুলি করিয়া যতন।
নৃপ নামাঙ্কিত মুদ্রা করিত হরণ॥

তাহলে ইহার দণ্ড হস্তের কর্ত্তন।
মহম্মদ ভাবিজ্ঞের নিয়ম এমন।।
(চোরের বিচার শেষ করিয়া তখন।
খুনীর বিচার করে রাজার নন্দন)।
অভিযোক্তা প্রতি কহে রাজার কোঙর।
"কার্য্যতঃ মনেতে দোষ অনেক অন্তর।।
এই ব্যক্তি পিতৃবধ মানস করিয়া।
নিবিড় কানন মধ্যে ছিল লুকাইয়া।।
পিতৃবধে মহা পাপ জানি ইহা মনে।
অনুতাপ করেছিল ইহার কারণে।।
এই হস্তগত ছিল জনক তাহার।
থাকিতেও জনকেরে করেনি সংহার।।
দোষের কল্পনা মাত্র করেছিল মনে।
অস্ত্র না চালায়ে ছিল পিতার নিধনে।।
অতএব এইজনে ক্ষমিতে উচিত।
আমার মতেতে এই বিচার বিহিত।।
(যখন নরেন্দ্র-সুত ন্যায় ব্যবহারে।
প্রবৃত্ত হইল লম্পটের সুবিচারে।।
অভিযোক্তা গণে কহে)" শুন দিয়া মন
ব্যবস্থায় এই মাত্র করে প্রয়োজন।।
ব্যভিচারী জন-দোষ প্রমাণ করিতে।
চারি জন সাক্ষী প্রয়োজন করে ইথে।।
ব্যভিচার কার্য্য তারা হেরেছে নয়নে।
স্বরূপ বচনে সাক্ষ্য দিবে চারিজনে।।
কিন্তু তারা দৈবাৎ করেছে দরশন।
সংকল্প করিয়া তথা করেনি গমন।।
ব্যভিচার কারী জনে করিতে বঞ্চন।
আড়িপাতি যদি তারা করে দরশন।।
তবে ন্যায় ব্যবস্থায় আছে এই ধারা।
মহম্মদ বাক্য মতে দোষী হবে তারা।।
ভবিষদ্বক্তা মহম্মদ অবতার।
এই কথা অবনীতে করেন প্রচার।।
অন্যের দাম্পত্য যে করিবে দরশন।
ঈশ্বরের স্থানে দোষী হবে সেইজন।।
লোক চক্ষে যে করিবে দাম্পত্য বিহার।
অপরাধ লইবেন ঈশ্বর তাহার।।
ইহাতে তোমরা দোষী হলে চারিজন।
কর্ম্মের উচিত দণ্ড পাইবে এখন "।।
এত শুনি চারিজন হয়ে ভীতমন।
নৃপাত্মজ স্থানে করে ক্ষমার প্রার্থন।।
তাদের কাকুক্তি সব করিয়া শ্রবণ।
সবাকারে কৈল ক্ষমা নরেশ নন্দন।।
তদন্তর বৃদ্ধ ইথোপিয়া অধিপতি।
পুত্রের দক্ষতা দৃষ্টে আনন্দিত অতি।।
করেতে ধারণ করি কনীয় নন্দনে।
যত্নে বসাইয়া তারে স্বীয় সিংহাসনে।।
যাবত অমাত্য বর্গে হইয়া বেষ্টিত।
স্বতনয়ে করে রাজা সন্তোষ সহিত।।
"হে! আমার প্রিয়-পুত্র গুণের ভাজন।
তোমারে প্রদান কৈনু মম সিংহাসন।।
তুমি সে সুদক্ষ রাজ মুকুট ধারণে।
ঈশ্বর করুন বাপ থাকহ কল্যাণে।।
কুশলে করহ সদা রাজ্যের পালন।
অবকাশ পেয়ে করি ঈশ্বরে সাধন"।।
রাজার কনিষ্ঠ পুত্রে পাইয়া রাজন।
প্রজাপুঞ্জ সকলেতে আনন্দে মগন।।
ভক্তি ভাবে সকলেতে হয়ে এক মনা।
ঈশ্বরের কাছে করে মঙ্গল প্রার্থনা।।
নব নরপতি পেয়ে সকলে নন্দিত।
রাজ্যময় উৎসব হইল অপ্রমিত।।

উপাখ্যান সমাধান করি মন্ত্রীবর।
করপুটে কহে হাসাকিনের গোচর।।
"মহারাজ! শুনিলেত কথোপসংহার।
কি কঠিন ব্যভিচার করিতে বিচার।
তথাপি আপনি এক রমণীর ভাষে।
উদ্যত হয়েছ প্রাণতুল্য পুত্র নাশে।।
কোরাণে ঈশ্বর বাক্য লিখিত এমন।
যেজন করয়ে স্বীয় রিপুর দমন।।
ক্রোধ রূপ মহা রিপু বশ্য হয় যার।
ঈশ্বর না লন কভু অপরাধ তার।।
কয়েছেন মহম্মদ এই সে বচন।
ক্রোধ অশ্বে রাসরজ্জু যে করে যোজন।।
শত্রু বর্গে ক্ষমা করে যেই সদাশয়।
তাহার মঙ্গলোদয় চরমেতে হয়।।
মহা বিচারের দিনে সেই পুণ্য জন।
ঈশ্বরের এই কথা করিবে শ্রবণ।।
"হে! আমার প্রিয়োত্তম সেবক নিকর।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াছ নিরন্তর।।

অনন্ত সুখের ধামে পাইবে নিরাস।
স্বর্গীয় কামিনী সহ করিবে বিলাস ”॥
আরো দূতগণ ইহা কবে উচ্চৈঃস্বরে।
গাত্তোলহ ক্ষমাশীল মানব নিকরে॥
শত্রুগণে ক্ষমা করিয়াছ যেইজন।
সুখেতে সকলে আইস সুখের ভবন ” ॥

মন্ত্রির এরূপ বাক্যে পারস্যাধিপতি।
পুত্রের বিনাশে ক্ষান্ত হইল সম্প্রতি॥
যে অবধি দোষ তার না হয় প্রমাণ।
তাবৎ তাহার নাহি বধিব পরাণ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে পারস্য রাজন।
সভা ভঙ্গে মৃগয়াতে করিল গমন॥
প্রদোষে আসিয়া গৃহে হয়ে আনন্দিত।
ভোজন করিল সুখে মহিষী সহিত॥
নুজিহান মৃত্যুবার্ত্তা নাকরি শ্রবণ।
কালপেয়ে ভূপে রাণী করয়ে ভর্ৎসন॥
মহিষীর তিরস্কারে বসুমতী পতি।
করুণা বচনে কন কামিনীর প্রতি॥
”হে প্রিয়ে! আমার দোষ না লও এখন।
আমি তব অনুগত জানিবে কারণ॥
অদ্য মন্ত্রী শুনাইল এক ইতিহাস।
তাহাতে অন্তরে বড় পাইলাম ত্রাস॥
অবিচারে পুত্রে মম করিলে সংহার।
ঈশ্বরের ক্রোধ বৃদ্ধি হইবে অপার॥
এহেতু উপায় কিছু করিতে না পারি।
করিব সুতের দণ্ড বিশেষ বিচারি”॥
(মহিষী কহিল)“শুন নরেন্দ্র প্রধান।
তব মন্ত্রীবর্গে ভাব অতি জ্ঞানবান॥
মহত মনুষ্য তারা যাবলে তা হয়।
বিশ্বাস তাদের বাক্য কর সমুদয়॥
বঞ্চিত হইবে তুমি তাহাদের ভাষে।
আপনি উদ্যত হবে আপনার নাশে॥
তাদের কথায় ভ্রান্তি জন্মেছে তোমার।
আপনার বিবেচনা কৈলে পরিহার॥
যেমন জনেক ভূপ সদস্য বচনে।
ভ্রান্তযুক্ত হয়েছিল আপনার মনে॥
সেই কথা মহারাজ করহ শ্রবণ।
কিঞ্চিৎ হইবে তব ভ্রমাপনয়ন” ॥

তোগ্রলবি ভূপতি এবং তাঁহার পুত্র তৃতয়ের উপাখ্যান।

মৃত্যুকালে তোগ্রলবি ভূপতি সুজন।
আপনার তিনপুত্রে করি আবাহন॥
কহিলেন জননাথ “শুন পুত্রগণ।
আমার অন্তিম কাল উদয় এখন॥
লইতে আমার প্রাণ আসিয়া এখানে।
যাবৎ না রাখে শির মম উপাধানে॥
তাবৎ তোমরা সবে হয়ে স্থিরমন।
মম উপদেশ কিছু করহ শ্রবণ॥
সুখেতে করিবে যদি জীবন যাপন।
আমার এ বাক্য তবে করিহ পালন”॥
পিতার এরূপ ভাষে পুত্র তিনজন।
বিষাদ-সাগর-নীরে হইয়া মগন॥
বলে,তাতঃ! উপদেশ করুন জ্ঞাপন।
অবশ্য করিব মোরা সকলে পালন”॥
এত শুনি নৃপ কহে প্রথম নন্দনে।
“আমার বচন পুত্র পালিবে যতনে॥
আমার রাজত্ব ভুক্ত যতেক নগর।
প্রত্যেকে গাঁথিবে এক প্রাসাদ সুন্দর॥
মধ্যম তনয়ে রাজা কহেন তখন।
নিত্য বিভা কোর এক রমণী রতন॥
কনিষ্ঠ নন্দনে তবে কহেন রাজন।
যে যে দ্রব্য পুত্র তুমি করিবে ভোজন॥
অন্তিম কালীন, এইবচন আমার।
মৃক্ষিত নবনী মধু করিহ আহার॥
এতবলি তোগ্রলবি ধরণীঈশ্বর।
দেহ পরিহরি উত্তরিল লোকান্তর॥
নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার নিদেশে।
এক এক প্রাসাদ নির্ম্মিল প্রতি দেশে॥
প্রতিদিন পার্থিবের মধ্যম তনয়।
এক এক সুরমণী করি পরিণয়॥
পর দিন প্রাতে তারে করয়ে বর্জ্জন।
এইরূপে করে পিতৃ নিদেশ পালন॥
কনীয় নন্দন নিজ পিতার আজ্ঞায়।
মধু ননী ভিন্ন আর কিছুনাহি খায়॥
নৃপের নন্দন তিনে এরূপ করিতে।
দেখিয়া সুধীর এক সবিস্মিত চিতে॥

তাহাদের সমীপেতে হয়ে উপনীত।
কহিতে লাগিল করি সম্মান বিহিত॥
"শুন যুবরাজগণ! করি নিবেদন।
পিতৃ উপদেশ যাহা করিছ পালন॥
সবিশেষ মর্ম্ম বোধ করিতে না পারি
পালন করিছ হয়ে বিপরীতাচারী॥
এর মর্ম্ম ভেদ আমি করিব এখন।
শুনিলে হইবে সব সংশয় মোচন॥
তোমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের সমান।
বলি, সবে শুন এক অপূর্ব্ব আখ্যান॥
প্রেহেলিকা তুল্য তব পিতৃ উপদেশ।
পশ্চাৎ করিব ব্যাখ্যা মর্ম্ম সবিশেষ॥

তুরক দেশেতে এক ছিলেন রাজন।
ধর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানবন্ত বুদ্ধে বিচক্ষণ॥
খ্রীষ্ট ধর্ম্মরত বহু প্রজাছিল তার।
নিয়মিত রাজকর দিতনা রাজার॥
তাদের বার্ষিক কর আদায় কারণ।
অনেক গোমস্তা রাজা করিল প্রেরণ॥
মহীপ কিঙ্কর তথা হলে উপনীত।
খ্রীষ্ট-শিষ্য সকলেতে হইয়া মিলিত॥
এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য এই সে কারণ।
সভাকরি সকলেতে করয়ে চিন্তন॥
তাহাদের মধ্যে এক ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিল।
সবারে সম্ভাষি সেই কহিতে লাগিল॥
"যখন মহীপালয় পাঠাবে আমায়।
প্রশ্ন এক জিজ্ঞাসিব তাহার সভায়॥
যদি রাজা নিজে কি সদস্য কোনজন।
পারয়ে আমার প্রশ্ন করিতে পূরণ॥
তবে তাঁরে রাজস্ব করিব সম্প্রদান।
অন্যথা আপন স্থানে করিব প্রস্থান"॥

এ যুক্তি সুযুক্তি বোধ সকলে করিয়া।
নৃপালয়ে ধর্ম্মাধ্যক্ষে দিল পাঠাইয়া॥
বহু উপহার সহ আর রাজকর।
লয়ে ধর্ম্মাধ্যক্ষ গেল রাজার গোচর॥
অবনী-নাথের পদে করি শির নত।
সম্ভ্রম সহিত কথা কহি নানা মত॥
কহে "নিবেদন শুন ধরণী ঈশ্বর।
প্রশ্ন এক জিজ্ঞাসিব তোমার গোচর॥
যদি তুমি কিম্বা তব সভাসদ কেহ।
প্রকৃত উত্তর যদি মম প্রশ্নে দেহ॥
তবে নিয়মিত কর করিব প্রদান।
অন্যথা অশক্ত মোরা আছি তব স্থান"॥
শুনি নরপতি কহে হউক এমন।
আমার সভায় আছে বহু বিজ্ঞ জন॥
সুকঠিন তব প্রশ্ন হইবে নিশ্চিত।
একারণ কহিতেছ সাহস সহিত॥
স্বীয় সভাসদ বর্গে করিয়া আরতি।
ভূপতি কহিল সেই উদাসীন প্রতি॥
কিবা তব প্রশ্ন তবে বল মহাশয়।
উত্তর করিবে মম সদস্য নিচয়"॥
রাজাদেশ ধর্ম্মাধ্যক্ষ করিয়া শ্রবণ।
বাম্য করাঙ্গুল সব করি প্রসারণ॥
সভ্যগণ সমক্ষেতে তালু দেখাইয়া।
পুনঃ ভূমি লগ্ন কৈল ঈষদ হাসিয়া॥
(কহিল) রাজন এই প্রশ্ন যে আমার।
সকলে মিলিয়া কর উত্তর ইহার?"॥
(রাজা কহে)" এ প্রশ্নের মর্ম্মাবধারণ।
করিতে আমার শক্তি নাহি কদাচন"
মন্ত্রিবর্গ আদি যত পণ্ডিত সকলে।
ভাবিতে লাগিল তারা বসিয়া বিরলে॥
ইহার সন্ধান কেহ করিতে নারিল।
উত্তর প্রদানে সবে অশক্ত হইল॥
কোরাণের কয়াধ্যায় করি দরশন।
করিতে লাগিল তারা প্রশ্ন সমর্থন॥
নীরব হইল সবে বাক্য নাহি সরে।
লজ্জায় মলিন মুখ বিষাদ অন্তরে॥
একজন নাস্তিকের ইঙ্গিত চাতরে।
স্তব্ধপ্রায় সকলেরে নীরিক্ষণ করে॥
সভামধ্যে বিরক্ত হইয়া একজন।
মহীপ সমীপে আসি কহিল বচন॥
"কি লাগিয়া, মহারাজ! করি নিবেদন।
সভাস্থ সকলে মিছা করিছ চিন্তন?॥
উদাসীন মোরে প্রশ্ন করুক জিজ্ঞাসা।
এখনি উত্তর দানে পুরাইব আশা"॥
এ কথা শ্রবণে সেই উদাসীনবর।
অঙ্গুলী বিস্তারি দেখাইল নিজ কর॥

এইরূপ নয়নেতে করি নীরিক্ষণ।
যবন-পণ্ডিত মুষ্টি দেখায় তখন॥
পুনঃ খ্রীষ্ট উপাসক আপনার কর।
সংলগ্ন করিল তালু ধরণী উপর॥
যবন পণ্ডিত ইহা করি বিলোকন।
করি আপনার কর ঊর্দ্ধে প্রসারণ॥
পণ্ডিতের কর ভঙ্গি করি দরশন।
উদাসীন হৈল অতি সন্তোষিতমন॥
আপন প্রশ্নের পেয়ে প্রকৃত উত্তর।
ভূপতিরে অর্পণ করিল রাজকর॥
বহু অনুনয় আর করি নমস্কার।
বিদায় হইয়া গেল আপন আগার॥

উভয়ের কর ভঙ্গি করি দরশন।
নৃপের বুভুৎসা হৈল জানিতে কারণ॥
জিজ্ঞাসা করিল রাজা পণ্ডিতের প্রতি।
"এর কিবা মর্ম্ম মোরে কর অবগতি"॥
(পণ্ডিত কহিল)ভূপ! "অবধান কর।
যেইকালে উদাসীন দেখাইল কর॥
করভঙ্গি ক্রমে এই জানাইল মোরে।
চাপড় মারিব তব বদন উপরে॥
সেইকালে আমি মুষ্টি দেখাইনু তায়।
জানাইনু মুষ্টাঘাত করিব তোমায়॥
পরে ভূমে কর লগ্ন করিল যখন।
জানাইল ভঙ্গিক্রমে এই সে কারণ॥
যদি তুমি মুষ্টাঘাত করহ আমায়।
গল হস্ত দিয়া ভূমে ফেলিব তোমায়॥
ফেলিয়া চরণ তলে এমন চাপিব।
তখনি তোমার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিব॥
যেমন মাড়াই মোরা শম্বুক নিকর।
সেইরূপ করিব তোমার কলেবর॥
এ ঈঙ্গিত বুঝি আমি কহিনু তাহারে।
যদি তুমি হেনরূপ করহ আমারে॥
হস্ত উত্তোলন করি কহিলাম তায়।
বহু ঊর্দ্ধ হতে আমি ফেলিব তোমায়॥
তোমার শরীর খণ্ড ভূমে না পড়িতে।
খাইবে তোমারে যত খেচর পক্ষিতে॥
এইরূপ কর ভঙ্গি করি পরস্পরে।
পরস্পর ভাব জ্ঞাত হই পরস্পরে"॥

পণ্ডিতের মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ।
সভাস্থ সকলে হৈল অতি তুষ্টমন॥
বহুমতে তারে বহু প্রশংসা করিল।
তার বুদ্ধে সকলেতে বিস্মিত হইল॥
আপনি নৃপতি বহু প্রশংসা করিল।
পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিল॥
বিস্ময় হইয়া রাজা ক্ষমতায় তার।
অসামান্য লোক বলি করিল স্বীকার॥
কহেন পণ্ডিতে ভূপ " শুন ধীরবর।
তোমার উপায়ে আমি পাই রাজকর॥
অতএব কৃতজ্ঞতা করিতে স্বীকার।
তোমারে দিলাম আমি এই পুরস্কার"॥
এতাধিক নৃপ তুষ্ট হৈল তারোপর।
এ সংবাদ জানাইল রাণীর গোচর॥

রাজপত্নী এ সংবাদ করিয়া শ্রবণ।
অতিশয় অট্টহাস করিল তখন॥
মহিষীর হেন হাস্য হেরি ধরাপতি।
বলে "প্রিয়ে! রম্য বলি হাস্য কর অতি"
রাণী বলে "এইমাত্র মনোরম্য এতে।
খণ্ডিত হয়েছ তুমি পণ্ডিত বাক্যেতে"॥
(শুনি রাজা বলে)"ইহা সম্ভব কি হয়?।
পণ্ডিতেরে অপরাধী কর কি আশয় "॥
রাণী বলে "আমার কথায় কিবা করে।
ডাকায়ে জিজ্ঞাসা কর উদাসীনবরে॥
সে জন করিবে তব ভ্রম সংশোধন।
মনের সন্দেহ দূর হইবে তখন"॥
রাণীর বচন রাজা করিয়া শ্রবণ।
উদাসীন তত্ত্বে লোক করিল প্রেরণ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা শীঘ্র অনুচর।
উদাসীনে লয়ে আইল নৃপের গোচর॥
রাণী বলে " উদাসীন! করি নিবেদন।
করেছে পণ্ডিত তব সমস্যা পূরণ॥
এইক্ষণে আমাদের এই সে প্রার্থন।
ব্যক্ত রূপে কহ তব সমস্যাকারণ "॥
এ কথায় উদাসীন হয়ে বদ্ধকর।
কহিতে লাগিল রাজা রাণীর গোচর॥
" কর পঞ্চাঙ্গুল আমি দেখানু যখন।
জিজ্ঞাসিনু কোরাণের স্তোত্র বিবরণ॥

পঞ্চ স্তোত্র আছে যাহা কোরাণ ভিতর
ঈশ্বর প্রেরিত কিনা কহ অতঃপর ? ॥
আমার ইঙ্গিত বুঝি পণ্ডিত তোমার।
মুষ্টি দেখাইয়া কৈল সিদ্ধান্ত তাহার ॥
যখন ভঙ্গিতে আমি করি করার্পণ।
জিজ্ঞাসিনু ধীবরে কহ বিবরণ ॥
স্বর্গহতে কেন হয় বারি বরিষণ।
ইহার সিদ্ধান্ত করি তুষ্ট কর মন॥
পণ্ডিত আপন কর করি উত্তোলন।
সিদ্ধান্ত করিল তার অতি সুচিকন ॥
শস্যের বর্দ্ধন হেতু হয় বরিষণ।
কর ভঙ্গি দ্বারা মোরে জানায় কারণ ॥
অতএব রাজপত্নী! করি নিবেদন।
কোরাণেতে এ উত্তর আছয়ে বর্ণন ॥
এত বলি বিদায় হইল উদাসীন।
স্তব্ধ প্রায় হইলেন ভূপতি প্রবীণ ॥
উদাসীন মুখে শুনি এই বিবরণ।
রাণীর বিকট হাস্য হইল স্ফুরণ ॥
নরেশ সন্তুষ্ট হৈল রাণীর উপর।
অকারণ হাস্য নহে হইল গোচর ॥
তদবধি নৃপতি করিল এই পণ।
বিশ্বস্ত অন্যের বাক্যে না হবে কখন ॥
উপাখ্যান সমাধান করি ধীবর।
তোগ্রলবি-পুত্রদিগে কহে তদন্তর ॥
"সেইরূপ যুবরাজ ! তোমরা সবাই।
জনকের অভিপ্রায় কেহ বুঝ নাই ॥
তাঁর উপদেশ মর্ম্মঅর্থ সমর্থনে।
কেহই পারক নহ জানিলাম মনে"॥
এতেক শুনিয়া কহে রাজপুত্রগণ।
"আপনি তাহার ব্যাখ্যা করুন এখন" ॥
বিদ্বান কহিছে ' তবে করহ শ্রবণ।
শুনিলে হইবে সব ভ্রমাপনয়ন ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে যবে রাজা কহে এই বাণী।
প্রতি নগরেতে এক কোর রাজধানী ॥
ইহার মর্ম্মার্থ এই জানিবে কারণ।
করিবে ধনির সহ সৌহৃদ্য বন্ধন ॥
প্রতি নগরের দুই চারি ধনি সনে।
রাখিবে প্রণয় সদা পরম যতনে ॥
কি জানি কদাচ যদি ভাগ্য মন্দ হয়।
তাহাদের আলয়েতে লইবে আশ্রয় ॥
মহীপ কহিয়াছিল মধ্যম কুমারে।
প্রতিদিন নারী এক বিভাকরিবারে ॥
ইহার তাৎপর্য্য এই কর অবধান।
নিত্য শুভ কার্য্য এক কোর অনুষ্ঠান ॥
প্রাচীন গুণজ্ঞ যাবনিক কবিগণ।
সুকার্য্য কুমারী তুল্য করেছে বর্ণন ॥
কনিষ্ঠ কুমারে কয়েছিলেন রাজন।
ননী মধু মাখা দ্রব্য করিবে ভোজন ॥
ইহার তাৎপর্য্য এই জানিবে নিশ্চয়।
মিষ্টভাষী বদান্য হইবে অতিশয়।
সকলেরে তুষ্ট কোর বিনয় বচনে।
অকাতরে কোর দান দিনহীন জনে ॥
প্রশংসা করিবে ইথে লোক সমুদয়।
পদের গৌরব বৃদ্ধি হবে অতিশয়" ॥

রাজ্ঞীকহে "মহারাজ,তোমারসমাজমাজ,
সচিবাদি প্রবঞ্চক অতি।
তাদের কপট ভাষে, বুদ্ধিবৃত্তি সব নাশে,
ক্রমে হয় সুমতি কুমতি ॥
মন্ত্রিবাক্য বাগুরায়, পড়োনাহে নররায়,
পুনঃ পুনঃ করিহে বারণ।
রাখিতেআপন প্রাণ, হও তুমিত্বরাবান,
কুসন্তানে করিতে নিধন" ॥
এইরূপে রাজরাণী, বলিয়া বিবিধ বাণী,
ভূপতির রাগ বাড়াইল।
নৃপ কাটিস্নেহ সূত্রে,বধিতেআপনপুত্রে,
রাণী স্থানে প্রতিজ্ঞা করিল ॥
প্রভাতে অবনীপতি, হয়ে অতি ক্রোধ
মতি, বার দিয়া বসি সিংহাসনে।
রাজ-কার্য্য ছিল যত, করিলেন বিধিমত,
সচিব অমাত্য বর্গসনে ॥
পরেরাজাক্রোধভরে,ঘাতুকেঅনুজ্ঞাকরে
নুর্ঝিহানে নিধন করিতে।
পঞ্চম সচিব যেই, হেনকালে আসি সেই,
নৃপ অগ্রে কহে ক্ষুণ্ণ চিতে ॥
"মহারাজ করি নতি, কৃপাকরি পুত্রপ্রতি,
অদ্য প্রাণ বধো না তাহার।
বিহিতকর্ত্তব্য যাহা,কালি করিবেন তাহা,
রাখ এই প্রার্থনা আমার ॥

একথা শ্রবণ পরে, কহে ভূপ মন্ত্রীবরে,
"যদি রাখি প্রার্থনা তোমার।
অধিক কি কবআর, ভঙ্গ হবে অঙ্গীকার,
মহিষী করিবে তিরস্কার"॥
শুনি নৃপবাণীচয়, সচিব বিনয়ে কয়,
"মহারাজ! কর অবধান।
স্ত্রীজাতিদুঃশীলা অতি, কপটী কুটিলমতি,
কভু নহে বিশ্বাসের স্থান॥
কত প্রাজ্ঞ গ্রন্থকার, করিয়াছে সুবিস্তার,
যোষাদের দোষাদোষ যত।
নারীতে বিশ্বাসযার, অচিরেসংহারতার,
সেই জন জ্ঞান বুদ্ধি হত॥
ঈশ্বর করুন হেন, মহিষীর প্রেম যেন,
তোমা প্রতি থাকে নিরন্তর।
যেমনআপনান্তরে, ভাবিয়াছ একান্তরে,
তাহে যেন নহে মতান্তর॥
কিন্তু নারীবশ যেই, যাতনারভাগী সেই,
কভু সুখী নহে সেই জন।
এর এক ইতিহাস, কহিবারে করি আশ,
কৃপাকরি করুন শ্রবণ"॥

রাজকুমার মালিক-নাজীরের উপাখ্যান।

কালায়ুন নামে ভূপ ইজিপ্ত নগরে।
সৌর্য্য বীর্য্যান্বিত ছিল ভুবন ভিতরে॥
এক দিন নরপতি প্রাসাদ ভিতরে।
নির্জনে করেন চিন্তা আপন অন্তরে॥
সম্পদ অচিরস্থায়ী চপলার প্রায়।
ক্ষণে অভ্যুদয় হয় ক্ষণে লয় পায়॥
অস্থিরা চপলা লক্ষ্মী ব্যাপিয়া ভুবন।
করেন বিবিধ খেলা লয়ে নর গণ॥
অতএব মম পুত্র মালিক-নাজীরে।
শিল্প বিদ্যা শিক্ষা কিছু করাব অচিরে॥
যদ্যপি অদৃষ্ট তার কভু মন্দ হয়।
সে সকল অনুকূল হবে অসময়॥
এতেক চিন্তিয়া ভূপ, কনিষ্ঠ নন্দনে।
পাঠান জনেক সুচীজীবীর সদনে॥
কেরো বাসী সে জন স্বব্যবসানিপুণ।
সমস্ত নগর মধ্যে খ্যাত তার গুণ।
সে জন যতনে লয়ে মালিক-নাজীরে।
বস্ত্রের সীবন শিক্ষা করায় অচিরে॥
অতি অল্পদিন মধ্যে ভূপাল-নন্দন।
দরজির কার্য্যে হৈল অতি বিচক্ষণ॥
নীচ কর্ম্মে পুত্রে নৃপ কৈলে নিযোজন।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল নগরের জন॥
ধরাপাল বুদ্ধে করি দোষের অর্পণ।
গোপনেতে উপহাস করে কত জন॥
যেই জন্য নৃপতির ভাবি শঙ্কা হয়।
অচিরে তাহার ফল ফলিল নিশ্চয়॥
কাল প্রাপ্তে সম্রাটের হইলে নিধন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইলেন রাজ-সিংহাসন॥
মালিকাসক্রাফ্ তাহার অভিধান।
বড়ই নিষ্ঠুর সেই খলের প্রধান॥
প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় পিতৃদত্ত-সিংহাসন।
অনুচর প্রতি আজ্ঞা করে সেইক্ষণ॥
বলে "দূত যাহ শীঘ্র আমার আজ্ঞায়।
মালিক-নাজীরে শীঘ্র আনহ ত্বরায়॥
তাহারে বিনাশি এই করিব শাসন।
না হয় আমার রাজ্যে বিদ্রোহাচরণ"॥
মালিক-নাজীর থাকি দরজি-ভবন।
অগ্রজের অভিসন্ধি হইয়া জ্ঞাপন
দীনবেশে স্বীয় রূপ করিয়া গোপন॥
তীর্থ যাত্রিকের সহ করিল গমন॥
মাহান্ত ফকির সঙ্গে মিলিয়া ত্বরায়।
কিছু দিনে উপনীত হইল মক্কায়॥
যেই কালে মিলি যত তীর্থযাত্রিগণে।
যেতেছিল তত্র দেব মন্দির দর্শনে॥
সেইকালে নৃপসুত যাইতে যাইতে।
মুখবদ্ধ খোলে এক পাইল দেখিতে॥
কি আছে তাহার মধ্যে না জানি কারণ।
তুলিয়া আপন কক্ষে করিল গোপন।
খোলের মধ্যেতে কিবা করিতে দর্শন॥
সমধিক চঞ্চল হইল তার মন।
কিন্তু পুনঃ ভাবে মনে নৃপের তনয়।
সবার সাক্ষাতে দেখা উচিত না হয়॥
পুনর্ব্বার ইহা মনে কৈল নির্দ্ধারণ।
ক্রিয়া সাঙ্গে গুপ্তে ইহা করিব দর্শন॥

ইতমধ্যে সেই স্থানে করিল শ্রবণ।
অনেক পণ্ডিত অতি করিছে ক্রন্দন॥
দুই খণ্ড প্রস্তর লইয়া দুই করে।
প্রহার করিছে আপনার বক্ষোপরে॥
এই কথা পুনঃ পুনঃ করে উচ্চারণ।
"হারালেম সব মম উপার্জ্জিত ধন॥
পরিশ্রম লব্ধ মম সম্পদ সমস্ত।
সকলি আছিল এক থোলের মধ্যস্থ॥
ওহে ভ্রাতাগণ শুন মম নিবেদন।
যদি কেহ পেয়ে থাক আমার সে ধন॥
পুনঃ তাহা মম প্রতি করিয়া অর্পণ।
ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করহ সাধন॥
ঈশ্বর শপথ আমি সত্য করি এই।
যে দিবে আমারে অর্দ্ধ অংশ পাবে সেই"

নিরাশে বিষাদে খেদে হয়ে ক্ষুণ্ণ মন।
এই রূপ বলে আর করয়ে ক্রন্দন॥
তাহার কাতর উক্তি করিয়া শ্রবণ।
হইল করুণাপূর্ণ তীর্থ-যাত্রীগণ॥
বিশেষতঃ নৃপসুত মালিক নাজীর।
তাহার কারণে অতি হইল অস্থির॥
হইয়া করুণাপূর্ণ নরেশনন্দন।
আপনার মনে মনে করিল চিন্তন॥
"যদি এই থোলে আমি না করি অর্পণ
পরিবার সহ হবে ইহার নিধন॥
অন্যে দুঃখ দিয়া নিজ সুখের চিন্তন।
করা যোগ্য নহে কভু সাধুর লক্ষণ॥
যদি আমি রাজসুত না হয়ে কখন।
হইতাম অতি দীন নর অভাজন॥
তথাচ উচিত মম না হয় এমন।
অন্যায়েতে পরধন করিতে গ্রহণ॥
এতেক চিন্তিয়া পরে মহীপনন্দন।
পণ্ডিতের সেই থোলে দেখায় তখন॥
বলিলেন" এই কি তোমার হারাধন?॥
স্বরূপ সবার কাছে করহ জ্ঞাপন"।
পণ্ডিত দেখিয়া থোলে হয়ে হরষিত।
নৃপজের কর হতে লইল ত্বরিত॥
ব্যগ্রতা দেখিয়া তার মালিক-নাজীর।
বলিল পণ্ডিত প্রতি বচন গভীর॥

"এতেক উতলা কেন ওহে মহাশয়।
জেনেছ কি তব ধন গিয়াছে নিশ্চয়॥
আর কি বচন তুমি করনি স্বীকার।
যে দিবে তাহারে দিবে অর্দ্ধেক ইহার"॥
একথা শ্রবণে বুধ কহিল উত্তর।
"অপরাধ ক্ষম মম ওহে গুণাকর?॥
অধিক আমোদে আমি হইয়া বিস্মিত।
তব প্রতি ব্যবহার করি অনুচিত॥
অনুগ্রহ করি এস সংহতি আমার।
অবশ্য পালিব আমি মম অঙ্গীকার"॥
এতবলি মালিক-নাজীরে সেইক্ষণ।
আপন বাসায় বুধ লইল তখন॥
খুলিয়া থোলের বন্ধ করিয়া চুম্বন।
মেজের উপরে তাহা করিল স্থাপন॥
(মালিক-নাজীর ভেবেছিলেন অন্তরে।
থাকিবে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ থোলের ভিতরে।
আশ্চর্য্য হইল অতি করিয়া দর্শন।
থোলের ভিতরে আছে বিবিধ রতন॥
চুনি পান্না মরকত হীরক প্রচুর।
অমূল্য দুষ্প্রাপ্য মণি তমোকরে দূর॥
তদন্তর ধীরবর লয়ে রত্নগণ।
সমভাগ করি তাহা করিল স্থাপন॥
নৃপতি নন্দনে করি প্রিয় সম্বোধন।
বলে " এই দুই ভাগ তোমারি এখন॥
কিন্তু তুমি দুই ভাগ করিলে গ্রহণ।
আমার অন্তরে দুঃখ হইবে এখন॥
যদি তুমি এক ভাগে হও হরষিত।
আমার অন্তরে দুঃখ না হবে কিঞ্চিৎ"॥
মালিক নাজীর একে রাজার তনয়।
বুদ্ধিমান সুবিনীত সরস-হৃদয়॥
ধীর প্রতি উত্তর করিল সেইক্ষণ।
"তব দেয় এক ভাগ করিব গ্রহণ॥
নৃপজের সততায় হয়ে হরষিত।
পণ্ডিত কহিল আশীর্ব্বচন সহিত॥
"ঈশ্বর করুন তব মঙ্গল বিধান।
কুশলে থাকহ তুমি পুরুষ প্রধান॥
তব সম মানব না দেখি কভু আর।
এমন জনেতে শোভে পৃথিবীর ভার॥
এখন মন্তব্য কিবা বলহ তোমার।
গৃহে যাবে কিম্বা যাবে সঙ্গেতে আমার॥

দেবের মন্দিরে আমি করিব গমন।
প্রার্থনা করিব বহু তোমার কারণ॥
তাহাতে হইবে আশু মঙ্গল তোমার।
অশেষ শঙ্কট হতে পাইবে নিস্তার”॥

ঈশ্বর আদেশে যেন নৃপের তনয়।
ফিরে দিল তারে সেই রত্ন সমুদয়॥
(বলিল) “পণ্ডিত শুন আমার বচন।
মম মঙ্গলার্থ যদি করহ প্রার্থন।
তোমার সমস্ত এই রত্ন গণ হতে।
অধিক করিয়া আমি দিব বিধিনতে॥
তবদত্ত ধন ফিরে দিলাম তোমায়।
প্রার্থনায় চরিতার্থ করহ আমায়॥
এবচন আকর্ণন করি ধীরবর।
নৃপজের সততায় বিস্ময় অন্তর॥
মক্কার মন্দিরে তারে লইয়া সাদরে।
ঊর্দ্ধ হস্ত করি ধীর বিভুধ্যান করে॥
তাহার মঙ্গল স্তোত্র করি উচ্চারণ।
মালিকে কহিল কহ স্বস্তি সুবচন॥
পণ্ডিতের অনুজ্ঞায় রাজার কুমার।
সিদ্ধ হউক তব বাক্য কহে বার বার॥
তার পর অব্যক্ত ধ্বনিতে ধীরবর।
করিল প্রার্থনা বহু ঈশ্বর গোচর॥
সমাপ্ত হইল তার অভীষ্ট প্রার্থন।
সুখান্তরে কহে ধীর নৃপজে তখন॥
“তবজন্য প্রার্থনা করিনু বিভু স্থানে।
যাহ যুবা এবে তব বাসনা যেখানে॥
করিবে মঙ্গল তব জগতকারণ।
তোমার বিষাদ রাশী হইবে মোচন”॥

পণ্ডিতের কাছে লয়ে বিদায় তখন।
পথে যেতে রাজপুত্র করেন চিন্তন॥
“কি করি আমার দশা কি হবে এখন।
কোন স্থানে এইক্ষণে করিব গমন॥
যদি আমি কেরো রাজ্যে যাই পুনর্ব্বার।
করিবে আমার ভ্রাতা জীবনে সংহার॥
বরঞ্চ পণ্ডিত দেশে করিব গমন।
তথাচ স্বদেশে নাহি দিব দরশন॥
কিন্তু কারে নাহি দিব মম পরিচয়।
পরিচয় দিলে শেষে ঘটিবে সংশয়॥
পাইলে আমার বার্ত্তা কোন দুষ্ট জন।
অর্থ লোভে করিবে সে আমারে নিধন॥
এতেক মন্ত্রণা করি ভূপাল-নন্দন।
পণ্ডিতের অন্বেষণে করিল গমন॥
পথ মধ্যে পুনঃ তার পেয়ে দরশন।
কহিল তাহার প্রতি বিনয় বচন॥
“কিবা নাম ধর তব কোথায় নিবাস।
পরিচয় দিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ?”॥
পণ্ডিত তাহার প্রশ্নে করিল উত্তর।
“আবুনশ নাম মম বোগদাদে ঘর”॥
মালিক-নাজীর কহে “শুন মহাশয়।
দেখিতে সে দেশ মম ইচ্ছা অতিশয়॥
কৃপাকরি যদি মোরে লহ সঙ্গে করে।
অধিক সন্তুষ্ট আমি হইব অন্তরে॥
তোমার যতেক উষ্ট্র করিব রক্ষণ।
পথমধ্যে কোন ক্লেশ নাপাবে কখন”॥
পণ্ডিত তাহার বাকে সম্মত হইল।
বসুন্ধরাপতি-সুতে সঙ্গেতে লইল॥
বোগদাদে দুই জনে করিলে গমন।
পণ্ডিতের প্রতি কহে রাজার নন্দন॥
“শুন মহাশয় এক মম নিবেদন।
মম জন্য ব্যয়ে তব নাহি প্রয়োজন॥
তোমার দেশেতে কোন দর্জির দোকানে
আমারে নিযুক্ত করি দেহ সেই স্থানে”॥
পণ্ডিত তাহার বাক্যে সম্মত হইল।
জনেক দর্জির কাছে তাহাকে রাখিল॥
সে জন বিখ্যাত অতি স্বকার্য্য নিপুণ।
সমস্ত নগরী মধ্যে খ্যাত তার গুণ॥
পরীক্ষা করিতে সেই রাজার কুমারে।
দিল এক সুবসন কাটিতে তাহারে॥
মালিক-নাজীর ছিল সুনিপুণ তায়।
পরি পাটি রূপে তাহা কাটিল ত্বরায়॥
সুচীজীবী হরষিত করিয়া দর্শন।
অন্য সুচীজীবীগণে দেখায় তখন॥
তাহারা সকলে দেখি প্রশংসা করিল।
দেশোময় নৃপজের সুখ্যাতি রটিল॥
দরজি তাহার প্রতি হয়ে কৃপাবান।
প্রতি দিন অর্দ্ধ মুদ্রা করিত প্রদান॥

তাহাতে আনন্দে অতি মালিক-নাজীর।
সময় যাপন করে হইয়া সুস্থির ॥
এইরূপে হরে কাল রাজার নন্দন।
এক দিন তথা এক হইল ঘটন ॥
আবুনশ নামে সেই পণ্ডিত যেজন।
অতিশয় ক্রোধযুক্ত ছিল তার মন ॥
আপন রমণী সহ করিয়া বিবাদ।
রাগভরে কৈল তারে বহু কটুবাদ ॥
বলে 'দূর পাপীয়সী কিকাজ হেথায়।
অদ্যাবধি আমি ত্যজ্য করিনু তোমায়॥
এই কথা মুখ হতে হইলে নির্গত।
তাহার কারণে কৈল মনস্তাপ কত ॥
গৃহিণী রাখিতে গৃহে সাধ ছিল তার।
কাজির বিচারে তাহে একে ঘটে আর ॥
কাজি বলে "নারী তুমি করেছ বর্জ্জন।
পুর্নভু হইবে তব রমণী এখন ॥
অন্যজন তাহারে করিবে পরিণয়।
সেজন যদাপি ত্যজে পাবে পুনরায়" ॥
কি করে পণ্ডিত আছে ব্যবস্থা এমন।
অন্যথা করিতে নারে কাজির বচন ॥
মনে মনে শেষে এই করিল চিন্তন।
মালিক নাজীর অতি সরল সুজন ॥
মক্কাহতে বোগদাদে এনিছি উহায়।
অবশ্য সম্ভ্রম কিছু করিবে আমায় ॥
আমার বচন সেই কভু না লঙ্ঘিবে।
অবশ্য আমার দারা আমারে সে দিবে ॥
তাহা-কেই হল্লাস্থির করাযুক্ত হয়"।
এ মন্ত্রণা মন মধ্যে করিল নিশ্চয় ॥
দর্জ্জির ভবন হতে আনিয়া তাহারে।
রমণী সহিত রাখে আপন আগারে ॥
পণ্ডিতরমণী হেরি নৃপজ-বদন।
তাহার প্রণয় জালে পাইল বন্ধন ॥
মালিক-নাজীর হেরি পণ্ডিত দারায়।
অমনি পড়িল তার প্রেম-বাগুরায় ॥
উভয়ের প্রতি পড়ে উভয়ের মন।
উভয় উভয় প্রতি করিল যতন ॥
পরস্পর হয়ে দোঁহে পুলক অন্তর।
মনের যাবৎ ভাব করিল গোচর ॥
উভয়ের অভিলাষ ছিল যত মনে।
সমস্ত করিল ব্যক্ত প্রেম আলাপনে ॥

উভয়েতে রতিযজ্ঞ করি সমাপন।
নৃপজে ললনা দেখাইল বহুধন ॥
সুবর্ণ রজত আর হীরক নিকর।
চুনি পান্না মরকত দেখিতে সুন্দর ॥
এই সব দেখাইয়া কহে সেই ধনী।
"এসব স্ত্রীধন মম জেনো গুণমণি ॥
যখন আমাকে ত্যাগ করেছে পণ্ডিত।
মম অধিকারে সব আনিবে নিশ্চিত ॥
যদি তুমি কাল মোরে ত্যাগ নাহিকর।
এসব ধনের স্বামী হবে গুণাকর ॥
আর আমি চিরদাসী হইব তোমার।
সেবিব ও পাদপদ্ম বাসনা আমার" ॥

মালিক-নাজীর কহে এ কথা শ্রবণে।
"তবে মম প্রতি বল দেখি বরাননে! ॥
যদি তবপতি মম প্রতি করি বল।
তোমাধনে কেড়ে লয় কি করিব বল" ॥
(কামিনী কহিল) "তাহে চিন্তা নাহি আর
রাখ কিম্বা ত্যজমোরে সেইচ্ছা তোমার"
মালিক-নাজীর কহে) "শুন প্রাণেশ্বরি।
যদি হেন হয় তবে কিছুতে না ডরি ॥
আমার এ দেহে রবে যাবৎ জীবন।
তদবধি তোমারে না করিব বর্জ্জন ॥
রূপবতী গুণবতী তুমি হে যুবতী।
ধন হতে নহ ন্যূন তুমি রসবতী ॥
দরিদ্র পাইলে পরে অমূল্য রতন।
কদাচ ত্যজিতে নারে থাকিতে জীবন ॥
যদি বিধি মিলাইয়া দিল তোমাধনে।
রাখিব তোমারে সদা হৃদি সিংহাসনে ॥
নয়ন প্রহরী রবে অনিমিষ হয়ে।
মনো অভিলাষ পুরাইব তোমা লয়ে ॥
যখন তোমার পতি আসিবে লইতে।
কেমন ব্যভার করি দেখিবে অক্ষিতে" ॥
পরদিন আবুনশ অতি প্রত্যুষেতে।
আইল স্বদার যুবা আছে যে গৃহেতে ॥
অর্দ্ধ পথে যুবা তারে করি দরশন।
সহাস বদনে করে প্রিয় সম্ভাষণ ॥
"তব প্রতি বড় বাধ্য হলেম এখন।
মিলাইয়া দিলে মোরে রমণী রতন ॥

যাবত জীবীত রব এই মত্যধাম।
মুক্ত কণ্ঠে তাবৎ করিব তব নাম”॥
(পণ্ডিত কহিল) “যুবা করহ শ্রবণ।
রমণীর প্রতি তুমি ফিরায়ে বদন॥
এই কথা ওর প্রতি কহ তিনবার।
অধ্যাবধি তোমারে করিনু পরিহার” ॥
(নৃপজ কহিল) শুন শুন মহাশয়।
এরূপ কথনে তাপ পাই অতিশয়॥
আমার দেশেতে বড় কলঙ্ক তাহার।
যেজন আপন দারা করে পরিহার॥
বড়ই কলঙ্কী হয় দারাত্যাগীজন।
তার অপমান সবে করে সর্ব্বক্ষণ॥
হেন দোষে দোষীহতে বলোনা আমায়
কভু না ত্যজিব আমি মম বনিতায়॥
যখন বিবাহ আমি করেছি ইহারে।
তখন রাখিব সদা হৃদয় মাজারে” ॥
এরূপ শ্রবণে ধীর কহে পুনরায়।
“একি ওহে যুবা কর কৌতুক আমায়?
মালিক-নাজীর কহে এআর কেমন।
তবসহ পরিহাসে কিবা প্রয়োজন?॥
মনোমত রামা আমি পেয়েছি এখন।
পালন করিব এরে যাবৎ জীবন॥
বিশেষতঃ তোমাহতে আমি মহাশয়।
এ নারীর উপযুক্ত নাহিক সংশয়॥
অতএব এর জন্য করোনা চিন্তন।
বিফল হইবে তব সব আকুঞ্চন” ॥
পণ্ডিত একথা শুনি হইল বিস্ময়।
বলিল) “বিধি কি ফেরে ফেলিলে আমায়?
এ কেমন হল্লা করিলাম মনোনীত।
এখন যে করে মম আশায় বঞ্চিত॥
কেমনে ভ্রমের দাস হয়ে জীবচয়।
হিতাহিত নাহি মানে বিচার সময়॥
শপথ করাই এরে এই সে আশয়।
আমি যা বলিব তাহা করিবে নিশ্চয়॥
সে বরং ছিল ভাল নিত স্বর্ণচয়।
এ যে দেখি মুখের আহার কেড়ে লয়!”
(এতেক চিন্তিয়া ধরি যুবার চরণে।
বলে) “কৃপাকরি দেহ মম নারী ধনে॥
ঈশ্বর করুন এবে কল্যাণ তোমার।
কুশলে থাকহ সদা বাসনা আমার॥
নির্ব্বেদ যাতনা আর দিয় না আমায়।
ধর্ম্মের দোহাই ভাই দেহ বনিতায়”?॥
পণ্ডিত মিনতি তারে করিলেক যত।
কিছুতেই মন তার নহে অন্যমত।
অবশেষ মনে এই করিল চিন্তন।
রমণীর আছে শক্তি আকর্ষিতে মন॥
আর এই মনোমধ্যে বাসনা তাহার।
কিসে শীঘ্র যুবাতারে করে পরিহার॥
অতএব প্রিয় ভাষে কহিল যোষায়।
“শুন এক কথা বলি প্রেয়সী তোমায়॥
জীবনের জীবন স্বরূপ তুমি হও।
আমা ছাড়া একদণ্ড কদাচিত নও॥
যখন যুবক না রাখিল মম ভাব।
না রাখিয়া মান করে আশায় নিরাশ॥
তব সুধাসিক্ত বাক্যে করি অনুনয়।
ফিরাও তাহার মন হইয়া সদয়॥
তব আশা পরিহরি করে মোরে দান।
প্রেয়সি! করহ রক্ষা আমার সম্মান”॥
(একথা শ্রবণে সেই পণ্ডিতের জায়া।
স্বপতির প্রতি ছলে প্রকাশিয়া মায়া॥
বলিল “চরণে নাথ করি নিবেদন।
বড়ই নিষ্ঠুর এই যুবক দুর্জ্জন॥
বিশেষ রূপেতে আমি করিলে যতন।
কোনমতে আমারে না করিবে বর্জ্জন॥
হায়! কি দুঃখের কথা কহিতে না পারি
নারিলাম পুনরায় হতে তব নারী॥
সাধের পিরীতে বিধি ঘটালে প্রমাদ।
সুখের স্থানেতে আসি ঘেরিল বিষাদ॥
এ বচন আকর্ণন করিয়া পণ্ডিত।
ভাবে প্রিয়া মোরে ভাল বাসে যথোচিত
তাহার কপট স্নেহে হইয়া বঞ্চিত।
পুনরায় দুঃখযুত হৈল যথোচিত॥
মালিক-নাজীরে পুন করে অনুনয়।
“হে যুবক! মম প্রতি হৈয়না নিদয়”॥
রাজ-পুত্র পূর্ব্ববত অটল রহিল।
আপন প্রতিজ্ঞা হতে কভু না টলিল॥
নিরুপায়ে অবশেষ পণ্ডিত চিন্তিল।
কাজির নিকটে গিয়া নালিশ করিল॥
হাসিল বিচার পতি নালিশ শুনিয়া।
কহিল পণ্ডিত প্রতি বাক্যে প্রবোধিয়া॥

" বিচারেতে যুবা পতি হয়েছে ইহার।
এখন কেমনে ত্যাগ করে স্বীয়দার " ।।
একথায় নিরাশ হইয়া সে পণ্ডিত।
হইল উন্মাদবৎ সেমসীখণ্ডিত ।।
নিরাশায় অবসন্ন বিকল অন্তর।
ব্যাধিতে পীড়িত ক্রমে হয় কলেবর ।।
বোগদাদে ছিল চিকিৎসক যত জন।
চিকিৎসা করিল তারে করি প্রাণপণ ।।
যতেক উপায় তারা করিল চিন্তন।
কিছতেই না হইল রোগ নিবারণ ।।
আষন্ন মরণ তার হইল যখন।
রাজপুত্র প্রতি বৃধ কহিল তখন ।।
" ওহে যুবা তবদোষ করিনু মার্জ্জন।
তব প্রতি কোপ মম হৈল নিবারণ ।।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা হইল এখন।
অমোঘ নিয়ম তাঁর কে করে খণ্ডন।।।
স্মরণ করহ? আমি পূর্ব্বেতে যখন।
মক্কার মন্দিরে করি বিভুর স্তবন ।।
তোমার মঙ্গল চিন্তা করিয়া অন্তরে।
কায়োমনে করি স্তব ঈশ্বর গোচরে " ।।
বৃদ্ধের বচন শুনি রাজার কুমার।
কহিল " না বুঝি কিছু বচন তোমার ।।
তব উক্ত স্তোত্র পাঠ একবর্ণ তার।
কিছুমাত্র হৃদবোধ না হয় আমার ।।
তথাচ যত্নের সহ ঐক্য করিমন।
বলিলাম সিদ্ধ হৌক তোমার প্রার্থন" ।।
আবুনশ এইকথা করিয়া শ্রবণ।
কহিল যে স্তোত্র এবে কর আকর্ণন ।।
বলিলাম ওহে প্রভু জগত কারণ।
পতিত-পাবন তুমি অখিল-রঞ্জন।
ইচ্ছায় সৃজন কর পালন সংহার ।।
সর্ব্বস্থানে সুপ্রকাশ মহিমা তোমার ।।
জীবের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় তোমা হতে।
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বিদিত ভারতে ।।
সমস্ত বিভব প্রিয় বস্তু যে আমার ।।
এক দিন হয় এ যুবার অধিকার ।।
এই সে প্রার্থনা করি তোমার নিকটে।
মম অভীষ্টের যেন সম্পূর্ণতা ঘটে ।।
কিন্তু আমি স্বচ্ছ মনে তোমার কারণ।
করি নাই কোন মতে ঈশ্বরে স্তবন ।।
কি জানি কেমন মন হইল আমার।
মনে ভাবি এক বলি মুখ বলে আর ।।
কি শক্তি প্রভাবে মনে উপজিল ভ্রম।
নারিলাম বুঝিবারে তার যত ক্রম ।।
তবমঙ্গলার্থে উচ্চারিত মমবাণী।
কি দৈব প্রভাবে হয় স্বপনে না জানি।
যাহৌক প্রার্থনা সিদ্ধ হইল আমার।
আমার সম্পত্তি দারা হইল তোমার ।।
অতেব এক্ষণে মম এই আকুঞ্চন।
ইচ্ছাপত্র তব করে করি সমর্পণ ।।
মম লোকান্তর প্রাপ্তে বিভব আমার।
বিধিমতে হয় যেন তব অধিকার " ।।
এতবলি ইচ্ছা পত্র করায়ে তখন।
পণ্ডিত স্বাক্ষর তাহে করিল তখন ।।
স্বাক্ষর করিল তাতে সাক্ষীগণ যত।
হৈল ধন রাজ-তনয়ের হস্তগত ।।
তিন দিনগতে সেই পণ্ডিত প্রধান।
চরমে পরম ধামে করিল প্রয়াণ ।।

মালিক-নাজীর আর বনিতা তাহার।
পণ্ডিতের গৃহে গেল করিতে বিহার ।।
যতেক বিভব তার করি অধিকার।
মনোসুখে দোঁহে কাল হরে অনিবার ।।
সুচীজীবী ব্যবসায় করিয়া বর্জ্জন।
সম্ভ্রান্ত লোকের প্রায় রহিল তখন ।।
বহুদাস দাসী আসি বাসি তার ঘরে।
রাজসুত পরম সন্তোষে কাল হরে ।।
মনের উদ্বেগ যত ঘুচিল তাহার।
হৃদয় কন্দরে তার পুলক অপার ।।
অগ্রজ হইতে সুখ মানিল আপন।
বয়স্য সহিত করে সময় যাপন ।।
নগরস্থ সভ্যগণ সুত যত জন।
নিত্য নিত্য গৃহে তার করে আগমন ।।
প্রমোদ মদিরা পানে মত্ত থাকে সদা।
অন্তরে অন্তর দুঃখ শোক নাহি কদা ।।
হাস ভাষ পরিহাস প্রেমোল্লাস মনে।
কামে কাল কাটে সেই কামিনীর সনে ।।
কিন্তু যে অদৃষ্ট তার নহে সানুকূল।
ক্রমে ক্রমে তার প্রতি হয় প্রতিকূল ।।

একদিন দিবাভাগে রাজার নন্দন।
বয়স্য সহিত ছিল উৎসবে মগন ॥
সেই দিন দিবাশেষে প্রদোষ সময়।
ত্বরা উপনীত হয়ে আপন আলয় ॥
দ্বার বন্ধ দেখি দ্বারে করাঘাত করে।
আপনার ভৃত্যগণে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
উত্তর না দিল কেহ তাহার বচনে।
ইহা দেখি রাজসুত বিস্মিত স্বমনে।
ভাবে এত নিদ্রাগত মম ভৃত্য যত।
কেহ না উত্তর দিল ডাকিলাম কত ॥
আর বার করাঘাত করে শক্ত করে।
পুনঃ পুনঃ দাসগণে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
তবু কেহ না আইল নাদিল উত্তর।
তাহে দ্বারভঙ্গ কৈল নৃপজ-সুন্দর ॥
সত্বরে স্বপত্নীগৃহে করিয়া গমন।
শূন্যময় হেরি হয় সবিস্ময় মন ॥
দাস দাসী যতজনে না দেখিয়া অ র।
কতই অন্তরে তার হয় চমৎকার ॥
কি করিবে কি চিন্তিবে ভাবিয়া না পায়।
বিষাদে বিষণ্ণ মন ভাবে নিরুপায় ॥
মনোদুঃখে আসি পুনঃ বনিতার ঘর।
দেখে কোন দ্রব্য নাহি তাহার ভিতর ॥
প্রবাল মকতা মণি মরকত আর।
তৈজস বিহীন দেখে সকল ভাণ্ডার ॥
এইসব বিপরীত করি দরশন।
অকস্মাৎ শিরে যেন কুলিশ পতন ॥
বিষাদ সাগর নীরে হইয়া মগন ॥
কষ্ট হস্তে সেই নিশি করিল যাপন ॥

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সংগোপনে।
জিজ্ঞাসা করিল যত প্রতিবাসী গণে ॥
"আমার রমণী আর দাসদাসীগণ।
জান কেহ কোথা তারা করেছে গমন?
একথায় উত্তর করিল যত জন।
"আমরা না জানি কেহ ইহার কারণ"
যত অনুসন্ধান করিল রাজসুত।
কিছুতে না বেদ্য হয় ঘটনা অদ্ভুত ॥
আর তার দুর্দ্দশার ভূষা বাড়াইতে।
বিচারক সন্দেহ করিল নিজ চিতে ॥
ভাবিল আপন মনে কাজি সেইক্ষণ।
"মালিক-নাজীর অতি দুঃশীল দুর্জ্জন ॥
আপনার রমণীকে করিয়া বিনাশ।
স্বদোষ ঢাকিতে করে ছলনা প্রকাশ ॥
নির্দ্দোষ হইতে চাহে দেখায়ে বিশ্বাস।
কপট রোদন খেদ করিয়া প্রকাশ" ॥
নিশ্চয় ভাবিয়া দোষী রাজার তনয়ে।
বদ্ধ করি রাখে তারে লয়ে কারালয়ে ॥
নিরুপায় নিরাশ্রয় রাজার নন্দন।
সর্ব্বস্ব বেচিয়া মুক্তি লভিল তখন ॥

আবুনশ দত্তধনে বঞ্চিত হইয়া।
পুনরায় হরে কাল দুঃখেতে পড়িয়া ॥
ভবিতব্য ভাবি মনে ধৈর্য্যধরি পরে।
পুনর্ব্বার গেল সেই দরজির ঘরে ॥
তাহার ব্যবসা পুনঃ করিয়া আশ্রয়।
পরিশ্রম করে থাকি তাহার আলয় ॥
দুর্দ্দশার কথা ক্রমে হয়ে বিস্মরণ।
মনের আনন্দে করে জীবন যাপন ॥
একদিন দরজির দোকান ভিতর।
মালিক নাজীর ছিল স্বকাজে তৎপর ॥
হেনকালে একজন সেইপথে যেতে।
দৈবাৎ নৃপজ পড়ে তাহার চক্ষেতে ॥
মালিক-নাজীরে সেই করে দরশন।
নিশ্চয় জানিল এই রাজার নন্দন ॥
বলে রাজ পুত্র প্রতি করি দৃষ্টি স্থির।
"এই নাকুমার ভূপ মালিক-নাজীর"? ॥
রাজসুত তার প্রতি করি নেত্র পাত।
আকারে চিনিল সেই জনে অচিরাৎ ॥
কেরোবাসী সূচীজীবী এই সেই জন।
যাহার দোকানে শিক্ষা করিনু সীবন ॥
মনানন্দে তাহারে করিতে আলিঙ্গন।
দোকান হইতে উঠে রাজার নন্দন ॥
নিকটস্থ হয়ে তারে বাহু প্রসারিয়া।
আলিঙ্গিতে যায় প্রিয় বচন বলিয়া ॥
কিন্তু সূচীজীবী হস্ত নাহি প্রসারিয়া।
অভিবাদ করে তার চরণ চুম্বিয়া ॥
বিনয়ে ভূপজে কহে 'হে! রাজ নন্দন।
তব আলিঙ্গন ভাগী নহে এইজন? ॥

তোমাতে আমাতে হয় অনেক অন্তর।
তুমি রাজ-পুত্র আমি অতি হীন নর॥
তবাবস্থা পরিবর্ত্ত হইল এখন।
সৌভাগ্য তোমারে করিবেন আলিঙ্গন॥
দুর্দ্দশার দিন তব না রহিবে আর।
হইলেন সানুকূল সৌভাগ্য তোমার॥
মালিকাস্ ক্রাফ্ ভূপ অগ্রজ তোমার।
হয়েছে কৃতান্তালয়ে বসতি তাঁহার॥
ইজিপ্তে বিভ্রাট্ বড় তাহার মরণে।
প্রজাজন সভ্যগণ চিন্তিত স্বমনে॥
অধিকন্তু সম্ভ্রান্ত দেশস্থ যতজন।
মনে মনে ধার্য্য তারা করেছে এমন॥
তোমাদের পরিবারস্থিত কোন জনে।
মনস্থ করিল বসাইতে সিংহাসনে॥
তোমার সপক্ষে আমি তাদের গোচরে।
করিলাম বহুবাদ সুদৃঢ় অন্তরে॥
তাহাদের সমক্ষেতে কহিনু তখন।
"শুনহ যাবন্ত প্রজা আর সভ্যগণ॥
বিধিমতে রাজ-পুত্র হয় যেইজন।
রাজ্যাগতে পায় সেই রাজ সিংহাসন॥
অতএব রাজ-সুত মালিক-নাজীর।
রাজ্য অধিকারী সেই কহিলাম স্থির॥
তোমরা অনবগত নহ কোন জন।
কেন সে ইজিপ্ত দেশ করিল বর্জ্জন?॥
আপন অগ্রজ কোপে পাইতে নিস্তার।
বাধ্য হৈল স্বদেশ করিতে পরিহার॥
আমি দেখিয়াছি তারে, ছদ্মবেশ ধরি।
যখন সে যায় এই দেশ পরিহরি॥
কতিপয় যাত্রী সহ মিলিয়া কুমার।
মক্কাধামে গিয়াছেন জেনো সারোদ্ধার॥
তদবধি নাহি জানি কোথা সে নিশ্চিত।
কিন্তু মনে জানি তিনি আছেন জীবিত॥
অনুমতি দেহ মোরে দুইবর্ষ তরে।
ভ্রমিব তাঁহার তত্ত্বে নগরে নগরে॥
যদবধি দেশে নাহি আসি পুনরায়।
তাবত সচিব রাজ্য করুন হেথায়॥
যদ্যপি বিফল হয় মম অন্বেষণ।
এই জনে দিয় তবে রাজ সিংহাসন॥
মম এইবাক্যে তারা সম্মত হইয়া।
তব অন্বেষণে মোরে দিল পাঠাইয়া॥
একবর্ষ হৈল গত তোমার উদ্দেশে।
ভ্রমণ করিনু আমি স্বদেশে বিদেশে॥
কোথাও তোমার না পাইয়া দরশন।
ভ্রমিনু প্রান্তর গিরি গহন কানন॥
যে যে দেশে আছে যত সুচীজীবীগণ।
সকলের গৃহে করিলাম অন্বেষণ॥
অবশেষে ঈশ্বর হইয়া সানুকূল।
দিলেন বিশ্বেশ ঘোর অকূলেতে কূল॥
এইস্থানে পাইলাম তব দরশন।
হইল আনন্দনীরে সংপ্লাবিত মন॥
শীঘ্রকরি চল সঙ্গে ওরাজ নন্দন।
তোমা বিনে শূন্য আছে রাজ সিংহাসন
সকলেতে আছে তব আশাপথ চেয়ে।
হইবে পরম তুষ্ট তোমাধনে পেয়ে" ॥
দরজির এ বচনে মালিক-নাজীর।
দুঃখ গতে হইলেন অন্তরে সুস্থির॥
অচিরে হইল ধ্বংস দুঃখের তিমির।
উদয় হইল তার সৌভাগ্য মিহির॥
ধন্যবাদ, করি বহু ঈশ্বরের প্রতি।
সেই দিন কৈল যাত্রা দরজি সংহতি॥

মালিক-নাজীর সেই দরজি সহিত।
আপন নগর মাঝে হয় উপনীত॥
প্রজাগণ তাহার পাইয়া দরশন।
সকলে হইল অতি হরষিত মন॥
পূর্ব্বে যারা বক্রীছিল তাহার উপর।
এক্ষণে সকলে তারা করে সমাদর॥
শুভযোগে শুভকাল করি নিরূপণ।
মালিক-নাজীরে দিল রাজ-সিংহাসন॥
সভাসদগণ সব হইয়া বেষ্টিত।
প্রণাম করিল তারে সম্মান সহিত॥
নগর মাঝেতে হয় মহামহোৎসব।
আনন্দ সাগরে মগ্ন প্রজাগণ সব॥
পিতৃ-সিংহাসনে রাজা হয়ে যুবরাজ।
সুশৃঙ্খল করিলেন আপন সমাজ॥
বিশেষতঃ দরজির কৃতজ্ঞতা হেতু।
যতনে বন্ধন করে করুণার সেতু॥
সমাদরে ডাকাইয়া আনি সেই জনে।
আহ্বান করিল তারে পিতা সম্বোধনে॥

দরজির প্রতি কহে রাজার-কুমার।
“ এক্ষণে পিতার তুল্য হইলে আমার॥
যদি কেলাউন্ হন মম জন্মদাতা।
তবু তুমি হইয়াছ মম দুঃখ-ত্রাতা॥
পিতৃ-সিংহাসনে আমি হইলে বঞ্চিত।
তুমিসে স্থাপিলে মোরে যতন সহিত॥
তব কৃতজ্ঞতা ঋণে হইতে উদ্ধার।
তোমারে করিব মন্ত্রী বাসনা আমার॥
তোমায় সচিব পদে করিলে বরণ।
আমার মানস পূর্ণ হইবে তখন ”॥
একথা শ্রবণে সেই সুচীজীবী কয়।
“ তব সততায় বাধ্য হলেম নিশ্চয়॥
কিন্তু তুমি যেইপদ দিতে ইচ্ছাকর।
সে পদ গ্রহণে যোগ্য নহি নৃপবর॥
উজীরত্ব করিবারে কি শক্তি আমার।
আমি নর ক্ষুদ্র জাতি হীনের কুমার॥
এ পদে অধিক গুণ প্রয়োজন হয়।
নিপুণতা তাহে মম নাহিক নিশ্চয়॥
আমার সততা তুমি বিবেচনা করে।
উচ্চপদে নিয়োজিতে চাহিলে অন্তরে॥
রাজ্যের মন্ত্রীত্বে আমি উপযুক্ত নই।
এ বিষয় মহারাজ! ভাবিলেন কই?॥
যদ্যপি দুর্ভাগ্য-বশে রাজত্বে তোমার।
ভাল না হইয়া ঘটে অন্যায় বিচার॥
প্রজাদের অভিশাপ লাগিবে আমারে।
অশেষ নিন্দার ভাগী করিবে তোমারে॥
অতএব উচ্চপদে নাহি অভিলাষ।
যাহাতে অযোগ্য আমি, করুণা-নিবাস॥
যদি মম প্রতি কর দয়া বিতরণ।
তবে মমান্তরে এই করি আকুঞ্চন॥
তব পরিচ্ছদ আর সভাস্থ জনার।
প্রস্তুত করিতে মোর প্রতি থাকে ভার॥
ইহার কারণ এই জানিবে নিশ্চয়।
যে যার ব্যবসা ভাল বুঝে মহাশয়॥
এরূপ বচন শুনি মালিক-নাজীর।
তখন আপন মনে বুঝিলেন স্থির॥
সুচীজীবী যা বলিল সকলি উচিত।
মন্ত্রীত্বে বরণ এরে না হয় বিহিত॥
এতেক চিন্তিয়া মনে রাজার-কুমার।
দরজিকে দিলেন অনেক পুরস্কার॥
আর তার প্রতি অনুমতি দিল এই।
রাজচ্ছদ প্রস্তুত করিবে মাত্র সেই॥
আর যত মন্ত্রীবর্গ সভাসদগণ।
সকলের বাস সেই করিবে সীবন॥
ইহাভিন্ন অন্য জন কেহ যদি করে।
দণ্ডনীয় হইবেক আমার গোচরে॥
এতবলি বিদায় করিয়া সেই জনে।
রহে নবভূপ রাজকার্য্য আলোচনে॥

পরিশ্রম সহকারে নব নরপতি।
করিলেন স্বরাজ্যের সুশৃঙ্খলা অতি॥
ব্যবস্থার পারিপাট্য করি সমুদয়।
করিলেন নব নব নিয়ম নিচয়॥
মালিকাশ-রাফ্ যাহে উদাসীন ছিল।
সেই সব নিয়মাদি সংশুদ্ধ করিল॥
প্রজাচয় সবে হয় তাহে অনুরক্ত।
সকলে প্রশংসা করে হয়ে রাজভক্ত॥
গৌরব ঘোষণা তার হইল প্রচুর।
সুযশ সৌরভে পরিপূর্ণ রাজপুর॥
এইরূপে নব ভূপ সুখে রাজ্য করে।
এক দিন কাজি কহে রাজার গোচরে॥
“ নরপতি! নিবেদন জানাই তোমারে।
তিনজন দোষী রেখেছিল কারাগারে॥
খৃষ্টীয় সম্প্রদা-ভুক্ত এক সদাগরে।
মিলি কয়জনে সেই জনে হত্যাকরে॥
দুইজন অপরাধ করিল স্বীকার।
করেছি উচিত দণ্ড সেই দুজনার॥
একজন বলে “ আমি অপরাধী নই।
তবু মৃত্যু দণ্ডে আমি দণ্ডনীয় হই॥
এ দোঁহার সহ লহ আমার জীবন।
ইহাতে বিষণ্ণ আমি নহি কদাচন ”॥
একথা শ্রবণ করি ভাবি মনে মনে।
কেমনে নিধন করি নির্দ্দোষী এজনে॥
যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করিতে না পারি
জানাতে আপন স্থানে আসি দণ্ডধারি”
শুনিয়া কহিল নব ভূপতি তখন।
“ সেই জনে আন শীঘ্র আমার সদন॥
সাক্ষাতে পরীক্ষা আমি করিব তাহার।
বিশেষ জানিয়া যোগ্য করিব বিচার ”॥

বিচারক এ বচন শ্রবণ অন্তর।
ঘাতুকের সহ তারে আনিল সত্বর॥
নিরখিয়া সেইজনে নৃপতি চিনিল।
স্বীয় পূর্ব্বদাস বলি মনেতে জানিল॥
(বোগদাদ বাসী সেই পণ্ডিতের ঘরে।
ছিলেন যখন রেখেছিল সে কিঙ্করে) ॥
চিনিয়া না চিনিলেন এই ভঙ্গি করে।
গভীর বচনে জিজ্ঞাসেন সে কিঙ্করে॥
"রে দুরাত্মা! কেন নর করেছ নিধন।
জাননা বিহিত দণ্ড পাইবে এখন?" ॥
(কিঙ্কর কহিল) "ভূপ! করি নিবেদন
নিশ্চয় জানিবে মনে নির্দ্দোষী এজন॥
যদি এই অপরাধে অপরাধী নই।
তবু আমি মৃত্যু দণ্ডে দণ্ড যোগ্য হই" ॥
এ কথা শ্রবণ করি নৃপতি তখন।
কহিলেন, "যদি দোষী নহ কদাচন॥
যদি তুমি নহ দোষী, কিসের কারণ।
আপন মরণ কেন করিছ চিন্তন?" ॥
পুনরায় দাসকয়, "শুন নরেশ্বর।
কভু আমি দোষী নহি তোমার গোচর॥
অপরাধী না হলেও মৃত্যু যোগ্য হই।
স্বরূপ বচনে তব সমীপেতে কই॥
আমার বৃত্তান্ত যদি শুনেন আপনি।
তবেত প্রত্যয় তব হবে নৃপমণি" ॥
এ বচন শ্রবণ করিয়া ভূভূষণ।
বলেন, "বৃত্তান্ত তব করহ বর্ণন" ॥

(দাস কহে) "মহারাজ করুন শ্রবণ
বোগদাদে জন্ম মম আমি অভাজন॥
জনেক যুবক পাশে ছিলাম তথায়।
সে ছিল নিপুণ সূচীজীবী ব্যবসায়॥
পরে এক পণ্ডিতের রমণী রতন।
বিবাহ করিয়া তিনি পান বহু ধন॥
সুখে থাকিতেন তিনি কামিনী সংহতি।
যদি সে না হতো কভু দুশ্চরিত্রা অতি॥
একদিন গোপনে সে যুবার রমণী।
মম প্রতি আসক্তি জানায় সেই ধনী॥
কাম ভাবে কামিনী কহিল করে ধরি।
ভুলিল নয়ন মম তবরূপ হেরি॥
ধৈরজ না ধরে প্রাণ তব অদর্শনে।
ইচ্ছাকরে রাখি সদা নয়নে নয়নে॥
তবসহ প্রেমালাপে সুখে কাল হরি।
এই সে বাসনা মম দিবস শর্ব্বরী॥
যদি তুমি মোরে লয়ে কর পলায়ন।
মনের সুখেতে করি সময় যাপন॥
সুবর্ণ রজত রত্ন যতেক আমার।
এ সকল অধিকার হইবে তোমার" ॥
দুষ্টার এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ॥
কহিলাম "আমাহতে না হবে এমন॥
তুমি ঠাকুরাণী হও আমি তবদাস।
কেমনেতে পুরাইব তব অভিলাষ॥
বিশেষ কৃতঘ্ন আমি হইব কেমনে।
অন্যায়েতে লোভ করি স্বপ্রভুর ধনে॥
মম অস্বীকারে হাসি দুঃশীলা রমণী।
হাবভাব ভঙ্গি কত প্রকাশিল ধনী॥
অবশেষ পড়িতার প্রেম বাগুরায়।
মনের ধৈর্য্যতা সব হারাই হেলায়॥
অনন্তর পাপ কর্ম্মে হইল মনন।
ভাবিলাম কিরূপে করিব পলায়ন॥
কেহ নাহি জানে দুষ্ট অভিসন্ধি যাহা।
কিরূপেতে নির্ব্বাহ করিব দোঁহে তাহা॥

একদিন প্রভু মম নগর মধ্যেতে।
গিয়াছিল স্বীয় কোন বন্ধুর গৃহেতে॥
অধিক বিলম্ব তাঁর হইল যখন।
গোপনেতে দোঁহে মোরা করিনু চিন্তন॥
পলাবার শুভকাল জানি সেইক্ষণ।
দাসগণে নারী ডাকি কহিল তখন॥
এক এক জনে ধনী লইয়া গোপনে।
এক এক কার্য্যে ভার দিল সেইক্ষণে॥
দিয়া সে প্রচুর স্বর্ণ জনেকের করে।
বলিল দামাসে তুমি যাওরে সত্বরে॥
এনা আর শর্ম্মা কিনি আমার কারণ।
অচিরে আপন দেশে করিবে গমন॥
আর জনে আজ্ঞাদিল যাইতে মক্কায়।
সাধিয়া আমার কাজ আসিবে ত্বরায়॥
এরূপে রূপসী যত আপন কিঙ্করে।
একে একে বিদায় করিল সুখান্তরে॥

দিল সে এমন ভার তাহাদের প্রতি।
বৎসরের মধ্যে কারো না হইবে গতি॥
জন-শূন্য দুই জনে হইনু যখন।
বহু মূল্য রত্ন সব করিনু গ্রহণ॥
যেমন হইল নিশি অমনি দুজনে।
পলায়ন করিলাম অতি সংগোপনে॥
দ্বার বদ্ধ করি চাবি করিয়া গ্রহণ।
বসরার পথে দোঁহে করিনু গমন॥]

সে নিশি কামিনী সহ সত্বর গমনে।
এড়ালাম বহু স্থান অতি সংগোপনে॥
পর দিন প্রত্যূষে কএক দণ্ড পরে।
দুই জনে উত্তরিনু বসরা নগরে॥
পথশ্রান্তে শ্রান্তা অতি কামিনী হইল।
অধিক চলিতে আর নাহিক পারিল॥
রমণীকে ক্লান্তা দেখি আমি সেইক্ষণ।
বসিলাম সরোসীর কূলেতে তখন॥
সম্মুখে প্রাসাদ এক দেখিনু উত্তম।
রাজাধিরাজের যোগ্য ধাম মনোরম॥
মুখ পদ প্রক্ষালণ করি সেই জলে।
জল পানে শ্রান্তি দূর করি সেই স্থলে॥
হেনকালে তথা দেখিলাম এক জন।
কিঙ্কর নিকর সহ করিছে গমন॥
দুই জন দাস তার জাল করি ঘাড়ে
অচিরে আইল সেই পুকুরের পাড়ে॥
তাহাদের দৃষ্টি পথে হইতে গোপন।
শীঘ্র তথা হৈতে দোঁহে করিনু গমন॥
কিন্তু সে বিফল চেষ্টা হইল আমার।
রমণীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল তাহার॥
ললনা নয়নে তারে করে আকর্ষণ।
আমাদের নিকটে আইল সেই জন॥
সম্ভ্রমে সে সেবামাবে সেলাম করিল।
যুবতী যুবক প্রতি প্রতিদান দিল॥
উভয়ের মন করে উভয়ে হরণ।
নয়ন ভঙ্গিমা দেখি জানিনু কারণ॥
শ্রান্তযুতা হেমাঙ্গিরে হেরিয়া নয়নে।
যুবক বাসনা কৈল লতে স্বভবনে॥
কামিনীর কাছে কহে পরিচয় তার।
গায়াস-উদ্দীন নাম জানিবে আমার॥
বসরার নরপতি খুল্লতাতামার।
একমাত্র ভ্রাতৃপুত্র আমি হই তার॥
এ কথায় কামুকী হইল তুষ্ট কত।
যাইতে তাহার সঙ্গে হইল সম্মত॥
উভয়ের ভাব ভঙ্গি করি দরশন।
সন্দেহ আমার মনে হইল তখন॥
বিপদ আশঙ্কা আমি করিয়া মনেতে।
চলিলাম নারী সহ কুমার সঙ্গেতে॥
যুবক যুবতী পেয়ে পুলক অন্তরে।
লইয়া চলিল তারে আপন অন্দরে॥
মনোহর গৃহে এক লইয়া তাহারে।
বসাইল রম্যাসনে যত্ন সহকারে॥
উভয়েতে একাসনে হয়ে উপবিষ্ট।
করে কত প্রেমালাপ মনে হয়ে হৃষ্ট॥
হেনকালে তথা এক দাস আসি কয়।
"যুবরাজ! হইয়াছে ভোজন সময়"॥
এ কথা শুনিয়া যুবা প্রফুল্ল অন্তরে।
সন্তুষ্ট অন্তরে ধরি কামিনীর করে॥
সুসজ্জিত গৃহে এক লইয়া তাহায়।
যতনেতে বসাইল চিকন শয্যায়॥
মনোহর সুন্দর সুরম্য সেই ঘর।
জড়িত জড়য়া কত তাহার ভিতর॥
উপরে ঝুলিছে ঝাড় শোভাকর কত।
দেয়ালে দেয়ালগিরি আছে কতশত॥
কিংখাপের পাখা ঝুলে গৃহের ভিতর।
মেঝেতে গালিচা পাতা দেখিতে সুন্দর॥
ভোজন আধার মেজ শোভে মধ্যস্থলে।
কারচোবের কাজকত তদোপরেজ্বলে॥
সুবর্ণ রজত পাত্র আর হেম ঝারি।
সেই মেজে সাজায়ে রেখেছে সারি২॥
কাচ পাত্রে পূর্ণ কত সুরা মনোরম।
যাহার পানেতে ঘটে জ্ঞানীর বিভ্রম॥
বিচিত্র সুচিত্র কত চিত্তহরা ছবি।
মণিময় দীপ্তময় যেন রবিছবি।
হেন সুসজ্জিত গৃহে বসি দুই জন।
পরম কৌতুকে সুখে করিছে ভোজন॥
আমিও তাদের পাশে বসিলাম এসে।
ভোজ্য দ্রব্য দাসগণে যোগাইল শেষে॥
নানাবিধ ফলমূল উপজয়ে মুদা।
বিবিধ প্রকার মাংস শান্তি করে ক্ষুধা॥

হেনকালে আসি এক কিঙ্কর চতুর।
সবাকারে যোগাইল মদিরা প্রচুর॥
আমাকেও এক পাত্র দিল পূর্ণ করে।
পান করিলাম তাহা পুলক অন্তরে॥
পুনঃ এক পাত্র আনি মোরে যোগাইল।
না জানি কি চূর্ণ তাহে মিশাইয়াছিল॥
সেই পাত্র পান করি হইল এমন।
জ্ঞান শূন্য হইলাম হরিল চেতন॥
নিদ্রায় বিহ্বল হৈয়া করিনু শয়ন।
তদন্তর কি হইল না জানি কারণ॥

পর দিন প্রাতে উঠি করি নিরীক্ষণ।
সরোবর তীরে আছি করিয়া শয়ন॥
ইহাতে বিস্ময় যক্ত হইল অন্তর।
মনে২ আমি চিন্তিলাম তদন্তর॥
কৌতুকাভিলাষী হয়ে নৃপ দাস কেহ।
আমাকে রাখিল হেথা নাহিক সন্দেহ॥
এত ভাবি রাজবাটী যাই ত্বরাকরে।
কপাটে আঘাত করি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে
তাহে এক জন দাস দ্বার খুলি দিল।
কি কারণে হেথা তুমি মোরে জিজ্ঞাসিল
আমি কহিলাম ভাই করহ শ্রবণ।
বিদেশিনী রমণীর করি অন্বেষণ॥
সে জন কুভাষে মোরে করিল উত্তর।
নাহি কোন বিদেশিনী বাটির ভিতর॥
এত বলি সেই জন দ্বার রুদ্ধ করে।
আমি পুনর্ব্বার তারে ডাকি উচ্চৈঃস্বরে
সে জন আসিয়া পুনঃ করিল জিজ্ঞাসা।
কিবা প্রয়োজন তব কি নিমিত্তে আসা॥
আমি কহিলাম ভাই চিননা আমায়।
আমি সে নারীর সঙ্গি যে আছে হেথায়
সে কহিল আমি কভু তোমারে না চিনি।
কল্য হেথা আসেনাই কোনহ কামিনী॥
হেথা হতে শীঘ্র তুমি করহ গমন।
কপাটেতে করাঘাত করোনা কখন॥
যদি তুমি করাঘাত কর পুনর্ব্বার।
ইহার উচিত শাস্তি পাইবে এবার॥
এত বলি দাস শীঘ্র দ্বার বন্ধ করে।
আমি সেইকালে চিন্তা করিনু অন্তরে॥

এখনো নিদ্রাতে আমি আছি অচেতন।
কিম্বা দেখিতেছি পুনঃ প্রলাপ স্বপন॥
সত্য আমি শ্বাপাবেশ নাহি কদাচন॥
প্রত্যক্ষ বিষয় ইহা নাহিক স্বপন।
কল্য রাজ বাটী মধ্যে হইয়াছে যাহা।
কদাচ আমার বোধে মিথ্যা নহে তাহা॥
কৌতুক করিতে নৃপজের দাস গণ।
আমারে সরসী কুলে করিল স্থাপন॥
যে কালে মদিরা পানে ছিলাম উন্মত্ত।
সে কালে রাখিল হেথা জানিলাম সত্য
এত ভাবি পুনঃ দ্বারে করাঘাত করি।
পূর্ব্ব দাস আসি দ্বার খুলে ত্বরাকরি॥
আর চারি জন আসি তাহার সহিত।
আমারে দিলেক তারা দণ্ড সমোচিত॥
বেত্রাঘাতে কলেবর কৈল জর জর।
আঘাতে শোণিত বহে অঙ্গে নিরন্তর॥
দারুণ প্রহারে আমি হয়ে অচেতন।
মূর্চ্ছাগত হইলাম মৃতের মতন॥
ক্ষণকাল পরে পুনঃ পাইয়া চেতন।
ধিরে২ করিলাম গাত্র উত্তোলন॥
বিষাদ সাগরে আমি হইয়া মগন।
গত দিবসের কথা করিনু চিন্তন॥
নৃপজ কামিনী সনে যে রূপে মিলন।
যে রূপে তাদের হয় প্রণয় ঘটন॥
এই কথা পুনঃ পুনঃ হইলে স্মরণ।
বিষাদ অনলে দগ্ধে আমার জীবন॥
আমাহতে মুক্ত হতে ব্যভিচারী নারী।
এই যুক্তি করিল সে অন্তরে বিচারি॥
সহজে অভীষ্ট-স্বীয় করিল সাধন।
অনায়াসে আমাহতে পাইল মোচন॥
রমণীরে শত শত দেই অভিশাপ।
প্রবল হৃদয় মাঝে বিলাপ কলাপ॥
এ দুরাবস্থায় আমি তত ক্ষুণ্ণ নই।
প্রভুতে কৃতঘ্ন হেতু যত দুঃখি হই॥
মনে হলে আপনার অসদ আচার।
তীক্ষ্ণ বোধ খড়্গে হয় হৃদয় বিদার॥
মনোদুঃখে সেই স্থান ছাড়াইয়া যাই।
কোথা রব কোথা যাব ভাবিয়া না পাই
দুঃখে শোকে নানা দেশ পর্য্যটন করে।
কল্য প্রত্যুষেতে আসি আপন নগরে॥

ক্রমেতে আগত রাত্রি হইল যখন।
মনে ভাবি কোথা বাসা করি অন্বেষণ॥
দেশ পর্য্যটনে শ্রান্তযুক্ত কলেবর।
দুর্দ্দশায় দুরাশায় ভাবিত অন্তর॥
হেনকালে রাজমার্গ করি দরশন।
দুই জনে এক জনে করিছে নিধন॥
সেই জন প্রাণভয়ে করিছে চিৎকার।
শ্রবণে অন্যের হয় হৃদয় বিদার॥
চিৎকারে শঙ্কিত হয়ে দুষ্ট দুই জন।
আমার সম্মুখ দিয়া করে পলায়ন॥
হেনকালে কোতয়াল আসি সেই স্থলে।
দুইজনে ধৃত করে আপনার বলে॥
আমাকেও সেই স্থলে করি দরশন।
উভয়ের সঙ্গী ভাবি করিল বন্ধন॥
অতএব মহারাজ! করি নিবেদন।
নিশ্চয় জানিবে মনে নির্দ্দোষী এ জন॥
কিন্তু স্বপ্রভুতে করি কৃতঘ্ন ব্যভার।
প্রাণ দণ্ড অপরাধ হয়েছে আমার॥

মালিক-নাজীর শুনি দাসের বচন।
বধদণ্ড হতে তারে করিল মোচন॥
কহিলেন স্বীয় দোষ কহিলে তোমার।
সেই হেতু প্রাণদণ্ডে পাইলে নিস্তার॥
পুনরায় হেন কর্ম্ম না হয় যেমন।
ন্যায়েতে আপন কার্য্য করিবে সাধন॥
এত বলি সেই দাসে করিয়া বিদায়।
রাজারে প্রণাম করি দাস চলি যায়॥
হয়ে ভূপ স্বদারার দোষ অবগত।
ইথে পরমেশে কৈল ধন্যবাদ কত॥
সেই দিন হতে রাজা মালিক-নাজীর।
বিবাহ করিতে পুনঃ করিলেন স্থির॥
রূপ গুণ সমন্বিতা আনিয়া কামিনী।
মহা সমারহে বিভা করিলেন তিনি॥
সম্বৎসর মধ্যে সেই রমণী রতন।
নৃপযোগে প্রসবিল সুন্দর নন্দন॥
নিরখি নন্দন মুখ সুখী নররায়।
অতুল সম্পদ দীন দরিদ্রে বিলায়॥
আনন্দের সীমানাই নগর ভিতর।
উৎসবেতে প্রজা পুঞ্জে পুলক অন্তর॥
নানাবিধ বাদ্যোদ্যম নগরে নগরে।
রাগ রঙ্গ নৃত্য গীত হয় ঘরে ঘরে॥
বিবিধ সজ্জাতে সজ্জিভূত সে নগর।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ প্রফুল্ল অন্তর॥
চল্লিস দিবসাবধি এই মহোৎসবে।
নাগর নাগরী যত তুষ্ট ছিল সবে॥
এরূপ আনন্দে রাজা সুখে হরে কাল।
অনিষ্ট বর্জ্জিত দেশ না ছিল জঞ্জাল॥
মালিক-নাজীর তুল্য কোন নৃপবরে।
ছিলনা গুণেতে কেহ ইজিপ্ত নগরে॥
পুত্রভাবে প্রজাগণে করিল পালন।
শিষ্টজনে শান্তি ভাব দুষ্টের শমন॥
ছেনাল বাটপাড় চোর ছিলনা রাজ্যেতে।
সুনিয়মে সুখী ছিল প্রজা সকলেতে॥
প্রতিমুখে ধন্যবাদ নৃপতিরে করে।
কলহ কোন্দল নাহি ছিল কারো ঘরে॥
রাজার কুযশ কেহ না করে ঘোষণা।
সমভাবে হরে কাল পুরুষ অঙ্গনা॥
রাজামাত্য অনুচর আর যত জন।
রাজার অনুজ্ঞা সবে করিত পালন॥
উৎকোচ না নিত কেহ প্রজার নিকটে।
দেশের ব্যবস্থা মান্য করে অকপটে॥
সকৃতজ্ঞ চিত্ত যত ভূপ ভৃত্যগণ।
করিত যত্নের সহ রাজ্যের রক্ষণ॥
পদাতিক সেনাপতি বিচারক যত।
প্রহরী নগর পাল আরো দাস কত॥
আপন আপন কার্য্যে থাকিত সত্বর।
প্রাণপণে সবে রক্ষা করিত নগর॥
আপনিও মহারাজ ধর্ম্ম অবতার।
ন্যায়মতে করিতেন প্রজার বিচার॥
প্রজাগণ কে কেমন আপন নগরে।
নিন্দা কিম্বা যশ রটে জানিবার তরে॥
ছদ্মবেশে করিতেন নগর ভ্রমণ।
নিভৃতে আপনি রাজা লয়ে রক্ষীগণ।
প্রধান সচিব মাত্র থাকিত সঙ্গেতে।
যাইতেন নানা স্থানে কথা প্রসঙ্গেতে॥

একদিন নিশাকালে মালিক নাজীর।
রক্ষীগণ সঙ্গে করি [illegible]

সঙ্গেতে প্রধান খোজা আর মন্ত্রিবর।
ছদ্মবেশে কয় জনে চলিল সত্বর॥
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে কয় জন।
ক্রন্দনের শব্দএক করিলশ্রবণ॥
স্থির মনে কয় জনে সেই স্থানে রয়।
রমণীর শব্দ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অতি উচ্চৈঃস্বরে রামা করিছে চিৎকার।
সেরব শ্রবণে হয় হৃদয় বিদার॥
কারণ জানিতে তার আপনি রাজন।
অনুচরে অনুজ্ঞা করিল সেইক্ষণ॥
করাঘাতে এ বাটীর দ্বার মুক্ত কর।
তদন্ত জানিতে যাব ইহার ভিতর॥
পাইয়া ভূপের আজ্ঞা কিঙ্কর তখন।
করাঘাতে সেই দ্বার করিল মোচন॥
কয় জনে প্রবেশিয়া বাটীর মধ্যেতে।
যুবতী রমণী এক পাইল দেখিতে॥
শোণিত বহিছে অঙ্গে নয়নে জীবন।
উলঙ্গিনী বিষাদিনী মলিন বদন॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দুই দাস দুরাচার।
নির্দ্দয় হইয়া তারে করিছে প্রহার॥
সুন্দর যুবক এক থাকি সেই স্থানে।
আজ্ঞা দেহ ক্রোধ দৃষ্টে চাহি নারীপানে
অঙ্গনার পড়িতেছে অঙ্গের শোণিত।
দেখিয়া যুবক অতি হৃদয়ে হর্ষিত॥
নিরখিয়া নৃপতিরে দাস দুই জন।
নারীকে মারিতে ক্ষান্ত হৈল সেইক্ষণ॥
মালিক নাজীর চিনিলেন সে বামারে।
বোগদাদে বিভা করেছিলেন যাহারে॥
চিনিয়া না চিনিলেন হেন ভঙ্গিকরে।
দাসদ্বয়ে জিজ্ঞাসিলা স্বগভীর স্বরে॥
ওরে দুরাচারদ্বয় পামর দুর্ম্মতি।
কি কারণে কামিনীর করিছ দুর্গতি॥
দাস প্রমুখাৎ জানি এই নরপতি।
নৃপভাষে ত্রাসে শেষে কহে গৃহপতি॥
শুন মহারাজ! পদে করি নিবেদন।
বৃত্তান্ত জানিলে দোষ করিবে মার্জ্জন॥
এই যে রমণী হয় বনিতা আমার।
বিধিমতে করিয়াছে মম অপকার॥
অনুজ্ঞা হইলে পদে করি নিবেদন॥
[illegible] বল তবে ইহার [illegible]

গায়স উদ্দীন মহম্মদ নাম মম।
পৃথিবীতে নরাধম নাহি মম সম॥
মম খুল্লতাত বসরার নরপতি।
পুত্র সম করিতেন স্নেহ মম প্রতি॥
বোগদাদ নগর হইতে কিছু দূর।
সেই স্থানে থাকিতাম নির্ম্মাইয়া পুর॥
এক দিন মৎস্য ধরিবারে করি মন।
সরোবর তীরে আমি লয়ে দাসগণ॥
হেনকালে এ নারীকে করি দরশন।
সম্ভাষ করিতে মম হৈল আকুঞ্চন॥
শ্রান্তযুক্ত দেখি এরে করি অনুনয়।
কহিনু বিশ্রাম কর আমার আলয়॥
ইহার সঙ্গেতে ছিল এক জন নর
আকারেতে বুঝিলাম ইহার কিঙ্কর॥
সম্মতা হইল বামা আমার বচনে।
যতনেতে অঙ্গনায় আনিনু অঙ্গনে॥
বিবিধ কথার ছলে করিয়া বিনয়।
অবশেষে জিজ্ঞাসিনু এর পরিচয়॥
কহিল আমারে বামা শুন পরিচয়।
বোগদাদ নগরেতে আমারআলয়॥
তথাকার নরপতি সভাসদ তাঁর।
শুন গুণনিধি হয় জনক আমার॥
অনূঢ়া কামিনী আমি থাকি পিতৃবাস।
প্রবল হৃদয় মধ্যে বিরহ হুতাস॥
বিবাহের কালপ্রাপ্তা দেখিয়া আমারে।
মম বিভা দিতে পিতা করিল অন্তরে॥
বৃদ্ধ এক আমীর সে আছিল রাজার।
তারে মোরেদিতে পিতাকৈল অঙ্গীকার
শিথিল ইন্দ্রিয় সেই কুরূপ দর্শন।
তাহে বৃদ্ধ জরাতুর বিহীন দশন॥
নবীন যৌবনা আমি অত্যল্প বয়স।
কেমনে বৃদ্ধের সহ পুরিবে মানস॥
তার হস্ত হতে আমি পাইতে নিস্তার।
আপনার পিতৃবাস করি পরিহার॥
এই কিঙ্করের সহ মন্ত্রণা করিয়া।
নিশাকালে গোপনেতে আসি পলাইয়া॥
রমণীর এ কথায় হইল প্রত্যয়।
দেখিয়া ইহার স্থানে হীরক নিচয়॥
পরে কহিলাম আমি কামিনীর প্রতি।
[illegible] আমার বাসে করহ বসতি॥

বনিতা বলিল মম এই আকুঞ্চন।
তব সহ সুখে কাল করিতে যাপন॥
কিন্তু যেই ভৃত্য সঙ্গে এসেছে আমার।
কি জানি দেশেতে গিয়া করয়ে প্রচার॥
কোনছলে মোর দাসে দেহ তাড়াইয়া॥
হেনরূপে যেন হেথা না আসে ফিরিয়া
ইহার সন্ধান যেন কিছু নাহি পায়।
এইরূপ যুক্তি তুমি করহ ত্বরায়॥
এই ভাষে মম দাসে কহিনু তখন।
রমণীর কিঙ্করের হরিতে চেতন॥
মম অনুজ্ঞায় দাস সত্বর হইল।
সুরাসহ চূর্ণ এক মিশাইয়া দিল॥
সেই সুরাপাত্র তারে করিল প্রদান।
সেজন আনন্দসহ করিলেক পান॥
সেই সুরাপান মাত্রে চেতন হরিল।
ভুমিতলে সেই স্থলে নিদ্রায় মোহিল॥
মমাদেশে মম দাস তারে স্কন্ধে তুলে।
লয়ে রাখিলেক গিয়া সরোবর কূলে॥
আর দাসগণে আমি কহিনু তখন।
যদি সেই দাস পুনঃ করে আগমন॥
প্রহার করিয়া তারে দিবে তাড়াইয়া।
কোনমতে এই স্থানে না আসে ফিরিয়া
যা কহিনু ভৃত্যগণে করিল তেমন।
সেই দাস পুনঃ নাহি কৈল আগমন॥
তদন্তর কহি আমি রমণী গোচরে।
কিছু চিন্তা নাই সেই কিঙ্করের তরে॥
বোগদাদে যদি সেই যায় পুনর্ব্বার।
তবু এ বিষয় নাহি হইবে প্রচার॥
কিন্তু পুনঃ ভাবি মনে যদি ইহা হয়।
এত ভাবি ত্যজিলাম আপন আলয়॥

সে স্থান হইতে করি বসরায় বাস।
কৌতুকে কামিনী সহ পুরে অভিলাষ॥
কিছু দিন এইমতে করিনু বঞ্চন।
শেষে ভাগ্যেঘটে বিধাতার বিড়ম্বন॥
পাইলাম সমাচার বোগদাদ-পতি।
ক্রোধিত হয়েছে মম খুল্লতাত প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা আপন মনে করেছে রাজন।
অন্য জনে দিতে বসরার সিংহাসন॥
আমাদের পরিবার স্থিত যতজন।
করিবেন সবাকারে প্রাণেতে নিধন॥
এই ভয়ে বসরা ত্যজিয়া দুইজন।
অল্পভার বহুমূল্য লইয়া রতন॥
নিভৃতে রমণী সহ করি পলায়ন।
আপনার নগরেতে করি আগমন॥
পৌঁছিয়া হেথায় এক বাটী ভাড়া করি।
রমণীর সহ বঞ্চি দিবস শর্ব্বরী॥
হয়ে ললনার প্রেম অনুরাগ গামী।
ধর্ম্মত বিবাহ এরে করিয়াছি আমি॥
প্রাণপণে তুষি মন করিয়া যতন।
ভাবি সদা এই যেন হৃদয়ের ধন॥
প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি অন্তরে আমার।
সর্ব্বদা যতনে মন যোগাই ইহার॥
কিন্তু পাপীয়সী নাকি দুশ্চরিত্রা অতি।
নিয়ত করয়ে পরপুরুষেতে মতি॥
স্নেহে শৃঙ্খল মম করিয়া ছেদন।
মম এক দাস প্রতি করিল মনন॥
নিভৃতে তাহার প্রতি কহিল রমণী।
যদি তুমি বধ কর মম গুণমণি॥
তবে তব সঙ্গে আমি করিব প্রণয়।
দুই জনে সুখে কাল হরিব নিশ্চয়॥
মম সে কিঙ্কর নাহি অকৃতঘ্ন ছিল।
নারীর দুর্ব্বুদ্ধে নাহি সম্মত হইল॥
সেই দাস আসি মোরে কহিল সকল।
শুনি ক্রোধানল হৃদে হইল প্রবল॥
ইহার উচিত শাস্তি দিবার কারণ।
রমণীরে করিতেছি প্রহার এমন॥
মালিক-নাজীর শুনি এতেক ভারতী।
হাস্য করি কহিলেন যুবকের প্রতি॥
রমণীর যোগ্য দণ্ড এ নহে নিশ্চয়।
ধরায় রাখিতে এরে উচিত না হয়॥
এত বলি দাসে করে অনুজ্ঞা তখন।
নাইল নদীতে এরে দেহ বিসর্জ্জন॥
যে আজ্ঞা বলিয়া দাস চলিল লইয়া।
তরঙ্গিণী স্রোতে তারে দিল ভাসাইয়া॥
নদীর প্রবাহে তাকে লইয়া চলিল।
অরণ্য নিকট তীরে তাহারে রাখিল॥
তথায় নিধন প্রাপ্ত হইলে তাহার।
শব গন্ধে নগরেতে হৈল মহামার॥

তাহার অঙ্গের গন্ধে দূষিত পবন।
প্রজার শরীরে হয় রোগের জনন॥
দুষ্টার অশুদ্ধ অঙ্গ প্রভাব এমন।
ত্রিংশৎ সহস্র প্রজা হইল নিধন॥

মন্ত্রীমুখে নররায়, উপাখ্যান সমুদায়,
শ্রবণ করিয়া অতঃপর।
সিংহাসন পরিহরি, উঠিলেন ত্বরাকরি,
মন্ত্রী গেল আপনার ঘর॥
বধিবারে স্বসন্ততি, ঘাতুকেরে অনুমতি,
সে দিন না দিয়ে নরেশ্বর।
অনুচর লয়ে সঙ্গে, শীকারে গেলেন রঙ্গে
তথা শেষ করিলা বাসর॥
প্রদোষে প্রাসাদ মধ্যে, আসিয়া রমণী সদ্মে,) রাণীসহ বসিলা আহারে।
কালপেয়েপাটেশ্বরী, পতিপ্রতিপ্রেমকরি
সকপটে কহিছে রাজারে॥
মহারাজ একিকাজ, নাহি লাজ করব্যাজ,
বধিবারে দুরাত্মা নন্দনে।
মন্ত্রিদের মন্ত্রণায়, মোহিত হইয়া রায়,
মমতা বাড়ালে এইক্ষণে॥
আপন কল্যাণপ্রতি, দৃষ্টিনাহি নরপতি,
বদ্ধ হয়ে মন্ত্রিবাক্য জালে।
বিলম্ব করিছ যত, বিপদ বাড়িছে তত,
প্রমাদ ঘটালে শেষকালে॥
নিকট বিপদ যার, সুহৃদের বাক্য আর,
বিষতুল্য বোধ হয় তারে।
[illegible] নাহিদেখে [illegible],
কত আর বুঝাব তোমারে॥
গত নিশি যে স্বপন, করিয়াছি দরশন,
কহিতে হৃদয় ফেটে যায়।
সহজেতঅবলা নারী, না কয়ে রহিতেনারি
সেই হেতু কহি হে তোমায়॥
সুবর্ণেরগোলাএক, শোভাতার অতিরেক
হীরক নিকরে বিমণ্ডিত।
তুমি তাহা লয়েকরে, লুকিছপুলকান্তরে
একেশ্বর কৌতুক সহিত॥
নূর্জিহান তব পাশে, থাকি সে গোলার আশে,) তব স্থানে চাহে বার২॥
তুমি দিতে অস্বীকার, করিলে হে বার২
বঞ্চিত করিলে আশা তার॥
কিন্তু তব করধৃত, দৈবে গোলা অপমৃত,
হয়ে তার করেতে পড়িল।
না জানি মর্য্যাদা তার, তব পুত্রদুরাচার
সেই গোলা পাষাণে ভাঙ্গিল॥
প্রস্তর আঘাতে চূর্ণ, হইল সে গোলাতূর্ণ
হীরা সব পড়িল ছিঁড়িয়া।
আমি সেইক্ষণে গিয়া, একে২ কুড়াইয়া
তব করে দিলাম তুলিয়া॥
তদন্তরে নরপতি, চকিত হইয়া অতি,
নিদ্রা ভঙ্গে উঠিনু জাগিয়া।
হেরে সেই কুস্বপন, অস্থির আমার মন
থাকি থাকি উঠিছে কাঁন্দিয়া॥
এতেক বচন শুনি, কহিছেন নৃপগুণি
এ স্বপনে কিবা জানাইল।
রাজ্ঞী কহেনররায়, শুন কহিহে তোমায়
স্বপনে যা বিজ্ঞাত করিল॥
স্বর্ণ গোলাতবকরে, রাজ্যের আদর্শধরে
নুর্জিহান বাঞ্ছা করে যাহা।
কিন্তু তুমিবর্ত্তমানে, রাজ্যভারপুত্রস্থানে
দিতে নাহি বাঞ্ছা কর তাহা॥
কুমার দুষ্টতা করি, সে গোলা করেতে ধরি,) পাষাণ আঘাতে চূর্ণ করে
ইথে জানাগেলযাহা, শুননাথকহিতাহা
স্বরূপেতে তোমার গোচরে॥
যদি তুমি স্বনন্দনে, নিবারণ এইক্ষণে
নাহি কর পড়িয়া মায়ায়।
[illegible] রাজ্য অধিকার, করিবেক ছারখার
বিবাদেতে ফেলিবে তোমায়॥
আমি হীরা কুড়াইনু, তব হস্তে সমর্পিনু
ইথে এই হইল প্রমাণ।
কুমারের দুরাশায়, সম্মতা না হয়ে তায়
রাখিলাম তোমার সম্মান॥
স্বপনের কথা স্মরি, অন্তরে বিচার করি
সুশিক্ষা করহ সংগ্রহণ।
সবক্তুকিন নামে ভূপ, করিলেন সেইরূপ
মন্ত্রি বাক্য করিয়া শ্রবণ॥

দুই পেচকের উপাখ্যান।

ভূপতি সুবক্ত-কিন পারসাধিপতি।
বিদ্যা বুদ্ধি গৌরব প্রতাপযুক্ত অতি॥
নানাগুণ অকূপার মহিমা অপার।
শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্যের আধার॥
প্রজাজন-বল্লভ দুর্লভ মানবেতে।
বৈরি বিবর্জ্জিত প্রীতিপাত্র এ জগতে॥
অর্থীগণে মুক্তদ্বার তাঁহার ভাণ্ডার।
ছিলেন অনাথ দীন তরণি কাণ্ডার॥
কিন্তু হইয়াও এত গুণের নিলয়।
মৃগয়া ব্যাসক্তি তাঁর ছিল অতিশয়॥
অনুচর নিকর সর্ব্বদা সঙ্গে নিয়া।
ভ্রমিতেন পশুকুল নিধন করিয়া॥
মৃগয়ার পরতন্ত্র হইয়া রাজন।
করিতেন নিরর্থক সময় হরণ॥
রাজকার্য্যে মনোযোগ তাহে নাহি ছিল
শাসনের ব্যতিক্রম হইতে লাগিল॥
রাজকার্য্যে রাজেন্দ্রের ঔদাস্য কারণ।
লাগিল নগরী সব হইতে পতন॥
না হওয়াতে সংস্কার প্রাসাদ সকল।
অকালে পাইল সবে ধ্বংসের কবল॥
শান্তিকার্য্যে বিশৃঙ্খল ঘটিয়া উঠিল।
দুষ্কর তস্কর সব প্রবল হইল॥
দিনে করে ডাকাতি অরাতি বৃদ্ধি হয়।
নগর লুণ্ঠন করে মিলি দস্যুচয়॥
প্রজাদের ধন প্রাণ রক্ষা করা ভার।
অকূলে পড়িয়া সবে করে হাহাকার॥
আপনার ধন প্রাণ করিতে রক্ষণ।
কেহ কেহ দেশছাড়ি করে পলায়ন॥
কেহ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বিপদে পড়িয়া।
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কাঁদে চিৎকার করিয়া॥
ধনিক বণিক্ সব তেজি ব্যবসায়।
বিপন্ন হইয়া সবে অন্যত্রে পলায়॥
বাণিজ্যের স্রোত রোধ হয় সেইক্ষণে।
পণ্য শালা শূন্য সব ক্ষুণ্ণ প্রজাগণে॥
বহু জনাকীর্ণ যেই জনপদ ছিল।
এবে জন-শূন্য ঘোর অরণ্য হইল॥
পূর্ব্বে যেই গৃহে ছিল নরের নিবাস।
আসিয়া শ্বাপদ কুল করিল আবাস॥
শার্দ্দূল শূকর আদি ভল্লুক নিকর।
পালে পালে প্রবেশিল নগর ভিতর॥
ভীষণ আকার সব করে ভীম রব।
আরম্ভিল করিবারে মহা উপদ্রব॥
নির্ভয়ে বেড়ায় তারা ধোরে খায় নরে।
প্রজাদের হাহারব হয় প্রতি ঘরে॥
কৃষকে না করে চাস বাস ছাড়ে তারা।
পশুর কবলে পড়ে কত যায় মারা॥
হাট মাঠ ঘাট বাট তৃণে আচ্ছাদিল।
শোভনীয় রম্য হর্ম্মে বনজ জন্মিল॥
কণ্টকী বৃক্ষেতে সব পূরিল নগর।
ক্রমেতে হইল ঘোর বন ভয়ঙ্কর॥
শৈবাল মালায় আচ্ছাদিল সরোবর।
বন্য মহিষাদি আসি ছাইল পুষ্কর॥
যেই সরসীতে ফুটি শত শতদল।
পথিক জনের নেত্র করিত শীতল॥
যাহে পূর্ব্বে মীন সব করিত বিহার।
রজত উপম অঙ্গ করিয়া বিস্তার॥
বাসিত কমল গন্ধে যাহার জীবন।
পানস্পর্শে যুড়াইত পথিক জীবন॥
যাহে পূর্ব্বে মধুলুব্ধ মধুব্রত গণ।
সরোজে বসিয়া সুখে করিত নর্ত্তন॥
যার চারিদিকে নানা জাতিতরু গণ।
ফল ফুল অলঙ্কারে হইত শোভন॥
স্ফটিক নির্ম্মিত যার সোপান নিকরে।
করিত আনন্দ দান হৃদয় কন্দরে॥
এখন তাহাতে আসি মহিষের দল।
পঙ্কিল করেছে সেই সরসীর জল॥
মুকুর সদৃশ স্বচ্ছ সলিল তাহার।
হইয়াছে তম বর্ণ পঙ্কের আধার॥
পূর্ব্বে যেই অট্টালিকা ছিল সংস্কৃত।
স্ফটিক সদৃশ শুভ্র বরণে শোভিত॥
যার চারিদিগে ছিল কৃত্রিম কানন।
দ্বিজ পরিবার যাতে করিত চরণ॥
আপন আপন স্বরে সুমধুর সুরে।
ঢালিত অমিয় রাশি শ্রুতি যুগপুরে॥
যেই হর্ম্মে পূর্ব্বে লাগি শশির কিরণ।
প্রতিভাতে রমণীয় হইত দর্শন।
যাহার গবাক্ষে আগে কামিনী বদন।
কমল সদৃশ শোভা করিত ধারণ॥

এখন তাহাতে যত ঊর্ণনাভীগণ।
জাল্লী তুল্য করিয়াছে ঊর্ণার রচন॥
প্ররোহিত প্রাচীরে শৈবালরাজী যত।
করিয়াছে তার পূর্ব্ব শোভা সব হত॥
ছিল কাঞ্চনের কাজ যে নাট্য শালায়।
এখন ভীষণ তাহা ভুজঙ্গ মালায়॥
নানা রঙ্গে চিত্রিত যে সব চিত্রাগার।
এখন চিত্রিত তাহে শোণিতের ধার॥
আতর গোলাব গন্ধে যে গৃহ গন্ধিত।
সে এখন পূতি গন্ধে হয়েছে পূরিত॥
পূর্ব্বে নিশাকালে যেই ভবন সকল।
বর্ত্তিকার আলোকেতে হইত উজ্জ্বল॥
এখন নাগিনী যোগে খদ্যোতের মালা।
সেই সব গৃহেতে হয়েছে দীপ মালা॥
প্রদোষ সময়ে পূর্ব্বে যে সব ভবন।
নিনাদিত কামিনীর মধুর নিস্বন॥
মঙ্গল গীতিকাগানে কর্ণ যুড়াইত।
এখন তাহাই শিবাকুল নিনাদিত॥
ঘোর অমঙ্গল রব করে শিবাগণ।
শ্রবণে অমনি হয় বধির শ্রবণ॥

নৃপের অনবধান হেতু এই সব।
ঘটিল হইল তাহে মহা উপদ্রব॥
খাসায়াস নামে মুখ্য অমাত্য রাজার।
বুদ্ধে বৃহস্পতি সর্ব্ব গুণের আধার॥
রাজ্যময় এই দশা করিয়া দর্শন।
অতিশয় খেদ-যুক্ত হৈল তার মন॥
সচিব সতর্ক ভূপে করিবে কেমনে।
এই চিন্তা সমুদিত সদা তার মনে॥
সহসা কহিতে শক্ত নহে কোন মতে।
কি জানি যদ্যপি পড়ে নৃপ কোপ পথে॥
স্বভাবতঃ প্রভুজন স্বতন্ত্র স্বভাব।
হিতে বিপরীত ভাবে প্রতাপ প্রভাব॥
বিশেষ ব্যসনাসক্ত হইলে রাজন।
কোন মতে নাহি শুনে প্রবোধ বচন॥
আপনার অভিলাষ পূরণ কারণ।
অনায়াসে করয়ে গর্হিত আচরণ॥
সর্ব্বনাশ হয় তবু নাহি দেখে চেয়ে।
অবহেলে হারায় বিভব সব পেয়ে॥

এ কারণ খাসায়াস না পায় সময়।
কেমনেতে দিবে অনিষ্টের পরিচয়॥
দৈবে একদিন সেই অবনীভূষণ।
মন্ত্রীসহ মৃগয়ায় করিল গমন॥
নানা কথা প্রসঙ্গে পুলক দুই জন।
ক্রমে ক্রমে বহু দূর করিল গমন॥
হেনকালে কাল পেয়ে সচিব প্রবর।
পার্থিবের প্রতি কহে হয়ে যোড়কর॥
শ্রীচরণে নিবেদন করি দণ্ডধারি।
পক্ষীদের ভাষা আমি বুঝিবারে পারি॥
কি পাপিয়া দহিয়াল তুতি হিরামন।
শ্রবণ মাত্রেতে বুঝি এদের বচন॥
ইত্যাদি বিমানচর যত জাতি হয়।
সবাকার ভাষা আমি বুঝি সমুদায়॥
(নৃপতি কহিল) মন্ত্রি! সত্য কি এমন।
বিহগের ভাষা তুমি করেছ শিক্ষণ?॥
(সচিব কহিল) শুন শুন নররায়।
উদাসীন এক ইহা শিখায় আমায়॥
তাঁর কৃপাগুণে পাইয়াছি বিদ্যা সার।
অতি চমৎকার ইহা অতি চমৎকার॥
শ্রীযুতের অনুজ্ঞা এ কিঙ্করের প্রতি।
হইবে যখন শুনিবেন নরপতি॥

এইরূপ কথোপকথনে দুই জন।
মৃগয়া করিয়া বনে করিছে ভ্রমণ॥
তীক্ষ্ণ শর শরাসনে করিয়া সন্ধান।
বধিল ভূপতি বহু শ্বাপদের প্রাণ॥
প্রাণভয়ে পশু কুল করে পলায়ন।
কেহবা ভূপের বাণে পাইল মরণ॥
বনস্থলী সঙ্কুল হইল ভীমরবে।
হরিণ হরিণীগণ চমকিত সবে॥
পশুঘাতী নরপতি হইয়া ভীষণ।
কাননেতে করিলেন দিবস যাপন॥
হেনকালে সন্ধ্যা আসি হইল উদয়।
নরের আয়ুর তুল্য দিবা হয় ক্ষয়॥
দিনকর অস্তাচলে করিল গমন॥
সন্ধ্যা রাগে শূন্যময় শোণিত বরণ॥
নানা স্থান হইতে আসিয়া পক্ষীগণ।
আবাস তরুতে করে আশ্রয় গ্রহণ॥

চঞ্চুপুটে খাদ্য সব করি আহরণ।
সস্নেহে শাবকদিগে করয়ে অর্পণ॥
পুলকে পূর্ণিত হয়ে পতঙ্গ সকল।
আপন আপন স্বরে করে কোলাহল॥
মন ঘন মৃদুমন্দ সমীর সঞ্চরে।
পথশ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করে॥
কুজিত কোকিল কুল ভ্রমর গুঞ্জিত।
তরু দেহে ফুল সব হয় বিকসিত॥
পরিয়া তিমির বাস আসিছে শর্ব্বরী।
নরেন্দ্র নয়নে ইহা নিরীক্ষণ করি॥
স্বমন্ত্রী সহিত ভূপ হয়ে হরষিত।
বাটীতে যাইতে যাত্রা করিল ত্বরিত॥
আসিতে আসিতে নিরখিল নৃপবর।
আছে দুটা পেঁচা বোসে রক্ষের উপর॥
তাহাদিগে নিরখিয়া অবনীভূষণ।
মন্ত্রিবর প্রতি আজ্ঞা করিল তখন॥
"যাহ মন্ত্রি জানিয়া আইস বিবরণ।
কিবা এরা করিতেছে কথোপকথন"॥
"যে আজ্ঞা" বলিয়া মন্ত্রী করিল গমন।
সেই বৃক্ষ মূলে আসি দিল দরশন॥
মনোসংযোগেতে কর্ণ মূলে হাত দিয়া।
ক্ষণকাল সেই স্থানে রহে দাঁড়াইয়া॥
পরে রাজ সন্নিধানে করিলে গমন।
কহে নৃপ "কহ, কি শুনিলে বিবরণ॥
শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছে মম মন।
প্রকাশিয়া পূর্ণ কর মম আকুঞ্চন॥
(মন্ত্রী বলে) "মহারাজ! করি নিবেদন।
যদি মম অপরাধ করেন মার্জ্জন॥
তবে ওরা যা কহিল কহিবারে পারি।
অন্যথা অভয় বিনে কহিবারে নারি"॥
(নৃপতি কহিল) "ইথে কিচিন্তা তোমার
নির্ভয়ে আমারে কহ করিয়া বিস্তার?"॥
কৃতাঞ্জলি পুটে মন্ত্রী কহেন তখন।
"অনুগ্রহ করি ভূপ করুন শ্রবণ॥
শ্রীযুতের প্রসঙ্গেতে বিহঙ্গ যুগল।
কহিতেছে পরস্পর বচন বিরল॥
ওই দুই পেচকের শুন বিবরণ।
একের দুহিতা আছে একের নন্দন॥
সুতের জনক যেই সুতার জনকে।
বৈবাহিকী ব্যবহারে কহিছে পুলকে॥
"ওহে ভাই মম বাক্যে কর প্রনিধান।
যদি মম পুত্রে কন্যা কর সম্প্রদান॥
জামাতার জৌতুক স্বরূপ দান ধরি।
চাই আমি পঞ্চাশত উৎসন্ন নগরী"॥
একথায় কন্যাকর্ত্তা করিল উত্তর।
"ওহে ভাই! পঞ্চাশত অতি তুচ্ছতর॥
যদি তুমি ইচ্ছা কর করিতে গ্রহণ।
পারি আমি পঞ্চশত করিতে অর্পণ॥
থাকিতে পারস্য-অধিরাজ বর্ত্তমান।
অসংখ্য নগরী পারি করিতে প্রদান॥
এই সে প্রার্থনা সর্ব্ব দেবের সমাজে।
দীর্ঘ আয়ু করুন পারস্য-অধিরাজে॥
পারস্যের অধিনাথ রবেন যাবৎ।
এ বিষয়ে কিছু চিন্তা নাহিক তাবৎ॥
এ রূপ কহিতেছিল পেচক যুগল।
আপনার শ্রীপদে কহিনু অবিকল॥

নৃপতি ছিলেন অতি চতুর প্রধান।
ইঙ্গিতজ্ঞ মর্ম্মজ্ঞানী সুধীর বিদ্বান॥
অমাত্যের মর্ম্ম কথা হয়ে অবগত।
প্রজানাথ সতর্ক হলেন পূর্ব্বমত॥
স্বীয় অবিবেক কৃত দোষ সমুদয়।
জানিয়া দুঃখিত হইলেন অতিশয়॥
পূর্ব্বমত সতর্ক হইয়া ভূভূষণ।
ব্যসন ত্যজিয়া রাজকার্য্যে দেন মন॥
সুশৃঙ্খল করিলেন রাজ্যের শাসন।
করিলেন বিধিমত নিয়ম স্থাপন॥
ধ্বংস হয়েছিল যে যে নগরী তাঁহার।
পুনর্ব্বার তাহার করেন সংস্কার॥
হাট মাঠ বাট ঘাট হলে পরিস্কার।
পূর্ব্ব রূপ হৈল তাহা শোভার আধার॥
পলাতক প্রজা সব আসি পুনর্ব্বার।
করিল বসতি তথা লয়ে পরিবার॥
পূর্ব্বরূপ রাগ রঙ্গে সকলে রহিল।
ভূপতির যশঃ গান গাইতে লাগিল"॥

যেই কালে এ আখ্যান, করিলেক সমা-
ধান,) মহীপ মহিষী পাপীয়সী।

সেই কালে নররায়, জ্বলন্ত অনল প্রায়,
মসীময় হৈল বোধ শশী ॥
নারীকৃতপ্রতারিত, বোধবিধু বিবর্জ্জিত,
অহিত সঙ্কায়ী ভূভূষণ।
রাণী কাছে সেইক্ষণ, করিলেন দৃঢ় মন,
পুত্র শির কবিতে ছেদন ॥
রাণীপ্রতিসম্বোধিয়া,কহিছেনপ্রবোধিয়া,
"ভেবোনা প্রেয়সি' কিছু আর।
তোমারবাঞ্ছিতযাহা,কালিসিদ্ধহবেতাহা,
শত্রু তব হইবে সংহার ॥
ভগবান বিভাকর, বিস্তারিয়া নিজ কর,
কল্য যবে প্রকাশ পাইবে।
যে তব টুটিলমান, করিলেক অপমান,
যমবাসে তখনি যাইবে ॥
এইরূপেপ্রবোধিয়া,ভামিনীরেশান্তাইয়া
শয়ন মন্দিরে প্রবেশিয়া।
সুষুপ্তি মহিলাবেশ, করিয়া যামিনী শেষ,
শয্যা তেজে ঈশ্বরে স্মরিয়া ॥
প্রাতঃকৃত সমুদায়, সমাপন করি রায়,
বার দিল সমাজ মন্দিরে।
সচিব সদস্যগণ, সকলেতে আগমন,
সেই কালে করিল অচিরে ॥
ভট্টগণে রায়বার, গাইতেছে অনিবার,
বন্দীগণে স্তুতি পাঠ করে।
ব্যজনী লইয়াকরে, কিঙ্করে ব্যজন করে,
ছত্রধরে শিরে ছত্র ধরে ॥
নরপতিহাসাকিন, হয়ে অতিক্রোধাধীন,
কিঙ্কর নিকরে আজ্ঞা করে।
পূরাতেরাণীরআশ, ছেদ করি স্নেহপাশ,
নূর্জিহানে আনিতে সত্বরে ॥
প্রধান সচিব যেই, হেন কালে উঠি সেই,
ভূপতিরে করযোড়ে কয়।
"তবপদেহে রাজন,! দাসের এ নিবেদন
বধোনাকো আপন তনয় ॥
দীর্ঘকাল বাঁচিবার, সাধ থাকে হে
তোমার,)থাকিতে এ অবনী মণ্ডলে
তবেমন্ত্রিদের ভাষে, উড়াওনা উপহাসে
যদ্যপি থাকিবে সুকুশলে ॥
শ্রীযুতের মহোন্নতি, যাতে হয় বুদ্ধিমতী,
এই চিন্তা করি অনুক্ষণ।
পুত্র সম প্রজাগণ, করিবেন সুপালন,
পাইবেন অনন্ত জীবন ॥
একমাত্র আলম্বন, রাখিতে এসিংহাসন,
যেই তব হৃদয় নন্দন।
তাহার জীবননাশি,হৈয়নাকোঅবিশ্বাসী,
ধরাধামে তুমি হে রাজন ॥
কুমন্ত্রণা যে তোমায়, দিতেছেহে নররায়
ইহাতে সে তুষ্ট নাহি হবে।
তোমার জীবন নাশি, আনন্দ সাগরে
ভাসি.) সর্ব্বনাশী ক্ষান্ত হবে তবে ॥
বিলম্বেঅথবাআশু, নাসিবে তোমারঅসু
সেই কুলহস্ত, কলঙ্কিণী।
যেন বানপ্রস্থ্যজনে, ভুলাইল কুমন্ত্রণে,
ভুত এক,শুন সে কাহিনী" ॥

বানপ্রস্থ্য বারসিসার উপাখ্যান।

পুরা কালে ছিল এক ধার্ম্মিক সুজন।
ঈশ্বর ভজনে কাল করিত যাপন ॥
বিষয়ে উদাস্য সদা নির্লোভ শরীর।
শুচি সদাশয় শ্রদ্ধাবান জ্ঞানী ধীর ॥
জিতেন্দ্রিয় হিংসাশূন্য অতি পু ্যবান।
জগত ব্যাপিয়াছিল তাহার সম্মান ॥
অকামী অক্রোধী পর উপকারে রত।
সুশীল সাধুতা পূর্ণ কব গুণ কত ॥
নিরালস্য ভ্রম প্রমা প্রমাদ রহিত।
অতন্দ্রা বিগত নিদ্র্য নির্ম্মল চরিত ॥
অনশনে দিবাভাগ করিত হরণ।
কখন পক্ষান্তে কভু মাসান্তে ভোজন ॥
এই রূপে শত বর্ষ বনে গোঁয়াইল।
তাহার সুখ্যাতি সব ভুবনে ভরিল ॥
নিরন্তর ধ্যানরত সমাধি-বিশিষ্ট।
কায মনে অনশনে ভাবিতেন ইষ্ট ॥
বারসিসা তাহার নাম সর্ব্বগুণধাম।
আশ্রিত জনার পূরাইত মনস্কাম ॥
অরণ্যান্তরালে ছিল আশ্রম তাহার।
মৃগে ব্যাঘ্রে যেইস্থানে করিত বিহার ॥
নগরস্থ লোক যত মঙ্গল কারণ
তার দ্বারা করাইত শুভ স্বস্ত্যয়ন ॥

কামনা করিয়া মনে যে ভাবিত যাহা।
তাহার প্রসাদে শুভ সিদ্ধ হৈত তাহা॥
ব্যাধিত বধীর অন্ধ বৃদ্ধ জরাতুর।
অন্য অন্য রোগে যারা নিতান্ত বিধুর॥
তাহার নিকটে গেলে রোগে মুক্ত হয়॥
ঈশ্বরে ধেয়ায়ে সেই আরোগ্য করয়।
ঈশ্বর তাহার স্তব করিত শ্রবণ।
লোকের মঙ্গল তাহে হৈত সর্ব্বক্ষণ॥
আরো করি অলৌকিক ক্রিয়া সমাপন।
লোকমাঝে হয়েছিল প্রতিষ্ঠা ভাজন॥

সেই দেশে নরপতি আছিলেন যিনি।
দৈবাৎ পীড়িতা হৈল তাঁহার নন্দিনী॥
ভূপতির এক মাত্র সেই কন্যা ধন।
কন্যার পীড়াতে রাজা দুঃখিত জীবন॥
করাইল চিকিৎসা আনায়ে বৈদ্যগণ।
চিকিৎসা করিল তারা করি প্রাণপণ॥
আরোগ্য করিতে তারে কেহ নাপারিল
দেখিয়া নরেশ মহা চিন্তিত হইল॥
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়া যত করে বৈদ্যগণ।
ততই কন্যার পীড়া প্রবৃদ্ধি ভীষণ॥
লোকের অসাধ্য রোগ জানিয়া রাজন।
সভাস্থদ্ধ পরামর্শ করিলা তখন॥
মম দুহিতার রোগ বৃদ্ধি অতিশয়।
এ রোগ করিতে মুক্ত লোক সাধ্য নয়॥
অতএব এই স্থির করেছি এখন।
বারসিসার কাছে কন্যা করিতে প্রেরণ॥
পরম তাপস সেই অত্যন্ত প্রবীণ।
তপস্যায় অনশনে দেহ তার ক্ষীণ॥
বিশুদ্ধ শরীর তার পুরুষ উত্তম।
পুণ্যবান ধরাতলে নাহি তার সম॥
সে যদি আমারে করি করুণা বিস্তার।
দুহিতার এ রোগের করে প্রতিকার॥
তবেত আরোগ্য হয় নন্দিনী আমার।
নতুবা উপায় কিছু নাহি দেখি আর॥
একারণে এই যুক্তি করিয়াছি সার।
দুহিতারে পাঠাইব আশ্রমে তাহার॥

এতেক বচন শুনি সভাসদগণ।
নৃপতির যুক্তির করিল প্রশংসন॥
তদন্তর নৃপবর কিঙ্করে ডাকিয়া।
বারসিসা আশ্রমে বালা দিল পাঠাইয়া॥
এত যে হয়েছে বুড়া বারসিসা তখন।
হেরি রাজ দুহিতায় সবিস্মিত মন॥
চিরদিন নারী সঙ্গ নাহিক যাহার।
হেরিয়া চপল হৈল মানস তাহার॥
সতৃষ্ণ অন্তরে তারে করে নিরীক্ষণ।
অনঙ্গের আবির্ভাব হইল তখন॥
হেনকালে ভুত এক পাপাত্মা নিষ্ঠুরে।
আসি কহিলেক বারসিসা কর্ণ পূরে॥
কি কর হে উদাসীন শুনহ বচন।
বহু ভাগ্যে পেলে তুমি রমণীরতন॥
এহেন সময় যেন না হয় নিষ্ফল।
রাজার কিঙ্করবর্গে এই কথা বল॥
অদ্য এ কন্যারে রাখ আশ্রমে আমার।
স্তুতি পাঠ করিব রোগের প্রতিকার॥
আমার আশ্রমে করি যামিনী যাপন।
কালি বালা পিতৃলায়ে করিবে গমন॥
আমার সমস্ত বাক্য কহিবে রাজারে।
কালি প্রাতঃকালে আইস লইতে ইহারে

দুরাত্মার দুর্ম্মন্ত্রণে কিবা নাহি হয়।
ভুতের ভাষেতে যোগী ভুলিল নিশ্চয়॥
সকল চেতনা তার তখনি হরিল।
কহিল কিঙ্কর প্রতি ভূত্য যা কহিল॥
রাজচর একথায় সম্মত না হয়ে।
এক জন পাঠাইল নৃপের আলয়ে॥
সমস্ত রাজারে গিয়া দাস জানাইল।
শুনিয়া ভূপতি তাহে সম্মত হইল॥
কহিল আমার ইথে নাহিক সংশয়।
যত দিন থাকিবারে প্রয়োজন হয়॥
ততদিন তনয়া থাকুক সেইস্থলে।
আরোগ্য হইলে হেথা আসিবে কুশলে॥

পাইয়া রাজার আজ্ঞা যাইয়া কিঙ্কর।
রাজাদেশ সকলেরে করিল গোচর॥

শুনি সবে যোগী স্থানে কন্যারে রাখিয়া।
আইল সকলে তারা বিদায় লইয়া॥
হেনকালে আসি ভূত কহে পুনর্ব্বার।
কি কর বারসিসা কেন বিলম্ব তোমার॥
ধরণীর মধ্যে তুমি অতি ভাগ্যবান।
সেই হেতু হেন নিধি আছে তব স্থান॥
এ হেন লাবণ্যবতী বসুমতী তলে।
কার ভাগ্যে ঘটে নাই কহিনু বিরলে॥
অতএব শুভকার্য্যে দেরি কেন আর।
অচিরে সংসিদ্ধ কর অভীষ্ট তোমার॥
প্রচার না হবে কভু তোমার কাহিনী।
জগতে প্রশংসা তব হয়েছে ব্যাপিনী॥
যদি বালা এই কথা কভু কারে কয়।
তোমার সদ্ গুণে কেবা করিবে প্রত্যয়॥
প্রথমের এই উক্তি করিয়া শ্রবণ।
বারসিসা বিজ্ঞান পথ বিস্মৃত তখন॥
মনের ধৈর্য্যতা দূর হইল তাহার।
ক্রমে সমীপস্থ হৈল নৃপতি বালার॥
অঙ্গেতে অনঙ্গ ভাব হয় উদ্দীপন।
করে ধরি কামিনীরে কৈল আলিঙ্গন॥
শত বর্ষাবধি যাহা যতনে রাখিল।
পলকের মধ্যে তাহা সকলি নাশিল॥

অনঙ্গ বিভ্রম তার যখন ঘুচিল।
সেইকালে জ্ঞান বুদ্ধি পুনঃ উপজিল॥
বিজ্ঞান কণ্টক করে হৃদয় বিদার।
সেই দুঃখে ভূতে যোগী করে তিরস্কার॥
রে দুরাত্মা এই ছিল মনেতে তোমার।
একেবারে ধর্ম্ম নাশ করিলি আমার॥
শতবর্ষাবধি চেষ্টা করি অবশেষ।
আমার ধর্ম্মের পথ করিলি নিঃশেষ॥
ভূত বলে অনুযোগ করোনা আমায়।
ভুঞ্জিলে অশেষ সুখ আমার কৃপায়॥
কিন্তু পুনঃ শুন এক আমার কাহিনী।
তব যোগে গর্ব্ভবতী হয়েছে কামিনী॥
তোমার এ পাপ হবে লোকের গোচর।
লোক মাঝে ক্রমে তুমি হবে হতাদর॥
যাহারা এক্ষণে করে মর্য্যাদা তোমার।
এক্ষণে করিবে তারা তব তিরস্কার॥

ভূপতি হইয়া জ্ঞাত এ দোষ তোমার।
দুঃখ দিয়া করিবেক জীবন সংহার॥

ভূতের বারতা শুনি বারসিসা তখন।
বিষাদে বিমগ্ন চিত্ত অতি ক্ষুণ্ণ মন॥
ইহার উপায় এবে কি করিব আমি।
বিশেষ করিয়া মোরে বল মনগামী॥
কহিছে পিশাচ নাথ শুনহ বচন।
আর এক অপরাধ করহ এখন॥
রাজার কন্যারে এবে বিনাশ করিয়া।
তোমার আশ্রমান্তিকে রাখহ পুঁতিয়া।
রাজার কিঙ্কর সব আইলে হেথায়।
ছলে তুমি এই কথা কৈও তা সবায়॥
হেথায় আরোগ্য হয়ে রাজার নন্দিনী।
প্রত্যূষেতে রাজবাটী গিয়াছে কামিনী॥
তব বাক্যে তারা সবে করিবে প্রত্যয়।
কেহ তব প্রতি দোষ না দিবে নিশ্চয়॥
ইতঃস্তত তাহার করিবে অন্বেষণ।
না পাইয়া ক্ষান্ত তারা হইবে তখন॥
ভূপতি হইবে তাহে দুঃখিত নিতান্ত।
বৃথা অন্বেষণ ভাবি মনে হবে ক্ষান্ত॥

ঈশ্বর নিতান্ত ত্যজিয়াছে যোগিবরে।
সেই হেতু ক্রমে তার হত বুদ্ধি ধরে॥
প্রমথের পরামর্শ করিয়া গ্রহণ।
রাজার কন্যার প্রাণ বধিয়া তখন॥
আশ্রমের এক দিগে পুঁতিয়া রাখিল।
নিভৃতে সারিল কাজ কেহ না জানিল॥
পর দিন প্রত্যূষে রাজার দাসগণ।
ভূপতির তনয়ার করে অন্বেষণ॥
যোগী কহে সুস্থা হয়ে রাজার নন্দিনী।
প্রত্যূষে এখান হতে গিয়াছেন তিনি॥
শুনিয়া কিঙ্কর সব তাহার লাগিয়া।
ইতঃস্তত তারে সব বেড়ায় খুঁজিয়া॥
ভূত আসি জানাইল রাজার কিঙ্করে।
রাজকন্যা সহ যোগী যে ব্যভার করে।
বিনাশিয়া তারে রাখে যথায় পুঁতিয়া।
সেই স্থান দাসগণে দিল দেখাইয়া॥

ভুমি খনি শব দেহ পাইল তাহার।
বারসিসা উপরে করে দারুণ প্রহার ॥
করে পদে বন্ধন করিয়া সেইক্ষণে।
দাসগণ সবে আইল রাজার ভবনে ॥
সকলে রাজার পদে কৈল নিবেদন।
যেই রূপ বারসিনার দুষ্ট আচরণ ॥
কন্যার বিয়োগে রাজা হইলা কাতর।
ক্রন্দন করিলা বহু করি আর্ত্ত স্বর ॥
অবশেষ সভাকরি বসিয়া রাজন।
সভ্যগণে বলে বল কি করি এখন ॥
দুরাত্মার কিবা দণ্ড করিব বিধান।
বুঝিয়া আদেশ কর সকলধীমান ॥
সভ্যগণ কহে ভুপ করুন শ্রবণ ॥
প্রান দণ্ড যোগ্য এই দুরাত্মা দুর্জ্জন ॥
এত শুনি নরপতি ঘাতুকে ডাকিয়া।
বলে ফাঁসি কাষ্ঠে এরে মার ঝোলাইয়া
যে আজ্ঞা বলিয়া সে ঘাতুক সেইক্ষণ।
রাজ মার্গে ফাঁসি কাষ্ঠ করিল স্থাপন ॥
যেই কালে তারে ফাঁসি কাষ্ঠেতে ঝুলায়
হেনকালে সেই ভূত আসিয়া তথায় ॥
বারসিসার কানে২ কহিল তখন।
যদি মম উপদেশ করহ গ্রহণ ॥
তবে তোরে সেথা হতে উদ্ধার করিয়া।
ত্রিসহস্র ক্রোশান্তরে রাখিব লইয়া ॥
পূর্ব্বমত সম্ভ্রমে থাকিবে সেই স্থানে।
পর্ব্বরাগে পূর্ব্বসুখে থাকিবে সম্মানে ॥
শুনিয়া বারসিসা কহে যে আজ্ঞা তোমার
করিব তোমার পুজা করিনু স্বীকার ॥
ভুত বলে কথায় নাহইবে এমন।
অগ্রে তার চিহ্ন কিছু করাও দর্শন ॥
শুনিয়া বারসিসা তারে প্রণাম করিল।
করযোড়ে সকরুণে স্তুতি আরম্ভিল ॥
তদন্তরে ভুত কহেঅতি উচ্চৈঃস্বরে।
হইল অভীষ্ট সিদ্ধি এত দিনান্তরে ॥
এখন নাস্তিক হয়ে যাহ যমদ্বার।
এত দিনে পূর্ণাহৈল বাসনা আমার ॥
এত বলি তার মুখে দিয়া নিষ্ঠীবন।
তথা হৈতে ভুত ত্বরা হৈল অদর্শন ॥
তদন্তর বারসিসার দুর্গতি অপার।
ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলি প্রাণ হইল সংহার ॥

ষষ্ঠ মন্ত্রী বলে ভুপ শুন সারোদ্ধার
ভূতের সাদৃশা রাণী কানজাদা তোমার
অবিরত তোমারে সে কুমন্ত্রণা দিয়া।
দারুণ বিপদার্ণবে দিবে ফেলাইয়া ॥
অগ্রে তব পুত্র প্রাণ করিয়া সংহার।
পশ্চাতে জীবন রাজা বধিবে তোমার ॥
ইহার বিহিত যাহা করহ আপনি।
অধিক তোমারে কিবা কব নৃপমণি ॥
সচিবের সদুত্তর করিয়া শ্রবণ।
সে দিন হইল ক্ষান্ত বধিতে নন্দন ॥

প্রদোষে শীকার হতে যখন ভুপতি।
অনুচর সঙ্গে আইল আপন বসতি ॥
রাজার মহিষী রুষ্টা হয়ে মন্ত্রিগণে।
কহিতে লাগিল রাণী নৃপের সদনে ॥
মন্ত্রিদের মন্ত্রণায় ভুলে নরপতি।
অদ্যাপি বধিতে ক্ষান্ত দুরাত্মাসন্ততি ॥
বিশ্বাসঘাতক বাক্যে করিয়া বিশ্বাস।
আপনি প্রার্থিলে নাথ আপন বিনাশ ॥
তাহারা সকলে ঈর্ষা করিবে আমার।
আমারে বধিতে ইচ্ছা আছে তাসবার।
আমি যে নিষ্ঠুরা নারী তাহারা সুজন।
এই শ্লাঘা মনে মনে করে সর্ব্বজন ॥
তাহাদের প্রতি তব বিশ্বাস অধিক।
এ জন্য আমার বাক্য মানিছ অলীক ॥
তাহারা দিতেছে বাধা কুমার নিধনে।
যে হেতু উদ্যতা আমি তাহার হননে ॥
এ নহে দয়ার কার্য্য তাহাদের মনে।
আমারে জিনিবে কিসে বাঞ্ছে অনুক্ষণে
অনেকে দুরাত্মা অতি তব মন্ত্রিমাঝে।
সুবোধ নাহিক কেহ তোমার সমাজে ॥
বৃথা উচ্চপদ তুমি করেছ প্রদান।
কেহ নাহি রাখে ভুপ তোমার সম্মান ॥
তাহাদের বাক্য যদি চিন্তা কর মনে।
সে রূপ বিবন্ধে রাজা পড়িবে এক্ষণে
যে রূপে হারুণ ভুপ বোগদাদ-পতি।
হয়েছিল চিন্তাযোগে সবিস্ময় অতি ॥
সেই উপাখ্যান রাজা করুন শ্রবণ।
তাহাতে হইবে তব ভ্রমাপনয়ন ॥

বোগ্‌দাদবাসী উদাসীনের উপাখ্যান।

কালিফ-হারুণ নামে নৃপ চূড়ামনি।
যে কালে বোগ্‌দাদেরাজ্যকরেনআপনি
তাঁর অধিকারে এক ছিল উদাসীন।
ধতিহীন কিন্তু ছিল বয়সে প্রবীণ॥
গৃহোচিত সুখে আশা সদাছিল তার।
চাহিত উত্তম দ্রব্য করিতে আহার॥
রাজ সদাব্রতে সেই যে কিছু পাইত।
তাহাতে তাহার চিত্ত সন্তুষ্ট নহিত॥
ভূপতিরে আত্ম দুঃখ করিতে জ্ঞাপন।
স্বহৃদয়ে সর্ব্বদা করিত আকুঞ্চন॥

এক দিন রাজপুরদ্বাররক্ষী স্থানে।
উদাসীন আসি কহে তার বিদ্যমানে॥
ওহে দ্বারি! গিয়া কহ হারুণ রাজায়।
সহস্র সুবর্ণ যেন পাঠান আমায়॥
উন্মত্ত ভাবিয়া তারে দ্বারপাল যেই।
কৌতুকে কহিল তারে হাস্য করি সেই॥
ওহে ভাই। যেই জন্য মোরে দিলেভার
যতনে পালিব আমি অনুজ্ঞা তোমার॥
কিন্তু আমি তব স্থানে করি নিবেদন।
কোথা পাঠাইব তব অভীষ্ট যে ধন॥
এ কথায় উদাসীন কহিল তাহারে।
অমুক স্থানেতে তাহা পাঠাবে আমারে॥
এতবলি হয়ে সেই পুলক অন্তর।
দ্বারপাল চক্ষের হইল অগোচর॥
দ্বারপাল আসি অন্য কিঙ্করে কহিল।
একথা শ্রবণে সবে হাসিতে লাগিল॥
কেহ কেহ বিবেচনা করিল অন্তরে।
এই কথা জানাইতে নৃপের গোচরে॥
অতঃপর সবে যুক্তি স্থির করি মনে।
জানাইল কর যোড়ে নৃপের সদনে॥
হাস্যকরি নরনাথ কহিল কিঙ্করে।
উদাসীনে মম স্থানে আনহ সত্বরে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া ভৃত্য করিল গমন।
উদাসীনে রাজ আজ্ঞা করিল জ্ঞাপন॥

হয়ে নৃপতির সব কিঙ্কর বেষ্টিত।
রাজদ্বারে উদাসীন হৈল উপনীত॥
সাহস পূর্ব্বক রাজ সম্মুখে দাঁড়ায়।
নিরখি তাহারে নৃপ জিজ্ঞাসিল তায়॥
কে তুমি কোথায় থাক কিসের কারণ।
সহস্র সুবর্ণতোরে করিব অর্পণ॥
রাজভাষে উদাসীন করে নিবেদন।
মম সম সুদরিদ্র নাহি কোন জন॥
জীবন যাপন করা দুঃসাধ্য আমার।
দুই বেলা নাহি পাই স্বচ্ছন্দে আহার॥
দুঃখে খিদ্যমনা হয়ে বিগত রজনী।
ঈশ্বরের প্রতি দোষ দিয়াছি নৃমণি॥
হে ঈশ্বর মম প্রতি কিহেতু নিদয়।
কেন মম প্রতি নাহি হইলে সদয়॥
হারুণ রাসিদে কৈলে ধরণীর স্বামী।
আমারে কিহেতু প্রভু কৈলে অধোগামী
তাহারে সুজন কৈলে হতে সুখভাগী।
কি পাপে আমারে কৈলে দুর্দ্দশারভাগী
আমি তো সুজন হই না হই দুর্জ্জন।
দুঃখসিন্ধে আমারে করিলে নিমজ্জন॥
তব কৃপাপাত্র হৈল হারুণ রাজন।
মম ভাগ্যে কিহেতু করিলে বিড়ম্বন॥

এইরূপে আর্ত্তনাদ করি যেইক্ষণ।
ঊর্দ্ধ হতে শব্দ এক করিনু শ্রবণ॥
রে দুরাত্মা কেন বুদ্ধি হইল এমন।
হারুণের সহকর অদৃষ্ট তুলন॥
তুমি অতি নরাধম পাপীষ্ঠের শেষ
স্বীয় কর্ম্মদোষে দুঃখ পাইছ অশেষ॥
হারুণ ভূপতি অতি সুজন প্রধান।
সেই হেতু সুখতার সদা বর্দ্ধমান॥
সে অতি পুণ্যাত্মা ভূপ বিখ্যাত জগতে।
অর্থীগণে তুষ্ট মন করে নানা মতে॥
যদি তব দুঃখ জানিতেন সে রাজন।
স্বগুণে তোমার দুঃখ করিত মোচন॥
তার সততার তুমি পাইলে প্রমাণ।
কদাচ নাহতে তার প্রতি খিদ্যমান॥
একথায় শান্তকরি সন্তাপিত মন।
প্রাতে তব পুরেআসি পরীক্ষা কারণ॥

সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা করেছি প্রার্থনা।
জানিতে ভূপতি তব মনের কল্পনা॥
কালিফ একথা শুনি হাস্যেতে মোহিল।
দ্বি সহস্র স্বর্ণভারে প্রদান করিল॥
তার ধূর্ত্তপনে নাহি হয়ে ক্রুদ্ধমন॥
সম্মান সহিত কৈল বিদায় তখন॥

রাজদত্তস্বর্ণমুদ্রা উদাসীন পেয়ে।
মনোসুখে হরেকাল ভূপতির চেয়ে॥
আরম্ভ করিল ব্যয় করিতে বিলম।
রাজার সদস্য যত আমিরের সম॥
ন্যায্যমত সেই ধন যদি করে ব্যয়।
তাহার দরিদ্র দশা ঘুচিত নিশ্চয়॥
অপব্যয়ে সেই ধন করি অপচয়।
পুনরায় পূর্ব্বদশা ঘটিল নিশ্চয়॥
উদাসীন আত্মসুখে হইয়া বঞ্চিত।
রাজধন পেতে করে উপায় কিঞ্চিৎ॥
বহু দিনাবধি ছিল শ্রবণ তাহার।
এলাইসে দেখিবারে বাসনা রাজার॥
যে জন নৃপেরে তাঁরে করাবে দর্শন।
ভূপতি তাহারে দিবে ধন অগণন॥
এই এক সদুপায় ভাবিয়া অন্তরে।
উদাসীন গিয়া কহে রাজার গোচরে॥
মহারাজ তব স্থানে করি নিবেদন।
ভাবিবক্ত্ এলাইসে করাব দর্শন॥
এই সে প্রতিজ্ঞা করি তব দরবারে।
তিন বর্ষ মধ্যে আমি দেখাব তাহারে॥
যদি তুমি বৃত্তিধার্য্য করহ আমার।
প্রাণপণে পালন করিব অঙ্গীকার॥
নিয়মিত কাল মধ্যে এই আমি চাই।
দিনে তিনবার সুখে খাইবারে পাই॥
আর চারি কিঙ্করী তোমার পুরহতে।
পাই এই আজ্ঞা হয় শুনহ ভূপতে॥
রাজা কহে যদিতারে দেখাতে নাপার।
তিন বর্ষ গতে প্রাণ যাইবে তোমার॥
উদাসীন কহে ইথে অন্যথা কি আর।
দেখা না পাইলে প্রাণ বধিহ আমার॥
নৃপতি এ ভাবে যবে উত্তর করিল।
উদাসীন মনে২ এই সে চিন্তিল॥

যদি ভূপ এলাইসে দেখিতে না পান।
কাঁদিয়া ভূপের কাছে লব প্রাণদান॥
কিম্বা বহু কার্য্যে ব্যাস্ত আপনিরাজন।
ক্রমে২ একথা হইবে বিস্মরণ॥
কিম্বা কোন ছল কথা করি প্রকটন।
করিব ভূপের রাজ্য হতে পলায়ন॥)
একথায় নরপতি সন্তুষ্ট হইল।
আপন আবাসে এক বাসা তারে দিল॥
কিঙ্কর কিঙ্করী বর্গে দিল অনুমতি।
যাবলিবে উদাসীন করো শীঘ্রগতি॥

এইরূপে তিনবর্ষ বিগত হইল।
একদিন উদাসীনে কালিফ কহিল॥
দেখহে অতীত হৈল তৃতীয় বৎসর।
না হইল এলাইস নয়ন গোচর॥
মম স্থানে কি বাছিল প্রতিজ্ঞা তোমার।
অদ্য মম করে হবে তোমার সংহার॥
একথায় উদাসীন রহিত বচন।
ভূপ তারে কারাগারে করিল বন্ধন॥
প্রাণ দণ্ড দিন তার স্থির হৈল যবে।
স্বপ্রাণ রাখিতে দুষ্ট চিন্তা কৈল তবে॥
প্রহরীরা নিদ্রাগতে হইয়া গোপন।
কারাগার হৈতে করে শীঘ্র পলায়ন॥
শব সমাহিত স্থলে লুকায়ে রহিল।
এসম্বাদ তার তথ্য কেহ না জানিল॥

এইরূপে দুঃখে মগ্ন আছে সে তথায়।
কি করিবে কোথা যাবে ভাবিয়া না পায়
কেমনে রাখিবে প্রাণ কিসে রবে মান।
কালিফের কোপে কিসে পাবেপরিত্রান॥
এই ভাবনায় হয়ে বিকল অন্তর।
নয়নেতে নীর ধারা বহে নিরন্তর॥
হেনকালে তথা এক যুবক আইল।
বিসদ সুচ্ছদেতার অঙ্গ শোভা ছিল॥
মনোহর কান্তি তার কমনীয় অতি।
আসি উদাসীন প্রতি কহিছে ভারতি॥
কে তুমি হেথায় আছ কিসের কারণ।
কি দুঃখে বহিছে তব নয়নে জীবন॥

একথায় উদাসীন ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
তাহাতে মনের ভাব হইল প্রকাশ ॥
যুবা কহে কিছু ভয় নাহিক তোমার।
আসিয়াছি করিবারে তব উপকার ॥
তোমার মনের দুঃখ করহ জ্ঞাপন।
আমাহতে হবে তব বিপদ বারণ ॥

আশ্বাস বচনে তার বিশ্বাস করিয়া।
উদাসীন আত্ম কথা কহে প্রকাশিয়া ॥
শুনিয়া যুবক কহে শুন সারোদ্ধার।
কভু তুমি কর নাই যোগ্য ব্যবহার ॥
পৃথিবীর মধ্যে আছে যত রাজাগণ।
সামান্য মানব সবে ভেবনা কখন ॥
যদি তারা নরজাতি মনুষ্য ব্যভার।
তবু বিভু বাড়ায়েছে সম্মান সবার ॥
উর্দ্ধ পদে তাহাদিগে করিয়া স্থাপন।
করিছেন জগদীশ লোকের পালন ॥
নররূপী বিভুর প্রতিমা রাজাগণ।
অযোগ্য তাদের স্থানে অনৃত বচন ॥
প্রবঞ্চনা শঠতা ব্যভার ভাল নয়।
করিলে তাহার দণ্ড জানিবে নিশ্চয় ॥
অপরাধ করি তুমি আছ দোষভাগী।
হইয়াছ দণ্ড যোগ্য এই দোষ লাগি ॥
যা হোক করিব আমি তব উপকার।
কালিফের কাছে এস সঙ্গেতে আমার ॥
তোমারে করিতে ক্ষমা কহিব তাহারে।
মম উপরোধে সেই ছাড়িবে তোমারে ॥

সাহস পাইয়া উদাসীন এ বচনে।
যুবকের সঙ্গে যায় কালিফ সদনে ॥
যুবক যাইয়া ভূপে সম্ভাষ করিয়া।
কালিফের কাছে কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥
তোমার বঞ্চক জনে এনেছি লইয়া।
ইহার উচিত দণ্ড কর বিচারিয়া ॥
ইহারে যে দণ্ড দিতে করেছ স্বীকার।
সেই সে উচিত দণ্ড করহ ইহার ॥
রক্ষকের হেন উক্তি করিয়া শ্রবণ।
উদাসীন বিস্ময় হইয়া সেইক্ষণ ॥

আপনার মনে এই করিল বিচার।
কিরূপ বিকৃতি বাহ্য প্রকৃতি সবার ॥
কাহার মনেতে হবে প্রত্যয় এমন;
হেন নিদারুণ কাজ করিবে এজন? ॥
স্বর্গীয় দূতের সম দেখিয়া আকারে।
প্রত্যয় করিনু এর বাক্য অনুসারে ॥
সিংহাসনে বসিছিল কালিফ রাজন।
দূরেহতে উদাসীনে করি দরশন ॥
ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল অন্তরে।
কহিতে লাগিল তারে অতি কটু স্বরে ॥
রে দুরাত্মা প্রবঞ্চক শঠ দুরাচার।
পলাইয়া অপরাধী হলি আরবার ॥
যাতনার সহ প্রাণ বধিব তোমার।
কে আছে বিপদে তোরে করিবে নিস্তার
এই কথা এত জোরে কহিল রাজন।
সিংহাসন হতে হয় ভূতলে পতন ॥
এক পদ ক্ষুদ্র ছিল সেই সিংহাসনে।
উলটিয়া পড়ে ভূপ তাহার কারণে ॥
সেইকালে যুবক কহিল এইমত।
আকরের অংশগত হয় দ্রব্য যত ॥
একথায় আসি এক রাজার কিঙ্কর।
ভূমিহতে ভূপতিরে তুলিল সত্বর ॥
হেন জোরে করে তার ধরিয়া তুলিল।
দারুণ আঘাতে ভূপ চিৎকার করিল ॥
সে কথায় যুবক কহিল পূর্ব্বমত।
আকরের অংশগত হয় দ্রব্য যত ॥

ভূমিহতে দারুণ করিয়া গাত্রোত্থান।
কহিলেন তিনজন মন্ত্রি বিদ্যমান ॥
মন্ত্রিগণ কিবা দণ্ড উচিত ইহার।
অনেক সচিব করে উত্তর তাহার ॥
মহারাজ উদাসীন প্রবঞ্চক অতি।
খণ্ড করি কাট এরে এই সে যুকতি ॥
লইয়া যাবত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহার।
লৌহ শলাকায় বিদ্ধ কর এই বার ॥
দেখিয়া সতর্ক হবে যত দুষ্টগণ।
মিথ্যা কেহ না কহিবে ভূপের সদন ॥
ইথে যুবা কহে মন্ত্রী কহিল সঙ্গত।
আকরের অংশগত হয় দ্রব্য যত ॥

দ্বিতীয় সচিব কহে শুন নরনাথ।
অচিরে পামরে তুমি করহ নিপাত॥
জীবীতে ইহারে সিদ্ধ করি কটাহেতে।
ইহার পলল দেহ কুকুরেরে খেতে॥
সুপক্ক ইহার মাংস করিয়া কবল।
পরিতৃপ্ত হবে যত কুক্কুর সকল॥
যুবা কহে মন্ত্রিবর কহিলে সঙ্গত।
আকরের অংশ গত হয় দ্রব্য যত॥
তৃতীয় সচিব কহে শুন নরপতি।
এর অপরাধ ক্ষমা করুণ সম্প্রতি॥
আপনার অনুগ্রহে কিবা সিদ্ধ নয়।
কেবা রক্ষা করে তুমি হইলে নির্দ্দয়॥
একথায় যুবা সেই কহে পূর্ব্বমত।
আকরের অংশগত হয় দ্রব্য যত॥

যখন প্রথম মন্ত্রি কহিল তোমায়।
খণ্ড খণ্ড করি এরে কাট নররায়॥
ইহাতে আকর তার বিদিত হইল।
কসায়ের কুলে এর জন্ম হয়েছিল॥
ইহাতে আকর দোষ প্রচার হইল।
যখন তোমারে ভূপ এই যুক্তি দিল॥
দ্বিতীয় সচিব তব সুপকার সুত।
সেইমত জ্ঞান বুদ্ধি সেই গুণযুত॥
তৃতীয় সচিব তব চরিত অদ্ভুত।
এইজন সুমহৎ সদ্‌কুল সম্ভুত॥
যখন তোমারে কৈল সুযুক্তি প্রদান।
রক্ষাকরিবারে এই উদাসীর প্রাণ॥
তখন কহিনু আমি বাক্য এই মত।
আকরের অংশগত হয় দ্রব্য যত॥

বার বার যুবকের হেনোক্তি শ্রবণ।
করিয়া কহেন তারে ভূপতি তখন॥
হে যুবক কহ মোরে ইহার কারণ।
বার বার কহ কেন এরূপ বচন॥
মম তিন মন্ত্রি বলে বাক্য ত্রিপ্রকার।
তুমি একমতকহ বাক্যে সবাকার॥
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব করহ প্রচার।
বিস্ময় হয়েছে বড় অন্তরে আমার॥
যবক কহিছে শুন মানব প্রধান।
ইহার বৃত্তান্ত কহি তব বিদ্যমান॥
যে জন্য হইল তব ভূতলে পতন।
মনোযোগ দিয়া শুন তাহার কারণ॥
তব দারু সিংহাসন বিরচক যেই।
প্রকৃতি ভূষিত অঙ্গ খঞ্জছিল সেই॥
সিংহাসন পদ এক অতি ক্ষুদ্র ছিল।
একারণ তাই ভূপ উলটি পড়িল॥
তাই আমি বলিলাম কথা এইমত।
আকরের অংশগত হয় দ্রব্য যত॥
তোমায় ভূতল হতে যে জন তুলিল।
অস্থি সংযোজক কুলে সে জন জন্মিল॥

একারণ আমি কহিলাম পূর্ব্বমত।
আকরের অংশগত হয় দ্রব্য যত॥

আমার বাক্যের অর্থ করিনু প্রচার।
এবে কিছু কহি রাজা পরিচয় আর॥
আমি সেই এলাইস ভাবিবক্ত হই।
লোকের দুঃখের ভার স্বীয় শিরে লই॥
বহুদিন ছিল তব বাসনা এমন।
আমারে স্বচক্ষে তুমি করিবে দর্শন॥
সুসিদ্ধ করিতে রাজা বাসনা তোমার।
নিয়ত অন্তরে ছিল জাগ্রত আমার॥
উদাসীন তোমারে যা কৈল অঙ্গীকার।
এবে পরিপূর্ণ হৈল প্রতিজ্ঞা তাহার॥
এত বলি এলাইস অন্তর্হিত হন।
সন্তুষ্ট হইল মনে কালিফ রাজন॥
উদাসীর দোষ সব মার্জ্জনা করিয়া।
স্থাপন করিল তারে বৃত্তি দান দিয়া॥

রাজ্ঞী কহে হে রাজন, তব মন্ত্রী যতজন,
অভাজন অতি কুলাঙ্গার।
দুর্ব্বোধ দুর্নীত অতি, ধর্ম্মপথেনাহিরতি
নীচকুলে জনম সবার॥
কদাচিত মোরে ভূপ, না কহিও এইরূপ,
কুমারের চাহি ক্ষমাদান।
তব মন্ত্রী আছে যত, সুখ্যাতি বাড়ায়কত
রাখিলেক স্বকুল সম্মান॥

যে রূপেকালিফ মন্ত্রী,রাজপক্ষে শুভতন্ত্রী
বাঁচাইল উদাসীন প্রাণ।
কালিফের যে বিষয়, কভু তব যোগ্যনয়,
সমতুল নাহি হয় জ্ঞান॥
দারিদ্র বারণ হেতু, বান্ধিয়া যতন সেতু,
উদাসীন ভূপে ভুলাইল।
ইথে তার প্রাণদণ্ড, করা নহে যোগ্যদণ্ড
হারুণ ভূপতি যা ইচ্ছিল॥
কিন্তু রাজা নুর্জিহান, যে করিল অপমান
তাহে প্রাণদণ্ড যোগ্য সেই।
ক্ষমাকর অপরাধ, মহতের এই সাধ,
কিন্তু নহে ভারি দোষী যেই॥
তব যত মন্ত্রী গণ, দিয়া তারে কুমন্ত্রণ,
তাহার দৌরাত্ম বাড়াইবে।
অবহেলা এইরূপ, যদি তুমি কর ভূপ,
অবশেষে তোমারে নাশিবে॥
রাণীরদেখিয়াক্রোধ,ভূপত্যজিঅনুরোধ
রাণীস্থানে কৈল এই পণ।
কালিনুর্জিহানে আমি, কৃতান্তনগরগামী
করিব এ নির্জ্জাস বচন।
এত বলি নরনাথ, বঞ্চিয়া রাণীর সাত,
প্রভাতে বসিল সিংহাসনে।
সপ্তম সচিব আসি, ভূপেরে সম্ভ্রমে ভাষি,
গল্প আরম্ভিল সেইক্ষণে॥

রাজা কুতবদ্দীন এবং সুন্দরী গোলন্ধকের উপাখ্যান।

সিবিয়া নগর মাঝে সরল সুজন।
কুতবদ্দীন নামে ছিলেন রাজন॥
তাঁহার সচিব এক কাসমীরে আসি।
বিভাকরেছিল এক বামা রূপরাশি।
তার গর্ভে সচিব ঔরসে সমস্তুতা।
জন্মেছিল কন্যা এক রূপ গুণ যুতা॥
পরমাসুন্দরী সেই মন্ত্রির নন্দিনী।
হেরিয়া মোহিতা হয় অনঙ্গ ভাবিনী॥
নৃপতি রূপের কথা করিয়া শ্রবণ।
স্ববাসে রাখিতে তারে করিল মনন॥
যতনে ভবনে রাখি সচিব বালায়।
ভূপতি বিবিধ বিদ্যা শিখান তাহায়॥
বয়ক্রমে ক্রমে তার লাবণ্য বাড়িল।
অনঙ্গের খর শরে রাজারে মোহিল॥
ক্ষণকাল গোলন্ধকে না হেরে রাজন।
দশদিক শূন্য করিতেন দরশন॥
জনক জননী ভাল বাসিত অন্তরে।
রাখিতে আপন বাসে সদা সাধ করে॥
কিন্তু রাজা পলকেতে তাহারে হারায়।
এইহেতু রাজবাসে রাখিল তাহায়॥
ভূপতির পাছে হয় ক্রোধ উদ্দীপন।
একারণ কিছু নাহি করিত জ্ঞাপন॥

এক দিন নরনাথ লয়ে সভ্যগণে।
মহা সমারোহে ছিলা শর্ব্বরী ভোজনে
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য করি আয়োজন।
সকলে করিতে ছিল সুখেতে ভোজন॥
নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য সুরা সুমধুর।
আতর গোলাপ চুয়া চন্দন প্রচুর॥
সুবর্ণ রজতপাত্রে পরিপূর্ণ ফল।
সুবর্ণ পাত্রেতে পূর্ণ সুবাসিত জল॥
দাসগণে অনুক্ষণ যোগায় যতনে।
কৌতুকে ছিলেন রাজা আনন্দিত মনে॥
হেনকালে নরপতি করি সুরাপান।
প্রমত্ত মদিরা যোগে হারাইয়া জ্ঞান॥
পানপাত্রে ভূপতি করিলা দরশন।
গোলন্ধক দাস সহ করিছে ক্রীড়ন॥
ইথে তার চিত্তমধ্যে ঈর্ষা উপজিল।
সেইকালে অনুচরে অনুজ্ঞা করিল॥
যাহরে কিঙ্কর শীঘ্র কে আছিস হেথা।
মমাজ্ঞায় কেটে আন গোলন্ধকের মাথা
ভূপের অনুজ্ঞা বল কে করে খণ্ডন।
তাহারে বধিয়া ভূপে দেখায় তখন॥
আসিয়া নরেশে কহে শুন মহারাজ।
তোমার আজ্ঞায় সাধিলাম তব কাজ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা কহিলেন তারে।
কাল যোগ্য পুরস্কার দিব রে তোমারে।
পরদিন প্রত্যুষেতে উঠিলা রাজন।
যখন তাহার হৃদে জন্মিল চেতন॥
দাসগণে জিজ্ঞাসা করিল নরপতি।
কোথায় প্রাণের সমা গোলন্ধক যুবতী॥

দাসগণ কহে ভূপ করি নিবেদন।
কল্য যে ঘাতুকে আজ্ঞা করিলে রাজন
সে জন আপন আজ্ঞা করিয়া ধারণ।
গোলন্ধকে করিয়াছে প্রাণেতে নিধন॥
পরে তার শব দেহ মস্তকে লইয়া।
তরঙ্গিণী স্রোত মধ্যে দিল ফেলাইয়া॥

একথায় ভূমিভুজ ব্যাকুল হইল।
আপনার পরিচ্ছদ স্বকরে ছিঁড়িল॥
অত্যন্ত করেন খেদ কি কহিব আর।
শ্রবণে সবার হয় হৃদয় বিদার॥
না বুঝে কুকর্ম্ম রাজা করিয়া তখন।
আপনারে করিলেন বিবিধ ভর্ৎসন॥
অনিবার বাষ্প বারি নেত্রে বিগলিত।
হরিল প্রবোধ সব মানস চলিত॥
নির্জ্জন স্থানেতে রাজা বসিয়া বিরলে।
অজস্র নয়ন নীর দগ্ধ শোকানলে॥

নিকটস্থ হলে পরে উজীর তাহার।
দেখিয়া দ্বিগুণ শোক বাড়িল রাজার॥
শোকে মন্ত্রীপ্রতি কহে আপনি রাজন।
সচিব আসন্ন দেখি আমার মরণ॥
কোথায় রহিল এবে নন্দিনী তোমার।
না হেরে হৃদয় মম হতেছে বিদার॥
হায় কি করিনু আমি দুর্ব্বুদ্ধে আপন।
প্রাণ সম প্রতিমার দিনু বিসর্জ্জন॥
নৃপতির অবসাদ প্রলাপ বচন।
দেখিয়া শুনিয়া মন্ত্রি করিল গমন॥

এইরূপে নরপতি দুই মাসাবধি।
বাড়াইল হৃদে শোক অকূল জলধি॥
বিনিদ্র হইয়া করে যামিনীযাপন।
আঁখিজলে সিক্ত হৈল যুগল নয়ন॥
হা হুতাশ নিরন্তর করেন চিৎকার।
বদনেতে হাহাকার শব্দ অনিবার॥
ঈশ্বরের প্রতি কন এই সে বচন।
হে পরেশ শীঘ্র হোক আমার মরণ॥

গোলন্ধক শোকে নারি রাখিতে জীবন।
বহিতে জীবন ভার হৈল শতমন॥
রাজত্বের ভার হৈতে বিমন হইয়া।
নিয়ত হরেন কাল চিন্তায় মজিয়া॥
পানাহার ব্যতিরেকে শুষ্ক কলেবর।
অবসাদে বিষাদে বিমগ্ন নিরন্তর॥
হেনকালে মন্ত্রি পুন গিয়া নৃপ স্থানে।
করযোড়ে কহে কথা ভূপ বিদ্যমানে॥
কতকাল হেন শোকে রবে নরপতি।
একান্ত হইল তব রাজ্যেতে বিরতি॥
ধৈর্য্য ধর নরনাথ করি নিবেদন।
মনের সমস্ত দুঃখ কর নিবারণ।
আমি তার পিতা হয়ে ক্ষান্ত আছি মনে
তুমি কেন শোকে মগ্ন আছ ক্ষুণ্ণ মনে॥

সচিবের বাক্য শুনি কহেন রাজন।
নিষ্ফল হইবে তব প্রবোধ বচন॥
কারো কথা আমি নাহি করিব শ্রবণ।
মম রাজ্য এবে তুমি করহ শাসন॥
কিম্বা অন্যজন স্থানে করিয়া গমন।
মম পরিবর্ত্তে কর তাহার সেবন॥
কোন দ্রব্যে আমার নাহিক প্রয়োজন।
আলোক আঁধার তুল হয়েছে এখন॥
যদবধি হারায়েছি প্রাণ প্রতিমায়।
আর কোন দ্রব্যে মম মন নাহি চায়॥
রাজ্যধন আদি মম অতুল সম্পদ।
এসব এক্ষণে বোধ হতেছে বিপদ॥
জীবন জীবন মম রহিল কোথায়।
না হেরিয়া তারে মম প্রাণ বাহিরায়॥
হায় কি হইল দশা প্রেয়সী তোমার।
আর তব সঙ্গে দেখা হবেনা আমার॥
আর না হেরিব আমি ও চাঁদ বদন।
আর না শুনিব কর্ণে মধুর ভাষণ॥
আর কেবসিবে প্রিয়ে ক্রোড়েতে আমার
আর কে অমিয় বাক্য কবে বারবার॥
আর কে মোহিত মোরে করিবে এখন।
আর কার রূপের করিব প্রশংসন॥

এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া বর্ণন।
ধরাতলে নরনাথ হৈল অচেতন॥
পুনরায় মন্ত্রি কয় শুনহে রাজন।
নিতান্ত অধৈর্য্য তুমি হইলে এখন॥
বল দেখি মহীপতি জিজ্ঞাসি তোমায়।
যদি গোলন্ধকে পাও ঈশ্বর কৃপায়॥
কোপ দৃষ্টে কিম্বা তারে প্রসন্ন নয়নে।
নিরীক্ষণ করিবেন আপনি এক্ষণে॥
রাজাবলে হেন ভাগ্য হইবে আমার।
সেই গোলন্ধকে দেখা পাব পুনর্ব্বার।
ঈশ্বর প্রসন্ন কিবা হবে মম প্রতি।
নিরখিব প্রাণসমা গোলন্ধক যুবতী।
এখন তাহার জন্য কাতর যেমন।
তারে দেখে মৃত দেহে পাইব জীবন॥
ঈশস্থানে এশপথ জানিহ আমার।
যদি প্রাণধনে আমি পাই পুনর্ব্বার॥
স্নেহ পুরঃসরে তারে বিভা আমি করি।
যতনে করিব তারে হৃদয় ঈশ্বরী॥
মন্ত্রীবলে মহারাজ ধৈর্য্য ধর মনে।
এক্ষণে পাইবে তুমি তব প্রাণ ধনে॥
এতবলি মন্ত্রিবর কন্যারে ডাকিল।
পিতার আজ্ঞায় কন্যা সম্মুখে আইল॥
হেরিয়া তাহারে নৃপ সুখী হৈল অতি।
কহিতে বদনে আর নাসরে ভারতি॥
অত্যন্ত আহ্লাদে পুন হারায় চেতন।
ধরায় অবনীনাথ হৈল অচেতন॥
আনিয়া গোলাব জল মন্ত্রি সেইক্ষণ।
ভূপতির বদনেতে করিলা সিঞ্চন॥
তাহে মূর্চ্ছাভঙ্গ শীঘ্র হইল রাজার।
সম্বিত পাইয়া পায় আনন্দে অপার॥
মন্ত্রিবরে নরপতি জিজ্ঞাসে তখন।
কি রূপে গোলন্ধক পুনঃ পাইল জীবন॥
মন্ত্রি বলে মহারাজ করুণ শ্রবণ।
আপনি নিষ্ঠুর আজ্ঞা করিলা যখন॥
সেইকালে গিয়া আমি ঘাতুকের স্থান।
তার স্থানে তনয়ার চাহি প্রাণদান॥
তার স্থানে কহি রাজা হইয়া কুপিত।
তোর প্রতি করিয়াছে অনুজ্ঞা গর্হিত॥
কিন্তু রাজা যখন থাকিবে সুস্থমনে।
মনস্তাপ পাইবেন গোলন্ধক কারণে॥
একারণ কারাগৃহে করিয়া গমন।
এর পরিবর্ত্তে আন দুষ্টা একজন॥
তারে বধি ভূপতিরে দেখাও লইয়া।
করিবে প্রত্যয় ভূপ তারে নাচিনিয়া॥
ঘাতুক আমার বাক্য সকল শুনিল।
অন্যজনে বধি সে তোমায় দেখাইল॥
আমি লয়ে কন্যাধনে করিনু গোপন।
আপনি জানিলে মনে মরিল সে জন॥
তারে পুনঃ তোমারে করিতে সমর্পণ।
করিলাম তব মন পরীক্ষা এখন॥
একথায় নরপতি সন্তুষ্ট হইল।
মন্ত্রিবর প্রতি বহু পুরস্কার দিল॥
সচিবের দুহিতারে করি পরিণয়।
পাঠরাণী করিলেন ভূপ সদাশয়॥
মহাসুখে দোঁহে কাল করিয়া যাপন।
চরমে পরম ধামে করিল গমন॥”

পারস্যাধিপতি শুনি মন্ত্রির বচন।
হইল প্রবোধ তার চিত্তেতে তখন॥
পুত্রে না বধিতে আজ্ঞা দিয়া সেই দিন
রাণীর অন্দরে যান ভূপতি প্রবীণ॥
রাজারে দেখিয়া রাজ্ঞী অতি কোপেজ্বলে
সরোষ ঘৃণিত বাক্যে স্বনাথেরে বলে॥
আর আমি পুনঃ পুনঃ তোমারে রাজন।
বলিব না কর তুমি পুত্রেরে নিধন॥
যাহোক নারীর বাক্যে করিলে হেলন।
সর্ব্বদা উচিত নহে করিতে এমন॥
কিন্তু রাজা মনে হও সতর্ক এখন।
একদিন বিধিমতে করিব ভৎসন॥
সেইরূপে ভাবিবক্তু মুসা গুণাধার।
ইজরাল দিগে করিলেন তিরস্কার॥

আয়াদ-দেশের ভূপতির উপাখ্যান।

আউজি-ইবানা-নাক আয়াদ ভূপতি।
নিশাচর তুল্য তার প্রকাণ্ড মূরতি॥
ছহাস্তার ইজ্রায়েল সেনা সঙ্গে করে।
য়িহুদীয় ধর্ম্ম তথা ঘোষণার তরে॥

ভাবিবক্তৃ মূসা করিতেছে আগমন।
লোক মুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ॥
সৈন্যের সাজনি করি আপনি রাজন।
রোষভরে প্রান্তরেতে করিল গমন॥
মূসা তার অবয়ব করি দরশন।
রণ আশা দূরে গেল ভয়ে ভীতমন॥
তবু তার সহ সন্ধি করিবার তরে।
পাঠায় দ্বাদশ বুধ তাহার গোচরে॥
মূসা তাহাদিগে এই করিল আদেশ।
আউজি রাজাকে কহ এই উপদেশ॥
এবড় দুঃখের কথা শুনহে রাজন।
কি কারণে পরমেশে নাকর অর্চ্চন॥
পরাক্রান্ত বীর তুমি বিখ্যাত জগতে।
ঈশ্বরে বিস্মিত হয়ে থাক কোনমতে॥
তাহারা তাহার কাছে যাইয়া সত্বর।
বাক্যহীন দেখি তার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর॥
মূসার আদেশ ছিল সামান্য প্রকার।
বিস্মৃত হইল তারা সে বাক্য মূসার॥
তাহারা নয়নে তথা দেখিলেক গিয়া।
আউজি কাটিছে নখ তীক্ষ্ণ বাসদিয়া॥
ইহা দেখি সবাকার উড়িল পরাণ।
কহিবার কথা থাকু হারাইল জ্ঞান॥
ইহা দেখি নরপতি এমতি হাসিল।
রঙ্গস্থান তার হাস্যে ধ্বনিত হইল॥
অতি ক্ষুদ্র পশু জ্ঞানে সে দ্বাদশ জনে।
বামহস্ত তালুমধ্যে রাখিয়া যতনে॥
মনে ভাবে এরাকথা কহিতে পারিলে।
খেলিবারে দিব মম সন্তান সকলে॥
এত ভাবি রাখি সবে জামার জেবেতে।
যুদ্ধ হেতু অগ্রসর সংগ্রাম ভূমেতে॥
তথা গিয়া জেব হতে বাহির করিল।
মুক্তিপেয়ে তারা সবে ভয়ে পলাইল॥

ইহুদিরা দেখিতার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
পলায়ন পরায়ণ হইল সত্বর॥
মূসাকে ত্যজিয়া সবেকরিল গমন।
পিছুপানে কেহ নাহি করে দরশন॥
তাদের রমণী সঙ্গে এসেছিল যারা।
যুদ্ধ করিবারে কত সাধিলেক তারা॥

ভীরুতাস্বভাবযুক্ত পতি সবাকার।
কেহ না শুনিল বাক্য আপন দারার॥
স্বস্ব রমণীর কর ধরিয়া তখন।
যে যাহার স্থানে করে শীঘ্র পলায়ন॥
এই কথা সবাকার ভার্য্যাগণে কয়।
একাকী করুন যুদ্ধ মূসা মহাশয়॥
আমদের থাকিবার কিবা প্রয়োজন।
অলৌকিক ক্রিয়া মূসা করুন সাধন॥

ইস্রায়েলগণ তারে ত্যজে গেলেপরে।
একাকী প্রবৃত্ত মূসা হইল সমরে॥
আয়াদ ভূপতি হয়ে ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
মূসার সম্মুখে আসি হৈল অগ্রসর॥
যখন নিকট তারে কৈল দরশন।
তুলিলা প্রস্তর এক প্রহার কারণ॥
চূর্ণ হয়ে যেতো মূসা প্রহারেতে তার।
যদি ঈশ না করিত করুণা বিস্তার॥
করুণা নিধান বিভু হইয়া সদয়।
দিব্যদূতে পাঠাইল মূসার আশ্রয়॥
সে ধরি পক্ষির রূপ ধরি শিলা খণ্ডে।
ওষ্ঠে তুলি ভগ্ন করিলেক সেই দণ্ডে॥
তাহাতেই মূসা পাইলেন পরিত্রাণ।
নতুবা কৃতান্তালয়ে করিত প্রয়াণ॥
অনন্তর মূসা সেই ঈশ্বরের বরে।
আউজি হইতে শতগুণ বল ধরে॥
হইল সত্বর হস্ত দীর্ঘ কলেবর।
সেই পরিমিত দণ্ড ধরে ভয়ঙ্কর॥
সেই দণ্ড হাস্যকরি মূসা সেইক্ষণ।
জানুতে আঘাতি তারে করিল নিধন
আউজি মূসার হস্তে প্রাণ হারাইল।
তার মৃত কলেবর ভূতলে পড়িল॥
দেখি অনুচর তার করে পলায়ন।
পিছুভাগে কেহ নাহি করে দরশন॥
দেখি ইস্রায়েলগণ ফিরিয়া আইল।
মূসার সাহায্য তারা করিতে চাহিল॥
কিন্তু মূসা সবা প্রতি হইয়া কুপিত।
তাহাদিগে লাঞ্ছনা করিয়া যথোচিত॥
কহিলেক তোরাসবে অতি নরাধম।
নাহিক জগতে ভীরু তোমাদের সম॥

রমণীর যে সাহস তোদের তা নাই।
ইচ্ছা হয় তোমাদের মুখে দিতে ছাই ॥
এই হেতু তোদের হইবে অধগতি।
কদাচ নিষ্কৃতি ইথে না পাবে দুর্ম্মতি ॥
চল্লিস বৎসরাবধি হয়ে দুঃখ মন।
তাহেজোকি অরণ্যেতে করিবে ভ্রমণ ॥
এইরূপ অভিশাপ করি তাসবায়।
স্বকার্য্য সাধিয়া মূসা স্বীয় স্থানে যায় ॥

রাজ্ঞী কহে মহারাজ কি বলিব আর।
ইস্রায়েল হতে দেখি প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
প্রতি নিশি মম স্থানে কর এই পণ।
কালি প্রাতে নুর্জ্জিহানে করিব নিধন ॥
কিন্তু প্রাতে পূর্ব্বভাব না থাকে তেমন।
মন্ত্রিদের মন্ত্রণায় হও বিস্মরণ ॥
স্খলিত প্রতিজ্ঞা কভু হৈয়না রাজন।
তোমার মঙ্গল হেতু করি হে বারণ ॥
কর্ত্তা বলে আপনার মনে আছ স্থির।
মন্ত্রিগন বাক্যে পুনঃ হও হে বধির ॥
নৃপ কহে, মহিষীর শুনিয়া ভর্ৎসন।
কাল নুর্জ্জিহানে আমি করিব নিধন ॥

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নররায়।
বার দিয়া বসিলেন আসিয়া সভায় ॥
রাগে পূর্ণ কলেবর অধরোষ্ঠ কাঁপে।
ঘাতুকেরে ভূপতি কহেন বীর দাপে ॥
নুর্জ্জিহানে এখনি আনিয়া মম স্থান।
আশু খড়্গাঘাতে তার বধ রে পরাণ ? ॥
ভূপের নিষ্ঠুর আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ।
উঠিয়া অষ্টম মন্ত্রী করে নিবেদন ॥
ধৈর্য্য ধর ধরানাথ ধরিহে চরণে।
দাসের দৈন্যতা রাখ কৃপাবলোকনে ॥
ক্ষণকাল বধ আজ্ঞা করি নিবারণ।
ইতিহাস বলি এক করুন শ্রবণ ॥
পদ্মনাভ ব্রাহ্মণের চরিত্র বর্ণন।
শ্রবণে প্রবোধোদয় হইবে রাজন ॥
হাসাকিন বলে কিবা বল এসময়।
কিন্তু পরে নুর্জ্জিহান মরিবে নিশ্চয় ॥

ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ এবং যুবা হাসানের উপাখ্যান।

অষ্টম সচিব বলে শুনহ রাজন।
দামাস্কস নামে দেশ বিখ্যাত ভুবন ॥
সেই দেশে নর এক করিত বসতি।
ফাক্কা বিক্রয়েতে করে জীবিকার স্থিতি
ছিল এক পুত্র তার পরম সুন্দর।
বয়স হইবে তার ষোড়শ বৎসর ॥
সুধাংশের সম মুখ দেখিতে উজ্জ্বল।
অঙ্গের বরণ তার কাঞ্চন বিমল ॥
মিষ্টভাষি গুণরাশি ছিল সে বালক।
দেখিলে সবার বাড়ে অন্তরে পুলক ॥
কথবকথন তার করিয়া শ্রবণ।
অনেকের মন হয় করে আলাপন ॥
হাসান তাহার নাম গায়ক প্রধান।
শ্রবণে তাহার স্বর যুড়ায় পরাণ ॥
যখন সুস্বরে যুবা বাঁশী বাজাইত।
বোধ হয় সমাহিত লোকেতে শুনিত ॥
তাহার এসব গুণে মুগ্ধ নরগণ।
তাহারে দেখিতে সবে করে আকুঞ্চন ॥
যত ক্রেতা আসিত কিনিতে ফাক্কা তার
হাসানেরে দিত সবে যোগ্য পুরস্কার ॥
পিতার হইত লভ্য বালকের গুণে।
আসিত বিবিধ লোক তার গুণ শুনে ॥
এক মঞ্জিরের ফাক্কা যেজন কিনিত।
বালকের গুণে তারে চতুর্গুণ দিত ॥
ফাক্কা খেতে লোকের না ছিল তত প্রীত
বালকের গুণে যত হইত মোহিত ॥
এই হেতু হাসানের পিতার দোকান।
সকলে কহিত, তাহা প্রমোদের স্থান ॥

এইরূপে হাসানের পিতার দোকানে।
নানা স্থান হতে লোক আসিত সেখানে
হাসানের গুণে সবে মহামোদ পেয়ে।
বিদায় হইয়া সবে যেত ফাক্কা খেয়ে ॥
একদিন পদ্মনাভ নামেতে ব্রাহ্মণ।
হাসানের দোকানেতে কৈল আগমন ॥

হাসানের সহ করি কথবকথন।
বড়ই সন্তুষ্ট মনে হইল ব্রাহ্মণ ॥
পর দিন প্রাতে তথা আসিয়া ব্রাহ্মণ।
হাসানেরে করিলেন প্রিয় সম্ভাষণ ॥
পূর্ব্বমত সন্তুষ্ট হইয়া তার প্রতি।
ফাক্কা খেয়ে হইলেন পরিতৃপ্ত অতি ॥
একটি রজত মুদ্রা হাসানেরে দিয়া।
ব্রাহ্মণ বিদায় হন আশীষ করিয়া ॥

এইরূপে পদ্মনাভ নামেতে ব্রাহ্মণ।
প্রত্যহ তথায় করে গমনাগমন ॥
এক এক রৌপ্য মুদ্রা তার করে দিয়া।
ফাক্কা খেয়ে সুখে যান বিদায় হইয়া ॥
এক দিন পিতৃস্থানে কহিল হাসান।
পিতা এক কথা মম কর অবধান ॥
প্রত্যাবধি হেথা এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মম সহ সম্ভাষণে প্রফুল্লিত মন ॥
বিবিধ বিষয় মোরে জিজ্ঞাসা করিয়া।
বিদায় হইয়া যান সন্তুষ্ট হইয়া ॥
প্রতিদিন রৌপ্যমুদ্রা মোরে করি দান।
আপনার স্থানে তিনি করেন প্রয়াণ ॥
জনক কহিছে শুনি সুতের বচন।
অবশ্য তাহার কিছু আছে প্রয়োজন ॥
নতুবা এমন কেবা আছে দয়াবান।
নিষ্পর্শকে এত মুদ্রা করেন প্রদান ॥
ইহাতে আমার মনে হতেছে সংশয়।
মনে তার আছে কোন গোপন আশয় ॥
আকার প্রকারে ভাল ভাবিয়াছি মনে।
কিন্তু সে তেমন নহে জানিনু এক্ষণে ॥
যখন আসিবে কল্য সেই সে ব্রাহ্মণ।
বিনয়ে তাহারে কৈও আমার বচন ॥
মহাশয় মম পিতা করে আকুঞ্চন।
আপনার সহ করে কথবকথন।
অতএব অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ।
করুন সম্পূর্ণ জনকের অভিলাষ ॥
এত বলি মম গৃহে লইবে তাহারে।
বাক্য ছলে পরীক্ষা করিব আমি তারে ॥
মম স্থানে ছদ্মভাব না রবে গোপন।
[illegible]

পরদিন ব্রাহ্মণ আইলে তথাকারে।
হাসান পিতার আজ্ঞা জানায় তাহারে।
সম্মত হইয়া দ্বিজ যায় তার সনে।
মনোসুখে হাসানের পিতার ভবনে ॥
সে জন দেখিয়া তারে করি সমাদর।
বসিতে আসন দিল করি যোড় কর ॥
ব্রাহ্মণেরে দেখি বহু করিয়া যতন।
করিল তথায় সে ভোজের আয়োজন ॥
বিবিধ সম্ভাষ করি সম্মান সহিত।
হাসানের জনক পাইল মনে প্রীত ॥
ব্রাহ্মণের প্রতি তার যে ছিল সংশয়।
সে সকল দূরে গেল দেখিয়া তাহায়।
পাইল পরম প্রীতি পাইয়া ব্রাহ্মণে।
পরে কয় জন তারা বসিল ভোজনে ॥
ভোজনান্তে ফাক্কাওলা দ্বিজেরে জিজ্ঞাসে
কোথায় নিবাস তব হেথা কোন আশে
পদ্মনাভ বলে আমি বিদেশী ব্রাহ্মণ।
হেথায় আমার কিছু আছে প্রয়োজন ॥
একথা শুনিয়া সেই ফাক্কাওলা ভাসে।
অনুগ্রহ করি যদি থাক মম বাসে ॥
পাইব পরম প্রীতি তোমা দরশনে।
করিব হরণ কাল সাধু আলাপনে ॥
দ্বিজ বলে তব বাক্যে করিনু স্বীকার।
অদ্যাবধি তব বাসে নিবাস আমার ॥
পৃথিবীর মধ্যে যথা আছে বন্ধুগণ।
সেই সে জানিবে তুমি স্বর্গীয় ভবন ॥

ফাক্কাওলা গৃহে দ্বিজ করেন যাপন।
হাসানে পাইয়া থাকে সদানন্দ মন ॥
পুত্রাপেক্ষা হাসানেরে স্নেহ অতিশয়।
করেন ভূদেব অতি পাইয়া প্রণয় ॥
নানাবিধ উপহার দান করে তারে।
এক দিন কহে দ্বিজ স্নেহ সহকারে ॥
ওহে পুত্র কথা এক হইল স্মরণ।
তোমায় কহিব কিছু গোপন কথন ॥
তোমারে চতুর অতি করি দরশন।
তুমি হও গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষার ভাজন ॥
যদিও তোমার হৌক সুকুমার মতি।
[illegible]

গম্ভীর স্বভাব পরে হইবে তোমার।
জগতে তোমার গুণ হইবে প্রচার॥
আমি এক গুপ্ত বিদ্যা জানি বিলক্ষণ।
শিখাই তোমারে এই মম আকুঞ্চন॥
আমার বাসনা তোরে করি ধনবান।
চিরকাল সুখে রবে পাইয়া সম্মান॥
যদি তুমি মম সঙ্গে চলহ এখন।
অদ্যাই তোমার হস্তে সঁপি গুপ্তধন॥
হাসান কহিল প্রভু নিবেদি চরণে।
পিতৃ আজ্ঞা বিনা আমি যাইব কেমনে॥
জানেন পিতার প্রতি নির্ভর আমার।
কেমনে যাইব বল সঙ্গেতে তোমার॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ তার পিতারে কহিল।
সে জন সন্তোষে পুত্রে অনুমতি দিল॥
যথা ইচ্ছা দ্বিজ সঙ্গে করহ গমন।
ইহাতে আমার কিছু নাহি অন্য মন॥

হাসান দ্বিজের সঙ্গে আসিয়া সত্বরে।
ক্রমে উপনীত হয় নগর প্রান্তরে॥
তথা এক ভগ্নবাটী করি দরশন।
দুই জনে সেই স্থানে কৈল আগমন॥
তাহার নিকটে গিয়া হাসান ব্রাহ্মণ।
জল পূর্ণ কূপ এক করিল দর্শন॥
পদ্মনাভ হাসানেরে কহেন তখন।
এই কূপ ভিতরেতে আছে গুপ্তধন॥
এই ধন তোমারনে করিতে অর্পণ।
তব সহ হেথায় আমার আগমন॥
হাসিয়া হাসান জিজ্ঞাসিল সে ব্রাহ্মণে।
কূপেতে থাকিলে ধন পাইব কেমনে॥
কেমনে জলের মধ্যে করিব গমন।
কেমনে বা হস্তগত হবে গুপ্তধন॥
দ্বিজ বলে এই জন্য হৈওনা বিস্ময়।
এ অতি সহজ কর্ম্ম অনায়াসে হয়॥
সকল নরের নাহি সমান শকতি।
সকলের প্রতি তুষ্ট নহে ভবপতি॥
তিনি যারে শক্তি করিয়াছেন প্রদান।
সে জন পাইতে পারে ইহার সন্ধান॥
অসাধ্য সাধিতে শক্তি আছে সে জনার
স্বভাবের নিয়ম ভাঙ্গিতে সাধ্য তার॥

এত বলি পত্র এক বাহির করিয়া।
সত্বরে কএক বর্ণ তাহাতে লিখিয়া॥
সেই পত্র কূপ মধ্যে করিল ক্ষেপণ।
তাহাতে হইল শুষ্ক কূপের জীবন॥
তদন্তর দুই জন তাহাতে নাম্বিল।
তার মধ্যে সিঁড়ী এক দেখিতে পাইল॥
সেই সিঁড়ী দিয়া নাবি কূপের তলায়।
তথা এক বদ্ধ দ্বার দেখিবারে পায়॥
তাম্রের কপাট দুই লগ্ন আছে তায়।
লৌহের চাবিতে বদ্ধ রুদ্ধ সমুদায়॥
ব্রাহ্মণ তথায় এক ভজনা লিখিয়া।
সেই দ্বারে সত্বরেতে দিল ছোঁয়াইয়া॥
স্পর্শন মাত্রেতে দ্বার তখনি খুলিল।
দুই জনে তার মধ্যে প্রবেশ করিল॥
দিব্য এক গৃহ তথা হইল দর্শন।
তাহে এক ইথোপিয়া দেখিতে ভীষণ॥
দুই পদে সেই জন দাঁড়াইয়া আছে।
শ্বেত এক শিলা তার হস্তেতে রয়েছে
দেখিয়া হাসান ভয়ে কহিল ব্রাহ্মণে।
ইহার নিকটে মোরা যাইব কেমনে॥
যদি মোরা এর কাছে হই অগ্রসর।
প্রাণেতে বধিবে দোঁহে হানিয়া প্রস্তর॥
বাস্তব দুর্জ্জন সেই মানব ভীষণ।
উদ্যত বধিতে দোঁহে হইল তখন॥
সেইকালে দ্বিজ এক মন্ত্র উচ্চারিল।
তাহার প্রভাবে সেই ভূমেতে পড়িল॥

তদন্তর দোঁহে সুখে করিল গমন
আর কোন বিঘ্ন না করিল দরশন।
তার পর দোঁহে তথা করে নিরীক্ষণ।
অতি মনোহর গৃহ মণিতে শোভন॥
তাহার দ্বারেতে দুই শার্দ্দুল ভীষণ।
মুখে হতে বাহির হতেছে হুতাশন॥
ইহা দেখি হাসানের উড়িল পরাণ।
বলে প্রভু এ বিপদে কর পরিত্রাণ॥
নিকটস্থ হয়ো প্রভু নাহি প্রয়োজন।
চল শীঘ্র হেথা হতে করি পলায়ন॥
নতুবা শার্দ্দুল মুখস্থিত হুতাশন।
আমাদের জীবনের করিবে নিধন॥

ভূদেব কহেন ভয় নাহিক তোমার।
আমাইহতে হইবে ইহার প্রতিকার॥
আমাতে বিশ্বাস তুমি রাখ অবিরল।
ইহাতে হইবে তব পরম মঙ্গল॥
যে জ্ঞান আমাতে আছে ওরে বাছাধন
কার সাধ্য আমাদিগে করিবে নিধন॥
যাহার ভয়েতে তুমি হয়েছ কাতর।
আমার স্বরেতে এরা হইবে অন্তর॥
দৈত্যের উপরে আছে প্রভুত্ব আমার।
ইহাদের যাড়গিরি না খাটিবে আর॥
ইহা বলি মন্ত্র কিছু কৈল উচ্চারণ।
ব্যাঘ্রদ্বয় গর্ত্তমধ্যে করিল গমন॥
তদন্তর, গৃহ দ্বার আপনি খুলিল।
হাসান, ব্রাহ্মণ, গৃহে প্রবেশ করিল॥
যেই দিগে নেত্রক্ষেপ হাসান করিল।
সেদিগ শোভাতে তার মানস মোহিল।
আর এক গৃহে দেখে গম্বুজ আকার।
চুনিতে নির্ম্মিত তাহা অতি চমৎকার॥
বড় এক চুনি আছে উপরে তাহার।
আলোময় করিয়াছে সে রম্য আগার।
দীর্ঘে প্রস্থে ছয় হস্ত পরিমিত তাহা।
করিছে সূর্য্যের কার্য্য গৃহে থাকি যাহা॥
এই গৃহ পূর্ব্বরূপ নহে ভয়ঙ্কর।
তাহাতে প্রহরী নাহি ছিল নিশাচর॥
মনোরম মূর্ত্তি ছয় সুন্দর শোভিত।
এক২ হীরকেতে তাহার নির্ম্মিত॥
সুমণ্ডিত নারীর প্রতিমা মনোহর।
গেটার তাহার করে শোভে নিরন্তর॥
সে গৃহের দ্বারদ্বয় পান্নাতে নির্ম্মিত।
হেরিয়া হাসান হয় অন্তরে হর্ষিত॥

হেরি হাসানের বাড়ে মনের আবেশ
তার পর সভাগৃহে করিল প্রবেশ॥
সুবর্ণে নির্ম্মিত তার মেজে মনোহর।
উপরেতে শোভা পায় মুক্তার ঝালর॥
জড়ুয়া জড়িত কত হীরকের সাজ।
মাজে২ আছে তার মুকুতার কায॥
সেই সভাগৃহে চারিদিগে শোভাময়।
কমনীয় চারি গৃহে শোভা অতিশয়॥

এক কোণে আছে তার অসংখ্য কনক।
আর কোণে চুনি কত দিতেছে আলোক
আর কোণে পর্ব্বত প্রমাণ রৌপ্যচয়।
আর কোণে কালবর্ণ মাটি সমুদয়॥

গৃহ মধ্যস্থলে এক আছে সিংহাসন।
রজতে নির্ম্মিত তাহা দেখিতে শোভন
তদোপরি রজতের সিন্ধুক সুন্দর।
তাহার ভিতরে আছে এক নৃপবর॥
সুবর্ণ মুকুট তার মস্তক উপর।
মুকুতা হীরকে মোড়া দেখিতে সুন্দর॥
কনক ফলক এক সিন্ধুক উপরে।
সুশোভিত কত গুলি সুবর্ণ অক্ষরে॥
নিম্নের লিখিত বাক্য রয়েছে লিখন।
শ্রবণ পঠনে হয় জ্ঞান উদ্দীপন॥

"যদবধিবাঁচেজীব, তাবতনাভাবেশিব
মোহবশে থাকে অচেতন।
তাবত না জাগেকেহ,যাবতনাত্যজেদেহ,
মৃত্যু কালে হয় সচেতন॥
এই যে বিপুলধন, করিলাম উপার্জ্জন,
রাজ্যভোগে কি সুখ আমার।
সুখের হইল শেষ, শব দেহ খাটে শেষ,
ক্ষণ প্রভা তুল্য এ সংসার॥
মানবেরশক্তিযাহা, সকলি অনিত্যতাহা
বিভ্রমে বিমগ্ন অনুক্ষণ।
তাই বলি যত জীব, চিন্তাকর নিজশিব,
ধন গর্ব্ব কোরনা কখন॥
মনেতে ধৈরজ ধর, নিয়ত স্মরণ কর,
ফরোয়া দিগের বিবরণ।
পুর্ব্বেতে আছিল যারা, এক্ষণে কোথায়
তারা,) তোমাদেরজানিবেতেমনা,,

পদ্মনাভ প্রতি কহে হাসান তখন।
কোন রাজা সিন্ধুকেতে করিয়া শয়ন॥
দ্বিজ কহে তোমাদের ইজিপ্ত নগরে।
এই রাজা ছিল পুর্ব্বে রাজধানী করে॥

পশ্চাতে এ স্থানে রাজা করি আগমন।
চুনিতে মণ্ডিত পুর করিল রচন॥
দ্বিজ বাক্য শুনি কহে হাসান সুধীর।
এ স্থান কি জন্য প্রিয় হৈল নৃপতির॥
ইহাতে বিস্ময় মনে হতেছে আমার।
ভূপতির হেন বুদ্ধি হৈল কি প্রকার॥
ভুমির নিম্নেতে করি গৃহের নির্ম্মাণ।
করিলেন ধনের সমস্ত অবসান॥
অন্য২ রাজাগণ না করে এমন।
লোকেরে দেখান তারা বাটীর শোভন॥
চিরকাল নাম যাতে জাগরুক রয়।
তাই সদা করে যত ভূপতি নিচয়॥
বংশ পরম্পর ধন করিয়া বিস্তার।
কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন যেই যার॥
মানব চক্ষেতে ধন না রাখে গোপন।
এইভাবে কিসে হবে বিখ্যাত ভুবন॥
এই কথা সত্য বটে কহিল ব্রাহ্মণ।
গুপ্ত কাণ্ডে এই রাজা ছিল বিচক্ষণ॥
আপনার সভা হৈতে করি পলায়ন।
এই স্থানে রহিলেন হইয়া গোপন॥
স্বভাবের গুপ্তকাণ্ড করিয়া প্রকাশ।
পরিপূর্ণ করিলেন স্বীয় অভিলাষ॥
পদার্থ-বেত্তারশিলা চমৎকার অতি।
তাহার যে গুণ জানিতেন মহীপতি॥
তাহার প্রত্যক্ষ এই দেখ বিদ্যমান।
ইহাতে পাইবে তুমি বিশেষ প্রমাণ॥
আরো এই কৃষ্ণ বর্ণ মৃত্তিকা প্রভাবে।
বিপুল সম্পদ তার ইহাতে সম্ভবে।
হাসান কহিল দ্বিজ করি নিবেদন।
এই কাল মৃত্তিকার প্রভাব এমন? ॥
দ্বিজ বলে এ বিষয়ে নাহিক সংশয়।
প্রমাণার্থে তোরে বলি পদ্য কতিপয়॥
তুরকী ভাষাতে তাহা আছয়ে লিখন।
শুনিলে তোমার হবে নিঃসংশয় মন॥
পদার্থবেত্তারশিলা গুণ পরে যত।
এ পদ্য শ্রবণে তুমি হবে অবগত॥

লয়ে যত্নে পশ্চিমস্থ রাজ দুহিতারে।
বিভা দেহ পূর্ব্বদেশ-রাজার কুমারে॥
তাহাদের যোগে হবে সন্তান এমন।
সুন্দরাস্য দেহ হবে রাজা সেইজন॥
এক্ষণে নিগূঢ় অর্থ শুনহ ইহার।
শুনিলে হইবে অতি বিস্ময় তোমার॥
শিশিরে সংসিক্ত কর পশ্চিমের মাটি।
তাহাতে হইবে সেই অতি পরিপাটি॥
ইহাতে উদ্ভব হবে উত্তম পারদ।
তবে প্রসবিবে তারা শশাঙ্ককরদ॥
স্বভাব উপরি হবে সর্ব্ব শক্তিমান।
অনায়াসে বিপুলার্থ করিবে নির্ম্মাণ॥
এর তাৎপর্য্য তুমি অবগতি কর।
কাঞ্চন রজত জান সূর্য্য শশধর॥
যবে সিংহাসন হতে তাহারা নাবিবে।
বহু মুল্য রত্নরাশি প্রসব করিবে॥
রৌপ্য পাত্র আছে এক গৃহের কোণেতে
উত্তম নির্ম্মল বারি আছে সে পাত্রেতে
শুষ্ক মাটি সেই জলে রাখ ভিজাইয়া।
হেনমতে কিছু দিন রহিবে পড়িয়া॥
সেই মাটি লয়ে যেই ধাতুতে মিশাবে।
অনায়াসে সেই ধাতু সোনারূপা হবে॥
আরো অন্য পাথরেতে ছোঁয়াইলে পর
হবে তাহা বহু মুল্য বিবিধ প্রস্তর॥
পাথরের যত গৃহ ইজিপ্ত নগরে।
সকলি হীরক হবে ছোঁয়াইলে পরে॥

শুনিয়া হাসান কহে ওগো মহাশয়।
আরতব বাক্যে মম নাহি অপ্রত্যয়॥
এবে ধন দেখে চিত্ত নহেক বিস্মিত।
মৃত্তিকার গুণ যত জানিনু নিশ্চিত॥
এতেক শুনিয়া পুন কহেন ব্রাহ্মণ।
আরো এক এর গুণ আছে বাছাধন॥
এ মৃত্তিকা যার অঙ্গে করিবে স্পর্শন।
নানারোগে রোগী হবে রোগ বিমোচন
মৃত্তিকা খাইলে ভূতগ্রস্ত রোগী যারা।
তখনি রোগেতে মুক্ত জানিবে তাহারা॥
পূর্ব্বমত বল দেহে করয়ে ধারণ।
কিছুমাত্র নাহি থাকে ব্যাধির লক্ষণ॥
ইহার অধিক এর গুণ আছে আর।
অন্য সব গুণ হতে অতি চমৎকার॥

অক্ষিযুগে করিলে এ মৃত্তিকা লেপন।
দৈত্যগণে সেই জন করে দরশন॥
আরো সেই জন পরে হেন শক্তি ধরে।
অনায়াসে দৈত্যগণে আজ্ঞাকারী করে॥

(পুনরায় ব্রাহ্মণ কহিল) বাছাধন।
যে সব বৃত্তান্ত তোরে করিনু জ্ঞাপন॥
বিবেচনা করি দেখ মনেতে বিচারি।
কত ধনে তোরে করিলাম অধিকারি॥
হাসান কহিল প্রভু কহিলে যেমন।
কিছুই অন্যথা নহে তোমার বচন॥
কিন্তু মহাশয় নিবেদন করি আমি।
যাবৎ না কৈলে মোরে এধনের স্বামী॥
জননী জনকে আমি সন্তোষ করিতে।
এর কিছু ধন আমি পারি কি লইতে?॥
(শুনি পদ্মনাভ বলে) "ওরে বাছাধন
যাহা ইচ্ছা তোমার তা করহ গ্রহণ॥
অনুমতি হাসান পাইয়া সেইক্ষণ।
পান্না আর সোনা কিছু করিয়া গ্রহণ॥
ব্রাহ্মণের পশ্চাতে আইল তথা হতে।
তথা হৈতে বাহির হইল পূর্ব্বমতে॥

সভাগৃহ দিয়া তারা করিয়া গমন।
তার পার্শ্বগৃহে পুনঃ কৈল আগমন॥
তদন্তর অট্টালিকা আইল ছাড়িয়া।
দেখে সেই ইথোপিয়া আছয়ে পড়িয়া
তদন্তর তাম্রদ্বার আইল লঙ্ঘিয়া।
পূর্ব্বমত দ্বাররুদ্ধ হইল আসিয়া॥
তদন্তর সোপানেতে করি আরোহণ।
কূপ হৈতে ঊর্দ্ধে তারা কৈল আগমন॥
সেই কূপ পূর্ব্বমত জলেতে পূরিল।
দেখি হাসানের চিত্তে সংশয় জন্মিল॥

বিস্ময় পূরিত আস্য করি দরশন।
পদ্মনাভ হাসানেরে কহেন তখন॥
কেন পুনঃ পুনঃ তুমি হও চমৎকার।
তোমার বিমল আস্যে হতেছে প্রচার॥
তালিস্মার বিবরণ শুননি শ্রবণে?।
(হাসান কহিল) প্রভু জানিব কেমনে॥
অনুগ্রহ করি কহ বিবরণ তার।
শুনিয়া বিস্ময় দূর হউক আমার॥
(দ্বিজ বলে) ওরে বাছা করহ শ্রবণ।
তালিস্মার বিবরণ করিব বর্নন॥
স্থূল তার গুণমাত্র বলিব না ধন।
জানাইব যাতে শিক্ষা করহ এখন॥
দ্বিরূপ তালিস্মা আছে জগতে প্রচার।
অক্ষর আত্মক এক আর ভিন্নাকার॥
স্তব পাঠ শব্দাক্ষর যোগে এক হয়।
গ্রহের সম্বন্ধে হয় দ্বিতীয় নিশ্চয়॥
কোন্ কোন্ ধাতুতে গ্রহের আছে যোগ
কোন গ্রহযোগে হয় কি প্রকার ভোগ॥
স্বপনে শিখেছি আমি প্রথম উপায়।
কৃপায় উই-হ দেব দিলেন আমায়॥

স্বর্গীয় দূতের শক্তি আছয়ে অক্ষরে।
একেক অক্ষরে এক দূত ভর করে॥
দূত কারে বলে তুমি না জান কারণ।
আগে জানাইব তাহাদের বিবরণ॥
সর্ব্ব শক্তিমান বিভু সর্ব্বেশ্বর জিনি।
দূতগণে পূর্ণ শক্তি দিয়াছেন তিনি॥
দূতগণ অক্ষরেতে করিয়া নির্ভর।
সকলেতে শাসন করয়ে চরাচর॥
পার্থিব সমস্ত শব্দে করি অধিষ্ঠান।
শুভাশুভ ফলাফল করয়ে বিধান॥
অক্ষর সংযোগে হয় শব্দের বিন্যাস।
শব্দ হতে পদ সব হয় যে প্রকাশ॥
সেই পদ লিখিত কি কথিত হইলে।
অল্প বুদ্ধি জীবগণ তাহে যায় ভূলে॥

হাসান, ব্রাহ্মণে এই কথা পরস্পরে।
ক্রমে ক্রমে উপনীত হইল নগরে॥
সুবর্ণ পান্নার সহ দেখিয়া নন্দনে।
হাসানের পিতা অতি তুষ্ট হৈল মনে॥
তদবধি ফাব্বা চেচা করিয়া বর্জ্জন।
করিতে লাগিল কাল সুখেতে যাপন॥

হাসানের ছিল এক বিমাতা পাপিনী।
ঈর্ষাসূয়া পরবশা লোভী বিদ্বেষিণী ॥
হাসান আনিল যত ধন কূপ হতে।
মণি মুক্তা চুনি পান্না সুবর্ণ রজতে ॥
বহু মূল্য সে সকল কহিব কি আর।
তাহে চিরদিন সুখে যায় সবাকার ॥
রাজাধিরাজের হতে অতুল সম্পদে।
সুখেতে হরিত কাল থাকি নিরাপদে ॥
কিন্তু সে নারীর মনে হইল এমন।
অচিরে হইবে ক্ষয় এই সব ধন ॥
অবশেষ হবে দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে।
এক দিন হাসানেরে কহে মৃদুস্বরে ॥
ওরে বাছা এই ধন চিরস্থায়ী নয়।
এরূপ করিলে ব্যয় আশু হবে ক্ষয় ॥
(হাসান কহিল) মাতা চিন্তা কি কারণ।
অক্ষয় জানিবে মাতা এই সব ধন ॥
মহাসাধু পদ্মনাভ আমার কারণ।
মনস্থ করেছে দিতে যেই সব ধন ॥
যদি তুমি একবার হেরিতে নয়নে।
কদাচ এ বুদ্ধি না হইত তব মনে ॥
পুনঃ যবে দ্বিজ মোরে লইবে তথায়।
কালমাটি এক মুটা আনিব হেথায় ॥
তা দেখে জননী তব হইবে প্রত্যয়।
মনে হতে দূরে যাবে যতেক সংশয় ॥
(বিমাতা কহিল) বাছা যত মনে ধরে।
ধন চুনি লয়ে তুমি আসিবে রে ঘরে ॥
কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকায় নাহি প্রয়োজন।
সম্পদ বাড়ুক তব এই আকুঞ্চন ॥
কিন্তু বাপু এক বুদ্ধি আইসে অন্তরে।
যদি দ্বিজ তোরে সব দিতে ইচ্ছা করে ॥

কূপে প্রবেশিতে যা যা হয় প্রয়োজন।
কেননা তোমায় দ্বিজ শিখায় এখন? ॥
যবে তব ইচ্ছা হবে যাইবে তথায়।
মনোভীষ্ট সিদ্ধি করি আসিবে হেথায় ॥
যদ্যপি দৈবাৎ দ্বিজ যায় লোকান্তরে।
ভরসার হবে শেষ কি করিবে পরে ॥
আরো সে হইবে শ্রান্ত থাকিতে হেথায়
আমাদের সহবাস ত্যজিবে ত্বরায় ॥
প্রকাশ করিবে অন্যে এই বিবরণ।
আমাদের ভাগ্যে বাছা কি হবে তখন ॥
আমার মানস এই ওরে বাছাধন।
তার কাছে ভজনাদি শিখহ এখন ॥
বিশেষ সে সব তুমি শিখিবে যখন।
আমরা ব্রাহ্মণে তবে করিব নিধন ॥
তা হইলে অন্য কেহ জানিতে নারিবে।
অতুল সম্পদ পেয়ে সুখেতে থাকিবে ॥

বিমাতার এ বচন করিয়া শ্রবণ।
ভয়ে চমকিয়া উঠে হাসান তখন ॥
বলে মাতা একুবুদ্ধি হইল কেমনে।
বিনাশ করিতে চাহ দয়ালু ব্রাহ্মণে ॥
আমাদিগে দ্বিজ ভাল বাসেন অন্তরে।
করেছে যে অনুগ্রহ এমন কে করে ॥
অঙ্গীকার করিয়াছে এত ধন দিতে।
সম্রাটের ইচ্ছা হয় সে ধন পাইতে ॥
রাজাদের হিংসা হয় যাহার কারণ।
এত কৃপা প্রকাশ করেছে যেই জন ॥
এ দয়ার প্রতিফল এই কি চিন্তিলে।
অনায়াসে ব্রাহ্মণের বিনাশ ইচ্ছিলে? ॥
যদি পুনর্ব্বার মম দুরাবস্থা হয়।
পূর্ব্বমত ঝাঁকা যদি করি গো বিক্রয় ॥
তথাচ এমন ইচ্ছা না করিব মনে!
নির্দ্দয়রূপেতে বধিবারে সে ব্রাহ্মণে ॥
(বিমাতা কহিল) পুত্র শুন দিয়া মন।
আপনার লভ্য চিন্তা কর অনুক্ষণ ॥
যদি ভাগ্য অনুকূল হলেন এখন।
চেষ্টা কর কিরূপে সঞ্চিত হয় ধন ॥
তোমা চেয়ে ধরে বুদ্ধি জনক তোমার।
সে জন প্রশংসা করে সতত আমার ॥
আমি যেই পরামর্শ বলি তাঁর স্থানে।
সেই কথা মহা উপদেশ করি মানে ॥
যখন জনক তব এত মান্য করে।
উচিত করিতে মান্য তোমার অন্তরে ॥
এই মতে হাসানের বিমাতা দুঃশীলা।
নানা বাক্য ছলেতে তাহারে বুঝাইলা ॥
একেত হাসান অতি সুকুমার মতি।
কিসে ভাল মন্দ করিবেক অবগতি ॥

অবশেষ বিমাতার মতে মত দিল।
যাইব দ্বিজের কাছে মায়েরে কহিল ॥
তদন্তর হাসান দ্বিজের কাছে গিয়া।
বিস্তর সাধিল তার চরণে ধরিয়া ॥
বলে দ্বিজ মোরে যদি হলে কৃপাবান।
অনুগ্রহ করি তব মন্ত্রাদি শিখান,, ॥
ব্রাহ্মণ নিতান্ত ভাল বাসিত হাসানে।
মন্ত্রাদি সকল কহিলেক তার স্থানে ॥
কাগজে লিখিয়া মন্ত্র যত কিছু ছিল।
যথা যাহা আবশ্যক সব শিখাইল ॥

মন্ত্র পেয়ে তুষ্ট হয়ে হাসান তখন।
জনক বিমাতা পদে করে নিবেদন ॥
তদন্তর হাসানের জননী জনক।
দিন স্থির করে মনে পাইয়া পুলক ॥
তিনজনে ধনাগার করিবে দর্শন।
গোপনেতে পরামর্শ কৈল তিনজন ॥
হাসানের জননী কহিল হাসানেরে।
যখন আসিব মোরা তথা হতে ফিরে ॥
সেই কালে ব্রাহ্মণেরে করিয়া নিধন।
পরম সুখেতে কাল করিব যাপন,, ॥
যে দিন নির্দ্দিষ্ট দিবা আসি ঘুনাইল।
দ্বিজে না কহিয়া তিনজনেতে চলিল ॥
সে ভগ্ন বাটীর কাছে হলে উপনীত।
হাসান খুলিল সেই কাগজ ত্বরিত ॥
কাগজ লইয়া কূপে ফেলাইয়া দিল।
তখনি তাহার জল বিশুষ্ক হইল ॥
তদন্তর সিঁড়ী দিয়া ভিতরেতে যায়।
তাম্রের কপাট তথা দেখিবারে পায় ॥
আর এক মন্ত্র বলি কবাট ছুঁইল।
তখনি সে দ্বার মুক্ত আপনি হইল ॥
ইথোপিয়া দেশজাত সেই নিশাচর।
তাহাদিগে দেখি হইলেক অগ্রসর ॥
ফেলিতে প্রস্তর সেই উদ্যত হইল।
দেখি তার পিতা মাতা সঙ্কট গণিল ॥
হাসন তৃতীয় মন্ত্র কৈল উচ্চারণ।
তাহাতে সে দৈত্য হয় ভূতলে পতন ॥
তদন্তর তিনজন সাহস করিয়া!
অট্টালিকা ভিতরেতে প্রবেশিল গিয়া ॥

সভাগৃহ দ্বারে যবে হৈল উপনীত।
সেই দুই শার্দ্দূল আসিয়া উপস্থিত ॥
হাসান পুনশ্চ মন্ত্র কৈল উচ্চারণ।
তাহে ব্যাঘ্র দ্বয় করে বিবরে গমন ॥
তদন্তর সভাগৃহ পরিক্রম করি।
ধনাগারে প্রবেশ করিল ত্বরা করি ॥
যথায় মাণিক্য চুনি পান্না হীরা মতি।
রজত কাঞ্চন স্তব শোভাকর অতি ॥
রজতের জলপাত্র আছয়ে যথায়।
ক্রমে ক্রমে উপনীত হইল তথায় ॥
হাসানের মাতা তথা করিয়া গমন।
ইজিপ্ত ভূপেরে না করিল দরশন ॥
সুবর্ণ ফলকে যাহা রয়েছে লিখন।
একাক্ষর তার নাহি করিল পঠন ॥
চুনি পান্না হীরা মতি আছে যেই স্থানে।
সলোভ মানসে ত্বরা যাইল সেখানে ॥
দুই করে তুলে নিল রতননিকর।
তার ভারে ভারাক্রান্ত হৈল কলেবর ॥
তবু কি মনের লোভ মিটে যায় তাতে।
আর কিছু কিছু রত্ন তুলে নিল মাতে ॥
হাসানের জনক লোভেতে সেইক্ষণ।
রজত কাঞ্চন করে দুহাতে গ্রহণ ॥
হাসান মৃত্তিকা কাল লইল তুলিয়া।
এই মনে, পরীক্ষা করিবে গৃহে গিয়া ॥

এইরূপ সঞ্চয় করিয়া তিনজন।
সে স্থানে হইতে করে পুনরাগমন ॥
ধন ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে অতিশয়।
দুঃখ নাহি ধন প্রাপ্তে আনন্দ হৃদয় ॥
সভাগৃহ পরিহরি আইল যখন।
তিনজনে তিন মূর্ত্তি দেখিল ভীষণ ॥
তিন জনে তিন জনে করিতে সংহার।
বিস্ফারিত হইতেছে ক্রোধ পারাবার ॥
হাসানের পিতা মাতা করি দরশন।
মৃত্যু শঙ্কা গণি হয় সঙ্কশিত মন ॥
দৈত্যদের কর হতে পেতে পরিত্রাণ।
হাসান না জানে কিছু ইহার সন্ধান ॥
জনক জননী চেয়ে ভয়েতে কাতর।
বাক্য নাহি স্বরে মুখে কম্পে কলেবর ॥

হাসান প্রাণের ভয়ে করিয়া ক্রন্দন।
বিমাতার প্রতি করে বিবিধ ভর্ৎসন॥
রে দুষ্টা জননী তোর এই ছিল মনে।
বাসনা করিলি আমাদিগের নিধনে॥
তোর জন্য হেথা মোরা প্রাণ হারাইনু
কেনবা তোমার কথা কর্ণেতে শুনিনু॥
নিঃসন্দেহ পদ্মনাভ জেনেছে কারণ।
আমাদের মনোকথা হয়েছে জ্ঞাপন॥
তার জ্ঞান শীঘ্র সব তাহারে কহিল।
আমাদের নিষ্ঠুরতা বুঝিতে পারিল॥
জানি দ্বিজ দৈত্যগণে করেছে প্রেরণ।
আমাদের তিন জনে করিতে নিধন॥
হাসানের এই কথা শেষ না হইতে।
আকাশেতে শব্দ এক শুনে আচম্বিতে॥
(পদ্মনাভ বলে) ওরে দুরাত্মা সকল।
আমার নিধনে কর মানস কেবল॥
আমার বান্ধব যোগ্য তোরা নস কভু।
তোদের মনের ভাব জানেন সে বিভু॥
সদয় না হত যদি দেবতা আমার।
এখনি সকলে প্রাণ বধিত আমার॥
মম প্রতি উইহ দেব সদয় হইয়া।
তোদের দুশ্চেষ্টা মোরে দিলেন কহিয়া
ইহার উচিত শাস্তি পাইবি এখন।
বিশ্বাস ঘাতকী তোরা হইলি যেমন॥
ওরে দুষ্টা নারী তুই কুবুদ্ধি করিয়া।
বিপদ ঘটালি মম মরণ চিন্তিয়া॥
শুনরে হাসান ওরে হাসানের পিতঃ।
নারীর কুবুদ্ধে তোরা হলি বিড়ম্বিত॥
এত বলি সেই রব নীরব হইল।
দৈত্যগণে তিন জনে বিনাশ করিল"॥

(মন্ত্রী বলে) "নরপতি, করিলেন অবগতি, স্থূলার্থ মা এই উপাখ্যানে।
বিনা দোষে নুর্জিহানে, আপনি বধিলে প্রাণে, দণ্ডভাগী হবে বিভুস্থানে
রমণীর মন্ত্রণায়, বধিলে তনয়ে তায়, কলঙ্ক ঘুষিবে ত্রিভুবন।
ভুপ যাতে হয় হিত, নাহিঘটেবিপরীত, বিবেচনা করুন তেমন॥

জননীর যুক্তিশুনি, সভাত হাসান গুনি, দৈত্য হস্তে ত্যজিল জীবন।
আরো সেইদুষ্টানারী, ব্রাহ্মণেবিদ্বেষকরি আপনিও হইল নিধন॥
হাসাকিন মহীশ্বর, স্থির চিত্ত হয়ে পর, ক হলেন সচিবের প্রতি।
বিশেষ প্রমাণ বিনা, সন্তানেরে বধিবনা জেনো মন্ত্রী আমার ভারতী॥
তদন্তর ভূভূষণ, ত্যজি রাজ সিংহাসন' মৃগয়ায় করিলা গমন।
হইলে প্রদোষ কাল, আইলেন মহীপাল রাণী সহ কৈলা দরশন॥
রাণীপেয়েধরাপালে, বিস্তারিমন্ত্রণাজালে, ভূপে ভাষে শুন প্রাণেশ্বর।
সন্তানে বধিতে হেন, বিলম্ব করিছ কেন বিশেষ, কহনা গুণাকর॥
রাজাবলেপ্রাণেশ্বরী, ধর্ম্মকে নিতান্তডরি সেই হেতু বিলম্ব আমার।
বিশেষ প্রমাণ পেলে, দোষ তার জ্ঞাত হলে, প্রাণ দণ্ড করিব তাহার॥
রাণীকহে নরস্বামী, বিশেষবলিহে আমি যদি মোরে বিশ্বাস না কর।
তথাচ নীরবে তার, হয় নাই কি প্রকার তোমার নন্দন দোষাকর॥
তাহার শিক্ষক যেই, ভয়ে পলাইল সেই বল নাথ কিসের কারণ।
ইথে কি প্রমাণ নয়, মম বাক্য সমুদয়, কেন অপ্রত্যয় হে রাজন॥
কুমার শিক্ষক যেই, এই ভয়ে গেল সেই জেনেছে পুত্রের আচরণ।
পাছে তুমি নরেশ্বর, তাহারে ভর্ৎসনাকর তারে জানি দোষের কারণ॥
অন্যপ্রমাণেতেআর, প্রয়োজনকিতোমার যে কুকর্ম্ম ঘটয়ে গোপনে।
সাক্ষী যদি নাহি রয়, দোষীকিনির্দ্দোষী হয়, সাক্ষ্যাভাবে বিচার সদনে।
সাক্ষ্যাভাবেযুক্তি এই, অপরাধী হবেযেই কৌশলেতে করিবে প্রমাণ।
এবিষয়ে প্রসঙ্গেক, বিবেচিয়া মনেরেখো শুন নাথ কহি তব স্থান,,॥

রাজা আকশিদের উপাখ্যান।

আকশিদ নামে ছিল ইজিপ্ত-ঈশ্বর।
পরম ধার্ম্মিক রাজা সর্ব্ব গুণাকর॥
অত্যন্ত প্রবীণ তিনি হলেন যখন।
আপনার তিন পুত্রে ডাকিয়া তখন॥
বলিলেন,শুন বাপু বচন আমার।
লোকান্তর হতে মম দেরি নাহি আর॥
পরলোকে যেতে হবে স্বকর্ম্ম সহিত।
বিভুস্থানে কর্ম্মফল করিতে বিদিত॥
ঈশ দূত মম স্থানে আসিবার পূর্ব্বে।
করেছি বাসনা এক শুন তোমা সর্ব্বে॥
আমার অনুজ্ঞা সবে রাখহ এখন।
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মম কর আয়োজন॥
আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে ওরে বাছাধন।
সমাধি উচিত ক্রিয়া কর সমাপন॥
স্বচক্ষে এসব আমি করিব দর্শন।
অচিরেতে করহ তাহার আয়োজন॥
দূরস্থিত রাজাগণে আহ্বান কারণে।
অনুমতি কর মম যত মন্ত্রীগণে॥
আমার শাসন ভুক্ত রাজা যত জন।
হেথায় আসিতে সবে কর নিমন্ত্রণ॥
এ কর্ম্ম সম্পন্নে যাহা প্রয়োজন হয়।
সতর্ক হইয়া সব কর পুত্রচয়॥
অতি সমারোহ করি করিবে এ কাজ।
কোন রূপে যেন মম নাহি হয় লাজ॥

মন্ত্রিগণ রাজ আজ্ঞা করিয়া ধারণ।
আবশ্যক যত দ্রব্য করে আয়োজন॥
নির্দ্দিষ্ট হইল দিন তাহার কারণ।
সতর্কেতে কর্ম্ম করে যত দাসগণ॥
রাজ সভাসদ যত প্রধান মানব।
উদ্যত করিতে নৃপ মরণ উৎসব॥
রাজধানী শোকচ্ছদে হইল ভূষিত।
শ্রেণী মত সৈন্য দাঁড়াইল চারি ভিত॥
পঞ্চাশ সহস্র সেনা শ্রেণীমত হয়ে।
দাঁড়াইল বার দিয়া অস্ত্র আদি লয়ে॥
সেনাদের মাহিআনা হইল বণ্টন।
বেতন পাইয়া সবে প্রফুল্লিত মন॥
রাজার শয়ন গৃহে আসি সভ্যগণ।
ভূপতিরে প্রণাম করিল জনে জন॥
তদন্তর মহীধরে তুলি শয্যা হতে।
বসাইল লয়ে সিংহাসন উপরেতে॥
চারি জন সচিব মিলিয়া মনোদুখে।
শবের সিন্দুক এক রাখিলা সম্মুখে॥
তদোপর চন্দ্রাতপ অতি চমৎকার।
তদোপরি ধরে চারি রাজার কুমার॥
ছয় জন রাজ সভ্য তথায় আসিল।
খনিয়া মৃত্তিকা তথা ছড়াইয়া দিল॥
তদন্তর ভূপতির পুত্র তিন জন।
শবের সিন্দুক করে হীরকে শোভন॥
ভূপের মুকুট নানা রতন জড়িত।
স্থাপন করিল তাতে হয়ে বিষাদিত॥

তদন্তর চারি রাজ কুমার আইল।
সিন্দুকের পায়া তারা করেতে ধরিল॥
পুরোহিত উদাসীন মহান্ত ফকির।
গায়ক বাদক আর উজির নাজীর॥
ঈশ্বরের গুণ গান গাইতে গাইতে।
সকলেতে চলিলেক শবের সহিতে॥
তদন্তর মঠধারী মাহান্ত নিকর।
সিন্দুকের আগে আগে চলিল সত্বর॥
এক জন তার মধ্যে হইয়া সজ্জিত।
খচ্চর সোটকোপরে হয়ে আরোহিত॥
কোরাণ মস্তকে করি মর্য্যাদা করিয়া।
সিন্দুকের অগ্রে সেই যাইছে চলিয়া॥
যত রাজা আর যত রাজ পুত্রগণ।
সিন্দুক বেষ্টন করি করিছে গমন॥
পরে দুইশত জয়ঢাক বাদ্যকর।
মৃতুবাদ্য বাদনেতে হয় অগ্রসর॥
রাজার প্রশংসা বাদ কবিতা নিকরে।
গাইয়া যাইছে তারা সুমধুর স্বরে॥
গীত বাদ্যে ক্ষান্ত তারা হয়ে তার পর।
কান্দিতে লাগিল করি অতি উচ্চৈঃস্বর॥

হায়রে নিয়তী তোর কেমন ব্যাভার ।
আমাদের প্রিয় ভূপে করিলি সংহার ॥
হায়রে দুর্দ্দিন তোর এই ছিল মনে।
আজি কি আইলি রাজ নিধন কারণে ॥
আমাদের নরপতি ধর্ম্ম অবতার।
রাজা রাজ চক্রবর্ত্তি বিজিত সংসার ॥
শিষ্টের পালক আর দুষ্টের দমন।
অনাথের নাথ ভূপ দরিদ্র ভঞ্জন ॥
প্রজার বৎসল অনাথের নাথ যিনি।
কৃতান্ত কবলে আজ পড়িলেন তিনি ॥
এই রূপ ক্রন্দন করিয়া তার পর।
কৃষ্ণ দারু চিনি ফেলে সিন্দুক উপর ॥
আইল পঞ্চাশ জন নম্রি তার পর।
কাল পরিচ্ছদেতে সজ্জিত কলেবর ॥
তদন্তর আইলেন রাজ সভ্যগণ।
ভঞ্জিত ধনুক করে করিয়া ধারণ ॥
তদন্তে হাজার দশ আইল তুরঙ্গ।
সুবর্ণ লাগাম জিন দেখিতে সুরঙ্গ ॥
সকলের পুচ্ছ কাটা পুচ্ছ নাহি তার।
তাহাতে হয়েছে শোভা অতি চমৎকার
সঙ্গেতে হাজার দশ কাফ্‌রি কিঙ্কর।
নীলবর্ণ পোষাকে সজ্জিত কলেবর ॥
সর্ব্ব শেষে আইল যত পুর নারীগণ।
সকলের মুখে কৃষ্ণবর্ণ আবরণ ॥
বিকচ কুন্তল সব সন্তাপিত মন।
ভূপতির বিয়োগেতে করিছে রোদন ॥

এই সব দরশন করি নরেশ্বর।
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি কহিলেন অতঃপর ॥
আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি সে এখন।
আমার অন্ত্যষ্টি ক্রিয়া করিনু দর্শন।
তদন্তর নৃপ কহিলেন অনুচরে।
সিংহাসন হতে মোরে তোলহ সত্বরে ॥
সিংহাসন হতে নাবি মহীপ তখন।
এক মুটা মাটি তুলি করিলা গ্রহণ ॥
যে সকল সভ্যগণ ছড়াইয়া ছিল।
তুলিয়া যতনে ভূপ মস্তকে মাখিল ॥
সবাকার সম্মুখেতে মস্তক তুলিয়া।
এই কথা বলিলেন মৃত্তিকা মাখিয়া ॥

"সংসারে সুকীর্ত্তি না করিল যেই জন।
বংশ পরম্পরা যশঃ থাকিতে ঘোষণ ॥
হে ধরণী তার কিছু অংশ হও তুমি।
তোমার স্থানেতে মাগি এই ভিক্ষা আমি
তদন্তর মন্ত্রিগণে কহিলা রাজন।
করিব কিঞ্চিৎ দান বাসনা এখন ॥
তার এক ফর্দ্দ তুমি করহ সত্বর।
যে আজ্ঞা বলিল মন্ত্রী শুনি নৃপোত্তম ॥
রাজা বলে)লিখ মন্ত্রী করি নির্দ্ধারণ।
ফলবতী হয় যেন মম আকুঞ্চন ॥
বার লক্ষ বিংশতি সহস্র মুদ্রা দিয়া।
করিব চিকিৎসালয় রোগির লাগিয়া ॥
মোশলমান জাতিতে যে হইবে পীড়িত
চিকিৎসা আগারে পথ্য পাইবে বিহিত
দ্বিতীয়তঃ আমার মনেতে আকুঞ্চন।
বিশ্ব বিদ্যালয় এক করিব স্থাপন ॥
পূর্ব্ব উক্ত ব্যয়ে তাহা করিয়া নির্ম্মাণ।
করিব তাহাকে বহু বিদ্যার্থির স্থান ॥
সাহিত্য নাটক আর ন্যায় অলঙ্কার।
ভূগোল পদার্থ সু জ্যোতিষ বিদ্যা আর ॥
আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্বিদ্যা সঙ্গীতাদি যত।
তথায় করিবে শিক্ষা ছাত্র শত শত ॥
তৃতীয়তঃ পান্থশালা করিব নির্ম্মাণ।
পথিক জনের হবে বিরামের স্থান ॥
রাখিব কাফ্‌রি নারী সেবার কারণ ॥
করিবেক পথিক জনের সুশ্রুষণ ॥
প্রতি দিন ব্যয় জন্য এ সব কার্য্যেতে।
ত্রিসহস্র মুদ্রা দিবে ভাণ্ডার হইতে ॥
চতুর্থতঃ স্থানাগার করিব নির্ম্মাণ।
পরিত্যক্তা নারীদের থাকিবার স্থান ॥
যে পর্য্যন্ত তাহাদের হল্লা নাহি হয়।
তাবত সে স্থানে তারা থাকিবে নিশ্চয় ॥
নবম সহস্র মুদ্রা ইহার জন্যেতে।
তোমরা সকলে দিবে মম কোষ হতে ॥

ধর্ম্মার্থে এতেক ব্যয় করি অনুমতি।
কোরাণ আনিতে আজ্ঞা করিল ভূপতি ॥
রাজাজ্ঞায় আল কোরাণ তখনি আইল।
পাঠকে পড়িতে ভূপ অনুজ্ঞা করিল ॥

কএক অধ্যায় সেই পড়িল কোরাণ।
তুষ্ট হয়ে রাজা তার করিল সম্মান॥
ছহাজার মুদ্রা তারে দিয়া পুরস্কার।
উদাসীনগণে দান কৈল অর্দ্ধ তার॥
কাণা খোঁড়া ব্যাধি যুক্ত ছিল যত জন।
তাদিগে ছশত মুদ্রা কৈল বিতরণ॥
তদন্তে অন্ত্যেষ্টি ভোজ সমাধা হইল।
স্বর্ণ থালে যে সব সামগ্রী এসেছিল॥
যাহার সম্মুখে যেই পাত্র দিয়াছিল।
সেই থাল তার জন্য উৎসর্গ হইল॥
তদন্তর নরপতি সদয় হইয়া।
কুমার কিঙ্করগণে দিলেন ছাড়িয়া॥

এই সব নির্দ্ধার্য্য করিয়া নরেশ্বর।
সেই দিন হইল পীড়িত কলেবর॥
অকস্মাৎ ব্যাধি আসি শরীরে জন্মিল।
অশক্ত হইয়া তাহে শয্যাতে পড়িল॥
আসন্ন জানিয়া কাল ভূপ সেইক্ষণে।
ডাকাইয়া আপনার পুত্র তিনজনে॥
কহিলেন মম বাক্য শুন পুত্রগণ।
তোমাদের জন্য কিছু রেখেছি রতন॥
আমার শয়ন গৃহে বাম পার্শ্বে গিয়া।
রত্ন পূর্ণ বাক্স এক লহগে তুলিয়া॥
যে সব উত্তম রত্ন পৃথিবী ভিতরে।
তাই রাখিয়াছি যত্নে তোমাদের তরে॥
আমার মৃত্যুর পরে সে সব রতন।
সম ভাগ করি লবে ভাই তিন জন॥
কি আর অধিক কব তোমাদের প্রতি।
থাকিতে জীবিত আমি করেছি সদ্গতি॥

এত বলি মহারাজ ত্যজিল জীবন।
পুত্রগণ করে অন্ত্যেষ্টির আয়োজন॥
রত্নলোভে নৃপতির কনিষ্ঠ কুমার।
প্রবেশিল ভূপতির শয়ন আগার॥
রত্নগণ দরশনে হইয়া হর্ষিত।
আপনি লইতে তাহা হইল বাঞ্ছিত॥
ভ্রাতৃদ্বয়ে ভাঁড়াইব মন্ত্রণা করিয়া।
আগে ভাগে সেই সব রাখে লুকাইয়া॥

ভূপের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হলে সমাপন।
জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম দুই নৃপের নন্দন॥
রত্ন দরশনে হয়ে সমৎসুক মন।
সেই গৃহে সত্বরেতে করিল গমন॥
ইতস্ততঃ অন্বেষণ করি সমুদয়।
রত্ন না পাইয়া মনে হইল বিস্ময়॥
করিতেছে তাহারা যখন অন্বেষণ।
কনিষ্ঠ কুমার আসি দিল দরশন॥
ভ্রাতৃগণে সম্বোধিয়া কহিল কুমার।
"দেখিলেন কেমন গো রতন সম্ভার॥
অগ্রজ কহিল ভাই কেন কর শ্লেষ।
আমাদের হতে তুমি জানহ বিশেষ॥
অনুমান করি তুমি লয়েছ রতন।
নতুবা কহিবে কেন বচন এমন॥"
"কনিষ্ঠ কুমার কহে একি চমৎকার।
আপনারা লয়ে দোষ দিতেছ আমার।
উভয়ের এইরূপ বচন শ্রবণ।
করিয়া, মধ্যম কহে, "শুন ভ্রাতৃগণ॥
আমাদের তিন জন মধ্যে কোন জন।
রত্নাধার সহ রত্ন করেছে হরণ॥
নতুবা কাহার সাধ্য হইবে এমন।
আমাদের বিনা হেথা করিবে গমন॥
আমার বচন যদি করহ শ্রবণ।
কাজিরে ডাকায়ে কর বিচার এখন॥
কাজি সে চতুর বড় বুদ্ধিবান অতি।
অনায়াসে পর চিত্ত করে অবগতি॥
আমাদের বিচার করিলে সেই জন।
অবশ্য চোরের হবে সন্ধান তখন"॥
এবচনে দুই জনে সম্মত হইল।
বিচারার্থে বিচারকে ডাকিয়া আনিল॥
কাজি উপস্থিত হয়ে কহিল তখন।
"আমার বচন শুন রাজ পুত্রগণ॥
তোমাদের এ বিষয় বিচার পূর্ব্বেতে।
কাহিনী কহিব এক সর্ব্ব সমক্ষেতে॥
মনোযোগ দিয়া সবে করহ শ্রবণ।"
এত বলি কাজি গল্প কৈল আরম্ভন॥

"এক দেশে ছিল এক যুবক যুবতী।
উভয়ের ছিল প্রীতি উভয়ের প্রতি॥

কামিনী অনূঢ়া ছিল পিতার আলয়।
যুবকের ইচ্ছা তারে করে পরিণয়॥
কামিনীরো সেইরূপ ইচ্ছা ছিল মনে।
যাহাতে বিবাহ হয় যুবকের সনে॥
উভয়ের সে আশা সফল না হইল।
বিধাতা বিষাদ এই সাধে ঘটাইল॥
কামিনীর পিতা সেই বিখ্যাত নগরে।
বাগদত্তা হয়ে ছিল অন্য এক বরে॥
শুভক্ষণে করি শুভ লগ্ন নিরূপণ।
কন্যার বিবাহ হেতু কৈল আয়োজন॥
সমারোহে তনয়ার বিবাহ কারণ।
কুটুম্ব বান্ধবগণে কৈল নিমন্ত্রণ॥
যেই দিন কামিনীর হবে পরিণয়।
সেই দিন যুবকের সঙ্গে দেখা হয়॥
নিভৃতে নায়ক প্রতি কহিছে কামিনী।
"আজি নাথ পোহাইল কি কাল যামিনী
মনের ভরসা আশা হইল নিষ্ফল।
অমৃত চাহিতে শেষে পেলেম গরল॥
তব সহ প্রেমালাপে কাটাইব কাল।
সে আশা নিরাশা এবে বিধি হৈল কাল॥
আজি অন্য সহ মম হবে পরিণয়।
স্মরিয়া একথা মম বিদরে হৃদয়॥
প্রতিকূল হইলেন জনক জননী।
তোমাধনে বঞ্চিত হলেম গুণমণি"॥
একথা শুনিয়া যুবা হইল বিস্ময়।
শিরে যেন বজ্রাঘাৎ হয় সে সময়॥
চারি দিক শূন্যময় করে দরশন।
আলোতে আঁধার বোধ হইল তখন॥
কামিনীর প্রতি কহে করিয়া বিনয়।
" কি কথা শুনালে প্রিয়ে বিদরে হৃদয়॥
অভাগার ভাগ্যে শেষ এই কি আছিল।
তোমাতে বঞ্চিত প্রিয়ে হইতে হইল॥
ভালবাসা ভাল আশা সকল ঘুচিল।
অবশেষ বিরহে কি দহিতে হইল॥
পরাণ প্রতিমা তুমি প্রেয়সী আমার।
এত দিনে শূন্য হল হৃদয় ভাণ্ডার॥
প্রাণসমা তুমি আমা আমি দেহ প্রায়।
প্রাণ গেলে দেহ বল থাকিবে কোথায়॥
জীবন সর্ব্বস্ব ধন তুমি সে আমার।
তোমাবিনা এসংসার সকলি অসার"॥

এতবলি বিদগ্ধ বিদগ্ধ শোকানলে।
বদন ভাসিছে তার নয়নের জলে॥
বদনেতে বাণী হীন ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
কাষ্ঠের পুত্তলি প্রায় নাহি স্ফুরে ভাষ॥
নায়কের এতাদৃশ গতি দরশনে।
নায়িকা সান্ত্বনা করে প্রবোধ বচনে॥
"কেন নাথ এতাদৃশ হইলে ব্যাকুল।
অকুলে পড়িলে পুনঃ লোকে পায় কুল॥
ধৈর্য্যধর পরিহর মনের বেদনা।
তোমা ভিন্ন আমি তার কদাচ হবনা॥
অদ্য নিশি তব স্থানে করিব গমন।
নিশ্চয় জানিহ বঁধু আমার বচন॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সম্মুখে তোমার।
নিশিযোগে তব সহ করিব বিহার"॥
এত বলি সান্ত্বনা করিয়া প্রিয়জনে।
রঙ্গিণী রঙ্গেতে গেল আপন অঙ্গনে॥
আশ্বাসে বিশ্বাস করি নায়ক তখন।
পবন গমনে চলে আপন ভবন॥
হেথায় কন্যার পিতা সমারোহ করি।
তনয়ার বিভাদিল জাগিয়া সর্ব্বরী॥
বর কন্যা বাসর গৃহেতে প্রবেশিল।
পুরজন গণ সব নিদ্রায় মোহিল॥
সুপাত্র সে পাত্র অতি সমাদর করি।
প্রেমালাপে প্রবর্ত্তিল তুষিতে সুন্দরী॥
কিন্তু রমণীর মন সুস্থ্য নাহি ছিল।
স্বামীর সোহাগ সব উপেক্ষা করিল॥
এলাইত ভূষাবাস স্খলিত কুন্তল।
নয়নেতে অনিবার ঝরিতেছে জল॥
বিলাপ করিয়া রামা করয়ে ক্রন্দন।
সজল নলিন আঁখি মলিন বদন॥
গতি দেখি পতি তার অতি বিনয়েতে।
বলে প্রিয়ে হেন ভাব কেন এক্ষণেতে॥
কিসের কারণ তুমি করিছ রোদন।
বিনোদিনী বলনা আমারে বিবরণ॥
মম প্রতি প্রীতি কি প্রেয়সী নাই তব।
ভাবেতে অভাব কেন হয় অনুভব॥
মনোজ্ঞ তোমার কি মহিষী নহি আমি।
বিধুমুখী বিষাদিনী কেন হলে তুমি॥
বিফলে সুখের নিশি প্রায় যে প্রভাত।
বারেক কাতর প্রতি কর নেত্র পাত॥

যদি প্রিয়েন্তব প্রিয় আমি কভু নই।
পূর্ব্বে কেন না জানালে ওলো রসময়ী॥
জানাইলে আমি তব আশা পরিহরি।
অন্য চেষ্টা করিতাম শুনলো সুন্দরি” ॥
(একথায় কামিনী কহিল) “ শুনকান্ত
তব প্রতি ঘৃণা মম নাহিক নিতান্ত” ॥
(নায়ক কহিল) প্রিয়ে বল কি কারণ।
এতাদৃশ ক্ষুণ্নতা যে করিছ রোদন” ॥
ইহা শুনি নারী কহে) “ শুন রসরাজ।
কহিতে সে কথা মমে মনে পাই লাজ ॥
অতি সে গর্হিত বাক্য তাহে তুমি পতি
কেমনে তোমার কাছে কহি সে ভারতী
কিন্তু তাহা না কহিয়া থাকিতে না পারি
ক্ষমিবেন অপরাধ মোরে ভেবে নারী ॥
মম প্রিয়জন আছে অন্য এক জন।
তাহারি কারণে মম উচাটন মন ॥
প্রাণের সহিত আমি ভালবাসি তারে।
রাজিত তাহার রূপ হৃদয় আগারে ॥
কিন্তু তার জন্য তত নহি ক্ষুণ্নমন।
প্রতিজ্ঞা কারণ মম হতেছে যেমন ॥
অসাধ্য প্রতিজ্ঞা সেই কেমনে পালিব।
কি রূপে বা তব স্থানে অনুজ্ঞা লইব ॥
এই অঙ্গীকার করিয়াছি প্রাণ নাথ।
অদ্য নিশি তার সহ করিব সাক্ষাৎ” ॥

“ রমণীর পতি ছিল অত্যান্ত সুজন।
যোষার বচনে না হইল ক্রোধ মন ॥
বরং ভার্য্যার তার দৃঢ়তা দর্শনে।
বড়ই সন্তুষ্ঠ হৈল আপনার মনে।
তখনি বলিল প্রিয়ে শুনহ বচন।
তোমার পণেতে আমি করি প্রশংসন ॥
এ বিষয়ে তোমারে না অনুযোগ করি।
দিলাম বিদায় তথা যাহলো সুন্দরি ॥
কিন্তু পুনঃ না করিহ হেন অঙ্গীকার।
বাসনা করিয়া শিঘ্ৰ আইস পুনর্ব্বার” ॥
নারী বলে আজ্ঞা যদি করহ এমন।
কালি প্রাতে নিরখিব ও চাঁদ বদন ॥
আর আমি অনুগতা হইব তোমার।
কথার অবাধ্য না হইব পুনর্ব্বার ॥

বারেক আলাপ করি প্রিয়জন সনে।
কোথাও না যাব নাথ থাকিব ভবনে ॥
এই অঙ্গীকার করি তোমার সদনে।
ইহার অন্যথা কিছু না ভাবিহ মনে ॥
পত্নীর প্রতিজ্ঞা প্রতি প্রত্যয় করিয়া।
আপনি দিলেন পতি কবাট খুলিয়া ॥
কি জানি জাগিয়া যদি থাকে পুরজন।
এরজন্য তবে আর না রবে গোপন ॥
এই ভাবি চুপে২ দ্বার খুলি দিল।
রমণী অমনি ত্বরা বাহির হইল ॥
বিবাহ ভুষণ বাস বিভূষিত অঙ্গে।
সেই বেশে আবেশে চলিল বামারঙ্গে ॥
জড়য়া জড়িত নানা আভরণ গায়।
একাকিনী কামিনী সঙ্গিনী নাহি তায় ॥

দুই চারিপদ ধনী যাইতে না যেতে।
অমনি পড়িল এক চোরের চক্ষেতে ॥
নিশাকর করে তার উজ্জ্বল ভূষণ।
তাহাতে তস্কর তারে করে দরশন ॥
আনন্দ জলধি-নীরে হইয়া মগন।
মনে মনে তস্কর ভাবিছে সেইক্ষণ ॥
হায় ? কি সৌভাগ্য অদ্য হইল আমার।
আজি মম প্রতি কিবা কৃপা বিধাতার ॥
অপ্রার্থিত ধনরাশি মিলিল আসিয়া।
নেত্র মেলি বিধি মোরে দেখিল চাহিয়া ॥
এতভাবি নিকটস্থ হয়ে সে বামার।
লাবণ্য নিরখি আরো হৈল চমৎকার ॥
মনে২ তস্কর ভাবিয়া সেইক্ষণ।
সত্য এ বিষয় কিম্বা দেখিনু স্বপন ॥
ধনরাশি রূপরাশি একত্রে উদয়।
আমার ভাগ্যেতে কি এতই শুভোদয়? ॥
রূপ হরি কিম্বা ধন হরিব এখন।
ভাবিয়া না পাই আমি ইহার কারণ ॥
চার্ব্বঙ্গীর প্রতি চোর করিল জিজ্ঞাসা।
এ ঘোর যামিনী যোগে কি আশায় আসা
একাকিনী সঙ্গিনী নাহিক কেহ সঙ্গে।
অমূল্য ভূষণ বাস শোভে তব অঙ্গে ॥
চোরের বচন শুনি রামা সেইক্ষণ।
আদ্য অন্ত বলিল সকল বিবরণ ॥

স্বামীর সৌজন্য শুনি তস্কর তখন।
বলে, কি আশ্চর্য্য কথা শুনালে এখন॥
তোমার রোদনে বিসঙ্কুল হয়ে অতি।
তব পতি কেন কার্য্যে দিল অনুমতি॥
আপনার প্রিয় ধন করিল বর্জ্জন।
ধন্য২ ধন্য সেই সরল সুজন॥
তাহার সৌজন্যে আমি পাইলাম জ্ঞান
আভরণ নাহি কাড়ি লব তব স্থান॥
আর তব সতীত্ব না করিব লঙ্ঘন।
মনোসুখে প্রিয়পাশে করহ গমন॥
কিন্তু তুমি একা যাবে মনে শঙ্কা হয়।
অন্য চোরে যদি অলঙ্কার কেড়ে লয়॥
অতএব তব সঙ্গে করিব গমন।
রাখিয়া আসিব তব বঁধুর ভবন॥
এত বলি চোর তাঁর সঙ্গেতে চলিল।
বঁধুর আলয়ে রাখি বিদায় হইল॥

"নায়কের দ্বারে নারী করিরা গমন।
দ্বারে করে করাঘাত প্রবেশ কারণ॥
অমনি তাহার কান্ত দ্বার খুলি দিল॥
রমণী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল॥
নায়কে বিনয়ে ধনী বলিল বচন।
"আইলাম বঁধু তব সন্তোষ কারণ॥
দিবসে তোমারে করিয়াছি অঙ্গীকার।
অদ্য তব সহ দেখা হইবে আমার॥
সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে প্রাণেশ্বর।
নিশিযোগে আইলাম তোমার গোচর॥
অদ্য আমি বিবাহিতা হইয়াছি নাথ।
তবু আমি আইলাম তোমার সাক্ষাৎ॥
(যুবক কহিল) তুমি কি রূপে আইলে।
তোমার পতির কোলকিরূপে ত্যজিলে
এ কথা শুনিয়া ধনী সমস্ত কহিল।
যে প্রকারে পতির সে অনুমতি নিল॥

"এ কথা শ্রবণে যুবা আশ্চর্য্য হইল।
তখনি তাহার মনে প্রবোধ জন্মিল॥
(বলিল) প্রেয়সী সত্য বলিলে আমায়।
আজ্ঞাদিল তব পতি আসিতে হেথায়॥
তোমায় এমন কার্য্যে দিল অনুমতি।
চিরদিন যাতে তার থাকিবে অখ্যাতি॥
অনুমানে যাহা কভু না আইসে মনে।
এমন বিষয়ে আজ্ঞা দিল তোমা ধনে॥
রমণী কহিল নাথ সত্য এ বচন।
পতির অনুজ্ঞা পণ করিতে পালন॥
ইথে তব মনোরথ যদি পুর্ণ করি।
তবু পতি ক্রোধ না করিবে মমোপরি॥
এ কাযে পতির বাধ্য বঁধু তুমি নও।
আরো এক তস্করের বাধ্য তুমি হও॥
এত বলি করে বামা সকল বর্ণন।
যে রূপে চোরের সঙ্গে কথবকথন॥
এতাদৃশ শুনিয়া চোরের সমাচার।
চমৎকৃত হয়ে বলে নায়ক তাহার॥
বিবাহ বাসরে পতি ছাড়িল ভার্য্যারে।
অন্য নায়কের সহবাস করিবারে॥
দ্বিতীয় তস্কর পেয়ে অমূল্য রতন।
হাতে পেয়ে ছাড়িল সে কেমন সুজন॥
অতএব এ বিষয় অতি চমৎকার।
শ্রবণ গোচর কভু না হয় আমার॥
যদি এরা সাধুশীল হইল এমন।
আমি কেন করি অধর্ম্মের আচরণ॥
পতি আর তস্কর কহিল যেই মত।
ইহাদের দৃষ্টান্তের হব অনুগত॥
(এত ভাবি কামিনীকে কহে সেই জন।
"শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে আমার বচন॥
যদ্যপি নিতান্ত আমি তোমার কারণ।
ছিলাম মন্মথানলে কাতর জীবন॥
তব প্রতি ছিল মম অনুরাগ অতি।
হেরিতাম অন্তরেতে তোমার মুরতি॥
তব অদর্শনে হত ব্যাকুল জীবন।
নয়ন কাতর ছিল না হেরে বদন॥
তথাপি তোমায় আমি করি অনুমতি।
করহ পতির সেবা যাইয়া যুবতী॥
এই অনুরোধ রাখ প্রেয়সী আমার।
হইলে আমার দায়ে খালাস এবার॥
এত বলি কামিনীরে সঙ্গেতে লইয়া।
তাহার বাটীতে ত্বরা রাখিলেক গিয়া॥
তথায় কামিনী স্থানে বিদায় হইয়া।
আপন আলয়ে যুবা আইল চলিয়া॥

ললনা নিলয় মধ্যে প্রবেশ করিল।
স্বীয় পতি সহ ধনী শয়ন করিল.,॥

"উপাখ্যান সমাধান করি কাজি কয়।
আমার বচন শুন রাজপুত্র চয়॥
চোর, পতি,আর কামিনীর উপপতি।
এ তিনের মধ্যে কার সৌজন্যতা অতি॥
শুনি রাজ-জ্যেষ্ঠ-পুত্র কহে কাজি প্রতি।
সুজন বিচারে মম কামিনীর পতি॥
মধ্যম কহিল বলি বিচারে আমার।
অত্যন্ত সুজন সেই কামিনীর জার॥
কনিষ্ঠ কহিল শুন কাজি অগ্রগণ্য।
তিনের মধ্যেতে দেখি চোরের সৌজন্য
তস্করের ধর্ম্ম জ্ঞান নাহি লোকে বলে।
করয়ে নিন্দিত কর্ম্ম ছলে কলে বলে॥
হাতে পেয়ে রূপবতী নারী ছেড়ে দিল।
পাইয়া অমূল্য রত্ন তাহা না লইল॥
তাই বলি চোরের সৌজন্য অতিশয়।
নহিলে ত্যজিবে কেন এই সমুদয়॥
কনিষ্ঠ নৃপজে কাজি কহিল তখন।
নিশ্চয় আপনি হরিয়াছ সে রতন।
ভাল চাও আনি দাও কও সত্য কথা।
নতুবা সভার মাঝে হইবে বিতথা॥
লজ্জিত হইয়া রাজ-কনিষ্ঠ কুমার।
আপনি লয়েছে রত্ন করিল স্বীকার"॥

পারস্যাধিরাজের মহিষী বিচক্ষণা।
হেন ভাবে এ আখ্যান করিল বর্ণনা॥
ভূপতির মন তাহে হইল বিচল।
কি কর্ত্তব্য ভাবি ভূপ হইল চঞ্চল॥
(রাজ্ঞী বলে) মহারাজ করুন শ্রবণ।
নিশ্চয় দেখেছি তব নিকট মরণ॥
তোমার দুরাত্মা পুত্র রাখিতে স্বপক্ষে।
অস্ত্রাঘাৎ কল্য সে করিবে তব বক্ষে॥
হায়! গো আমার ভাগ্যে কি হবে তখন
আপনি ত্যজিবে যবে এমর্ত্ত ভবন॥
এ কথা বা কেন বলি আমার কি হবে।
আপন জীবন আমি তুচ্ছ করি তবে॥
আমার আশঙ্কা সুধু তোমার মরণে।
তুমি যে অমূল্য নিধি হৃদয় ভবনে॥
প্রাণের বল্লভ তুমি গুণের সাগর।
আমার প্রণয় স্থান নয়ন চকোর॥
এতেক বলিয়া রাণী করিল রোদন।
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসন॥
সে রোদন শ্রবণে ভূপতি ক্ষুণ্ণ মতি।
প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা করেন ধরাপতি॥
রোদন সম্বর প্রিয়ে খেদ কি কারণ।
কাল সুর্জিহানে আমি করিব নিধন॥
অবশ্য সে দোষী হবে নাহিক সংশয়।
যখন তোমার চিত্তে এত খেদোদয়॥
এক্ষণে চলহ প্রিয়ে করিগে বিশ্রাম।
কালি পূরাইব আমি তব মনস্কাম॥
রজনী প্রভাত কালি হইবে যখন।
যাইবে কৃতান্ত পুরে দুরাত্মা নন্দন।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠি নররায়।
বার দিয়া বসিলেন আসিয়া সভায়॥
পাত্র মিত্র সভাসদ আইল সর্ব্বজন।
যেই যার গ্রহণ করিল যোগ্যাসন॥
ক্রোধে কম্পবান কলেবর নরপতি।
সেই দণ্ডে করে আজ্ঞা ঘাতুকের প্রতি॥
যাওরে সত্বর মম আনিয়া নন্দনে।
পাঠাও কৃপাণাঘাতে কৃতান্ত ভবনে॥
উঠিয়া নবম মন্ত্রী করযোড়ে কয়।
মহারাজ অদ্য ক্ষান্ত হতে আজ্ঞা হয়॥
ক্রোধে রাজা কহে মন্ত্রী শুনহ বচন।
আর অনুরোধ নাহি করিব শ্রবণ॥
নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা আমি করেছি অন্তরে।
পাঠাব সন্তানে আজ কৃতান্ত নগরে॥
সচিব এ রূপ বাক্য শুনি ভূপতির।
ক্রোড় হতে পত্র এক করিল বাহির॥
সেই পত্র ভূপতির করে সমর্পিয়া।
পঠিতে বলিল তারে বিনয় করিয়া॥
মহারাজ করি মোরে কৃপাবলোকন।
একান্ত এপত্র খানি করুন পঠন।
তদন্তে তোমার যাতে অভিমত হয়।
তাই করিবেন প্রভু করি অনুনয়॥

হাসাকিন পত্র খুলি করেতে লইল।
নিম্নের লিখিত বাক্য তাহাতে পড়িল॥
„ ওহে জ্ঞানি গুণবন্ত ভুপের প্রধান।
তব করায়ত্ব পৃথিবীবারী সর্ব্ব স্থান।
জ্যোতিস বিদ্যায় আমি আছি হে নিপুণ
বলিবারে পারি গ্রহদের গুণাগুণ॥
কোন গ্রহ কিবা ফল করেন প্রদান।
গণিয়া বলিতে পারি তাহার সন্ধান॥
জন্ম কোষ্ঠি দেখিয়াছি তোমার পুত্রের
তাতে লেখা আছে তার অদৃষ্টের ফের
চল্লিস দিবস অমঙ্গল তার পক্ষে।
একদিন করিবে বিশেষ রূপে রক্ষে॥
বহির্ভূত হলে পরে চল্লিস বাসর।
বর্দ্ধিহ জীবন তার ওহে নরেশ্বর„॥
তদন্তর অন্য২ মন্ত্রি যত জন।
ভূপেরে বিশেষ তারা বুঝায় তখন॥
বিভুর দোহাই ভূপ ধরিহে চরণে।
একদিন তবে তুমি ধৈর্য্য ধর মনে॥
নবম সচিব কহে শুন ওহে ভূপ।
ধৈর্য্য হয় মানবের ভূষণ স্বরূপ॥
বিপদে উদ্ধার লোক হয় ধৈর্য্য হতে।
তাহার বিপদ নাহি হয় কোনমতে॥
যদ্যপি অনুজ্ঞা মোরে করেন রাজন।
এক ইতিহাস আমি করাই শ্রবণ॥
বলিবারে অনুমতি দিল নরপতি।
আজ্ঞাপেয়ে মন্ত্রী বলে কর অবগতি॥

কারজিম-দেশেবরাজকুমারএবং জর্জিয়া-দেশের রাজকুমারীর উপাখ্যান।

কারজিম দেশে একছিলেন ভূপতি।
শান্তদান্ত দয়াবন্ত ধর্ম্মশীল অতি॥
অতুল সম্পদ তার রাজত্ব বিস্তার।
হয় হস্তি পদাতিক সেনাবলী আর॥
অসংখ্য২ ছিল কে করে গণন।
সদা তার আজ্ঞা তারা করিত পালন॥
বশবর্ত্তি প্রজা সবে সদাছিল তাঁর।
নাছিল রাজার রাজ্যে অন্যায় বিচার॥
পুত্র তুল্য প্রজাগণে পালিত ভূপাল।
শিষ্টের সুহৃদ সদা দুষ্ট জন কাল॥
সমর শঙ্কায় শঙ্কুচিত শত্রুগণ।
ভয়ে না করিত কেহ শত্রুতাচরণ॥
সকল সুখেতে সুখী ছিলেন রাজন।
এক মাত্র দুঃখ তাঁর নাছিল নন্দন॥
অপত্য অভাবে নিত্য ব্যথিত অন্তরে।
ভাবিতেন ভবাধ্যক্ষে হৃদয় কন্দরে॥
কায়িক বাচিক মানসিক ত্রিরূপেতে।
প্রার্থনা করিত পরমেশ সমীপেতে॥
তার স্তবে হয়ে তুষ্ট করুণা নিধান।
করিলেন ভূপে এক তনয় প্রদান॥
অতি মনোহর রূপ সুধাংশু বদন।
হেরিয়া পুত্রের মুখ প্রফুল্ল রাজন॥
তনুজের জনন উৎসবে নরপতি।
করিলেন সমারোহ নগরেতে অতি॥
বিলাইল বহুধন দরিদ্র জনায়।
ঘুচিল তাদের ক্লেশ রাজার কৃপায়॥
উদাসীন মাহান্ত ধর্ম্মিষ্ঠ যত জনে।
সবারে তুষিল রাজা পরম যতনে॥
মঠ সদাব্রত বহু করিলা স্থাপন।
অনেকেরে করিলেন বৃত্তি বিতরণ॥
নগরস্থ ছিল যত নাগর নাগরী।
সবাকার সদানন্দ দিবস সর্ব্বরী॥
ধর্ম্মাগার দেবাগার আদি যত স্থান।
তথা বহু উপহার করিল প্রদান॥
যতেক গণক গণে আনিয়া রাজন।
কনক প্রদান করি কহিল তখন॥
শুন যত জ্যোতির্ব্বেদ বচন আমার।
তনয়ের জন্ম কোষ্ঠীকরুন নির্দ্ধার॥
কোন গ্রহ অনুকূল কেবা প্রতিকূল।
গণিয়া নির্ণয় কর হয়ে সানুকুল॥
রাজাজ্ঞায় যত্নে যত গণকে গণিল।
গণিয়া সকলে তারা মহীপে কহিল॥
‘ মহারাজা ' তবপুত্র হবে ভাগ্যধর।
হইবে ঐশ্বর্য্য যুক্ত সুখী নিরন্তর॥
হইবে বিদ্যান অতি গুণের নিধান।
সভ্য ভব্য কাব্য রসে অতি মতিমান॥

দাতাভোক্তাসুসদ্বক্তা লোকেপাবেশোভা
হইবেক সকল জনের মনোলোভা ॥
কিন্তু এক দোষ রাজা কহি সারোদ্ধার।
কতগুলি গ্রহ ঋষ্টি আছয়ে ইহার।
যাবৎ ত্রিংশৎ বর্ষ বিগত নাহয়।
ভুগিবে অশেষ ক্লেশ তোমার তনয় ॥
মরণ অধিক হবে যাতনা ইহার।
কত যে বিপদ হবে সংখ্যা নাহি তার ॥
আমরা সেসব নারি করিতে বর্ণন।
বলিতে পারেন যিনি জগত-কারণ ॥
শুনি তনুজের ভাবি মন্দ সমাচার।
আনন্দেতে নিরানন্দ হইল রাজার ॥
সদা সাবধানে রাজা রাখিতে নন্দনে।
আপনি নিলেন ভার তাহার রক্ষণে ॥
ছায়াপ্রায় থাকে সদা তাহার নিকটে।
হইলে চক্ষের আড় ভাবেন সঙ্কটে ॥
এইরূপে পঞ্চদশবর্ষ গোঁয়াইল।
একয় বৎসরে কোন বিপদ নাছিল ॥
পোনের বৎসর যবে হইল কুমার।
একদিন সাধ কৈল করিতে বিহার ॥
জলে বেড়াইতে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
তরি সাজাইতে আজ্ঞা করিল কিঙ্করে ॥
কুমারের আজ্ঞা পেয়ে কিঙ্কর নিকর।
সুসর্জ্জ করিয়া তরী আনিল সত্বর ॥
লইয়া চল্লিস জন তরুণ কিঙ্কর।
আরোহিল নৃপসুত তরণী উপর ॥
তরণী বাহিয়া যায় সাগর তরঙ্গে।
বহুদেশ বেড়াইল কৌতুক প্রসঙ্গে ॥
দৈবে সাগরের গর্ব্বে বিপদ ঘটিল।
কতক তস্কর আসি কুমারে ঘেরিল ॥
আত্মপক্ষ রক্ষিবারে কুমারের গণ।
তাহাদের সহ কৈল বহুক্ষণ রণ ॥
রাজকুমারের পক্ষে অল্প লোক ছিল।
তস্করের সহ তারা বলেতে হারিল ॥
বলেতে বোমবেটে তরি অধিকার করি।
সবারে করিল বন্ধ একে২ ধরি ॥
সামসাউস উপদ্বীপে লইয়া চলিল।
তরণী আরোহীগণে তথায় বেচিল ॥

সামসাউস উপদ্বীপ বাসি যতজন।
মানবের মাংস তারা করয়ে ভক্ষণ ॥
বিকৃতি আকার তারা ভয়ঙ্কর অতি।
কুকুরের আসাধরে মানব মূরতি ॥
সগণ সহিত তারা কুমারে লইয়া।
বৃহতেক গৃহ মধ্যে রাখিল পুরিয়া ॥
কএক সপ্তাহ তাদের ভক্ষের কারণ।
দারুচিনি শুষ্ক দ্রাক্ষা করিল অর্পণ ॥
তদন্তর তাহাদের এক২ জনে।
বাহির করিয়া লয় নিধন কারণে ॥
বিনাশিয়া খণ্ড২ করি কলেবর।
রন্ধন শালায় তারে লয় নিশাচর ॥
সেই কর মাংসে করি প্রস্তুত ব্যঞ্জন।
নৃপতির ভোজ্যপাত্রে করয়ে স্থাপন ॥
বড়ই সুখাদ্য জ্ঞানে নিশাচর পতি।
আহার করেন হয়ে সন্তোষিত অতি ॥

এইরূপে প্রতিদিন এক২ জন।
নিধন করিয়া ভূপ করেন ভক্ষণ ॥
ক্রমেতে চল্লিস জন নিঃশেষ হইল।
একামাত্র কারজিম-নৃপজ রহিল ॥
সেই রূপে কুমারেরে করিতে আহার।
বড়ই বাসনা ছিল সামসাউস রাজার ॥
এরূপ বিপদে পড়ি নৃপের নন্দন।
আপনার মনে২ করিল চিন্তন ॥
" মানবগণের মৃত্যু অবশ্য হইবে।
নিয়তির লিপি কেবা খণ্ডিতে পারিবে ॥
এরূপে রাক্ষস হস্তে মরণের আগে।
বরং যুঝিব আমি যাহা থাকে ভাগ্যে ॥
করিব আপন রক্ষা করি প্রাণ পণ।
যাহোক হইবে পরে অদৃষ্ট লিখন ॥
রাক্ষসের করে কেন হইব নিধন।
দুই এক রাক্ষসেরে করিব হনন ॥
এইরূপ কুমার হইয়া প্রতিজ্ঞিত।
নির্ভয় হইয়া রহে মনে অটলিত ॥

হেন রূপে রাজপুত্র আছয়ে যখন।
[illegible] এক দিল দরশন ॥

ধরিয়া কুমার করে লইয়া চলিল।
রন্ধন শালার মধ্যে প্রবেশ করিল॥
কুমার দেখিল গিয়া রন্ধনের ঘরে।
ছুরিকা রয়েছে এক মেজের উপরে॥
সেই কালে নৃপাত্মজ বন্ধন ছিঁড়িয়া।
সত্বরে ছুরিকা করে লইল তুলিয়া॥
সেই ছুরি প্রহারিল সেই নিশাচরে।
যে জন আনিল তারে রন্ধনের ঘরে॥
প্রহারেতে কুক্কুবাস্য ত্যজিল জীবন।
আক্রম করিতে আইল আর একজন॥
এই রূপে যত জন তথায় আইল।
একে২ কুমার সবারে বিনাশিল॥
ভয়েতে সঙ্কুল হৈল যত নিশাচর।
সকলেতে পলাইল করি উচ্চৈঃস্বর॥

সামসাউস্ পতি ইহা করিয়া শ্রবণ।
মনেতে বিস্ময় বড় হইল তখন॥
আপনি রন্ধন শালে হয়ে উপনীত।
কুমারের প্রতি কহে বচন গর্ব্বিত॥
"ওহে যুবা শ্লাঘ্য মানি সাহসে তোমার
তব প্রাণ তোমারে দিলাম পুরস্কার॥
আর যুদ্ধ করনাকো প্রজাগণ সনে।
অবশেষ হারাইবে আপন জীবনে॥
তব পরিচয় মোরে বলহ এখন।
কোথায় নিবাস তব কাহার নন্দন॥
কুমার কহিল মম শুন পরিচয়।
আমি হই কারজিম্ ভূপতি তনয়॥
কুক্কুরাস্য বলে দেখি সাহস তোমার।
হইয়াছে তব বাক্যে প্রত্যয় আমার॥
এক্ষণে তোমার কিছু ভয় নাহি আর।
স্বচ্ছন্দে আমার রাজ্যে করহ বিহার॥
সকল মনুষ্য হতে সুখী তুমি হবে।
এই স্থানে মনানন্দে চিরকাল রবে॥
মনেতে করেছি আমি এই আকুঞ্চন।
আমার জামাতা তোরে করিব এক্ষন॥
তোমারে করিব আমি তনয়া অর্পণ।
আমি গতে তুমি পাবে রাজ সিংহাসন॥
পরম সুন্দরী যুবা কুমারী আমার।
হেরিলে মোহিত হয় মানস সবার॥
মম রাজ্য স্থিত যত রাজ পুত্রগণ।
বিবাহ করিতে তারে করে আকুঞ্চন॥
সে সবার হতে আমি তোমারে এখন।
তনয়ার যোগ্য পাত্র ভাবিরে নন্দন" ॥
কুমার কহিল ভূপ কর অবধান।
যথেষ্ট রেখেছ তুমি আমার সম্মান॥
কিন্তু এই বিবেচনা হয় মম মনে।
তব কন্যা দেহ তব স্বজাতীয় জনে॥
সামসাদির কোন এক রাজার কুমার।'
আমা চেয়ে যোগ্যপাত্র তোমার কন্যার
কুক্কুরাস্য রাজা বলে ইহা না হইবে।
আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে॥
যদি মম বাক্য তুমি না কর হেলন।
তব পক্ষে মঙ্গল না হবে কদাচন" ॥

কুমার ভাবিল যদি না করি স্বীকার।
তবে রাজা বধিবেক জীবন আমার॥
এত ভাবি তার বাক্যে সম্মত হইল।
কুক্কুরাস্য নন্দিনীরে বিবাহ করিল॥
উত্তম কুক্কুর মুখী ছিল সে কামিনী।
সে দেশের সবাকার মানস মোহিনী॥
কিন্তু কুমারের পক্ষে সে কাল হইল।
কোনমতে কুমারের মনোজ্ঞা নহিল॥
মানব হইয়া দেখি বিকৃতি মূরতি।
কুক্কুরী বিহারে বল কার হয় রতি॥
যত ভালবাসা কন্যা করয়ে প্রকাশ।
কুমারের মনে হয় তবই হুতাস॥
কুমারের ভাগ্য অতি অনুকুল ছিল।
অচিরে রমণী তার বিনাশ পাইল॥

এরূপ রাক্ষসী হতে নিষ্কৃতি পাইয়া
রাজার কুমার হৈল আনন্দিত হিয়া॥
দেশের ব্যভার কিন্তু শুনিল যখন।
কাষ্ঠ মূর্ত্তি প্রায় হৈল রাজার নন্দন॥
সে দেশের পূর্ব্বাপর আছে ব্যবহার।
রমণী মরিলে পতি সঙ্গে যায় তার॥
পতির নিধন হৈলে নারীর তেমন।
জীবীতে কৃতান্ত পুরে করয়ে গমন॥

অতি ক্ষুদ্র প্রজাবধি রাজা যেইজন।
সবাকার এই দশা নিশ্চয় মরণ॥
মৃত্যু দিবা তাহারা না ভাবে অমঙ্গল।
শুভদিন ভাবে তারে তাহারা সকল॥
কেহ নাহি শোক অশ্রু করয়ে পতন।
সে দিন কেহ না থাকে অসন্তুষ্ট মন॥
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে যারা করয়ে গমন।
নৃত্য গীত বাদ্যে মগ্ন থাকে অনুক্ষণ॥
স্ত্রীপুরুষ উভয়েতে একত্রে মিলিয়া।
করয়ে উৎসব নানা উল্লাসে মাতিয়া॥

গীত।

"প্রেমিকজনের হেথা প্রণয় শৃঙ্খল।
অবিচ্ছেদে নিরন্তর থাকয়ে কেবল॥
যখন বিবাহ বরে, উভয়ে মিলন করে,
দিবা করি পরস্পরে, অন্তরে হয়ে সরল।
উভয়ে একত্রে রব, সুখদুখ সব সব,
মরণে না ভিন্ন হব, অন্তরে রব অচল"॥

নব বিবাহিত যত যুবক যুবতী।
করে ধরি পরস্পরে নৃত্য করে তথি॥
নায়িকা নায়ক কর করেতে ধরিয়া।
এই গান করে তারা আনন্দে মাতিয়া॥

গীত।

"ভেবনা ভেবনা কান্ত আমার মরণে।
আমিও মরিব প্রাণ তোমার মরণে॥
উভয়েতে পরস্পরে, বদ্ধ থাকি প্রেম
ডোরে, মনের সরলাচারে, থাকিব প্রেম
সাধনে"॥

যতই তাদের গীত করয়ে শ্রবণ।
ততই কুণ্ঠিত হয় কুমারের মন॥
গীত নাট তাহারা ত্যজিয়া তদন্তর।
কুমারে ফেলিয়া দিল গহ্বর ভিতর॥
গহ্বরের মুখে এক শিলা চাপাইয়া।
স্বস্ব স্থানে তারা সবে আইল চলিয়া॥
মৃত্যুর ভবনে গিয়া রাজার নন্দন।
ঈশ্বরে স্মরিয়া বহু করিল রোদন॥
"ওহে জগন্নাথ বিভু করুণা নিধান।
অগতির গতি তুমি দীনে দয়াবান॥
এই কি তোমার মনে ছিল জগন্নাথ।
এরূপ সঙ্কটে মোরে করিবে নিপাত॥
যেজন তোমারে নিত্য করয়ে স্মরণ।
করে কোরাণের পাঠ হয়ে নিষ্ঠমন॥
তারে কি দুর্গতি দেওয়া উচিত তোমার
হেন বিসঙ্কটে ফেলি করিতে সংহার॥
তবোদ্দেশে মহোৎসর্গ জনক করিল।
তাহার উচিত ফল এই কি ফলিল॥
এই জন্য প্রার্থনা কি শুনিলে তাহার।
মরণের হস্তে মোরে দিতে পরস্কার"॥

এই কুসম্বাদ শুনি রাজার কুমার।
জীবন থাকিতে তার দেহ শবাকার॥
মরণ অধিক ক্লেশ হইল অন্তরে।
অনিমিক নয়নেতে বাষ্প বারি ঝরে॥
বিফল হইল তার সন্তাপ রোদন।
সকলেতে অন্ত্য কার্য্যে কৈল আয়োজন
শবের সিন্দুক এক আনিয়া সত্বরে।
পূরিল তাহার মধ্যে কন্যা আর বরে॥
এক জলপাত্র আর রুটি কতিপয়।
সকলে মিলিয়া তার মধ্যেতে রাখয়॥
শবের সিন্দুক শিরে করিয়া বহন।
নগরের প্রান্তে সবে কৈল আগমন॥
প্রশস্ত বিবর এক তথায় আছিল।
গর্ত্ত মুখ হতে এক পাষাণ তুলিল॥
প্রথমেতে নৃপআজ্ঞায় রজ্জুতে বান্ধিয়া।
প্রকাণ্ড বিবর মধ্যে দিল ফেলাইয়া॥
তদন্তর নগরস্থ পুরুষ রমণী।
সবে সেই স্থানে হইলেক দুইশ্রেণী॥
প্রথম শ্রেণীতে রহে যুবা যে সকল।
তাহাদের সহ যত রমণী মণ্ডল॥
দ্বিতীয় শ্রেণীতে নব বিবাহিত যারা।
শ্রেণীমত মনো সুখে দাঁড়াইল তারা॥
প্রথম শ্রেণীস্থ যত নাগর নাগরী।
স্ত্রীপুরুষ পরস্পর করে করে ধরি॥
নিম্ন উক্ত গীত তারা গাইয়া গাইয়া।
নাচিতে লাগিল কত সোহাগ করিয়া॥

এতবলি কুমার ভাসিল আঁখি জলে।
শোক সিন্ধু উথলিল বিষাদ হিল্ললে॥
তথাপি জীবন আশা ত্যাগ না করিয়া।
সিন্দুক হইতে তথা বাহির হইয়া॥
দুই চারি পদ করি চলিতে লাগিল।
হটাৎ আলোক এক দেখিতে পাইল॥
আলোক হেরিয়া তার ভরসা জন্মিল।
আলোকের অনু সরি তথায় চলিল॥
নিকট হইয়ে তথা দরশন করে।
বর্ত্তিকা জ্বলিছে এক রমণীর করে॥
কুমারের পদ শব্দ করিয়া শ্রবণ।
রমণী নির্ব্বাণ করে বর্ত্তিকা তখন॥
পুনর্ব্বার অন্ধকার করি দরশন।
কুমার জীবন আশা ত্যজিয়া তখন॥
বলে কি জন্মিল ভ্রম অন্তরে এখন।
আল হেরিলাম বুঝি ভ্রমের কারণ॥
শোকেতে সন্তপ্ত চিত্ত হয়েছে আমার।
তাই এক দেখে আমি মনে ভাবি আর॥
এ আলোক স্বপন সন্দেহ নাহি তার।
আর এ জীবন আশা রথায় আমার।
পুনর্ব্বার সূর্য্য কি করিব দরশন।
নিশ্চয় কৃতান্ত পুরে আমার গমন॥
চির অন্ধকারে আমি থাকিব এখন।
বিধাতা আমার ভাগ্যে লিখেছে এমন॥
ওহে মহারাজ কারজিম্ অধিপতি।
রথায় করিলে তুমি আমার উৎপতি॥
মম দরশন আশা ত্যাগিয়া এখন।
নিরন্তর মনোদুঃখে করহ রোদন॥
স্থবির বয়সে তব সুখের কারণ।
আর না হইবে এই অভাগা নন্দন॥

এইরূপ যখন সে বলিতে লাগিল।
হেন কালে এই শব্দ শুনিতে পাইল॥
" ওহে যুবরাজ ধৈর্য্য ধর তুমি মনে।
হলেন প্রসন্ন বিধি তোমার রক্ষণে॥
যখন কারজিম্ ভূপ জনক তোমার।
মনে কর পার হৈলে মৃত্যু পারাবার।
অসার ভাবিয়া তুমি হৈওনা অসার।
এখনি করিব আমি তোমার উদ্ধার॥
মোরে বিভাকর যদি রাজার নন্দন।
এ স্থান হইতে তবে পাইবে মোচন॥
যদ্যপি করহে তুমি এই অঙ্গীকার।
তবে জেনো নাহি কিছু ভাবনা তোমায়"
নৃপজ কহিল তবে শুনলো অঙ্গনে।
এ বিষয় অঙ্গীকার করিব কেমনে॥
এ বড় কঠিন বটে আমার পক্ষেতে।
হেন দুর্গতিতে মরা নববয়সেতে॥
এসব যাতনা আমি স্বীকার করিব।
বরঞ্চ আপন মৃত্যু আপনি সহিব॥
কিন্তু যদি হয় তব কুক্কুর বদন।
বিবাহ করিতে না পারিব কদাচন॥
কামিনী কহিল শুন রাজার নন্দন।
সাম সাউস্ আমি নহি যে কদাচন" ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ বয় নবীন যৌবন।
শঙ্কা না হইবে মম হেরিলে বদন॥
এতবলি কামিনী বর্ত্তিকা জ্বালাইল।
রাজপুত্র তার রূপ দেখিতে পাইল॥
শারদ চন্দ্রমা সম সহাস্য বদন।
বিদ্যুৎ বরণী বামা নয়ন রঞ্জন॥

মোহিত হইয়া রূপে রাজার কুমার।
কামিনীরে কহে প্রিয়ে কহ সমাচার॥
অপূর্ব্ব মাধুরী তব অতি চমৎকার।
কেমনে হইল হেথা গমন তোমার॥
দেব কি কিন্নরী তুমি হইবে অপ্সরী।
মানবী দানবী পরী কিম্বা বিদ্যাধরী॥
এনাহলে হেনবাক্য কেমনে কহিবে।
এস্থান হইতে মোরে উদ্ধার করিবে॥
অতএব কৃপাকরি দেহ পরিচয়।
কাহার তনুজা তুমি কোথায় আলয়॥
(বামাবলে) " আমি,নাথপরিজাতি নই
মানবী তোমারে মত স্বরূপেতে কই॥
জার জিয়া-অধীশ্বর জনক আমার।
দিলারাম নাম মম তনয়া তাঁহার॥
আমার রত্তান্ত পরে বলিব তোমায়।
এক্ষণে সংক্ষেপে কিছু কহি পরিচয়॥
ঝড়ের দ্বারাতে আমি সাগরে পড়িয়া।
এই উপদ্বীপে আসি তরঙ্গে ভাসিয়া॥

অনেক সামসাউ বাসি আমারে দেখিল
বলেতে আমারে সেই বিবাহ করিল॥
প্রাণের মমতা করি কি কহিব আর।
অগত্যা স্বামীত্বে তারে করিনু স্বীকার॥
আমাদের বিবাহের দুই দিন পরে।
যাইল আমার পতি কৃতান্ত নগরে॥
দেশের ব্যভারমতে আমারে লইয়া।
পতিসহ এই গর্ত্তে দিল ফেলাইয়া॥
সিন্দুকে প্রবেশ পুর্ব্বে মন্ত্রণা করিয়া।
লয়েছিনু কয় দ্রব্য বস্ত্রে লুকাইয়া॥
মোমবাতি চকমকী শিলা দেয়াকাটি।
আলো হেতু লয়েছিনু করি পরিপাটি॥
যখন দেখিনু তারা আমারে ফেলিয়া।
গহ্বরের মুখে দিল শিলা চাপাইয়া॥
সিন্দুক হইতে আমি বাহির হইনু।
আগুণ তুলিয়া সেই বাতি জ্বালাইনু॥
নাছিল কিঞ্চিৎ ভয় আমার অন্তরে।
যেন কেহ সেই স্থানে আশ্বাসিল মোরে॥
সম্মুখেতে পথ এক হইল লোকন।
ঈশ্বরে স্মরিয়া আমি করিনু গমন॥
যেতে২ চারিদিগে করি দরশন।
পড়েয়াছে ভয়ানক দ্রব্য অগণন॥
তথাহতে শত পদ যাইতে না যেতে।
শ্বেতবর্ণ শিলা এক দেখি সম্মুখেতে॥
যখন তাহার আমি নিকটে পৌছিনু।
মম নাম খোদাভাবে দেখিতে পাইনু॥
অতএব রাজপুত্র এস মমসনে।
সেই শিলা আছে যথা যাই দুইজনে॥
এতবলি বাতি দিয়া কুমারের হাতে।
চার্ব্বঙ্গী চলিল তার পশ্চাতে২॥
যখন দুজনে তার নিকট পৌছিল।
প্রস্তরে যা লেখা আছে দেখিতে পাইল
কারজিম দেশের রাজা তাহার নন্দন।
জুর জিয়া ভুপতির তনয়া যখন॥
এই স্থানে উভয়ে করিলে আগমন।
দোঁহে যদি করে এই শিলা উত্তোলন॥
নিম্নেতে সোপান এক দেখিতে পাইবে
তাহা দিয়া তারা তার নিচেতে যাইবে
যাইলে পরম সুখ পাইবে দুজনে।
[illegible] কেল সখী হবে মনে॥

যখন কুমার এই লিখন পড়িল
মনেতে সংশয় হতে ভাবিতে লাগিল॥
কুমারীর প্রতি সেই কহিল তখন।
কেমনে এ শিলা মোরা করি উত্তোলন॥
শত জন মানুষে নাড়িতে নারে যাহা।
কেমনে তুলিব বল দুইজনে তাহা॥
কুমারী কহিল নাথ ভাবনা কি তার।
চেষ্টা করি তুমি দেখ দেখি একবার॥
ভরসা হতেছে হেন আমার মনেতে।
কৃতকার্য্য হব মোরা এই বিষয়েতে॥
অনুকূল বিধি বুঝি হলেন এখন।
নতুবা হতেছে কেন সাহস এমন॥
কুমার কুমারী বাক্যে আশ্বাস পাইয়া।
বিভু স্মরি সেই শিলা তুলিলেক গিয়া॥
পাতর হইল শোলা স্পর্শনে তাহার।
দেখিয়া কুমার মনে ভাবে চমৎকার॥
তদন্তর শিড়ী তারা দেখিতে পাইল।
দুইজনে তাহাদিয়া নিচেতে চলিল॥
সেই শিড়ী দিয়া ক্রমে চলিতে২।
উত্তম প্রান্তর এক পাইল দেখিতে॥
নদী এক দেখে তথা অতি মনোহর।
তরণী ভাসিছে এক তাহার উপর॥
হালী পালী কেরোয়াল নাহিক তাহাতে
নাবিক মাস্তুর নাই ভাসিছে জলেতে॥
ইহা দেখি মনে মনে ভাবে দুইজন।
ঈশ্বরের লীলা ইহা অকথ্য কথন॥
আমাদের প্রতি বিভু হয়ে কৃপাবান।
অলৌকিক ক্রিয়া এক কৈলা সমাধান॥
দেখিয়া সূর্য্যের মুখ সুখী দুইজন।
পরমেশে ধন্যবাদ করিল তখন॥
নির্ভয়ে উভয়ে করি তরী আরোহণ।
স্রোতস্বতী স্রোতে যায় ভাসিয়া তখন॥
তটিণী বাহিয়া তারা ক্রমেতে চলিল।
অপ্রশস্ত নদী ক্রমে দেখিতে পাইল॥
দুইপার্শ্বে গিরি দুই রয়েছে তাহার।
সেই হেতু নাহি তথা নদীর বিস্তার॥
এমত স্থানেতে তারা ক্রমেতে পৌছায়
চন্দ্র সুর্য্য কিছু নাহি দেখিবারে পায়॥
পর্ব্বত উভয় শৃঙ্গ হইয়া মিলিত।
আলোকের আগমন করেছে রহিত॥

একবার উঠে তারা চূড়ার কাছেতে।
আর বার নদীস্রোতে যায় পাতালেতে॥
এই রূপ বিঘটন নিরখি তথায়।
কুমার কুমারী ত্যজে জীবন আশায়॥
ভয়াকুল সঙ্কুল হইয়া অতি মনে।
স্মরিতে লাগিল সেই পরম কারণে॥
ঈশ্বর দোঁহার স্তব শ্রবণ করিল।
নিরাপদে নদী তীরে দোঁহে উত্তরিল॥
পেয়ে স্থল পায় বল ভরসা অন্তরে।
সভক্তি মানসে দোঁহে জগদীশে স্মরে॥

জলেহতে স্থলে উঠে বিশ্রাম কারণ।
নিকটে নিলয় তারা করে অন্বেষণ॥
ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে২।
দূরেতে প্রাসাদ এক পাইল দেখিতে॥
পর্ব্বত প্রমাণ হবে উচ্চতা তাহার।
শুভ্রময় দীপ্তময় গুম্বেজ আকার॥
সেই দিকে দুইজনে চলিল ত্বরিত।
গুম্বেজের নিকটেতে হৈল উপনীত॥
নিকটে যাইয়া তার করে দরশন।
মনোহর পুরী সেই অপূর্ব্ব শোভন॥
সম্মুখে গোপুর এক চমৎকার অতি।
সুচিত্র বিচিত্র কত চিত্রিত মূরতি॥
জাদুগির মন্ত্র নানা আরবী অক্ষরে।
স্থানে২ লিখিত রয়েছে পরে২॥
সুবর্ণ অক্ষরে সেই ফটক উচ্চেতে।
নিম্ন উক্ত বিষয় লিখিত আছে তাতে॥
"যে কেহ আসিতে হেথা করহ বাসনা
কদাচ ইহার মধ্যে প্রবেশ করনা॥
যাবদৰ্দ্ধ পদ এক জন্তু না মারিবে।
তাবত ইহার মধ্যে আসিতে নারিবে॥

এই লেখা পড়ি দোঁহে হইল বিকল।
মনের ভরসা আশা হইল নিস্ফল॥
দিলারাম বলে প্রিয় কিকব বিশেষ।
আশাছিল মনে পুর করিব প্রবেশ॥
কিন্তু সে বিফল আশা হইল আমার।
গোপুর প্রবেশ করে সাধ্য আছে কার॥

কুমার কহিল প্রিয়ে কিকব গোচরে।
দেখিতে বাসনাছিল আমার অন্তরে॥
কিন্তু আমাদের চেষ্টা হইবে বিফল।
প্রবেশ করিতে ইথে নাহি ধরি বল॥
গোপুর উপরে লেখা যে সব অক্ষর।
আমাদের চেষ্টাসব করিবে অন্তর॥
কি জানি ঢুকিলে পাছে বিপদে পড়িব।
অবশেষে বিদেশে পরাণ হারাইব॥
কুমারী কহিল, শুনি রাজার নন্দনে।
এস মোরা নদীকুলে বসিগে দুজনে॥
ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া তৃণোপরে।
বিবেচনা ইহার করিব তার পরে॥
এতবলি নদীর পুলিনে দুইজনে।
বিশ্রামার্থে দোঁহে উপবিষ্ট তৃণাসনে॥
কুমার কুমারী প্রতি কহিছে তখন।
অনুগ্রহ করি বল তব বিবরণ॥
শ্রবণে বাসনা বড় হয়েছে আমার।
তুষ্ট কর রাজসুতা বলিয়া বিস্তার॥

(দিলারাম কহে) "শুন রাজার কুমার।
জর্জিয়া পতি আমি কুমারী তাহার।
ভাল বাসিতেন পিতা আমারে অন্তরে।
রাখিতেন অবিরত নয়ন গোচরে॥
যত্ন করি বিদ্যা শিক্ষা দিলেন আমায়।
ক্রমেতে বর্দ্ধিতা হই তাঁহার কৃপায়॥
আমাদের বংশে এক রাজার কুমার।
মধ্যে২ আসিত সে সাক্ষাতে আমার॥
জনকের অনুমতি ছিল তার প্রতি।
দেখিতেআসিতমোরেপ্রীতিপেয়ে অতি
ক্রমে তার ভালবাসা আমাতে জন্মিল।
প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে লাগিল॥
আমিও তাহার শুনি প্রণয় বচন।
হইল আমার মন করিতে যতন॥
উভয়ে এরূপে যবে হতেছে মিলন।
হেনকালে শুন এক দৈবের লিখন॥
রাজমন্ত্রী এক জন অতি বিচক্ষণ।
অকস্মাৎ উপনীত পিতার সদন॥
আসিয়া সচিব কহে জনকে এ বাণী।
মম আগমন বার্ত্তা শুন ক্ষৌণীপানি॥

তব তনয়ার শুনি রূপ গুণ অতি।
বিবাহ করিতে বাঞ্ছে মম নরপতি॥
এই পত্র তোমারে লিখেছে নরেশ্বর।
এত বলি পত্র দিল পিতার গোচর॥
পত্র পড়ি জনকের হইল মনন।
আমাকে সে ভূপতিরে করিতে অর্পণ॥
মন্ত্রী সহ মোরে পাঠাইতে নরেশ্বর।
উদ্যোগ করিল তার হইয়া তৎপর॥
মম প্রিয় নায়ক সে রাজার কুমার।
দুঃখিত হইল শুনি এই সমাচার॥
আমার সহিত দেখা করিতে আইল।
দুনয়নে বাষ্প বারি বহিতে লাগিল॥
তাহার নির্ব্বেদশোক হইল এমন।
আমারে দেখিয়া তনু ত্যজিল তখন॥
তাহার মরণে প্রাণ হইল এমন।
করিলাম তার শোকে বিপুল রোদন॥
তাহার উপরে মন ছিল যে আমার।
আমার রোদনে হৈল প্রতীত সবার।
তদন্তে জনক মোরে বহু প্রবোধিল।
সেই সে সচিব সহ মোরে পাঠাইল॥
মন্ত্রী সহ তরি পরে করি আরোহণ।
সমুদ্র তরঙ্গে যাই বাহিয়া তখন॥
দৈবে আমা সবাকারে বিধি বিড়ম্বিল।
অকস্মাৎ মাহা ঝড় বহিতে লাগিল॥
সাগরে তরঙ্গ উঠে পর্ব্বত সমান।
নিরখিয়া সকলের উড়িল পরাণ॥
ত্যজিল জীবন আশা নাবিক সকলে।
তরণী হইল ভগ্ন পড়ি সিন্ধু জলে॥
তরঙ্গে ভাসিয়া তরি ক্রমেতে আইল।
সামসাউ উপদ্বীপ কুলেতে লাগিল॥

"আমাদের দুর্দ্দশার সমাচার পেয়ে
সামসাউ বাসি সব আইল তথা ধেয়ে॥
মন্ত্রী সহ মোসবারে আক্রম করিল।
মোসবার এক গৃহে নিরুদ্ধ করিল।
আমাদের লোক সব করিয়া ভক্ষণ।
অবশেষে মন্ত্রী বরে করিল নিধন॥
সামসাউ উপদ্বীপ বাসি এক জন॥
দৈবে আমা প্রতি তার হইল মনন॥
কহিল আমারে, যদি বিভাকর মোরে।
তবেত রাখিব নহে বিনাশিব তোরে॥
হইল অন্তরে ভয় মরণ কারণ।
করিলাম সেইজনে পতিত্বে বরণ॥
কিন্তু তার কুক্কুরাস্য করি দরশন।
আমার হইল যেন জীবীতে মরণ॥
ভালবাসা দূরে থাক্ দেখে ভয় হয়।
ঘৃণায় লজ্জায় মরি দুঃখ নাহি সয়॥
আমারে করিয়া বিভা দুই দিন পর।'
রোগেতে পীড়িত হৈল তার কলেবর॥
পরে বহু ক্লেশ ভোগ করিয়া সেজন।
গত কল্য হইয়াছে তাহার মরণ॥
হেনকালে রাজপুত্র কুমারীকে কয়।
সাবধানে রাজসুতা থাক এ সময়॥
তোমার শরীরে দেখি কর্ক্কট ভীষণ।
দংশন করিলে হবে তোমার মরণ॥
এত শুনি রাজপুত্রী শিহরি উঠিল।
সশঙ্কায় নাভি বন্ধ সত্বরে ঝাড়িল॥
যেমন কর্ক্কট সেই ভূমেতে পড়িল।
রাজপুত্র পদে চাপি বিনাশ করিল॥

কুমার কর্ক্কট যদি করিল নিধন।
রাজধানী মধ্যে শব্দ হইল ভীষণ॥
অমনি সে ফটকের কবাট খুলিল।
দেখিয়া দুজনে মনে বিস্ময় হইল॥
পরস্পর মনে এই করিল নিশ্চয়।
এই অষ্টপদ জন্তু নাহিক সংশয়॥
আনন্দ সাগরে দোঁহে হইয়া মগন।
পুরী মধ্যে প্রবেশ করিল সেইক্ষণ॥
প্রথমে দেখিল এক আরাম উত্তম।
নানাফল ফুলে ধরে শোভা মনোরম॥
ফল ভার তরু সব আছে অবনত।
পরিপক্ক ফল তাহে শোভা করে কত॥
ক্ষুধা শান্তি হেতু ফল করিতে চয়ন।
দুইজনে আরামেতে করিল গমন॥
নিকটস্থ হয়ে তারা হইল বিস্ময়।
ফল নহে সে সকল কনক নিচয়॥
বাগানের মধ্যে এক দিব্য সরোবর।
সুনির্ম্মল বারি তার দেখিতে সুন্দর॥

তার নিচে নানা বিধ রয়েছে রতন।
প্রভায় করয়ে আলো এতিন ভুবন॥
দুইজনে উদ্যান করিয়া দরশন।
গুম্বেজের সন্নিকটে করিল গমন।
পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ স্ফটিকে নির্ম্মিত।
মণিময় দীপ্তময় আছে প্রসারিত॥
ইতস্ততঃ সেই স্থানে করিয়া ভ্রমণ।
জন প্রাণী তথায় না হৈল দরশন॥
যেই গৃহে প্রবেশ করয়ে দুইজন।
সেই গৃহে দেখে নানা অমূল্য রতন॥
কোন ঘরে সুবর্ণ রয়েছে স্তরে২।
মণি চুনি প্রবাল মুকুতা কোন ঘরে॥
রজতের দ্বার এক হেরি তদন্তর।
খুলি দোঁহে প্রবেশিল তাহার ভিতর॥
সেই গৃহ মধ্যে ছিল নর একজন।
প্রাচীন বয়স তার দেখিতে ভীষণ॥
কনকের সিংহাসনে বসিয়া সেজন।
রতন মুকুট করে শিরেতে শোভন॥
শুভ্রবর্ণ দাড়ি তার ভূতলে পড়েছে।
ছয় গাছি কেশ মাত্র তাহে লগ্ন আছে॥
ছয় গাছি গোঁপ তার উভয় পার্শ্বেতে।
দাড়ির নিচেতে মুক্তা আছে বিশেষেতে॥
অঙ্গুলিতে নখ যেন খোন্তার সমান।
তাঁর বয়সের নাহি হয় পরিমাণ॥

স্থবির নয়নে দোঁহে করি বিলোকন
জিজ্ঞাসিল, "কেবা হও তোমরা দুজন?"
(রাজপুত্র কহিল) "শুনহ পরিচয়।
আমি হই কারজিম রাজার তনয়॥
আমার সঙ্গিনী এই নবীনা কামিনী।
জরজিয়া নগরাধীশ্বরের নন্দিনী॥
ভুঞ্জিয়া অশেষ ক্লেশ, শুন মহাশয়।
অবশেষ আসিয়াছি তোমার আশ্রয়॥
শুনিলে দোঁহার দুর্দ্দশার বিবরণ।
আমাদের রক্ষণেতে হবে তব মন॥
যে কালে আপনি ইচ্ছা করিবে শ্রবণে।
সেই কালে কব মোরা তোমার সদনে"॥
(বৃদ্ধ বলে) "ভয়নাহি তোমা দোঁহাকার
তোমাদিগে দেখি মন সন্তুষ্ট আমার॥

আমার আশ্রমে দোঁহে থাক নিরন্তর।
সর্ব্বদা থাকিবে সুখে প্রফুল্ল অন্তর॥
যখন রাজার বংশ্য তোমরা দুজনে।
পালন করিব আমি পরম যতনে॥
চিরকাল মম সহ থাক এইস্থানে।
মরণের ভয় কভু নাহিক এখানে॥
মৃত্যুর অধীন হয় অখিল সংসার।
কিন্তু সে মৃত্যুর নাহি হেথা অধিকার॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি চীন-অধিপতি।
প্রজার বিদ্রোহে করি এখানে বসতি॥
আমার বয়স কত কর অনুমান।
মম নখে তাহার পাইবে পরিমাণ॥
দৈত্যদের দ্বারা করি এ পুরী নির্ম্মাণ।
তদবধি এইস্থানে করি অবস্থান॥
ইন্দ্রজাল বিদ্যায় আমার অধিকার।
তাহে অনুগত যত দৈত্যেরা আমার॥
যখন যাহারে যেই করি অনুমতি।
পালয়ে আমার আজ্ঞা যত দৈত্যপতি॥
সহস্র বৎসর আমি আছি এইস্থানে।
আমার সন্ধান হেথা কেহ নাহি জানে॥
পদার্থবেত্তার শিলা ধরে যেই গুণ।
তাহার গুণেতে আমি আছি যে নিপুণ॥
জানিবে হে সে শিলার প্রভাব এমন।
শতকাল সাধকারি ধরিব জীবন॥
কতেক বিংশতি বর্ষ থাকহ হেথায়।
সেই বিদ্যা শিখাইব তোমা দোঁহাকায়॥
অমর হইয়া হেথা থাকিবে দুজনে।
মরণের ভয় কিছু না থাকিবে মনে॥
আমার প্রসঙ্গ শুনি হইবে বিস্ময়।
ইহাতে আমার মনে না হয় সংশয়॥
সত্য ইহা, শিলা গুণ জানে যেইজন।
স্বাভাবিক মৃত্যু তার না হয় কখন॥
কিন্তু অন্যজন হতে হত সেই হয়।
অস্ত্রাঘাতে মরে কিম্বা অগ্নিতে দহয়॥
এ সব বিপদ হতে উদ্ধার কারণে।
তাহার উচিত হয় থাকিতে নির্জ্জনে॥
গহন কাননে করি নিবাস নির্ম্মাণ।
আত্মসার করি আমি করি অবস্থান॥
এখানেতে নিরাপদে আছি চিরদিন।
[illegible]

হিংসা কি অসূয়া আসি আমার আগারে
মম বিপক্ষতা কেহ করিতে নাপারে॥

দেখেছ যে মন্ত্র লেখা ফটক উপর।
কার সাধ্য প্রবেশিতে ইহার ভিতর॥
চোর কি ডাকাত কেহ নাপারে আসিতে
কাহারো নাহিক সাধ্য ইথে প্রবেশিতে॥
হাজারাষ্টপদ জন্তু করিলে নিধন।
তবু প্রবেশিতে নারে জানিবে কারণ॥
যে কেহ কর্কট বিছা করিবে নিধন।
কদাচ ধর্ম্মাত্মা কভু নহে সেইজন॥
যদ্যপি সে জন হেথা করে প্রাণপণ।
ফটকের দ্বার নাহি হয় উদ্ঘাটন,,॥
এরূপে চীনাধিপতি করিলে বর্ণন।
কুমার, কুমারী, হয় সন্তোষিত মন॥
বৃদ্ধরাজ সহবাসে থাকিতে তথায়।
প্রতিজ্ঞা করিল হৃষ্টচিত্তে দুজনায়॥
অনন্তর চীনেশ্বর সসন্তুষ্ট চিতে।
কুমারী, কুমারে কহে ভোজন করিতে॥
সে গৃহে অপূর্ব্ব দুই ছিল প্রশ্রবণ।
অপূর্ব্ব মাধুরী তার কে করে বর্ণন॥
এক হতে অনিবার সুরা সুমধুর।
নির্গত হইয়া পড়ে ধরায় প্রচুর॥
সুবর্ণের পাত্রে পড়ি ক্রমে স্থিত হয়।
পরম অদ্ভুত সেই রম্য অতিশয়॥
আর হতে দুগ্ধরাশী হইয়া উদ্ভূত।
সুস্বাদ সুখাদ্য তাহে হতেছে প্রস্তুত॥
সাজাতে ভোজের মেজ, দৈত্য তিনজনে
চীনরাজ অনুজ্ঞা করিল সেইক্ষণে॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা দৈত্য তিনজন।
মেজের উপরে রাখে তিন আবরণ॥
তিনখান স্বর্ণ থাল অতি মনোহর।
খাদ্য সহ সাজাইল তাহার উপর॥
কুমার, কুমারী, দোঁহে হয়ে ফুল্লমন।
উপাদেয় খাদ্য সুখে করিল ভোজন॥
স্ফটিকের পানপাত্রে সুরা পূর্ণ করে।
অনেক দানব দেয় উভয়ের করে॥
আপনার দীর্ঘ নখ হেতু চীনপতি।
কেবল আপন মুখ করিয়া ব্যাদান।
দৈত্যহস্ত দত্ত দ্রব্য ঊর্দ্ধ মুখে খান॥
তাঁহার সেবায় যেই দৈত্য যুক্ত ছিল।
বালকের মত তাঁরে খাওয়াইয়া দিল॥
ভোজনের অবসানে চীন-অধিপতি।
যুবক, যুবতী, প্রতি কহেন ভারতী॥
“ তোমাদের বিবরণ করহ জ্ঞাপন।
শুনিতে উৎসুক বড় হৈল মম মন” ॥
তাহারাও করিয়া নৃপের সমাদর।
আদি অন্ত সমাচার করিল গোচর॥
তাহাদের বিবরণ করিয়া শ্রবন।
প্রিয়ভাষে নৃপ করে সান্ত্বনা তখন॥
“ গত বিষয়ের আর কিসের শোচন।
তোমাদের দুঃখ শেষ হইল এখন॥
এক্ষণেতে সুখবোধ কর মনে মনে।
ঘুচিল অশুভরাশী শুভ আগমনে॥
উভয়ে সুন্দর অতি যৌবন বয়স।
এই স্থানে রহ আচরিয়া প্রেম রস॥
পরস্পর যোগ্য হইয়াছ দুইজন।
বিবাহ নির্ব্বন্ধে কর প্রণয় বরণ,,॥
চীনাধিরাজের শুনি এরূপ বচন।
উভয়ে সম্মত তাহে হইল তখন॥
বিশেষতঃ উভয়ের ছিল অঙ্গীকার।
করিতে বাসনা সিদ্ধি মানস দোঁহার॥
আর তাহে ভূপ অনুরোধ লক্ষ্য করে।
বিবাহিত হৈল দোঁহে নৃপের গোচরে॥
কুমার, কুমারী, দোঁহে বিবাহ করিয়া।
পূরায় মনের সাধ তথায় থাকিয়া॥
উভয়ের মনে ছিল এরূপ যতন।
তিল আধ দোঁহে ছাড়া না হতো কখন
কিন্তু বৃদ্ধ ভূপতির অনুগ্রহ বশে।
দিবসের একভাগ থাকি তার পাশে॥
বিবিধ প্রসঙ্গে কহি কথা নানামত।
বৃদ্ধরাজে পরিতুষ্ট করিত সদত॥
চীনরাজ তাহাদের তুষ্টির কারণ।
কহিতেন নিরন্তর আত্ম বিবরণ॥
এইরূপ কিছুকাল ক্রমে হয় ক্ষয়।
কুমারী প্রসবে কালে যুগল তনয়॥
অতি কমনীয় রূপ দেখিতে সুন্দর।
[illegible] অতি মনোহর॥

নিরখি নন্দন মুখ সুখী দুইজন।
নির্বেদ যাতনা দুখ হৈল বিস্মরণ ॥
কুমারী, নন্দন দ্বয়ে স্নেহ পুরঃসর।
লালন পালন যত্নে করে নিরন্তর ॥
কিঞ্চিৎবয়স্ক যবে হইল নন্দন।
দৈত্য স্থানে পুত্রগণে কৈল সমর্পণ ॥
দানব যতন সহ নন্দন যুগলে।
অপূর্ব্ব বিষয় শিক্ষা দিল কুতুহলে ॥
ক্রমে ছয়বর্ষ বয়ঃ হৈল যুগ্ম সুত।
হৈল জ্ঞান সমন্বিত চরিত অদ্ভুত ॥
এক দিন জরজিয়া রাজার নন্দিনী।
পতির নিকটে কহে দুখের কাহিনী ॥
,, শুন প্রাণনাথ আর কি কব তোমায়।
এখানে থাকিতে আর প্রাণ নাহি চায় ॥
নয়নের তৃপ্তিকর ছিল যে বিষয়।
এখন সে সব দেখে বিষ বোধ হয় ॥
পুনঃ২ এক বস্তু করিলে দর্শন।
তাহার সৌন্দর্য্য আর না থাকে তেমন ॥
অমর রহিব হেথা এই আশা করি।
নির্জ্জন স্থানেতে বঞ্চি দিবস শর্ব্বরী ॥
চীনরাজ যে আশ্বাসে দিল বাসস্থান।
সে আশে সন্তুষ্ট আর নাহি হয় প্রাণ ॥
তাহার যে অলৌকিক কার্য্য সমুদয়।
প্রাচীনত্ব নিবারণে শক্ত কভু নয় ॥
নিরন্তর জরাব্যাঘ্রী কোলেতে রহিয়া।
এরূপ অমর হয়ে কি ফল বাঁচিয়া ॥
বৃদ্ধতার যে যে দুঃখ হইল প্রত্যক্ষ।
চীনরাজ স্বয়ং ইহাতে উপলক্ষ্য ॥
আরো বলি প্রাণনাথ করহ শ্রবণ।
দেখিতে জনকে মম বড় আকুঞ্চন ॥
যদি তিনি অদ্যাবধি থাকেন জীবিত।
আমার বিয়োগ দুঃখে হবেন দুঃখিত,, ॥
কারজিম নৃপজ কহে " শুন প্রাণেশ্বরি।
তোমার জীবিতে আমি বড় সাধ করি ॥
চিরকাল তব প্রতি রবে ভালবাসা।
এ স্থানেতে থাক প্রিয়ে করি এই আশা ॥
নতুবা আমার মন জানেন ঈশ্বর।
পিতার জন্যেতে আমি যেমন কাতর ॥
তাঁহারে পড়িলে মনে চক্ষে বহে বারি।
মনের সন্তাপ মাত্র মনেতে নিবারি ॥
কিন্তু কি উপায়ে বল প্রেয়সি এখন।
জরজিয়া নগরে দোঁহে করিব গমন ,, ॥
(কুমারী কহিল) কান্ত ! চিন্তা কিতাহার
অদ্যাপি রয়েছে তরী তরঙ্গিণী ধার ॥
মোরা চারিজনে তাহে করি আরোহণ।
আপন অভীষ্ট পথে করিব গমন ॥
যদি বিধি আমাদিগে অনুকূল হন।
নিরাপদে আত্মদেশে করিব গমন ॥
বিসম বিপদে যিনি উদ্ধার করিয়া।
নিরাপদে রাখিলেন এ স্থানে লইয়া ॥
যাঁহার কৃপায় করি জীবন ধারণ।
আমাদিগে নিরন্তর করেন রক্ষণ ॥
তাঁহার স্মরণ করি তরী আরোহিয়া।
তরঙ্গিণী তরঙ্গেতে যাইব বাহিয়া ॥
তরঙ্গেতে কোন স্থানে ভাসিয়া যাইব।
যাইতে স্বদেশে তথা সন্ধান পাইব ॥
আমার পিতার রাজ্য পাইব খুঁজিয়া।
কিম্বা তব পিতৃরাজ্যে যাইব চলিয়া ॥
কুমার কহিল প্রিয়ে কহিলে সঙ্গত।
তব অভিমত যাহা মম সেই মত ॥
এই স্থান দুই জনে করিয়া বর্জ্জন।
চল পুত্র সহ করি স্বস্থানে গমন ॥
কিন্তু প্রিয়ে এক খেদ হতেছে অন্তরে।
প্রকাশ করিয়া বলি তোমার গোচরে ॥
আমরা এস্থান প্রিয়ে ত্যজিলে এখন।
ত্যজিবেন চীনপতি শোকেতে জীবন ॥
পুত্র তুল্য আমাদিগে ভাবেন অন্তরে।
আমাদের অভাবেতে কিসে ধৈর্য্য ধরে ॥
আরো তাঁর মনে২ আছে এ বিশ্বাস।
আমরা করিব হেথা চিরদিন বাস।
কদাচ আমরা ত্যাগ করিবনা তাঁবে।
এ বিশ্বাস আছে তাঁর হৃদয় আগারে ॥
কুমারী কহিল কান্ত করি নিবেদন।
চল তাঁর স্থানে যাই বিদায় কারণ ॥
বিবিধ প্রকারে তাঁরে প্রবোধ করিয়া।
আসিব তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া ॥
আরো তাঁরে এই রূপে জানাব বিশ্বাস।
পুনশ্চ আসিব মোরা তাঁহার নিবাস.. ॥

এই যুক্তি করি দোঁহে চলিল ত্বরিত।
চীনরাজ সমীপেতে হৈল উপনীত ॥
বিনয়ে তাঁহার প্রতি করে নিবেদন।
শুন মহারাজ আমা দোঁহার বচন ॥
জনকের পাদপদ্ম করিতে দর্শন।
নিশ্চয় হয়েছে আমা দোঁহার মনন ॥
বহু দিন হৈল ছাড়িয়াছি পিতৃ স্থান।
কে কেমন আছে তার নাজানি সন্ধান ॥
তাঁহারা অপত্য মুখ নাকরি দর্শন।
শোকেতে সন্তপ্ত চিত্ত আছে অনুক্ষণ ॥
অতএব মহারাজ করিহে মিনতি।
পিতৃ দরশনে দোঁহে দেহ অনুমতি ॥
তাঁহাদের পাদ পদ্ম করিয়া দর্শন।
কিছু দিন মধ্যে হেথা করিব গমন ॥
একথা শুনিয়া ভূপ কাঁদিয়া আকুল।
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের দুকুল ॥
বলে একি নিদারুণ কথা শুনাইলে।
আমার হৃদয়ে যেন শেল প্রহারিলে ॥
আমারে ত্যজিয়া দোঁহে করিবে গমন।
কেমনে একাকী আমি ধরিব জীবন,, ॥
কুমার কহিল ভূপ করি নিবেদন।
কিছু দিন জন্য দেহ বিদায় এখন ॥
অচিরে করিয়া আমি পিতৃ সম্ভাষণ।
পুনঃ আপনার পদ করিব দর্শন ॥
কুমারী ও সেই রূপ কহিল রাজায়।
কিন্তু রাজা খেদান্বিত হইল তাহায় ॥
জানিতেন বিশেষ রূপেতে চীনেশ্বর।
উভয়ের মন ভাব করিতে অন্তর ॥
যাহে চীনরাজ জেনেছিলেন সকল।
উভয়ের অঙ্গীকার হইতে নিষ্ফল ॥
কিন্তু তিনি শোকাকুল হইলেন অতি।
দোঁহার বিচ্ছেদ ভাবি খেদান্বিত অতি ॥
প্রাণ তুল্য ভাল বাসিতেন যে দুজনে।
তাদের বিচ্ছেদ জ্বালা সহিবে কেমনে ॥
তাঁর পক্ষে দেহ ভার হইল বিষম।
অন্তরে ঔদাস্য ভাব জন্মিল বিভ্রম ॥
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা জ্বালা এড়াতে অচিরে।
স্মরণ করিলা ভূপ মরণ দূতীরে ॥
আপনার বিদায়ের প্রভাবেচীনেশ্বর।
অমর হইতে আর সাধ নারহিল।
আপনার মৃত্যু ইচ্ছা আপনি করিল ॥
ভূপতির আবাহনে আসি মৃত্যুচর।
তখনি তাহারে লয়ে চলিল সত্বর ॥
তদন্তর রাজধানী বিলোপ হইল।
কিছু মাত্র আর তার চিহ্ন না রহিল ॥
কোথায় সুরম্য হর্ম্ম কোথায় রতন।
কোথায় প্রবাল মতি হীরক কাঞ্চন ॥
কোথায় তৈজস পাত্র আসন ভূষণ।
এক কালে সকলি হইল অদর্শন ॥
কুমারী কুমার আর যুগল নন্দন।
রয়েছে প্রান্তর মধ্যে করে দরশন ॥
বৃদ্ধরাজ শোকে তারা হইয়া বিকল।
অনিবার নয়নেতে বহে বাষ্পজল ॥
নৃপতির হৈল তারা মৃত্যুর কারণ।
ইহা চিন্তি করে বহু শোকেতে রোদন ॥
কিন্তু এই শোকে তবু ভরসা জন্মিল।
যাইতে আপন দেশে বাসনা করিল ॥
কিন্তু সেই প্রকৃতির করুণা কেমন।
মরু ভূমে পাইল তারা ফল অগণন ॥
সেই ফল পরিপূর্ণ করিয়া নৌকায়।
বিভু স্মরি চারিজনে উঠিল তাহায় ॥
স্রোতস্বতী স্রোতেতেরা ভাসিয়া যাইয়া
ক্রমেতে সাগর গর্ভে পড়িল আসিয়া ॥

নদীমুখে বোমবেটে ছিল কয়জন।
কুমারের তরী তারা করিল দর্শন ॥
বেগে তথা হতে তারা তরী ভিড়াইল।
কুমারের তরণীকে আক্রম করিল ॥
একাকী কুমার তাহে অস্ত্র নাহি করে।
নিবারণ করে কিসে বহুল তস্করে ॥
নিরুপায় নিরাশ্রয় উপায় বিহীন।
অনায়াসে হইলেন চোরের অধীন ॥
কিন্তু বোমবেটেগণে কহিল কুমার।
সতীত্ব করোনা নাশ আমার ভার্য্যার ॥
দোহাই ধর্ম্মের দিব্য কর অঙ্গীকার।
আমার সন্তান দিগে করনা সংহার ॥
চোরগণে চারিজন নৌকা হতে নিয়া।
[illegible] তরণীকে লইল তুলিয়া ॥

পরে এক দ্বীপে নৃপজেরে নামাইয়া।
চলি যায় তাহার বনিতা পুত্রে নিয়া ॥

অপত্য কলত্র ছাড়া হইয়া কুমার।
নয়নেতে নীর ধারা বহে অনিবার ॥
দিলারাম নায়কের বিচ্ছেদ কারণ।
হইল সজল নেত্রা কাতর জীবন ॥
উভয় বিচ্ছেদে উভয়ের যে যাতনা।
একাননে সেই দুঃখ নাহয় বর্ননা ॥
সনক্কুল উভয়ের রোদনের রবে।
শোক যুক্ত পশু পক্ষি তরু গুল্ম সবে ॥
অধিক তাদের দুঃখ কহিব কি আর।
সে রব শ্রবণে হয় পাষাণ বিদার ॥
নৃপজ নিরাশ নেত্রে নিরখে তরণী।
যাতে অপহৃত তার হৃদয়ের মণি ॥
প্রাণসমা প্রণয়িণী তনুজ বিচ্ছেদে।
যতেক তস্কর গণে শাপ দেয় খেদে ॥
রে দুরাত্মা দুরাচার দুর্মদ দুর্মতি।
করিবেন পরমেশ তোদের দুর্গতি ॥
পৃথিবীর মধ্যেতে যথায় পলাইবে।
ঈশ্বরের দণ্ড কিন্তু তথায় পাইবে ॥
হেন অপরাধ হতে নিষ্কৃতি না পাবে।
পড়িলে ঈশ্বর কোপে অধঃপাতে যাবে ॥
এই রূপ গালাগালি দিয়া দস্যুগণে।
ঈশ্বরের প্রতি দুঃখ করে মনে মনে ॥
হে বিধাতঃ! এই মনে ছিল কি তোমার।
স্বপক্ষ থাকিয়া হলে বিপক্ষ আমার ॥
বিপদ সাগর হতে করিয়া উদ্ধার।
এঘোর বিপদে ফেলিলেন পুনর্ব্বার ॥
যদি মম জীবনে না কর অর্পণ।
তবে কে করিবে তব গুণের বর্নন ॥
বরং আক্ষেপ মনে হইবে আমার।
বিস্মৃত হইব যে করেছ উপকার ॥
এ হেন দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিবারে।
আমারে কি পরিত্রাণ কৈলে বারে২ ॥
যদি মনে ছিল তব দুঃখ দিবে হেন।
তবে পুনঃ২ মোরে বাঁচাইলে কেন ॥
যদ্যপি পূর্ব্বেতে মম হইত সংহার।
এড়াতেম এ দুঃখ সহিতে পুনর্ব্বার ॥

রাজসুত দুঃখযুত হয়ে ক্ষুণ্ন মন।
এইরূপ মনস্তাপ করিছে যখন ॥
হেনকালে অকস্মাৎ করে দরশন।
আসিতেছে ব্যক্তি কয় দেখিতে ভীষণ
নির্মস্তক দীর্ঘাকার কবন্ধের প্রায়।
বক্ষেতে বদন স্কন্ধে চক্ষু শোভা পায় ॥
আসিয়া তাহারা সবে কুমারে ধরিয়া।
তাদের রাজার কাছে দাখিল করিয়া ॥
বলে, মহারাজ পদে করি নিবেদন।
এনেছি মানব এক কুৎসিত দর্শন ॥
সাগরের কূলে মোরা পাইয়া এ জনে।
ধরিয়া এনেছি ভূপ তোমার সদনে ॥
শত্রু পক্ষ চর এই কহিনু নিশ্চয়।
বিচারে করুন দণ্ড উচিত যা হয় ॥
(রাজা বলে) অগ্নিকুণ্ড জ্বালহ ত্বরিত।
পরীক্ষা করিয়া দণ্ড দিব সমোচিত ॥
এত বলি নির্মস্তক-দেশের রাজন।
কুমারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তখন ॥
(বলে) "তুমি কেবা? কোথা হতে আগমন
এই উপদ্বীপে তব কিবা প্রয়োজন"? ॥
রাজপুত্র রাজবাক্য করি আকর্নন।
কহিলেন আপনার সব বিবরণ ॥
(কবন্ধভূপতি বলে) "রাজার সন্ততি।
সর্ব্বদা সদয় বিভু হন তব প্রতি ॥
হইল তোমার বাক্যে প্রত্যয় আমার।
জীবনের ভয় কিছু নাহিক তোমার ॥
আমার আশ্রয়ে তুমি সুখে করবাস।
অচিরে ঘুচিবে তব মনের হুতাশ ॥
তোমাতে আমার এক আছে প্রয়োজন
সেই কর্ম্ম সাধ তুমি করিয়া যতন ॥
মম সন্নিবেশ বাসি রাজা এক জন।
মম সহ বৈরতা করিছে অনুক্ষণ ॥
সবিশেষ কহি আমি তার বিবরণ।
এক চিত্ত হয়ে তুমি করহ শ্রবণ ॥
সে রাজা মোদের তুল্য নহে কদাচন।
মানব শরীর তার পক্ষীর বদন ॥
তাহাদের স্বর ভঙ্গি এ রূপ প্রকার।
পক্ষিদের সহ বিন্দু ভেদ নাহি তার ॥
যখন তাদের কেহ আইসে এ স্থানে।
জলচর বোধে মোরা তারে বধি প্রাণে ॥

বিরোধ রাজার সহ এই সে কারণ।
হইল আমার বৈরি বিহঙ্গ-রাজন ।।
সময়ে২ করি সৈন্য সংগ্রহণ।
সাজিয়া আইসে হেথা করিবারে রণ ॥
বহুবার সেই রাজা সহিত স্ববল।
উদ্যোগ করিয়া শেষে হইল নিষ্ফল ॥
অবশেষ সে রাজা করেছে এই পণ।
আমাদের সবাকার করিতে নিধন ॥
আমরাও আত্মপক্ষ করিতে রক্ষণ।
বিশেষ উদ্যোগী তাহে আছি তৎক্ষণ
আরো এই মনে২ করিয়াছি পণ।
প্রজাসুদ্ধ সে রাজারে করিব ভক্ষণ ॥
এই জন্য সতর্ক আমরা আছি সদা।
স্বকার্য্য সাধনে অন্যমন নহে কদা ॥

কবন্ধ রাজার শুনি এতেক বচন
রাজপুত্র সম্মত হইল সেইক্ষণ ॥
হরষিত হয়্যে সেই কবন্ধের পতি।
রাজপুত্রে তখনি করিল সেনাপতি ॥
সৈন্যের নায়ক হয়ে নৃপের নন্দন।
সসাহসে করিলেক স্বকার্য্য সাধন ॥
উপযুক্ত সেনাবলী করিয়া সংগ্রহ।
আগ্রহ বিপক্ষ সহ করিতে বিগ্রহ ॥
দেখিল বারিধি-কূলে বিপক্ষের দল।
সাজাইয়া রণতরী আনিছে সকল ॥
প্রথমে কুমার কিছু বাধা নাহি দিল।
বিপক্ষের দল সব ব্যূহে প্রবেশিল ॥
তরি পরিহরি তারা ভূমেতে নাবিল।
তখন রাজার পুত্র কিছু না কহিল ॥
অনন্তর অর্দ্ধ সৈন্য নাবিলে ডাঙ্গায়।
কুমার তখন চিন্তে আপন উপায় ॥
একেবারে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল।
স্বীয় বল সঙ্গে করি রণে প্রবর্ত্তিল ॥
বিচ্ছিন্ন করিল ক্রমে বিপক্ষের দল।
সাহসে নির্ভর করি হইল প্রবল ॥
অস্ত্রাঘাতে বহু সৈন্য করিল নিধন।
সাগরের জলে কত কৈল নিমজ্জন ॥
নৃপতি বিহঙ্গমুখ স্বীয় সৈন্য লয়ে।
রণে ক্ষান্তি শীঘ্র পলাইল প্রাণ ভয়ে ॥

কবন্ধের সেনাদল রণে জয়ী হয়ে।
নিরাপদে সকলে আইল নিজালয়ে ॥
রাজপুত্র প্রতি কৈল বিবিধ সম্মান।
যেহেতু সাহসে তার সবে পাইল প্রাণ ॥
সেনাগণ সকলেতে কহে পরস্পর।
হেন যোদ্ধা নাহি দেখি ভুবন ভিতর ॥
এতবার যুদ্ধ কৈনু বিপক্ষের সনে।
এহেন সংগ্রাম কভু না দেখি নয়নে ॥
বহু২ সেনাপতি ছিলেন পূর্ব্বেতে।
কেহ এর তুল্য নহে বলে সাহসেতে ॥
এইরূপ প্রশংসা করিল জনেজন।
বিবিধ সংকার তারে করিল রাজন ॥
রণজয়ী হয়ে সে নবীন সেনাপতি।
কহিলেক কবন্ধ নরেন্দ্র রায় প্রতি ॥
মহারাজ শুনহ দাসের নিবেদন।
যাহাতে সম্পূর্ণ জয়ী হবেন রাজন ॥
দেহ সৈন্য পাঠাইয়া বিপক্ষের দেশে।
বিনাশিব সর্ব্ব সৈন্য চক্ষের নিমেষে ॥
আপনার অভিলাষ করুন পূরণ।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর সর্ব্বক্ষণ ॥
বিপক্ষের দল বল করিয়া সংহার।
করুন ধরণী মাঝে প্রভুত্ব বিস্তার ॥
শুনিয়া নরেন্দ্র সেনাপতির বচন।
সম্মত তাহার বাক্যে হইল তখন ॥
এক শত রণতরী করিতে নির্ম্মাণ।
কর্ম্মিগণে কৈল রাজা অনুজ্ঞা প্রদান ॥
তৎক্ষণাৎ শত তরী প্রস্তুত হইল।
নৃপতির সৈন্য সব তাহে আরোহিল ॥
রাজপুত্রে করি সেনাপতিত্বে বরণ।
বিহঙ্গাস্য দেশে সবে করিল গমন ॥
রজনী যোগেতে তারা কূলে উত্তরিল।
যাইয়া নগর মাঝে ছাউনি করিল ॥
প্রভাতে হইবামাত্র যুদ্ধ সজ্জা করে।
সেনা সহ সেনাপতি প্রবেশে নগরে ॥
প্রজাগণ এ বৃত্তান্ত না জানে স্বপনে।
অকস্মাৎ বৈরি আসি প্রবর্ত্তিবে রণে ॥
সশস্ত্র না ছিল তারা ঋক্ত হস্ত তায়।
যুদ্ধের উদ্যম ত্যজি ভয়েতে পলায় ॥
যে কেহ রণেতে আসি প্রবর্ত্ত হইল।
অমনি কুমার তারে বিনাশ করিল ॥

পলাবার নাহি স্থান নাহি পরিত্রাণ।
সকলি সমরে তথা হারাইল প্রাণ ॥
অবশিষ্ট রণে যারা প্রাণেতে বাঁচিল।
সৈন্যগণ সে সবারে বান্ধিয়া লইল ॥
রাজা সুদ্ধ রাজার যতেক সৈনগণে।
সবাকারে বান্ধিলেক নিবিড় বন্ধনে ॥
কুমার সম্পূর্ণ জয়ী সংগ্রামে হইয়া।
কবন্ধের দেশে আশু আইল ফিরিয়া ॥
রাজার আনন্দ বৃদ্ধি বিজয় দর্শনে।
কুমারে প্রশংসা বহু কৈল প্রজাগণে।
মাসাবধি নগরেতে হইল উৎসব।
নিরাপদ প্রজাগণ আনন্দিত সব ॥
যে সকল বিহঙ্গাস্যে আনিল বান্ধিয়া।
রাজাজ্ঞায় প্রজাগণে দিল বিলাইয়া ॥
তাহারা সকলে অতি হয়ে ফুল্ল মন।
পক্ষিমুখ মানবেরে করিল ভক্ষণ ॥
তাদের মাংসেতে করি বিবিধ ব্যঞ্জন।
কুটুম্ব সহিত সবে করিল ভক্ষণ ॥
পরাজিত পক্ষিআস্য রাজা যেই জন।
তারমাংসে রাজভোজ্য হৈল আয়োজন
বিবিধ ব্যঞ্জন করি তাহার পললে।
সুখে রাজ পরিবার খাইল সকলে ॥

এই যুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হৈল এক কালে।
আনন্দে রহিল তথা প্রজারা সকলে ॥
কোন অমঙ্গল নাহি রাজ্যের ভিতর।
রাজপুত্রে পেয়ে সদা সুখী নৃপবর ॥
কবন্ধরাজার প্রেমে প্রীতি পেয়ে অতি।
রহিলেন রাজপুত্র তাহার বসতি ॥
নয় বর্ষ তথা কাল করিল যাপন।
উভয়ের প্রতি তৃপ্ত উভয়ের মন ॥
এক দিন নির্মস্তক দেশের ভূপতি।
রাজপুত্র প্রতি কন হয়ে হৃষ্ট অতি ॥
"ওহে রাজপুত্র! আমি হলেম প্রবীণ।
ক্রমে২ বল বুদ্ধি হইতেছে ক্ষীণ ॥
সন্তান সন্ততি কেহ নাহিক আমার।
যাহার উপরে দেই মম রাজ্য ভার ॥
অতএব এই মনে বাসনা আমার।
তোমারে অর্পণ করি রাজ্য-অধিকার ॥
আমার নন্দিনী সহ দিয়া পরিণয়।
তোমার শাসনে রাখি প্রজা সমুদয় ॥
যদি তুমি দেখিতে কুৎসিত অতিশয়।
তথাচ আমার মনে এই সাধ হয় ॥
আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়া।
সুখে থাক এই স্থানে মম রাজ্য নিয়া"
রাজার কুমার শুনি এতেক বচন।
এ বিষয়ে সম্মত নহিল কদাচন ॥
জানিয়া কবন্ধভূপ মন্তব্য তাহার।
কহিতে লাগিল পুনঃ করি তিরস্কার
শুনহে রাজার পুত্র আমার বচন।
আমার সম্ভ্রম যদি করহ হেলন ॥
নিশ্চয় জানিবে তব অমঙ্গল হবে।
করেছ যে উপকার কিছুতে না রবে ॥
যদি বিভা নাহি কর আমার সুতায়।
তবে আমি কালিপ্রাতে বধিব তোমায়"

এ কথায় চিন্তা করে রাজার নন্দন।
বিবাহে অনিচ্ছু হলে বধিবে জীবন ॥
এই খেদে রাজপুত্র করিয়া রোদন।
আপন কুগ্রহ প্রতি করিছে ভর্ৎসন ॥
"হায়রে! দুর্গ্রহ তোর এই ছিল মনে।
চিরকাল দিবে দুঃখ আমার জীবনে ॥
কভু কি তোমার শক্তি নারিব এড়াতে।
নিতান্ত সন্তুষ্ট তুমি আমার নিপাতে ॥
কুক্কুরাস্য রমণী দিয়াছ একবার।
ইহাতে কি কোপ শান্তি হয়নি তোমার?
তাহতে ভীষণ অতি বিকৃতি আকার।
বিবাহ করিতে মোরে হবে পুনর্ব্বার ॥
প্রাণসমা দিলারাম রহিলো কোথায়।
তোমারে না হেরে মোর হৃদি ফেটেযায়
নয়ন রঞ্জন মোর হৃদয় রতন।
কোথায় রহিলে মোরে করিয়া বর্জ্জন ॥
তোমার বিচিত্র মূর্ত্তি যার চিত্তপটে।
কেমনে সে রবে হেন রাক্ষসী নিকটে ॥
বুকেতে বদন যার স্কন্ধেতে নয়ন।
কেমনেতে সহিবে তাহার আলিঙ্গন ॥
যে কোলে পেয়েছে শোভা পরম সুন্দরী
সেকোলে কেমনে শোভাকরে নিশাচরী

এইরূপ খেদ করি রাজার-কুমার।
বিবাহ করিতে পরে করিল স্বীকার॥
সেই দিনে শুভকাল করিয়া নির্ণয়।
নৃপজায় নৃপজে করিল পরিণয়॥
তদোৎসবে উৎসব হইল অতিশয়।
আমোদ প্রমোদে মগ্ন পুরবাসীচয়॥
রাজপুরী সজ্জিভূত হইল অতিশয়।
বিবিধ ভোজের তথা আয়োজন হয়॥
কুটুম্ব বান্ধবগণ করি নিমন্ত্রণ।
সকলে করিল নৃপ যোগ্য সম্ভাষণ॥

বিবাহ বাসরে তথি নিশীথ সময়।
কবন্ধকুমারী যথা কনক শয্যায়॥
রাজপুত্রে সেই গৃহে সকলে রাখিয়া।
আইল মনের সুখে বাহির হইয়া॥
অমনি রমণী তার কাছে সরাইল।
দেখি নৃপজের ভয়ে পরাণ উড়িল॥
ইঙ্গিতে অন্তর ভাব বুঝিয়া তখন।
কবন্ধকুমারী কহে বিনয় বচন॥
শুন২ রাজপুত্র স্থির কর মন।
অন্তরে বিকল তুমি হৈয়না এমন॥
তোমাহেন সুপুরুষ যুবা যেই জন।
মাদৃশা কামিনী প্রতি নহে তৃপ্তমন॥
আপনার ভাবে আমি করি অনুমান।
কেমনে আমাতে তৃপ্ত রবে তব প্রাণ॥
উভয়ে২ মোরা করি সমবোধ।
কেমনে হইবে রক্ষা প্রেম অনুরোধ॥
যেমন রাক্ষসী তুমি ভাবিছ আমারে।
আমিও রাক্ষস তুল্য ভাবিহে তোমারে
আমাতে যেমন ঘৃণা হতেছে তোমার।
তব প্রতি তুল্য ঘৃণা হতেছে আমার॥
প্রাণ ভয়ে তুমি ইথে করিলে স্বীকার।
আমিও স্বীকৃতা আজ্ঞা পালিতে পিতার
সে যা হউক রাজপুত্র বলি শুন সার।
কিঞ্চিৎ করিতে পারি তব উপকার॥
বিবাহ বন্ধনে যদি মুক্ত কর মোরে।
তোমারে উদ্ধার করি এ বিপদ ঘোরে॥
আমারে যদ্যপি তুমি করহ বর্জ্জন।
তোমারে করিব সুখী আমার এ পণ॥

(নৃপজ কহিল) ধনি! যা ইচ্ছা তোমার
যা বলিবে তা করিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
কিন্তু তুমি সুখী মোরে করিবে কেমনে
বিশেষ করিয়া তাহা বল বরাননে॥
(কবন্ধ-ভূপের বালা কহিল তখন)।
শুন২ রাজপুত্র আমার বচন॥
দৈত্য এক আছে উপনায়ক আমার।
আমাতে অধিক প্রীতি জন্মেছে তাহার॥
আমার বিবাহ বার্ত্তা সে শুনিলে পরে।
অবশ্য আমারে সেই লবে স্থানান্তরে॥
আমি তারে বিশেষ করিব অনুনয়।
তোমারে লইয়া রাখে তোমার আলয়॥
নিঃসন্দেহ সে রাখিবে আমার বচন।
তাহার সহায়ে তুমি যাইবে ভবন॥
(রাজপুত্র বলে) যা বলিলে রাজবালা
শুনিয়া ঘুচিল মম অন্তরের জ্বালা॥
তোমার এমতে আমি হলেম সম্মত।
ঈশ্বরের স্থানে ধন্যবাদ শত শত॥
স্বেচ্ছাধীন আমি ত্যাগ করিনু তোমায়।
এক্ষণে কিঞ্চিৎ দয়া করিবে আমায়॥
এত বলি রাজপুত্র নীরব হইয়া।
সতন্ত্র পর্য্যঙ্কোপরে রহিল শুইয়া॥
নিদ্রার বিঘোরে ক্রমে হৈল অচেতন।
রাজবালা ভিন্নাসনে করিল শয়ন॥

যখন নিদ্রায় তারা হৈল অচেতন।
হেনকালে দৈত্য তথা কৈল আগমন॥
উভয়ের কর যুগে করিয়া গ্রহণ।
সে স্থান হইতে করে সত্বরে গমন॥
নির্মস্তক দেশ হৈতে কিছু দূর গিয়া।
এক দ্বীপে তৃণোপরে নৃপজে রাখিয়া॥
আপনার প্রিয়োত্তমা মহিষীরে লয়ে।
সত্বরে চলিল নিজ নিভৃত নিলয়ে॥
পূর্ব্বে দৈত্য সেই রাজবালার কারণ।
নির্ম্মাণ করিয়াছিল বিরল ভবন॥
নিশি শেষে নিদ্রা ত্যজি নরেন্দ্র নন্দন।
ইতস্ততঃ চারি দিগ করে দরশন॥
অজানিত দ্বীপে আছে তৃণের উপর।
ইহা দেখি হৈল তার বিস্ময় অন্তর॥

মনে মনে বিবেচনা করে রাজসুত।
একি পুনর্ব্বার দেখি ঘটনা অদ্ভুত।
দৈত্য-নৃপজার পতি বুঝি অনুমানে।
নিদ্রাকালে আমারে রাখিল এই স্থানে॥
কিন্তু কন্যা আমারে যে করিল আশ্বাস।
তাহে দৈত্য না করিল পূর্ণ অভিলাষ॥
আমারে স্বদেশে লবে কহিল কুমারী।
কিন্তু তার বিপরীত এক্ষণে নেহারি॥
আমারে দুর্গম দ্বীপে নিক্ষেপ করিয়া।
আপন প্রেয়সী লয়ে গেল সে চলিয়া॥

এইরূপ চিন্তা করে নৃপজ যখন।
সিন্ধুকূলে বৃদ্ধ এক করে দরশন।
করিছে নমাজ স্নান বৃদ্ধ যেইখানে॥
উপনীত রাজসুত হয়ে সেইস্থানে।
বৃদ্ধ মানবের প্রতি জিজ্ঞাসে তখন।
"তুমি কি ইমান-ভক্ত জাতিতে যবন॥
(প্রবীণ কহিল) "আমি জাতিতে যবন।
পরিচয় দেহ যুবা তুমি কোন জন॥
শরীর সৌন্দর্য্যে আমি করি অনুমান।
সামান্য নরের তুমি না হবে সন্তান॥
আমার নিকটে তব পরিচয় বল।
ইহাতে হইবে তব পরম মঙ্গল॥
অপকার আমাহতে কিছু না হইবে।
বরঞ্চ তোমার ইথে মঙ্গল সম্ভবে"।
(নৃপজ কহিল) "শুন আর্য্য মহাশয়।
তব অনুমান যাহা কভু মিথ্যা নয়॥
কারজিম-অধিপতি নরেশ-প্রধান।
জানিবেন এ অধম তাঁহার সন্তান"॥
স্থবির এ কথা শুনি রাজপুত্রে কয়।
"তুমি কি কারজিম পতি নরেন্দ্র তনয়?
তুমি কি দুর্ভাগ্য সেই রাজার কুমার?।
হয়েছিল দস্যুহস্তে দুর্দ্দশা যাহার॥
নৃপজ কহিল সেই বৃদ্ধের সদনে।
এই সমাচার তুমি জানিলে কেমনে॥
(স্থবির বলিল) " শুন রাজার কুমার।
তব জনকের দেশে জনম আমার॥
আমরা গণক জ্যোতিঃশাস্ত্র ব্যবসাই।
এই উপদ্বীপে মোরা [illegible] সবাই॥

তব জন্ম কোষ্ঠী করিয়াছি দরশন।
গ্রহ ঋষ্টি বলিয়াছি করিয়া গণন॥
দস্যুগণ হস্তে তুমি হইলে পতিত।
শুনিয়া জনক তব হৈল বিষাদিত॥
নিশ্চয় জানিয়া রাজা তোমার মরণ।
অল্পদিনে তব শোকে ত্যজিল জীবন॥
প্রজাগণ ক্ষুণ্ণ মন নৃপের মরণে।
দেশসুদ্ধ-শোকাকুল নর নারীগণে॥
তোমার ভরসা তারা করি পরিহার।
তব বংশ্যে এক জনে দিল রাজ্যভার॥
সেই জন আরোহণ করি সিংহাসনে।
আমাদিগে ডাকাইল গণনা কারণে॥
"কহ জ্যোতির্ব্বিদগণ করিয়া গণন।
আমার রাজত্বে হবে মঙ্গল কেমন"॥
কিন্তু মোরা গণনা করিয়া সমুদয়।
কহিলাম তার প্রতি করিয়া বিনয়॥
"তোমার মঙ্গল রাজা না হয় দর্শন।
তব ভাগ্যে ঋষ্টি আছে যত গ্রহগণ"।
অনুকূল তারা যদি না হইল তার।
শুনি ক্রুদ্ধ হৈল অতি রাজার কুমার॥
আমাদিগে বিনাশিতে করিল মনন।
আমরা বিদ্যার বলে জানিনু কারণ॥
রাখিতে আপন প্রাণ মন্ত্রণা করিয়া।
দেশ ছাড়ি সবে মোরা যাই পলাইয়া॥
পৃথিবীর নানাস্থান করিয়া ভ্রমণ।
যার যথা ইচ্ছা তথা কৈল নিকেতন॥
আমি নানাদেশ ক্রমে করি পর্য্যটন।
এই উপদ্বীপে শেষে করি আগমন॥
এ দেশের রাজা নাই অধীশ্বরী নারী।
প্রজাবৎসলতাগুণে গুণান্বিতা ভারি॥
পুত্রসম প্রজাগণে করেন পালন।
রাণীর শাসনে সবে সন্তোষিত মন॥
সদা সুখে প্রজাগণ করে কাল ক্ষয়।
হেন সুখী কোন রাজ্যে নহে প্রজাচয়"

জনকের মৃত্যু শুনি গণকের মুখে।
রাজপুত্র রোদন করিল মনোদুখে॥
পিতৃশোকে শোকাকুল সজল নয়ন।
[illegible]

নৃপজের হেন দশা করি নিরীক্ষণ।
গণক প্রবোধ বাক্যে করেন সান্ত্বন ॥
"শুন২ রাজপুত্র করো না রোদন।
দুঃখের দুর্দিন তব হইল মোচন ॥
সৌভাগ্য সূর্য্যের দেখা পাইবে ত্বরায়।
দুঃখরাশি হবে নাশ ভাবনা কি তায় ॥
ত্রিংশৎ বৎসর তব রুষ্ট ছিল গ্রহ।
এক্ষণে তাঁহারা করিবেন অনুগ্রহ ॥
একত্রিংশ বর্ষ বয় হয়েছে তোমার।
এত দিনে বিপদ সাগরে হলে পার ॥
অনুগ্রহ করি এস সংহতি আমার।
সাধ্যমত করিব তোমার উপকার ॥
রাজ্ঞীর সচিব অতি পুণ্যবান জন।
তোমারে পাইলে হবে সন্তোষিত মন ॥
আকৃতি প্রকৃতি তব করিলে দর্শন।
উপযুক্ত সম্মান করিবে সেই জন ॥
রাণীর নিকটে লয়ে যাইবে তোমায়।
মনের অভীষ্ট ফল পাইবে ত্বরায় ॥
রাণী তব পরিচয় হলে অবগত।
অচিরে সম্পন্ন হবে তব মনোরথ" ॥

গণক সহিত পরে রাজার-নন্দন।
দুই জনে উপনীত সচিব-সদন ॥
নৃপজের পরিচয় পেয়ে মন্ত্রীবর।
বিস্ময় সাগরে মগ্ন তাহার অন্তর ॥
কমনীয় কুমারের কান্তি মনোহর।
দরশন করি হৈল প্রফুল্ল-অন্তর।
নৃপাত্মজে করিয়া বিহিত সমাদর।
সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল মন্ত্রীবর ॥
"তুমি কি সে ভূপসুত ওহে ভূপসুত?।
যাহার হইল এত ঘটনা অদ্ভুত? ॥
সমুদয় বিশ্বময় প্রকাশিত যিনি।
তব জন্য এ ঘটনা ঘটালেন তিনি ॥
আমার বিস্ময় দৃষ্টে হৈয়না বিস্ময়।
পশ্চাৎ তোমারে এর দিব পরিচয়" ॥
এতেক কহিয়া মন্ত্রী নৃপতি নন্দনে।
অচিরেতে লয়ে গেল রাণীর সদনে ॥

আপাদ মস্তক তার করি নিরীক্ষণ।
আপন নায়কে নারী চিনিল তখন ॥
অদ্ভুত আনন্দ প্রাপ্তি হইয়া অন্তরে।
প্রেমাবেশে প্রিয় নাথে ধরিয়া স্বকরে ॥
বলে, "অদ্য শুভ মম দেবের কৃপায়!
আশা কি ছিল হে নাথ পাইব তোমায়
বিধি যে সদয় হবে ছিল কি এ মনে।
এড়াব বিচ্ছেদ জ্বালা তব দরশনে ॥
তব সহ মিলন হইবে পুনর্ব্বার।
হেন কি স্বপনে মনে ছিল হে আমার"
প্রেয়সীর পরিচয় পাইয়া কুমার।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন মানস তাহার ॥
প্রেয়সীর প্রতি বলে সহাস্য-বদনে।
"তোমারে হেরিব প্রিয়ে ছিল কি এমনে
হৃদয়রতন মম জীবের জীবন।
শ্রবণের সুখাবহ নয়ন-রঞ্জন ॥
ধন্য২ বিধি তাঁর পদে নমস্কার।
উভয়ে মিলন করিলেন পুনর্ব্বার ॥
এতদিনে অনুকূল হইলেন তিনি।
পাইলাম তোমাধন সুধাংশুবদনি ॥
অবসাদ বিষাদ মনেতে যত ছিল।
তব দরশনে প্রিয়ে সকল ঘুচিল ॥
এইরূপে দুই জনে প্রফুল্ল অন্তরে।
পুনঃ২ আলিঙ্গন করে প্রেমভরে ॥
তদনন্তর কুমার কহিছে কুমারীরে।
"কোথায় কুমার দ্বয় বলহ আমারে" ॥
দিলারাম বলে, "নাথ স্থির কর মন।
এখনি কুমার দ্বয়ে করিবে দর্শন ॥
মৃগয়ায় গেছে তারা আনন্দ কারণ।
আসিয়া তোমার পদ করিবে বন্দন" ॥
নৃপজায় নৃপজ কহিল পুনর্ব্বার।
"কেমনে তস্কর হস্তে পাইলে নিস্তার ?
এ দেশের রাজ্ঞী তুমি হইলে কেমনে।
বিবরিয়া সেই কথা কহ চন্দ্রাননে" ॥
(দিলারাম বলে)"নাথ করহ শ্রবণ।
যে রূপে তস্কর হস্তে পাইনু মোচন ॥

যখন তস্করগণ তোমারে রাখিয়া।

সেই উপদ্বীপ হতে ছয় ক্রোশান্তর।
যখন আইল তরী সাগর উপর॥
বিধাতার লিপি যাহা কে করে খণ্ডন।
অকস্মাৎ ঝড় তথা হইল ভীষণ॥
পর্ব্বত প্রমাণ উঠে সাগরে তরঙ্গ।
দেখি সবাকার মনে হইল আতঙ্ক॥
দাঁড়ি মাঝি যত সেই নৌকায় আছিল।
তরণী রাখিতে বহু যতন করিল॥
তাহাদের চেষ্টা সব হইল বিফল।
সাগরে ঝটিকা ক্রমে হইল প্রবল॥
তরঙ্গের প্রতিঘাত নৌকায় লাগিল।
শত খণ্ড হয়ে তরী বিদীর্ণ হইল॥
কাষ্ঠের ফলকাশ্রয় করি কয় জন
এই তীরে উঠি তারা পাইল জীবন॥
কতেক নিমগ্ন হৈল সাগর উদরে।
অচিরে গমন কৈল শমন নগরে॥
দুষ্টের উচিত শাস্তি দিল ভগবান।
সমুদ্র সলিলে পড়ি ত্যজিল পরাণ॥
কিন্তু সেই বিপদেতে হইতে উদ্ধার।
কিছুমাত্র নাহি ছিল বাসনা আমার॥
ঈশ্বরের নাম না করিনু উচ্চারণ।
সমুদ্যতা স্বইচ্ছায় ত্যজিতে জীবন॥
দুঃখদ এ জীবনের আশা পরিহরি।
লইনু সন্তানগণে স্বীয় ক্রোড়ে করি॥
তখন বাসনা ছিল অন্তরে আমার।
এককালে তিনজনে হইব সংহার॥
যেইকালে ডুবি মোরা সাগরের জলে।
দেখিল কতেক লোক থাকি এই স্থলে॥
আমাদের প্রতি তারা হইয়া সদয়।
নীর হতে উদ্ধার করিল সে সময়॥
দেখে মোরা তিনজনে আছি যে জীবিত
আমাদের শুশ্রূষণ করিল বিহিত॥

এদেশের নরপতি সুধীর সুমতি।
আমাদের সমাচার হয়ে অবগতি॥
আমাদিগে দেখিবারে করিয়া মনন।
যতনেতে লইলেন আপন ভবন॥
জিজ্ঞাসা করিল ভূপ মম পরিচয়।

আমার বিপদ বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
হইলেন নরপতি বিষণ্ণ বদন॥
সান্ত্বনা করিয়া মোরে প্রবোধবাক্যেতে
কহিলেন ধরানাথ মম সমক্ষেতে॥
"হে পুত্রি চিন্তিতা কিছু না হও ইহাতে
এ সংসারে সুখ দুঃখ ঈশ্বর ইচ্ছাতে॥
আমাদের পরীক্ষা করিতে ভগবান।
সুখ দুঃখ দুই জীবে করেন প্রদান॥
অতএব ধৈর্য্যসহ উচিত সহিতে।
নির্ব্বেদ উদ্বেগ কিছু না করিহ চিতে॥
যদি মোরা সহ্য করি ধৈর্য্য সহকার।
সুখের উদয় হবে দুঃখের সংহার॥
নদী প্রবাহের তুল্য সুখ আর দুখ।
কভু দুখোদয় হয় কভু হয় সুখ॥
অতএব এই স্থানে করহ যাপন।
তোমারে তোমার পুত্রে করিব পালন॥
হেথায় কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না পাইবে।
পুত্রসহ চিরকাল সুখেতে থাকিবে"॥
নৃনাথের বয়ক্রম নবতি-বৎসর।
সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত স্থবির প্রবর॥
আপনার পুত্রতুল্য মম পুত্রগণে।
পালন করিত রাজা পরম যতনে॥
আর সেই মহীপাল সদয় হইয়া।
মন্ত্রিণী করিল মোরে ধীমতী জানিয়া॥
সর্ব্বকাল সর্ব্ব বিষয়েতে নরপতি।
রাজ-কার্য্যে লইতেন আমার যুকতি॥
সর্ব্বদা প্রশংসা তিনি করিতেন মম।
বিধিমতে বাড়াতেন আমার সম্ভ্রম॥
এরূপে বৎসর পঞ্চ তাঁর নিকেতন।
পুত্র সহ থাকি করি সময় যাপন॥
পাঁচবর্ষ গত হতে ভূপতি প্রবীণ।
নির্জ্জনেতে আমারে কহিল এক দিন॥
"আমি এক অভিপ্রায় করেছি অন্তরে।
শুন রাজপুত্রি কহি তোমার গোচরে॥
মনোস্থ করেছি আমি মম লোকান্তরে।
রাজসিংহাসন দান করিব তোমারে॥
অতএব এই বাক্য রাখহ আমার।
আমারে স্বামীত্বে তুমি করহ স্বীকার॥
তোমার প্রশংসা করে মম প্রজাগণ।

হইলে আমার তুমি রাজ্যাধিকারিণী।
সকলের পূজ্যা হবে নরেন্দ্র নন্দিনী॥
বিশেষতঃ গুণবত্তা দেখিয়া তোমার।
তোমারে নৃপতি পদে করিবে স্বীকার”
স্বাত্মজ-কল্যাণ-হেতু শুন গুণাধার।
বিবাহ করিতে তারে করিনু স্বীকার॥
তার পর শুভলগ্ন করি নিরূপণ।
ভূপতি করিলা মম পাণি সংগ্রহণ॥
বিবাহের কিছু দিন গত হৈলে পর।
বসুমতী-পতির হইল লোকান্তর॥
তদন্তরে হর্ষান্তরে যত প্রজাগণ।
নৃপসিংহাসনে মোরে করিল স্থাপন॥
তদবধি আমি, নাথ এই নগরেতে।
রাজ্যেশ্বরী হইয়াছি জানিবে মনেতে॥
প্রজাদের সুখবৃদ্ধি যেই মতে হয়।
প্রাণপণে আমি তাহা করি সমুদয়,,॥

এই বলি সমাপ্ত করিল বিবরণ।
দেখিল নয়নে রাণী আইসে নন্দন॥
পুত্রদ্বয়ে স্নেহভরে ডাকিয়া তখন।
বলে পিতৃ পদবাপ্ত করহ বন্দন॥
জননীর নিদেশ শুনিয়া পুত্রদ্বয়।
ভক্তিভাবে জনকের পদে প্রণময়॥
সন্তান বাৎসল্যে সেই নৃপজ তখন।
পুত্রদ্বয়ে কোলে করি করিল চুম্বন॥
আনন্দ জীবন বহে নয়ন যুগলে।
পুলকেতে রোম হর্ষ ভাসে সুখজলে॥
মনের বিষাদ সব হইল সংহার।
চারিজনে সুখনীরে দিলেক সাঁতার॥
চারিজনে মিলন হইলে পরস্পরে।
অদ্ভুত আনন্দ লাভ হইল অন্তরে॥
রাজ্ঞীর নিদেশে মন্ত্রী হয়ে হর্ষমন।
যাবতীয় প্রজাপুঞ্জে কৈল আবাহন॥
কারজিম ভূপজের তাবৎ আখ্যান।
সবাকারে শুনাইল সচিব ধীমান॥
তদন্তর সবাকার লয়ে অনুমতি।
নৃপজেরে তথায় করিল নরপতি॥

প্রজাগণ সুখীমন রাজার কৃপায়।
প্রমাদ বিষাদ বাদ নাছিল তথায়॥
এইরূপে বহুকাল সেই নগরেতে।
রাজত্ব করিল তারা পরম সুখেতে॥

(নবম সচিব কয়, “ শুন ভূপ মহাশয়,
কহিলাম এই বিবরণ।
জানাইতে নিদর্শন, দৈবে রাজপুত্রগণ,
গ্রহদোষে বিপদ-ভাজন॥
যদবধি গ্রহচয়, প্রতিকূল হয়ে রয়,
তদবধি না দেখে মঙ্গল।
সুবর্ণ থাকিলে করে, ধূলী সার হয় পরে,
সুধায় উপজে হলাহল॥
তবপুত্র নুর্জ্জিহান, গ্রহ দোষে সে ধীমান
বিপদ জালেতে জড়িভূত।
অনুকূল ছিল যারা, এবে প্রতিকূল তারা
গ্রহের কি ঘটনা অদ্ভুত॥
অধিক কি কব ভূপ, পূর্ব্বাপর এইরূপ,
গ্রহ দোষে বিপরীত হয়।
নৈলে নরপতি কেন, প্রাণাধিকপুত্রেহেন
আপনি হইবে নিরোদয়॥
অতএব মহীপতি, কৃপাকরি দীনপ্রতি,
রক্ষা কর সুতের জীবনে।
যাবৎ কুগ্রহ-চয়, অনুকূল নাহি হয়,
তাবৎ ধরহ ধৈর্য্য মনে,,॥
মন্ত্রীমুখে নররায়, উপাখ্যান সমুদায়,
শ্রবণেতে করিয়া শ্রবণ।
সেই দিন শুভক্ষণে, ক্ষান্ত হইলেন মনে
তনয়ের বধিতে জীবন॥
নিশিযোগেরাজরাণী, শুনিয়া এসববাণী
নৃপতিরে ভর্ৎসনা করিল।
রাজ্ঞীরভারতীশুনি, প্রিয়ভাষে নৃপগুণি
প্রিয়োত্তমা রাণীরে কহিল॥
তব অভিমত যাহা, করিতে নারিবতাহা
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
অদ্য এক মন্ত্রীবরে, নিষেধ করিল মোরে
এবিষয় করিতে সাধন॥
[illegible] চমৎকার

অমঙ্গল সুমঙ্গল, বলে দেয় অবিকল,
ফলাফল করিয়া সন্ধান ॥
সে কহিল মমপ্রতি, শুন ওহে ধরাপতি
স্বাত্মজেরে বধোনা জীবনে।
যদি কর হেন কাজ, পশ্চাৎপাইবে লাজ
চিরঅনুতাপ রবে মনে ॥
শুনি রাণী নৃপে কয়, কি কহিলে গুণালয়
মনেতে পাইয়া বৃথা ভয়।
এ নহে গ্রহের রোষ, সকলি সুতেরদোষ
তার কুবুদ্ধিতে এই হয় ॥
ঈশ্বর জনক প্রতি, কভু ক্রুদ্ধ হয়ে অতি,
কুসন্তান করেন প্রদান।
তার এক বিবরণ, কহিবারে আকুঞ্চন,
শুন নাথ সেই উপাখ্যান,, ॥

ঈশ্বর-দত্ত তিন রাজকুমারের উপাখ্যান।

পুরাকালে ছিল এক ধরণী-ঈশ্বর।
নানা গুণে গুণান্বিত পরম সুন্দর ॥
মহিষী রূপসী তাঁর গুণবতী অতি।
একান্ত স্বামিতে যার ছিল রতি মতি ॥
উভয়ের ভালবাসাছিল উভয়েতে।
উভয়ে যৌবন বয় ছিল বিশেষেতে ॥
বিবিধ সম্পদে পূর্ণ রাজার ভাণ্ডার।
প্রজাগণ সদা অনুরক্ত ছিল তাঁর ॥
হয় হস্তী পদাতিক সামন্ত বিস্তর।
সজ্জিত নগরীঅতি প্রাসাদ সুন্দর ॥
কোন দুঃখে দুঃখী নাহি ছিলেন রাজন।
এক মাত্র খেদ তাঁর নাছিল নন্দন ॥
পুত্রের অভাবে সদা হয়ে ক্ষুণ্নমন।
বিরলেতে করিতেন ঈশ্বরে স্তবন ॥
এক দিন ধরানাথ আপন ভবনে।
আনাইলা মহান্ত২ একজনে ॥
পরম সন্যাসী সেই সংসারে উদাস।
বিষয়ের কিছু মাত্র নাহি অভিলাষ ॥
সকলে মর্য্যাদা তার করে নানামতে।
বিশেষ সুখ্যাতি তার ছিল এজগতে ॥
যাহার নিমিত্তে সেই করিত ভজন।

নরপতি প্রণতি করিয়া সেইজনে।
কহিতে লাগিলা অতি করুণ বচনে ॥
" শুন মহাশয় এক মম নিবেদন।
সন্তান অভাবে আমি আছি ক্ষুণ্ন মন ॥
বয়স হইল বহু পুত্র নাহি হয়।
সেই হেতু কাতর হয়েছি অতিশয় ॥
যখন কৃতান্ত মোরে লইয়া যাইবে।
এসব সম্পদ মোর ভোগ কে করিবে ॥
অতএব মমপ্রতি হইয়া সদয়।
ঈশ্বরের ভজনা করহ মহাশয় ॥
তোমাদের কৃতস্তব করিয়া শ্রবণ।
প্রসন্ন হইয়া মোরে দিবেন নন্দন" ॥
উদাসীন কহে " রাজা কর অবধান।
ঈশ্বর কৃপায় হোক তোমার কল্যাণ ॥
এককর্ম্ম কর তুমি আমার বচনে।
উপহার দেহ কিছু উদাসীনগণে ॥
সেই উপহারে তৃপ্ত হয়ে সর্ব্বজনে।
প্রার্থনা করিবে তব নন্দন কারণে ॥
তাহাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে পরেশ্বর।
তোমারে দিবেন এক তনয় সুন্দর" ॥

স্বীকার পাইয়া ভূপ তাহার বচনে।
মেষ এক উপহার দিল সেইক্ষণে।
অত্যন্ত বলিষ্ঠ মেষ সমর দুর্জ্জয়।
কতশত মেষে করিয়াছে পরাজয় ॥
মেষ-যুদ্ধে ভূপতির ছিল অনুরাগ।
সর্ব্বদা তাহারে লয়ে করিত সোহাগ ॥
পুত্র সম পালন করিত চিরকালো।
প্রাণের সহিত তারে বাসিতেন ভালো ॥
সেই মেষ কাটি যত উদাসীনগণ।
রন্ধন করিয়া সুখে করিল ভোজন ॥
ভোজনান্তে ফুল্লান্তরে নৃত্য আরম্ভিল।
ঈশ্বর উদ্দেশে স্তব করিতে লাগিল ॥
তাহাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে নিরঞ্জন।
নৃপতিরে অনুগ্রহ করিলা তখন ॥
প্রসাদ স্বরূপ কিছু মেষ মাংস ছিল।
উদাসীনগণে রাজগৃহে পাঠাইল ॥
সে প্রসাদ রাজরাণী করিয়া ভোজন।

সেই দিন রাণী হইলেন গর্ব্ববতী।
নয় মাসে পুত্র এক প্রসবিল সতী॥
সুন্দর হইল অতি ভূপের কুমার।
উদয় ধরায় যেন সাক্ষাৎ কুমার॥
পুত্রমুখ নিরখিয়া সুখী নররায়।
অকাতরে বহুধন দরিদ্রে বিলায়॥

পরে কিছু দিনান্তে আপনি ভূমিপতি।
সেই উদাসীনে ডাকাইয়া স্ববসতি॥
কহিলেন, মহাশয় করি নিবেদন।
আর এক পুত্র মোরে কর বিতরণ॥
উদাসীন বলে রাজা দেহ উপহার।
ভূপতি প্রদানে তাহা করিল স্বীকার॥
সুরঙ্গ তুরঙ্গ এক আনি সেইক্ষণ।
উদাসীনগণে তাহা করিল অর্পণ॥
মাখন তণ্ডুল আর দিল বহুতর।
পাইয়া তাহারা হয় প্রফুল্ল-অন্তর॥
পূর্ব্ব-রূপ অশ্বমাংস করিয়া ভোজন।
ভক্তিভাবে পরমেশে করিল স্তবন॥
সদয় হইয়া পুনঃ অখিল-কারণ।
ভূপতিরে আর এক দিলেন নন্দন॥
সুন্দর সুগুণান্বিত বিনয়ি-ভূষণ।
কমনীয় কান্তি তার সুধাংশু বদন॥

দুই পুত্রে তৃপ্ত না হইয়া ভূভূষণ।
আর এক পুত্র হেতু কৈল আকিঞ্চন॥
সুন্দর খচ্চর এক আনিয়া যতনে।
পূর্ব্বমত উপহার দিল সাধুগণে॥
তাহারা খচ্চর মাংস করিয়া ভোজন।
পূর্ব্বমত জগদীশে করিল স্তবন॥
যথাকালে মহিষী হইল গর্ব্ববতী।
কাল প্রাপ্তে প্রসবিল তৃতীয় সন্ততি॥
দেখিতে সুন্দর হৈল তৃতীয় কুমার।
কিন্তু তার স্বভাব হইল কদাচার॥
নিয়ত কুকর্ম্ম সেই করয়ে যতনে।
নাহি মানে জনক জননী গুরুজনে॥
[illegible]

দুর্জ্জন দুর্ব্বোধ সঙ্গ করে নিরন্তর।
ব্যভিচারে রত সদা অনৃতে আদর॥
ইতরের সহবাসে থাকিতে বাসনা।
লোক লজ্জা ভয় কিছু করে না গণনা॥
বিদ্যায় অনাস্থা সদা মন্দকর্ম্মকারী।
এইরূপে কুকর্ম্মী হইল ক্রমে ভারি॥

এইরূপ তনয়ের দেখি ব্যবহার।
ভূপতি অন্তরে দুঃখ পাইল অপার॥
একদিন ডাকাইয়া সেই সাধুজনে।
কহিলেন নরপতি তাহারে নির্জ্জনে॥
শুন মহাশয় পদে করি নিবেদন।
দুরন্ত হইল কেন কনীয়-নন্দন॥
ইথে এই অনুমান হতেছে আমার।
গ্রাহ্য নাহি হইয়াছে প্রার্থনা তোমার॥
মাহান্ত কহিল রাজা করহ শ্রবণ।
এ কেবল তব দোষ জানিবে কারণ॥
প্রথমে যে মেষ তুমি দিলে উপহার।
বিনীত স্বভাব তার সাহস অপার॥
পরে যেই তুরঙ্গম করিলা প্রদান।
অতিশয় নিরীহ সে বহুগুণ স্থান॥
মনুষ্যের বশবর্ত্তী অনায়াসে হয়।
আপনার পৃষ্ঠে তারে লয় সেই হয়॥
একারণ দুই পুত্র তোমার রাজন।
হইয়াছে বহুবিধ গুণের ভাজন॥
পরে যে খচ্চর তুমি দিলে গুণালয়।
সকল পশুর মধ্যে দুষ্ট সেই হয়॥
যেন দান তেন ফল জানিবে কারণ।
এজন্য দুর্বৃত্ত তব তৃতীয় নন্দন॥
যদবধি ইহারে না করিবে নিধন।
তাবৎ নিষ্কৃতি তব নাহিক রাজন”॥

(কান্‌জাদা কহিল)“নাথ করিলে শ্রবণ
এই রূপ জানিবে হে তোমার নন্দন॥
ঈশ্বর তোমার প্রতি হইয়া বিরূপ।
তোমারে দিয়েছে নাথ তনয় এ রূপ॥
যদবধি ইহারে না বধ নরপতি।

এইরূপ বলি রাণী নানাকথা কয়।
তাহাতে ভূপের মনে জন্মিল সংশয় ॥
প্রতিজ্ঞা করিল পুনঃ তনুজ নিধনে।
নিরস্ত হইল তাহে মন্ত্রীর বচনে ॥
পর দিন প্রভাতে দশম মন্ত্রী যেই।
নানাকথা কয়ে ভূপে বুঝাইল সেই ॥
যেই উপন্যাস মন্ত্রী করিল বিন্যাস।
তাহে হৈল নৃপতির জ্ঞানের প্রকাশ ॥

এক রাজা এক উদাসীন এবং এক চিকিৎসকের উপাখ্যান।

পুরাকালে এক তুরকীয়-নরপতি।
স্বীয় সভাসদ বর্গে লইয়া সংহতি ॥
নগর ভ্রমণ হেতু করিয়া গমন।
পথে এক উদাসীনে করিল দর্শন ॥
সেই জন উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কয়।
মোরে ছয়শত মুদ্রা যে দিবে নিশ্চয় ॥
তারে কিছু উপদেশ করিব প্রদান।
প্রতিপদে হইবেক তাহার কল্যাণ ॥
নরেশ দেখিয়া তারে অশ্ব থামাইল।
কাছে ডাকি প্রিয় ভাষে কহিতে লাগিল
ওহে উদাসীন তব কিবা উপদেশ।
তাহার বৃত্তান্ত মোরে কহ না বিশেষ ॥
উদাসীন কহে রাজা করি নিবেদন।
ছয় শত মুদ্রা আগে করহ অর্পণ ॥
আমার বক্তব্য ভূপ উপদেশ যাহা।
বিস্তারিয়া তোমারে কহিব পরে তাহা ॥
শুনি রাজা সেই দণ্ডে দিল তারে ধন।
উদাসীন বলে রাজা করহ শ্রবণ ॥
আরম্ভ করিবে তুমি যে কোন বিষয়।
পরিণাম চিন্তা করি করো মহাশয় ॥
একথা শ্রবণে রাজসদস্য সকলে।
করিল বিপুল হাস্য পরিহাস ছলে ॥
কেহ বলে উদাসীন কহিল সংগত।
অতি নব উপদেশ অতি মনোগত ॥
কেহ বলে উদাসীন হয়েছে সন্তোষ।
আহা টাকা লইয়াছে হৈল নাহি দোষ ॥

দেখিল ভূপতি সবে করে পরিহাস।
সকলের প্রতি কন করিয়া প্রকাশ ॥
কেন পরিহাস সবে কর অকারণ।
উদাসীন উপদেশ করিয়া হেলন ॥
এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহে কোনজন।
ভাবি না চিন্তিয়া করে কর্ম্ম আরম্ভন ॥
যখন প্রবৃত্ত মোরা হই কোন কাজে।
পরিণাম চিন্তা করা উচিত অব্যাজে ॥
এ নীতির অনুবর্ত্তী না হয় যে জন।
সর্ব্বদা বিপন্ন হয় জানিবে কারণ ॥
মম পক্ষে এই নীতি অমূল্য রতন।
সর্ব্বদা পালিব আমি করিয়া যতন ॥
আর এই উপদেশ সুবর্ণ অক্ষরে।
লিখিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিব সর্ব্বঘরে ॥
প্রতি দ্বারে প্রতি ঘরে প্রতি জানালায়।
প্রতি দ্রব্যে প্রতি পাত্রে প্রত্যেক সভায়
যতেক তৈজষ আছে আমার ভাণ্ডারে।
সকলেতে লিখিয়া রাখিব একেবারে ॥
নৃপতির অভিমত সুসিদ্ধ হইল।
আজ্ঞা পেয়ে দাসগণে লিখিয়া রাখিল
কিছুদিন গতে রাজসভ্য এক জন।
লোভান্ধ হইয়া করে কুযুক্তি তখন ॥
ভূপতির অরাতী হইয়া অকারণ।
প্রতিজ্ঞা করিল তারে করিতে নিধন ॥
রাজাকে মারিয়া লবে রাজ সিংহাসন।
এই যুক্তি মনে মনে করে আন্দোলন ॥
পরিশেষ সে দুরাত্মা চিন্তিল উপায়।
আপনার পাশে রাজবৈদ্যেরে ডাকায়
কহিল তাহার প্রতি শুন বৈদ্যরাজ।
অনুকূল হয়ে মোর সাধ এক কাজ ॥
এত বলি বিষমাখা অস্ত্র লয়ে করে।
রাজবৈদ্য করে আশু সমর্পণ করে ॥
এই অস্ত্রে নৃপতির ফস্ত খোল যদি।
তব অনুগত হয়ে রব নিরবধি ॥
সুবর্ণ সহস্র দশ করিনু স্বীকার।
এই লও তোমারে দিলাম উপহার ॥
আমার অভীষ্ট কার্য্য করিলে সাধন।
অচিরে পাইব আমি রাজ সিংহাসন।
রাজ্য অধিকারী আমি হইব যখন।
তোমারে মন্ত্রীর পদে করিব বরণ ॥

তাহলেই রাজ্য শক্তি হইবে তোমার।
সংসারের দুঃখ কিছু না হইবে আর॥
বৈদ্য অন্ধ হয়ে লোভে করিল স্বীকার
পরিণাম চিন্তা কিছু না করিল তার॥
হস্তেতে পাইয়া দশ সহস্র মোহর।
বিষাক্ত সে অস্ত্র নিল উষ্ণীষ ভিতর॥
কালের প্রতীক্ষা করি রহিল তখন।
সময় পাইলে করে স্বকার্য্য সাধন।
ক্রমে সে ইপ্সীত কাল হৈল উপস্থিত।
ফস্ত খোলাইতে রাজা হইল বাঞ্ছিত॥
রাজাজ্ঞায় রাজ বৈদ্য সমীপে আইল।
বৈদ্য ভূপতির হস্ত বন্ধন করিল॥
রক্ত ধরিবারে এক পাত্র চমৎকার।
সেখানে স্থাপিতছিল সম্মুখে দোঁহার॥
যখন সংহার অস্ত্র বৈদ্য হাতে নিল।
দৈবে তার দৃষ্টি সেই পাত্রেতে পড়িল॥
পাত্রমধ্যে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত যে পদ।
পড়িয়া ভীষক মনে ভাবিল বিপদ॥
নিম্ন উক্ত নীতি সেই পাত্রে খোদাছিল।
দেখিয়া তাঁহার মনে সংশয় জন্মিল॥
"যখন যে কর্ম্ম লোকে করয়ে সাধন।
পরিণাম চিন্তা করি করে [illegible] রম্ভন॥
এই লিপি পড়ি বৈদ্য হইল বিস্ময়।
ক্ষণকাল চিন্তা করি মৌন হয়ে রয়॥
আপনার মনে মনে কহিল তখন।
যদি আমি এই অস্ত্র করি সংযোজন॥
এইক্ষণে নরপতি ত্যজিবে জীবন।
কিঙ্কর সকলে মোরে করিবে বন্ধন॥
যন্ত্রণা সহিত মোরে করিবে নিধন।
ভুবন ব্যাপিয়া হবে কলঙ্ক ঘোষণ॥
যদি আমি মরে যাই সুবর্ণে কি হবে।
এ ধনের উপভোগ কেবা করে তবে॥
এত চিন্তি সেই অস্ত্র মস্তকে রাখিল।
তার বিনিময়ে অন্য বাহির করিল॥
অস্ত্র পরিবর্ত্ত দেখি ভূপতি সুমতী।
সেইক্ষণে কহিলেন বৈদ্য রাজপ্রতি॥
কি কারণে অস্ত্র তুমি কৈলে বদলাই।
বৈদ্য বলে এ অস্ত্রের ধার ভাল নাই॥
শুনি নরপতি কহে দেখি হে কেমন।
তখন ভুমেশ কহে, কহ কি কারণ।
বদনে বচন হীন হইলে এমন॥
অবশ্য ইহার আছে গোপন কারণ।
বল নহে এইক্ষণে করিব নিধন॥
বৈদ্যবলে মহারাজ করি নিবেদন।
যদি কৃপা করি রাখ দীনের জীবন॥
আদ্য অন্ত ইহার সমস্ত বিবরণ।
স্বরূপেতে সকল করিব নিবেদন॥
রাজা বলে অপরাধ ক্ষমিলাম তব।
বিবরিয়া মোরে কহ এ প্রসঙ্গ সব॥
শুনি বৈদ্য সমুদায় নৃপে নিবেদিল।
রাজ-সভ্যসহ যেই কথা হয়েছিল॥
পাত্রস্থ লিখন বৈদ্য করিয়া পঠন।
বিরত হইল ভূপে করিতে নিধন॥
সেইক্ষণে দূতে আজ্ঞা দিল নরপতি।
দুরাত্মা আমিরে হেথা আন শীঘ্রগতি॥
উপযুক্ত ফল তার করিব প্রদান।
বন্ধন করিয়া তারে শীঘ্র হেথা আন॥
তদন্তর ভূপ, সভ্যগণ প্রতি কয়।
এবে তোমাদের মনে আছে কি সংশয়॥
উদাসীন মোরে যেই দিল উপদেশ।
এখন কি পরিহাস যোগ্য আছে শেষ? ॥
কোথা সেই উদাসীন আন মম স্থান।
এক্ষণে করিব তার বিশেষ সম্মান॥
যেই উপদেশে রাখে রাজার জীবন।
পৃথিবীর মধ্যে সেই অমুল্য রতন॥
কিন্তু যেই মূল্যে আমি করিয়াছি ক্রয়॥
তাহার সম্বন্ধে এক কপর্দ্দক নয়"॥

উপসংহার।

দশম সচিব গল্প কৈলে সমাধান।
প্রবোধিত হইলেন নৃপতি ধীমান॥
নির্দ্দোষী জানিয়া পুত্রে ক্রোড়েতেলইয়া
করিলেন পুরস্কার মস্তক চুম্বিয়া॥
সেইক্ষণে আমন্ত্রিয়া যত সভ্যগণে।
যৌব্যরাজ্যে অভিষেক করিলা নন্দনে॥
মহিষীর দুশ্চরিত্রে ক্রুদ্ধ হয়ে অতি।
নষ্টার উচিত দণ্ড করিল ভূপতি॥

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।